# হাদিস শরিফ

# اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ

## দাখিল

## নবম-দশম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

# اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ

# হাদিস শরিফ

## الصف التاسع والعاشر للداخل

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি


রচনা ও সংকলন

মাওলানা ড. সৈয়দ মুহা. শরাফত আলী

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ

মাওলানা আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান

সম্পাদনা

মাওলানা ড. মোঃ দাউদ আহমদ


---


বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম প্রকাশ | : | সেপ্টেম্বর, ২০১৩ |
| পরিমার্জিত সংস্করণ | : | আগস্ট, ২০১৮ |
| পুনর্মুদ্রণ | : | , ২০২৩ |

**ডিজাইন**
**বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

# প্রসঙ্গ-কথা

সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশ** গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাদিস শরিফ শেষনবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী। এটি কুরআন মাজিদের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এবং ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় মূল উৎস। হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে **হাদিস শরিফ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইটিতে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

**প্রফেসর কায়সার আহমেদ**
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

# محتويات الكتاب / সূচিপত্র


| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| تعريف الحديث | হাদিস পরিচিতি | ১ |
| باب السلام | সালাম অধ্যায় | ১৪ |
| باب الإسيذان | অনুমতি চাওয়ার অধ্যায় | ৪৭ |
| باب المصافحة والمعانقة | করমর্দন ও কোলাকুলি করা সংক্রান্ত অধ্যায় | ৫৭ |
| باب القيام | দণ্ডায়মান হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায় | ৭২ |
| باب العطاس والتثاؤب | হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা অধ্যায় | ৮৩ |
| باب الضحك وأقسامه | হাসি সংক্রান্ত অধ্যায় | ৯৩ |
| باب الأسمامي | নাম রাখা সম্পর্কিত অধ্যায় | ১০০ |
| باب حفظ اللسان والغيبة والشتم | জিহ্বা সংযতকরণ, গিবত ও গালমন্দ সংক্রান্ত অধ্যায় | ১১৯ |
| باب الوعد | অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত অধ্যায় | ১৫৫ |
| باب المزاح | কৌতুক সংক্রান্ত অধ্যায় | ১৬২ |
| باب المفاخرة والعصبية | বংশ গৌরব ও স্বজন-প্রীতির বর্ণনা অধ্যায় | ১৬৯ |
| باب البر والصلة | মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক রক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায় | ১৮০ |
| باب الشفقة والرحمة على الخلق | সৃষ্টির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সংক্রান্ত অধ্যায় | ১৮৯ |
| باب الحب في الله ومن الله | আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসা সম্পর্কিত অধ্যায় | ১৯৯ |
| باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات | কাউকে বর্জন, সম্পর্কচ্ছেদ এবং গোপনীয় বিষয়ের আলোচনা হতে বিরত থাকা সংক্রান্ত অধ্যায় | ২০৯ |
| باب الحذر والتأني في الأمور | সকল কাজে আত্মসংযম, সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অধ্যায় | ২১৮ |
| باب الرفق والحياء وحسن الخلق | দয়া লজ্জাশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের বর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায় | ২২৫ |
| باب الغضب والكبر | ক্রোধ ও অহংকারের বিবরণ অধ্যায় | ২৩৩ |
| باب الظلم | অত্যাচারের বর্ণনা অধ্যায় | ২৪১ |
| باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ অধ্যায় | ২৪৯ |
| باب أداب الأطعمة | খাদ্যবস্তু সম্বন্ধীয় অধ্যায় | ২৬৩ |
| باب الصدقة | দান-সাদকাহ অধ্যায় | ২৭৯ |
| باب عذاب االنار | জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা সম্বন্ধীয় অধ্যায় | ২৮৮ |
| باب نعم الجنة | জান্নাতের নেয়ামত সম্বন্ধীয় অধ্যায় | ২৯৭ |
| باب كسب الحلال | হালাল রুজি উপার্জন অধ্যায় | ৩০৪ |
| باب الصدق في التجارة | ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে সত্যবাদিতার অধ্যায় | ৩১১ |
| باب الفتن | ফিৎনা-ফাসাদের বর্ণনা অধ্যায় | ৩১৯ |
| باب السكران | নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির বর্ণনা অধ্যায় | ৩২৮ |
| باب الإرهاب | সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ভয়াবহতা অধ্যায় | ৩৩৭ |
| باب إيذاء النساء | নারীদের উত্যক্ত করা/ইভটিজিং সংক্রান্ত অধ্যায় | ৩৪৩ |

# প্রথম অধ্যায়

# হাদিস পরিচিতি

ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় মূলভিত্তি হচ্ছে মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) এর মুখনিঃসৃত বাণী আল-হাদিস। এটা আল কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ)এর মুখনিঃসৃত বাণী, কাজ, আদর্শ ও গুণাবলি সবই হাদিস। ইহা মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ। ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অত্যধিক।

**معنى الحديث لغة হাদিসের আভিধানিক অর্থ :**

حديث শব্দটি اسم তথা বিশেষ্য এটা একবচন, বহুবচনে أحاديث মূল অক্ষর ح-د-ث এর আভিধানিক অর্থ হলো-

১. الجديد তথা নতুন।

২. القول তথা কথা, বাণী। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-- ومن أصدق من الله حديثا

৩. الوعظ তথা উপদেশ। যেমন, কুরআনের ভাষ্য - وجعلناهم أحاديث

**معنى الحديث اصطلاحا হাদিসের পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

حديث এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জুমহুর মুহাদ্দিসিনের মতে-

الحديث ما أضيف إلَى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكذلك يطلق على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقاريرهم .

অর্থাৎ, নবি করিম (ﷺ) এর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন, অনুরূপভাবে সাহাবি ও তাবেয়িগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকেও হাদিস বলে।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) বলেন-

الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره .

অর্থাৎ, জমহুর তথা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের পরিভাষায় নবি করিম ﷺ এর বাণী, কর্ম ও তাকরির বা মৌন সমর্থনকে 'হাদিস' বলা হয়।

### موضوع الحديث হাদিসের আলোচ্য বিষয়:

হাদিসের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আল্লামা কিরমানি (রহ.) বলেন-

موضوع الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

অর্থাৎ, হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তাআলার রসুল হিসেবে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সত্ত্বা তথা তাঁর জীবনের সকল দিকের বিস্তারিত বর্ণনা।

**নুকাতুদ্দুরার গ্রন্থ প্রণেতা বলেন-**

موضوع الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أفعاله وأقواله وتقريراته .

অর্থাৎ, হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নবি করিম (ﷺ) এর সত্ত্বা, যেখানে নবিজির কর্মসমূহ, কথোপকথন ও মৌন সমর্থন ইত্যাদি বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়।

### غرض الحديث হাদিসের উদ্দেশ্যে:

হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানবজাতিকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه . (موطأ مالك)

অর্থ- আমি তোমাদের মাঝে দুটো বিষয় রেখে গেলাম, যদি উহা শক্তভাবে ধারণ কর তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং তাঁর নবির সুন্নাহ বা হাদিস। **(মুয়াত্তা মালেক)**

সুতরাং হাদিসের একান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এমন এক সোনালি সমাজ বিনির্মাণ, যেখানে রয়েছে মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপে কল্যাণ আর শান্তি।

**হাদিস, খবর, সুন্নাত, আছার ও হাদিসে কুদসির মধ্যে পার্থক্য**

আপাতদৃষ্টিতে হাদিস, সুন্নাত, খবর, আছার ও হাদিসে কুদসির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও হাদিস বিশারদগণ এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা তথা পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি মতামত উপস্থাপন করা হলো-

**(ক) আভিধানিক পার্থক্য:**

১. حديث শব্দটি একবচন, বহুবচনে أحاديث এর আভিধানিক অর্থ - الجديد - القصة - الوعظ القول তথা- কথা, নতুন, ঘটনা, উপদেশ ইত্যাদি।

২. السنة এর অর্থ হলো পথ, পদ্ধতি। এটি একবচন, বহুবচনে سنن ব্যবহার হয়।

৩. خبر শব্দটিও اسم একবচন, বহুবচনে أخبار মূল অক্ষর خ - ب - ر এর আভিধানিক অর্থ - النبأ তথা সংবাদ।

৪. الأثار শব্দটিও اسم এর আভিধানিক অর্থ العلامة তথা চিহ্ন, নিদর্শন ইত্যাদি

৫. الحديث القدسي এর অর্থ হলো পবিত্র সত্তার বাণী তথা মহান আল্লাহ তাআলার বাণী ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আভিধানিক দিক থেকে চারটি শব্দের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে।

**(খ) পারিভাষিক পার্থক্য:**

نزهة النظر গ্রন্থাকারের মতে-

الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار ما جاء عن الصحابي والتابعي والخبر هو ما جاء من غيرهما والحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى .

অর্থাৎ, হজরত নবি করিম ﷺ থেকে যা এসেছে তা 'হাদিস', সাহাবি ও তাবি'য়িগণ থেকে যা এসেছে তা 'আসার', সাহাবি ও তাবি'য়িগণ ব্যতীত অন্যদের থেকে যা এসেছে তা 'খবর'। আর 'হাদিসে কুদসি' হলো মহানবি ﷺ আল্লাহ তাআলার বাণী হতে যা বর্ণনা করেন। যেমন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالَى الصوم لي وانا أجزئ به

**সনদ অনুসারে হাদিসের প্রকারভেদ:**

সনদের প্রতুলতা ও অপ্রতুলতা অনুযায়ী হাদিস প্রথমত দু'প্রকার। যথা- ১. المتواتر ২. الآحاد

**১. المتواتر এর পরিচিতি:**

ক. আভিধানিক অর্থ: متواتر শব্দটি বাবে تفاعل থেকে فاعل اسم এর ছিগাহ। এটা تواتر মাসদার থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ হলো- التعاقب তথা ধারাবাহিকতা। যেমন বলা হয়- تواتر المطر

খ. পারিভাষিক অর্থ: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি মুতাওয়াতিরের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন, যে হাদিসের বর্ণনাকারী প্রত্যেক যুগে অসংখ্য হবে, যা নির্দিষ্টভাবে গণনা করা সম্ভব নয়। যেমন- হজরত রসুল (ﷺ) এর বাণী- من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

**২. الأحاد এর পরিচিতি:**

ক. আভিধানিক অর্থ : آحاد শব্দটি বহুবচন। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- (১) এক (২) অভিন্ন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন– قل هو الله أحد

**খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা:** জুমহুর আলেমগণের মতে آحاد বলা হয় এমন হাদিসকে, যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হাদিসে মুতাওয়াতিরের চেয়ে কম। অর্থাৎ, যে হাদিসে মুতাওয়াতির হাদিসের শর্তাবলি পাওয়া যায় না, তাকে "আহাদ হাদিস" বলে।

উল্লেখ্য "আহাদ হাদিস" তিন প্রকার যথা-১.مشهور (মাশহুর), ২.عزيز (আজিজ), ৩.غريب (গরিব)

**১. مشهور এর পরিচিতি:**

**ক. আভিধানিক অর্থ :** مشهور শব্দটি شُهْرة শব্দ থেকে উৎকলিত। এটা اسم مفعول এর ছিগাহ। শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন ১. الظاهر তথা প্রকাশিত, ২. المعروف তথা পরিচিত ৩. প্রসিদ্ধ ৪. ঘোষণাকৃত ৫. বিখ্যাত ৬. খ্যাত। এ প্রকারের হাদিস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে একে مشهور বলে।

**খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা:** মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.) বলেন- إن كان له طرق محصورة بأكثرمن إثنين ولم تبلغ المتواتر. অর্থাৎ, যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দু'য়ের অধিক, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে মাশহুর হাদিস বলে।

**২. عزيز এর পরিচিতি:**

**ক. আভিধানিক অর্থ:** আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে عزيز শব্দটি صفة مشبهة এর ছিগাহ। শব্দটি ضرب ও سمع উভয় বাবের অর্ন্তগত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. ندر ও قل তথা কম ও দুর্লভ হওয়া। ২. قوى و اشتد তথা মজবুত ও শক্তিশালী হওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- وهو العزيز الحكيم

**খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা:** ড. মাহমুদ ত্বহান (রহ.) বলেন- هو أن لا يقل رواته عن إثنين في جميع طبقات السند আজিজ ঐ সব آحاد হাদিসকে বলা হয়, যার রাবির সংখ্যা কোনো স্তরে দু'য়ের কম হয়নি।

**৩. غريب এর পরিচিতি:**

**ক. আভিধানিক অর্থ :** غريب শব্দটি صفة مشبهة এর ছিগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. منفرد তথা একাকী, ২. البعيد عن أقاربه তথা নিকটতমদের থেকে দূরে অবস্থান করা ৩. অপরিচিত ৪. দুষ্প্রাপ্য ৫. অদ্ভুত ও ৬. বিস্ময়কর।

**খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা:** মিযানুল আখবার প্রণেতা বলেন- فإذا إنفرد الرأوي بالحديث فهو غريب যখন কোনো হাদিসের বর্ণনাকারী একজন হয়, তাকে "গরিব হাদিস" বলে।

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন– الغريب هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع . গরিব ঐ হাদিসকে বলে, যে হাদিসের বর্ণনাকারী যে কোনো স্তরে শুধু একজন থাকে।

**الحديث المرفوع এর পরিচিতি:**

**ক. আভিধানিক অর্থ:** مرفوع শব্দটি رفع থেকে এসেছে যা বাবে فتح থেকে اسم مفعول এর ছিগাহ। আর رفعএর আভিধানিক অর্থ- উচ্চ, উন্নত ও মর্যাদাবান। শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন মহান আল্লাহ তাআলার বাণী- وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت সুতরাং مرفوع শব্দের অর্থ হচ্ছে উন্নীত।

**খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :** মিযানুল আখবার গ্রন্থকার প্রণেতা বলেন-

هو ما انتهى إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم –

যে হাদিসের সনদ নবি করিম (ﷺ) পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে مرفوع হাদিস বলে।

**الحديث الموقوف এর পরিচিতি:**

**ক. আভিধানিক অর্থ :** الموقوف শব্দটি বাব ضرب يضرب থেকে اسم مفعول এর ছিগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- স্থিরকৃত, ওয়াক্‌ফকৃত। অর্থাৎ যা ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে।

**খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা:** পরিভাষায় موقوف হাদিস হচ্ছে- هو ما جاء عن الصحابة অর্থাৎ যে সকল হাদিস সাহাবিগণের কাছ থেকে এসেছে। এতে বোঝা যায়, সাহাবিগণের কথা, কাজ ও স্বীকৃতিকে حديث موقوف বলে।

১. ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন- ما انتهى إِلَى الصحابي يقال له الموقوف যা সাহাবি পর্যন্ত পৌছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলে।

উদাহরণ- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا قراءة مع الإمام في شيئ

الحديث المقطوع এর পরিচিতি :

**ক. আভিধানিক অর্থ:** مقطوع শব্দটি قطع মূলধাতু থেকে اسم مفعول এর ছিগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- কর্তনকৃত, বিচ্ছিন্ন, পৃথককৃত ইত্যাদি।

**খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা:** مقطوع হাদিস হলো- ما انتهى إلَى التابعي يقال له المقطوع যে সকল হাদিসের সনদ তাবেয়ি পর্যন্ত পৌছেছে তাকে حديث مقطوع বলে। উদাহরণ ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। যেমন – النية فى الوضوء ليست بشرط অর্থাৎ, অযুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়।

## মতন অনুসারে হাদিসের প্রকারভেদ

মতন বা বিষয়বস্তু হিসেবে হাদিস তিন প্রকার। যথা-

১. قولي (ক্বওলি), ২. فعلي (ফে'লি) ৩. تقريري (তাকরিরি)

- **حديث قولي(হাদিসে ক্বওলি):** মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগনের পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে হাদিসে ক্বওলি বা বাণীসূচক হাদিস বলা হয়।
- **حديث فعلي(হাদিসে ফে'লি:** মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) স্বয়ং রসুল হিসেবে যে সকল কর্ম সম্পাদন করেছেন এবং কোন সাহাবি তা বর্ণনা করেছেন অথবা কোনো সাহাবি ও তাবেয়ি কোন কাজ করেছেন, তাকে হাদিসে ফে'লি বা কর্মসূচক হাদিস বলে।
- **حديث تقريرى(হাদিসে তাকরিরি):** সাহাবিগণ মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) এর সম্মুখে শরিয়ত সম্পর্কিত যে কথা বলেছেন বা যে কাজ করেছেন এবং রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার প্রতিবাদ করেননি তাকে হাদিসে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

## মুনকাতি' হাদিসের প্রকার

মুনকাতি' হাদিস তিন প্রকার। যথা- ১. معلّق (মু' আল্লাক) ২. مُعْضل (মু'দাল) ৩. مُرْسل (মুরসাল)।

- **حديث معلق (মু'আল্লাক হাদিস) :** যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সূত্রে প্রথম দিকে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে তাকে حديث معلق বলে।
- **حديث معضل(মু'দাল হাদিস) :** যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সূত্রের মধ্যখান থেকে দুই বা তাতোধিক বর্ণনাকারীর নাম একসাথে বাদ পড়েছে তাকে حديث معضل বলে।
- **حديث مرسل(মুরাসাল হাদিস) :** যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সূত্রের শেষ দিক থেকে কোন বর্ণনাকারীর নাম অর্থাৎ কোনো সাহাবির নাম বাদ পড়েছে, তাকে حديث مرسل বলে।

## সহিহ ও দয়িফ দিক থেকে হাদিসের প্রকার

বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতার দিক থেকে হাদিস সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. صحيح (সহিহ) ২. حسن (হাসান) ৩. ضعيف (দয়িফ)

- **الحديث الصحيح (সহিহ হাদিস):** যে হাদিসের বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং তাদের স্মরণশক্তি খুবই প্রখর এবং যাদের বর্ণনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত আর তাদের বর্ণনা বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বর্ণনার বিপরীতও নয় এরূপ হাদিসকে "সহিহ হাদিস" বলে।
- **الحديث الحسن (হাসান হাদিস):** যে সহিহ হাদিসের রাবিদের স্মৃতি সামান্য কম থাকে, যা অন্য কোনো উপায়ে দূরীভূত হয় না তাকে "হাসান হাদিস" বলে।
- **الحديث الضعيف (দয়িফ হাদিস):** যে হাদিসে সহিহ এবং হাসান হাদিসের শর্তসমূহ সম্পূর্ণ অথবা কিছু শর্ত বাদ পড়ে যায় তাকে "দয়িফ হাদিস" বলে।

## অগ্রহণযোগ্য হাদিসের প্রকার

যে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নেই এমন হাদিস তিন প্রকার। যথা-

- **الحديث الموضوع (মাওযু' হাদিস):** যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কোন এক সময় ইচ্ছাপূর্বক হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে মিথ্যা রচনা করেছেন বলে প্রমানিত।
- **الحديث المتروك (মাতরুক হাদিস):** যে হাদিসের বর্ণনাকারী সাধারণ কাজ-কারবারে মিথ্যা কথা বলেন মর্মে খ্যাত।
- **الحديث المبهم (মুবহাম হাদিস):** যে হাদিসের রাবির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। যাতে তার গুনাগুন বিচার করা যেতে পারে। মুহাদ্দিসিনের মতে, এরূপ ব্যক্তি যিনি সাহাবি নন বিচার-বিবেচনা ব্যতীত তার হাদিস গ্রহণ করা যাবে না।

### ইসলামে হাদিসের গুরুত্ব:

হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস। হাদিসকে উপেক্ষা করে ইসলামি জীবন-বিধান কল্পনা করা যায় না। হাদিস আল্লাহ তাআলার পরোক্ষ বাণী। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে,

وما ينطق عن الهوىٰ إن هو إلا وحي يُوْحىٰ

তিনি (রাসুল) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। এটা তো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হয়।

(আন নাজম-৩১)

ইসলামের যাবতীয় মূল-নীতি কুরআন দ্বারা নির্ধারিত। আর হাদিস সেই মূল-নীতিকে ভিত্তি করে প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রায় পাঁচশত আয়াতে সালাত, সাওম, হজ ও জাকাতসহ বিভিন্ন বিষয়ের হুকুম-আহকাম ও মূলনীতিসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো বাস্তবায়ন ও পালনের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়নি। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও হিদায়াত মোতাবেক মহানবি (ﷺ) নিজে কথা ও কাজের মাধ্যমে তথা স্বীয় জীবনে এ সকল হুকুম-আহকাম বাস্তবে অনুশীলন করে এর পালন পদ্ধতি নিজ অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং আলোচনার মাধ্যমে এর বিশদ বিবরণ প্রদান করত কুরআনের উপর আমল করার পথ সুগম করে দিয়েছেন।

আল-কুরআনের আদেশ-নিষেধ মান্য করেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে হয় এবং মহানবির আদেশ-নিষেধ ও তার অনুসৃত বিধি-বিধান মান্য করেই রসুল (ﷺ) এর আনুগত্য করতে হয়। আর রসুল (ﷺ) এর আনুগত্যের মধ্যেই যেহেতু আল্লাহ তাআলার আনুগত্য নিহিত, তাই হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো-

١- {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

“বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো বাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়”। (আল ইমরান-৩১)

٢- {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: ٥٤]

আর যদি তোমরা তার (রসুলের (ﷺ) আনুগত্য কর, তাহলে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (সুরা নুর-৫৪)

٣- {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: ٧]

“রসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে তোমরা বিরত থাক” (আল হাশর-৭)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

“আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটো জিনিস দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ তাআলার কিতাব ও তার নবি (ﷺ) এর সুন্নাহ”।

হজরত ওমর (رضي الله عنه) বলেন, খুব শীঘ্র এমন অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা কুরআনের প্রতি সন্দেহ নিয়ে তোমাদের সাথে বিবাদ করবে। তোমরা তাদেরকে সুন্নাহর সাহায্যে পাকড়াও করো। কেননা, সুন্নাহর ধারক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখবেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন- لولا السنة ما فهم احد منا القران . "সুন্নাহ বা হাদিস বিদ্যমান না থাকলে আমাদের কেউই কুরআন বুঝতে পারত না।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন- إن السنة تفسر الكتاب وتبينه . "সুন্নাহ বা হাদিস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকারী।"

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) বলেন- السنة بيان للكتاب ولا تخالفه "সুন্নাহ বা হাদিস হলো কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী এবং সুন্নাহ কুরআনের বিরোধিতা করে না।"

উপর্যুক্ত আয়াত, হাদিস এবং মুসলিম মনীষীদের ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমানিত হয় যে, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি নিহিত। আর হাদিসের মাধ্যমেই কুরআন উপলব্ধি করতে হবে। হাদিস ছাড়া কুরআন বুঝা অসম্ভব।

## আল-কুরআন এবং আল-হাদিসের মধ্যে পার্থক্য:

আল কুরআন এবং আল হাদিস ইসলামি জীবন বিধানের এ দু'টো মৌলিক উৎস। অবশ্য আল কুরআন ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস। তবে কুরআন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভাষা এবং মর্ম সম্বলিত। আর হাদিস আল্লাহ তাআলার পরোক্ষ ইঙ্গিত, যা রসুল (ﷺ) এর ভাষায় প্রকাশিত। উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য নিম্নে বিধৃত হলো-

১. কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ওহি বা প্রত্যাদেশ। আর হাদিস আল্লাহ তাআলার রসুলের প্রতি পরোক্ষ ওহি।
২. কুরআন হজরত জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে হজরত রসুল (ﷺ) এর নিকট অবতীর্ণ। আর হাদিস অপ্রকাশ্য প্রত্যাদেশরূপে সরাসরি হজরত রসুল (ﷺ) এর নিকট অবতীর্ণ।
৩. কুরআনের ভাব ও ভাষা আল্লাহ তাআলার নিজের। অপরদিকে হাদিসের ভাব ও মর্ম আল্লাহ তাআলার, কিন্তু ভাষা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর।
৪. কুরআন وحي متلو বা পঠিত প্রত্যাদেশ। আর হাদিস وحي غير متلو বা অপঠিত প্রত্যাদেশ।
৫. নামাজে কুরআন পাঠ করা ফরজ। অপরদিকে হাদিস নামাজে পাঠ করা ফরজ না।

## হাদিস সংরক্ষণ:

প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর নবুয়তি জীবনে যে সকল কথা বলেছেন, যে সব কাজ করেছেন এবং সাহাবিদের যে সকল কথা ও কাজকে সমর্থন দিয়েছেন, তা সবই হাদিস ও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

সাহাবিগণ হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিসসমূহকে পৃথিবীর মহামূল্যবান মনি-মুক্তার চেয়েও অধিক মূল্যবান মনে করতেন। তাঁরা প্রিয় নবির বাণীকে নিজেদের জন্য মুল্যবান পাথেয় মনে করা ছাড়াও

পরবর্তীকালের মানুষের সুপথ নির্দেশক মনে করতেন। এ কারণে সাহাবিগণ হাদিস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে তা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মুখস্ত করে রাখতেন। আর হাদিস মুখস্ত করা তাদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। কেননা আরবগণ জন্মগতভাবে অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। আরববাসীগণ অনায়াসে নিজ বংশের গৌরব বর্ণনায় সুদীর্ঘ কবিতা ও নসবনামা স্মৃতিপটে মুখস্ত করে রাখত। সুতরাং এহেন প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন জাতির জন্য তাদের প্রিয় নবির বাণী তথা হাদিসসমূহ মুখস্ত করে রাখা কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। বরং একে তারা অত্যন্ত পূণ্যময় কাজ মনে করতেন। মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ রসুলের বাণীকে প্রধানত মুখস্ত করে রাখতেন এদের মধ্যে হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত আয়েশা (رضي الله عنها), হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এবং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) প্রমূখ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। এছাড়া মসজিদে নব্বীতে অবস্থানকারী আসহাবে সুফফা নামক একদল সাহাবি জীবনের সকল আরাম -আয়েশ বিসর্জন দিয়ে সর্বক্ষণ মহানবি (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং কুরআন ও হাদিস চর্চা করতেন এবং কণ্ঠস্থ করে নিতেন। মহানবি (ﷺ) যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন, যাতে সাহাবিগণ তা মুখস্ত করে নিতে পারেন।

রসুল (ﷺ) গৃহাভ্যন্তরে  যা কিছু বলতেন বা করতেন উম্মাহাতুল মুমিনীন সেগুলো মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষ তা মুখস্ত করে নিতেন। অতঃপর তাঁরা সেগুলো অন্যান্য সাহাবিগণের নিকট বর্ণনা করতেন। এভাবে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতিটি কথা, কাজ ও সমর্থন সম্পর্কে যাঁরা অবহিত হতেন, তাঁরা অনুপস্থিত সাহাবিগণের নিকট ব্যক্ত করতেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় কোনো কোনো সাহাবি তাঁর অনুমতিক্রমে হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه) বলেন- আমি মহানবি (ﷺ) এর নিকট থেকে যা শ্রবণ করতাম, তার সব কিছুই লিখে রাখতাম। উল্লিখিত পদ্ধতিতে মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় হাদিস সুরক্ষিত ছিল।

মহানবি (ﷺ) এর ওফাতের পর সাহাবিগণ অত্যন্ত যত্নের সাথে হাদিসসমূহ মুখস্ত ও সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে যখন ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়, তখন নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে সাহাবিগণ মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে কোনো অঞ্চলের লোকই একই স্থানে সকল হাদিস শিক্ষা লাভ করতে পারতো না। এজন্য কিছু সংখ্যক সাহাবি বিভিন্ন এলাকায় গমন করে হাদিস সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। এর দৃষ্টান্ত হলো হজরত আবু আইউব আনসারি (رضي الله عنه) একটি মাত্র হাদিস সংগ্রহের জন্য সূদূর মিসরে হজরত উকবা বিন আমিরের কাছে গিয়েছিলেন। হজরত আনাস (رضي الله عنه) একটি মাত্র হাদিস শ্রবণ করার জন্য দীর্ঘ এক মাসের পথ অতিক্রম করে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস এর কাছে গমন করেছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হাদিস সংগ্রহ করার জন্য সাহাবিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন।

এভাবে তাঁরা হাদিস সংগ্রহ করে বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদিস শিক্ষা দিতে থাকেন। হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) এবং হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) মদিনাতে, হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) মক্কাতে, হজরত আবু মুসা (رضي الله عنه) বসরায়, হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه), হজরত আনাস (رضي الله عنه) এবং হজরত আলি (رضي الله عنه) কুফাতে, হজরত আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه) মিসরে এবং আবু সাইদ খুদরি (رضي الله عنه) সিরিয়াতে হাদিস শিক্ষা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ যেভাবে মুখস্ত করে হাদিস সংরক্ষণ করতেন, তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবিগণ এবং পরবর্তীতে তাবেয়ি এবং তাবে-তাবেয়িগণও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা মুখস্ত করে সংরক্ষণের ধারা অব্যাহত রাখেন, এমনিভাবে হাদিস সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল।

## হাদিস সংকলন:

মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিসসমূহ অত্যন্ত আগ্রহসহকারে মুখস্ত করে স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করতেন। আবার অনেকে মহানবি (ﷺ) এর অনুমতি সাপেক্ষে কিছু কিছু হাদিস লিখেও রাখতেন। এভাবে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আমলে স্মৃতিপটে মুখস্ত রাখার সাথে সাথে কিছু হাদিস লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ ছিল। হজরত আলি (رضي الله عنه), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه), হজরত আব্দল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه), হজরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) প্রমূখ সাহাবিগণ কিছু কিছু হাদিস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত আর কোনো সাহাবি আমার চেয়ে বেশী হাদিস জানতেন না। কারণ, তিনি হাদিস লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না ।

মহানবি (ﷺ) এর আমলে প্রশাসনিক কাজ-কর্ম লিখিতভাবে সম্পাদন করা হতো। বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা, সরকারি কর্মচারি এবং জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত নির্দেশ দান করা হতো। এতদ্ব্যতীত রোম, পারস্য প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহের সম্রাটদের সাথে পত্র বিনিময়, ইসলামের দিকে দাওয়াত এবং বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি ও সন্ধি লিখিতভাবে সম্পাদন করা হতো। আর মহানবি (ﷺ) এর আদেশক্রমে যা লেখা হতো তা হাদিস বলে পরিচিত।

মহানবি (ﷺ) এর ওফাতের পর বিভিন্ন কারণে হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কুরআন মাজিদের সাথে হাদিসের সংমিশ্রণ হওয়ার আশংকায় কুরআন পূর্ণাঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত হাদিস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ ছিলো। কিন্তু প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর আমলে কুরআন মাজিদ গ্রন্থাকারে লিখিত হলে সাহাবিগণ হাদিস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে আর কোনো বাধা আছে বলে অনুভব করেননি। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ নাগাদ সাহাবি ও তাবেয়িগণ প্রয়োজন অনুসারে হাদিস লিপিবদ্ধ করেন। অতপর হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে উমাইয়া খলিফা উমার ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.

২০২৪

এর আদেশে হাদিস সংগ্রহের জন্য মদিনার শাসনকর্তা আবু বকর ইবনে হাজমসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা ও আলিমগণের কাছে একটি ফরমান জারি করে বলেন যে, আপনারা মহানবি (ﷺ) এর হাদিস সমুহ সংগ্রহ করুন। কিন্তু সাবধান মহানবি (ﷺ) এর হাদিস ব্যতিত অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করবেন না। আর আপনারা নিজ নিজ এলাকায় মজলিস প্রতিষ্ঠা করে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদিস শিক্ষা দিতে থাকুন। কেননা, জ্ঞান গোপন করা হলে তা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ আদেশ জারি করার পর মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, ইরাক এবং অন্যান্য অঞ্চলের হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয়। কথিত আছে যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে শিহাব জুহরি (রহ.) সর্বপ্রথম হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে হাত দেন; কিন্তু তাঁর সংকলিত হাদিস গ্রন্থের বর্তমানে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এরপর ইমাম ইবনে জুরাইজ মক্কায়, ইমাম মালিক (রহ.) মদিনায়, আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (রহ.) মিসরে, আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) ইয়ামেনে, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ) খুরাসানে এবং সুফিয়ান সাওরি (রহ.) ও হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহ.) বসরায় হাদিস সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। এ যুগের ইমামগণ কেবল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হাদিসগুলো ও স্থানীয় হাদিস শিক্ষাকেন্দ্রে প্রাপ্ত হাদিস সমূহই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের কেউই বিষয়বস্তু হিসেবে বিন্যাস করে হাদিসমূহ লিপিবদ্ধ করেননি। এ যুগে লিখিত হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম মালিক (রহ.) এর সংকলিত 'মুয়াত্তা' কিতাব সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থ। ইমাম মালিক (রহ.) এর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটি হাদিস সংকলনের ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। এটি হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়নে মুসলিম মনীষীদের প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল। এরই ফলে দেশের সর্বত্র হাদিস চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে। ইমাম শাফিয়ি (রহ.) এর 'কিতাবুল উম্ম' এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থদ্বয় হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

অতপর হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে বিভিন্ন মনীষী মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর হাদিস সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত হলেন ইমাম বুখারি (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম আবু দাউদ রহ. , ইমাম তিরমিজি রহ. , ইমাম নাসায়ি (রহ.) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)। এদের সংকলিত হাদিস গ্রন্থগুলো হলো সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজি, সুনানে নাসায়ি এবং সুনানে ইবনে মাজাহ। এ ছয়খানা হাদিস গ্রন্থকে সম্মিলিতভাবে সিহাহ সিত্তাহ্ বা ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলা হয়।

মোট কথা, মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় যে হাদিসসমুহ প্রধানত সাহাবিদের স্মৃতিপটে মুখস্ত ছিল, ধীরে ধীরে তা লিখিত রূপ নেয়। আর হাদিস লিপিবদ্ধের কাজ পরিসমাপ্ত হয় আব্বাসিয় যুগে।

## অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. الحديث এর আলোচ্য বিষয় কী?

ক. পুরাতন কিচ্ছা-কাহিনী। খ. রাজা-বাদশাহদের ঘটনাবলি।

গ. সকল নবিদের সম্পর্কিত ঘটনাপঞ্জী। ঘ. রসুল হিসেবে নবি করিম (ﷺ) এর সত্তা। ২০২৪

২. الحديث শব্দটি কোন্ বাব থেকে ব্যবহৃত হয়?

ক. باب ضرب- يضرب
খ. باب كرم- يكرم
গ. باب فتح- يفتح
ঘ. باب فضل- يفضل

৩. হাদিস সংকলনের ফরমান সর্ব প্রথম কে জারি করেন ?

ক. হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه)
খ. হজরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه)
গ. হজরত আমির মুয়াবিয়া (رضي الله عنه)
ঘ. হজরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ্ রহ.

৪. হাদিস কিরূপ ওহি ?

ক. الوحي المتلو
খ. الوحي الجلي
গ. الوحي غير المتلو
ঘ. الوحي غير التشريع

৫. কোন্‌টি آحاد এর অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক. الخبر المشهور
খ. الخبر العزيز
গ. الخبر المتواتر
ঘ. الخبر الغريب

৬. وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى আয়াতাংশ দ্বারা হাদিসকে ওহির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ-

i. নবি করিম (ﷺ) কুরআন তেলাওয়াত ছাড়াও স্বাভাবিকভাবে কথা বলতেন না।

ii. নবি করিম (ﷺ) স্বাভাবিক কথাবার্তাও ওহির দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হয়ে বলতেন।

iii. নবি করিম (ﷺ) এর সবকিছুই আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ ছিল।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

ইমাম সাহেব মসজিদে খুৎবার সময় বললেন, রোজা একজন মুসলিমের জন্য বিশেষ নেয়ামত। কারণ,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى: الصوم لي و أنا أجزي به .

এ হাদিসটি শুনে ওয়ায়ের সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে কখনো রোজা পরিত্যাগ করবে না।

(ক) حديث কোন্ প্রকারে وحي ?

(খ) لن تضلوا ما تمسكتم بهما হাদিসাংশের ব্যাখ্যা করো।

(গ) খুৎবায় উল্লিখিত حديث টি কোন প্রকারের? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) ওয়ায়েরের সিদ্ধান্তটি হাদিসের গুরুত্বের আলোকে মূল্যায়ন করো।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## بَابُ السَّلَامِ

## সালাম অধ্যায়

ইসলামি শরিয়তে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সুদৃঢ় করার জন্য সালামকে সুন্নাত হিসেবে অভিবাদন রীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের এই সংস্কৃতি প্রথম প্রচলিত হয় হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে। পরবর্তী পর্যায়ে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) সকলকে সালাম প্রদান করার নির্দেশ দেন। সর্বজনীন পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলাম মানবতার শান্তির জন্য পারস্পরিক সালামের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামিন সালাম ও তার উত্তরের আদব সম্পর্কে বলেন-

{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: ٨٦]

“আর যদি তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয় তাহলে তোমরাও তার চেয়ে উত্তম সালাম প্রদান কর অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।”

পৃথিবীতে প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের সময় ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোনো না কোনো বাক্য আদান প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমানদের মধ্যেও অভিবাদন রীতি বিদ্যমান। তবে ইসলামের সালাম ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা এতে শুধু ভালোবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালোবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। কেননা সালামের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সব বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। মূলকথা- সালাম ইসলামি শরিয়তে আদাব বা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের আলোকে ভদ্রতা ও নম্রতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

**سَلَامٌ সম্পর্কিত আলোচনা:**

سَلَامٌ শব্দটি باب تفعيل থেকে মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ-

১। اَلسَّلَامَةُ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْعُيُوْبِ অর্থাৎ, দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা।

২। اَلْأَمَانُ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা।

৩। اَلتَّحِيَّةُ তথা স্বাগতম ও অভিবাদন জানানো।

৪। আনুগত্য প্রকাশ করা।

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি (রহ.) বলেন, সালাম শব্দটি আল্লাহ তাআলার একটি নাম। কেননা, আল্লাহ তাআলা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

পরিভাষায়- মুসলমানদের পরস্পর সাক্ষাতে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে দোআ কামনা, নিরাপত্তা দান ও কুশল বিনিময় করাকে সালাম বলা হয়।

## حُكْمُ السَّلَامِ (সালামের বিধান):

সালাম ইসলামের অন্যতম শি'য়ার। ওলামায়ে কিরামের ইজমা হয়েছে যে, সালাম দেয়া সুন্নত। আর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, নামাজ, মল-মূত্র ত্যাগ, কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় সালাম প্রদান করা মাকরুহ। সালাম বা অভিবাদন ইসলামি শরিয়তের একটি মৌলিক বিষয়, যা সমাজের মানুষকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।

**হাদিস-১:**

١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللهُ أدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهِ طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى أُولٰئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَتِكَ فَذَهَبَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا اَلسَّلَامُ عَلَيكَ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ أدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْأنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা হজরত আদম (عليه السلام) কে তাঁর (আদম আ.) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ষাট হাত। যখন তিনি তাঁকে (আদম) সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, "যাও! ঐ দলটিকে সালাম কর। তারা হলেন ফেরেশতাগণের উপবিষ্ট একটি দল। তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয় তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। কেননা এটিই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম বা অভিবাদন। অতঃপর তিনি (তাদের নিকট) গেলেন এবং আসসালামু আলাইকুম বললেন। জবাবে তাঁরা বললেন, আসসালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহ।" হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ফেরেশতাগণ প্রত্যুত্তরে "ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বাক্য বৃদ্ধি করলেন।" অতঃপর তিনি আরো বললেন, যতো লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে তারা সকলেই আদম (عليه السلام) এর আকৃতিতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উচ্চতা হবে ষাট হাত। এরপর হতে অদ্যাবধি সৃষ্টিকূলের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। (বুখারি ও মুসলিম)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

صلى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার الصلاة মাদ্দাহ ص – ل – و জিনস ناقص واوي , অর্থ- সে রহমত বর্ষণ করল।

صورة : اسم একবচন, বহুবচন صُوَرٌ অর্থ- আকার-আকৃতি, গুণ।

২০২৪

ذراع : اسم একবচন, বহুবচন ذرعان ، اذرع অর্থ- গজ, হাত, হস্ত পরিমিত। আরবিতে ১৮ ইঞ্চিকে ذِرَاعٌ বলা হয়।

يحيون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التحية মাদ্দাহ ح - ي - ي জিনস لفيف مقرون অর্থ- তাঁরা অভিবাদন করবে, তাঁরা সম্মান করবে।

زادوا : ছিগাহ جمع مذكرغائب বাহাছ اثبات فعل ماضي معروف বাব ضرب يضرب মাসদার الزيادة মাদ্দাহ ز - ي - د জিনস أجوف يائي, অর্থ- তারা বৃদ্ধি করল।

ينقص : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার النقصان মাদ্দাহ ن - ق - ص জিনস صحيح, অর্থ- লোপ পাবে, হ্রাস পাবে, কমবে।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**خلق الله آدم على صورته এর বিশ্লেষণ : خلق الله آدم على صورته** আল্লাহ তাআলা হজরত আদম (عليه السلام) কে নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। বাক্যটির বিশ্লেষণে মুহাদ্দিসিনে কিরাম থেকে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

১। متقدمين বা প্রথম যুগের আলিমদের মতে, এ বাক্যটি متشابه (মুতাশাবিহ) এর অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

২। متأخرين বা পরবর্তী যুগের ওলামা হতে এর কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তারা বলেন, বাক্যের صورته এর সর্বনামটি আল্লাহ ও আদম উভয়ের দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে। যদি আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তাহলে এর অর্থ হবে-

ক) الصورة এর অর্থ الصفة তথা গুণ। সুতরাং অর্থ হবে- আল্লাহ তাআলা আদম (عليه السلام) কে নিজস্ব গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ নিজের গুণ প্রকাশার্থে হজরত আদম (عليه السلام) কে তৈরী করেছেন। যেমন তাঁকে জীবন, বাকশক্তি, জ্ঞান, ইচ্ছা, শ্রবণ ইত্যাদি গুণসমূহ দ্বারা ভূষিত করেছেন। হজরত আদম (عليه السلام) এর সকল গুণাবলি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির প্রকাশ।

খ) অথবা الإضافة للتشريف তথা আদম আলাইহিস সালাম এর মহত্ত্বের জন্য صورة শব্দকে আল্লাহ তাআলার দিকে ইযাফত করা হয়েছে। অতএব অর্থ- হবে তিনি আদম (عليه السلام) কে أشرف المخلوقات করে সৃষ্টি করেছেন।

আর صورته এর সর্বনামটি আদম (عليه السلام) এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হলে তার অর্থ হবে নিম্নরূপ-

(ক) আল্লাহ তাআলা আদম (عليه السلام) কে এমন এক পরিকল্পিত আকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন, ইতোপূর্বে যে আকৃতিতে আর কেউই ছিল না।

(খ) আল্লাহ তাআলা হজরত আদম আলাইহিস সালাম কে আদমের আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। যার দৈর্ঘ্য ষাট হাত।

فزادوه ورحمة الله : এর অর্থ হচ্ছে, ফেরেশতাগণ হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর সালামের জবাব ওয়া রাহমাতুল্লাহ শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, সালামের উত্তরে وعليك السلام এর ন্যায় السلام عليك ও السلام عليكم বলাও জায়েজ আছে। উভয় প্রকার উত্তর দানে কোনো পার্থক্য নেই। আবার এটাও জানা গেল যে, সালামের প্রত্যুত্তরে সালাম শব্দ হতে কিছু বাড়িয়ে বলা উত্তম। আর এটা জবাবের শিষ্টাচারও বটে। যেমন- السلام عليكم এর জবাব وعليكم السلام ورحمة الله এবং السلام عليكم ورحمة الله এর জবাব وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته বলা। কোনো কোনো বর্ণনায় وبركاته এর পর ومغفرته ও এসেছে। এরচেয়ে বৃদ্ধি করার কথা পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা তার থেকে উত্তমভাবে জবাব দাও।

**তারকিব:** خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

خلق শব্দটি فعل , الله শব্দটি فاعل আর آدَمَ শব্দটি مفعول به । আর على শব্দটি حرف جار এবং صورة হলো مضاف আর "ه" সর্বনামটি হলো مضاف اليه এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হয়েছে। অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। পরিশেষে فعل তার فاعل ও مفعول به এবং متعلق মিলে جمله فعلية হয়েছে।

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) :** অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণের মধ্যে হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) অন্যতম। তিনি ইসলাম পূর্বে যুগে দক্ষিণ আরবের "আয্‌দ" বা দাউস গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর প্রকৃত নামের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো আবদুশ শাম্‌স, আবদু উজ্জা। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় আবদুর রহমান বা আবদুল্লাহ বা উমায়ের। তবে তিনি ইতিহাসে আবু হুরায়রা নামে সুপরিচিত। তাঁর পিতার নাম সাখর বা আমির। মাতার নাম মায়মুনা। হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) ৬২৬ খৃষ্টাব্দে, হিজরি ৭ম সনে খায়বার যুদ্ধের সময় মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৩০ বছর। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি সর্বদা রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم)

এর সোহবতে থাকেন। তিনি ৫৯ বা ৫৭ হিজরি সনে ৭৮ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) এর অবদান অসামান্য। সাহাবি গণের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি। তিনি ছিলেন আহলুস সুফ্ফা এর একজন। হজরত ওমর (رضي الله عنه) তাঁকে একবার বাহরাইন প্রদেশের ওয়ালী বা প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন।

**হাদিস-২:**

٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসুল! ইসলামের মধ্যে কোনো কাজটি সর্বোত্তম?" তিনি বললেন, "তুমি অপরকে খাদ্য দেবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।" (বুখারি ও মুসলিম।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

سأل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার السؤال মাদ্দাহ س-ء-ل জিনস مهموز عين, অর্থ- সে জিজ্ঞেস করলো, প্রত্যাশা করলো।

تطعم : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার الإطعام মাদ্দাহ ط-ع-م জিনস صحيح, অর্থ- তুমি খাওয়াবে, তুমি খাদ্য দান করবে।

تقرأ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح يفتح মাসদার القراءة মাদ্দাহ ق-ر-ء জিনস مهموز لام ، অর্থ- তুমি পাঠ করবে, তুমি পেশ করবে।

لم تعرف : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نفى جحد بلم معروف বাব ضرب يضرب মাসদার المعرفة মাদ্দাহ ع-ر-ف জিনস صحيح ، অর্থ- তুমি চিনো নাই।

**হাদিস-৩:**

٣-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ أو شَهِدَ . (رواه النسائي)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন একজন মুমিনের জন্য অপর মুমিনের প্রতি ছয়টি কর্তব্য রয়েছে (১) যখন সে রোগাক্রান্ত হবে, তখন তার সেবা করবে। (২) যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জানাযায় উপস্থিত হবে। (৩) যখন সে আহবান করবে, তখন সাড়া দেবে। (৪) যখন তার সাথে সাক্ষাত হবে, তখন তাকে সালাম দেবে। (৫) যখন সে হাঁচি দেবে তখন তার হাঁচির জবাব দেবে। (৬) উপস্থিত, অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় তাঁর মঙ্গল কামনা করবে। (ইমাম নাসায়ি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**وينصح لهٗ إذا غاب أو شهد এর মর্মার্থ** হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর অত্র হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য মুসলমানগণকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। তাই একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের প্রতি দায়িত্ব হচ্ছে তার কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করা। চাই সে উপস্থিত থাকুক আর অনুপস্থিত থাকুক। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, উপস্থিতদের কল্যাণের অর্থ হচ্ছে, তাকে শরয়ী বিধান পালনে উৎসাহিত করা, চাই তা امر بالمعروف তথা সৎকাজের আদেশ হোক কিংবা نهى عن المنكر বা অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা হোক। আর অনুপস্থিতিতে কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে, তার বা তার পরিবারের ক্ষতিসাধন না করা, গিবত বা দোষ-ত্রুটি সমাজের কাছে তুলে না ধরা ইত্যাদি।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

خصال : اسم বহুবচন, একবচনে خصلة অর্থ- অভ্যাস, স্বভাব, চরিত্রসমূহ।

مات : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضي معروف বাব نصر ينصر মাসদার الموت মাদ্দাহ م – و – ت জিনস أجوف واوي ، অর্থ- সে মৃত্যুবরণ করল।

يسلم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার السلام মাদ্দাহ س – ل – م জিনস صحيح ، অর্থ- সালাম প্রদান করবে।

ينصح : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح يفتح মাসদার النصيحة মাদ্দাহ ن – ص – ح জিনস صحيح অর্থ- উপদেশ দেবে।

**হাদিস-৪:**

٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا أَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ – (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন- যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ ইমান আনবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষন না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক জিনিসের সন্ধান দিব না, যা তোমরা প্রতিপালন করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন কর। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**لا تؤمنوا حتى تحابوا এর ব্যাখ্যাঃ** রসুলে আকরাম (ﷺ)-এর অমিয় বাণী لا تؤمنوا حتى تحابوا অর্থাৎ, তোমরা পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না। এর মর্মার্থ হচ্ছে-

১। محبة বা ভালোবাসা ইমান পূর্ণতার পূর্বশর্ত। অর্থাৎ, একে অপরকে না ভালোবাসলে ইমান পূর্ণতা লাভ করে না। তবে এ ভালোবাসাটি নিরেট আল্লাহ তাআলার জন্য হতে হবে। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে-

من أحب لله و أبغض لله و أعطى لله و منع لله فقد استكمل الإيمان

২। অন্যভাবে বলা যায়, রসুল (ﷺ)-এর বাণী দ্বারা পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। কেননা, ভালোবাসার মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। আর মুসলিম ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে ইমানের অন্যতম দাবি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, إنما المؤمنون إخوة

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تؤمنوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ – م – ن জিনস مهموز فاء ، অর্থ- তোমরা ইমান আনয়ন করবে।

تحابوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفاعل মাসদার التحابب মাদ্দাহ ح–ب– ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা পরস্পরকে ভালো বাসবে।

أفشوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব افعال মাসদার الإفشاء মাদ্দাহ ف – ش – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা প্রচলন কর।

**হাদিস-৫:**

٥–عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন- আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তিকে, পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। (বুখারি ও মুসলিম)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الراكب : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব سمع - يسمع মাসদার الركوب মাদ্দাহ ر – ك – ب জিনস صحيح ، অর্থ- আরোহনকারী।

الماشي : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب يضرب মাসদার المشي মাদ্দাহ م – ش – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- পদব্রজে চলাচলকারী।

القليل : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ صفت مشبه মাসদার القلة অর্থ- কম, নগন্য।

**হাদিস-৬:**

٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, ছোট বড়কে এবং পথ অতিক্রমণকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**يسلم الصغير على الكبير এর মর্মার্থ :** ইসলাম যে শান্তি-স্থিতিশীলতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রকাশের ধর্ম, তার বাস্তব প্রমাণ আলোচ্য হাদিসে পাওয়া যায়। যেমন- হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, يسلم الصغير على الكبير অল্প বয়স্করা বড়দের সালাম করবে। অর্থাৎ, ইসলামের বিধান হলো- বড়দের শ্রদ্ধা করা। ছোটদের স্নেহ করা। আর এ দু'টি কাজের সমন্বয় ঘটেছে আলোচ্য হাদিসের মধ্যে। কেননা ছোটরা বড়দের সালাম প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। তার বিনিময়ে বড়রা ছোটদের প্রতি স্নেহশীল ও আন্তরিক হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে বড়দেরকে ছোটদের সালাম করার বিধান বলা হয়েছে, তা উত্তমতার দিক বিবেচনায়। তবে বড়রা ছোটদেরকেও প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সালাম দিতে পারেন।

২০২৪

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الصغير : اسم একবচন, বহুবচন الصغار অর্থ- ছোট, বয়োকনিষ্ঠ।

المار : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر ينصر মাসদার المرور মাদ্দাহ م - ر - ر জিনস مضاعف ثلاثي ، অর্থ- অতিক্রমকারী।

**হাদিস-৭:**

٧- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) (একবার) কিছু সংখ্যক বালকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مر : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার المرور মাদ্দাহ م - ر - ر জিনস مضاعف ثلاثي, অর্থ- অতিক্রম করলো, গমন করলো।

غلمان : اسم বহুবচন, একবচন غلام অর্থ- বালকগণ।

**হাদিস-৮:**

٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ. (رَوَاهُ البيهقي في شعب الإيمان)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সবচেয়ে বড় অক্ষম সে, যে দু'আ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং সবচেয়ে বড় কৃপণ সে, যে সালাম দিতে কৃপণতা করে। (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি শোআবুল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أعجز : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم التفضيل বাব سمع-يسمع মাসদার العجز মাদ্দাহ ع - ج - ز জিনস صحيح অর্থ- সবচেয়ে বড় অক্ষম।

الدعاء : শব্দটি মাসদার। বাবে- نصر ينصر মাদ্দাহ- د ع و জিনস- ناقص واوى অর্থ- প্রার্থনা করা, দোআ করা।

**হাদিস-৯:**

৯- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. (رواه البخاري)

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবি করিম (সাঃ) যখন কোনো কথা বলতেন, তখন তা তিনবার বলতেন; যাতে তাঁর কথা বুঝতে পারা যায়। আর যখন কোন গোষ্ঠীর কাছে আসতেন তখনও তিনি তিনবার করে সালাম পেশ করতেন। (ইমাম বুখারী রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تكلم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضي معروف বাব تفعل মাসদার التكلم মাদ্দাহ ك – ل – م জিনস صحيح অর্থ- তিনি কথা বললেন।

تفهم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضي مجهول বাব سمع يسمع মাসদার الفهم মাদ্দাহ ف – ه – م জিনস صحيح অর্থ- বুঝা যায়।

**হাদিস-১০:**

১০-عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টানগণ) তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা وَعَلَيْكُمْ (তোমাদের উপরও) বলে উত্তর দিবে। (বুখারি ও মুসলিম)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

سلم : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার التسليم মাদ্দাহ س – ل – م জিনস صحيح, অর্থ- সে সালাম করলো।

২০২৪

**হাদিস-১১:**

١١-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ اِسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِيْ الْاَمْرِ كُلِّهٖ قُلْتُ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ اِنَّ الْيَهُوْدَ اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنُفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ اَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُوْنِيْ فَاحِشَةً فَاِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ -

**অনুবাদঃ** হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা একদল ইহুদি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট আগমনের অনুমতি প্রার্থনা করল, অতঃপর তারা বলল, তোমাদের মৃত্যু হোক। তখন আমি বললাম, "বরং তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমাদের উপর অভিসম্পাত।" নবি করিম (ﷺ) বললেন, "হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা কোমল, তিনি সকল ব্যাপারে কোমলতা পছন্দ করেন।" আমি বললাম, " (হে আল্লাহ তাআলার রসুল!) আপনি কি শোনেননি, তারা কি বলেছে ? তখন তিনি বললেন, "আমিও তো তাদের জবাবে وعليكم (তোমাদের প্রতিও) বলেছি। অন্য এক বর্ণনায় عليكم শব্দ রয়েছে, তথায় واو উল্লেখ করা হয়নি (বুখারি ও মুসলিম) বুখারি শরিফের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, একদা একদল ইহুদি নবি (ﷺ) এর নিকট আগমন করল এবং বলল, السام عليك আপনার মৃত্যুহোক। উত্তরে তিনি বললেন وعليكم তোমাদের উপরও। কিন্তু হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অভিশপ্ত করুন এবং তোমাদের উপর আল্লাহ্ তাআলার গজব পতিত হোক। (তার কথা শুনে) হজরত রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, "হে আয়েশা! থামো, তোমার কোমলতা অবলম্বন করা উচিত। তুমি কঠোরতা অবলম্বন ও অশোভন উক্তি করা থেকে বেঁচে থাক। তখন হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বললেন, আপনি কি শোনেননি তারা কি বলেছে?" তখন রসুল (ﷺ) বললেন, "তুমি কি শোননি আমি কি বলেছি? আমি তাদের কথাকে তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছি। ফলে তাদের ব্যাপারে আমার বদ দুআ কবুল হবে কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের বদদুআ কবুল হবে না। মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় আছে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি অশ্লীল কথা বলো না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা অশ্লীলতা ও অশালীনতা পছন্দ করেন না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

استأذن : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব استفعال মাসদার الاستيذان মাদ্দাহ إ - ذ - ن জিনস مهموز فاء অর্থ- সে অনুমতি প্রার্থনা করল।

اللعنة : اسم একবচন, বহুবচনে اللعنات ، اللعان বাব فتح এর মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাদ্দাহ ل - ع - ن জিনস صحيح অর্থ- অভিসম্পাত।

لم يذكر : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ نفى جحد بلم معروف বাব نصر ينصر মাসদার الذكر মাদ্দাহ ذ - ك - ر জিনস صحيح অর্থ- তিনি উল্লেখ করেননি।

رددت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার الرد মাদ্দাহ ر - د - د জিনস مضاعف ثلاثى , অর্থ- আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।

لايستجاب : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ نفى فعل مضارع مجهول বাব استفعال মাসদার الاستيجابة মাদ্দাহ ج-و-ب জিনস أجوف واوي অর্থ- দোআ কবুল করা হবে না।

হাদিস-১২:

١٢-عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ اَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত উসামা ইবনে যায়েদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এক সমাবেশের নিকট দিয়ে গমন করলেন। সেখানে মুসলিম, মুশরিক তথা মূর্তিপূজক এবং ইহুদিরা একত্রিত ছিল। তিনি তাদের প্রতি সালাম দিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

مر : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার المرور মাদ্দাহ م - ر - ر জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তিনি অতিক্রম করলেন।

أخلاط : اسم বহুবচন, একবচনে خلط অর্থ- মিলিত, একত্রিত।

الأوثان : اسم বহুবচন, একবচনে الوثن অর্থ- মূর্তি বা প্রতিমা।

**হাদিস-১৩:**

١٣- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু সায়িদ খুদরি (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখো। সাহাবিগণ বললেন, আমাদের তো রাস্তার ওপরে বসা ছাড়া কোন উপায় নেই, যেখানে বসে আমরা আলাপ-আলোচনা করবো। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যদি রাস্তায় বসা ছাড়া তোমাদের কোন উপায় না থাকে; তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা আরয করলেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! রাস্তার হক কী? উত্তরে তিনি বললেন, রাস্তার হক হলো- (১) চক্ষু অবনমিত করা। (২) (কাউকে) কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। (৩) সালামের উত্তর দেয়া (৪) সৎ কাজের আদেশ করা এবং (৫) মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা। (বুখারি ও মুসলিম।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

اياكم والجلوس بالطرقات : 'অর্থাৎ তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।' রসুল (ﷺ) এর এই বাণী আমাদের সমাজ জীবনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কারণ রাস্তায় বসে থাকা তথা রাস্তা অবরুদ্ধ করার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক রয়েছে। সেদিকে সতর্ক করেই রসুল (ﷺ) এ উক্তি করেন। রাস্তায় বসার ক্ষতিকর দিক হলো-

১. রাস্তায় চলাচলকারী পথচারীদের কষ্ট হয়।
২. যানজটের সৃষ্টি হয়।
৩. দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

তবে বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার হক আদায় করে রাস্তার সন্নিকটে বসার অনুমতি আছে।

**صحابة এর পরিচয়:**

صحابة শব্দটি একবচন বহুবচনে أصحاب অর্থ- সাথী, সঙ্গী। পরিভাষায়- صحابة এর সংজ্ঞায় হজরত ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন-من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام সাহাবা হলেন- সে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা ইমানের সাথে রসুল (ﷺ) কে দেখেছেন/সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইমানের উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।'

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**نتحدث** : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التحدث মাদ্দাহ ح - د - ث জিনস صحيح , অর্থ- আমরা আলাপ-আলোচনা করবো।

**أبيتم** : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার الاباء মাদ্দাহ ا - ب - ى জিনস مركب অর্থ- তোমরা অস্বীকার করলে।

**اعطوا** : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ امر حاضر معروف বাব افعال মাসদার الاعطاء মাদ্দাহ ع - ط - ي জিনস ناقص يائي , অর্থ- তোমরা দাও, আদায় করো।

**المنكر** : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإنكار মাদ্দাহ ن - ك - ر জিনস صحيح অর্থ- অপছন্দনীয় কথা বা কাজ।

**হাদিস-১৪:**

١٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَارْشَادُ السَّبِيْلِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ الْخُدْرِيِّ هٰكَذَا)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবি করিম (সাঃ) থেকে অত্র ঘটনায় আরো বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রাস্তার আরেকটি হক হলো, (পথ হারা ব্যক্তিকে) পথের সন্ধান দেয়া। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হজরত আবু সায়িদ খুদরি (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিসের শেষাংশে এরূপ বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

السبيل : اسم একবচন, বহুবচন– سبل অর্থ- রাস্তা, পথ।

القصة : اسم একবচন, বহুবচন– القصص অর্থ- ঘটনা, কাহিনী, অবস্থা।

হাদিস-১৫:

١٥-عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتُعِيْنُوْا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوْا الضَّالَّ - (رَوَاهُ اَبُوْ داود عَقِيْبَ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ هٰكَذَا ( وَلَمْ اَجِدْهُمَا فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ)

**অনুবাদঃ** হজরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত ঘটনায় নবি করিম (সা.) হতে বর্ণনা করেন, রাস্তার হক হলো মজলুম ব্যক্তিকে সাহায্য করবে এবং পথহারাকে পথ প্রদর্শন করবে। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদিসের পর এভাবেই বর্ণনা করেছেন। মিশকাত প্রণেতা বলেন, আমি এ দুটি হাদিস বুখারি ও মুসলিমে পাইনি।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

تعينوا : ছিগাহ واحد مذكرحاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার الاعانة মাদ্দাহ ع – و – ن জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা সাহায্য কর।

الملهوف : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব فتح يفتح মাসদার اللهف মাদ্দাহ ل – ه – ف জিনস صحيح অর্থ- অত্যাচারিত, মজলুম।

تهدوا : ছিগাহ واحد مذكرحاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب يضرب মাসদার الهداية অর্থ- তোমরা পথ দেখাবে।

**হাদিস-১৬:**

١٦–عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) –

**অনুবাদঃ** হজরত আলি (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার বা দায়িত্ব রয়েছে। (১) যখন কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হয় তখন তাকে সালাম দেবে। (২) তাকে কোনো মুসলমান ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেবে। (৩) কোন মুসলমান হাঁচি দিলে তার হাঁচির জবাব দেবে। (৪) কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা করবে। (৫) কোন মুসলমান মারা গেলে তার জানাযায় অনুগমন করবে (দাফন, কাফন এবং জানাযায় শরীক হবে) এবং (৬) সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে। (ইমাম তিরমিজি ও দারেমি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**يحب له ما يحب لنفسه** এর ব্যাখ্যা : হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী-'সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অপরের জন্যও পছন্দ করবে।' আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) সাম্য-শান্তি, শৃঙ্খলা ও পরস্পরের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের পথ নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ, এক মুসলমান ভাই তার অপর মুসলমান ভাইয়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকবে। সে নিজের স্বার্থ রক্ষায় যেরূপ সতর্ক ও সচেতন থাকে অনুরূপভাবে তার অপর মুসলমান ভাইয়ের স্বার্থ রক্ষায়ও সমান গুরুত্ব দিবে। যার মাধ্যমে পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ দুরীভূত হয়ে ইমানের বলে বলিয়ান ও মানবদরদী সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

## أحكام السلام :

সালাম ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম বাহন। সকল উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সালাম দেওয়া সুন্নাত। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে-

{وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا } [النساء: ٨٦]

অর্থাৎ আর যখন তোমরা শুভাশিষে সম্ভাষিত হও, তবে তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর শুভ সম্ভাষণ করো অথবা ওটাই প্রত্যর্পণ করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে- أفشوا السلام بينكم অর্থ- তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও। নামাজরত, কুরআন তেলাওয়ারত, পানাহারে লিপ্ত, মলমূত্র ত্যাগে লিপ্ত, যিকির-আযকারে মশগুল ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরুহ। জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে- সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

**لقي** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سمع يسمع মাসদার اللقاء মাদ্দাহ ل – ق – ي জিনস ناقص يائي ، অর্থ- সে সাক্ষাত করল, মিলিত হল।

**يشمت** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التشميت মাদ্দাহ ش – م – ت জিনস صحيح ، অর্থ- হাঁচির জবাব দেবে।

**يعود** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার العيادة মাদ্দাহ ع–و–د জিনস أجوف واوي অর্থ- সে সেবা শুশ্রূষা করবে।

**يتبع** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الاتباع মাদ্দাহ ت – ب – ع জিনস صحيح অর্থ- সে অনুগমন করবে, পিছে চলবে।

**হাদিস-১৭:**

١٧-عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلٰثُوْنَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, আস্সালামু আলাইকুম। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসে পড়লো। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, এ লোকটির জন্য দশটি সাওয়াব। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আসল এবং বললো, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসে পড়লো। তখন রসুল (ﷺ) বললেন, এ লোকটির জন্য বিশটি সাওয়াব। অতঃপর আরও এক ব্যক্তি আসল এবং বললো, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহ্। তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন। লোকটি বসে পড়লো। তখন রসুল (ﷺ) বললেন, এ লোকটির জন্য ত্রিশটি সাওয়াব। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

جاء : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب يضرب মাসদার المجيئ মাদ্দাহ ج – ي – ء জিনস مركب অর্থ- উপস্থিত হলো/আসলো।

رد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার الرد মাদ্দাহ ر – د – د জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- ফিরিয়ে দিলো, উত্তর দিলো।

**হাদিস-১৮:**

١٨ عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ثُمَّ اَتٰى اٰخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ اَرْبَعُوْنَ وَقَالَ هٰكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত মু'আয ইবনে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি নবি করিম (ﷺ) থেকে উপরোক্ত হাদিসের সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন। একই সাথে তিনি একথাও বৃদ্ধি করেন, অতপর আরেক লোক ২০২৪

আসল এবং বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু, তখন নবি করিম (ﷺ) বলেন, এ ব্যক্তির জন্য ৪০টি নেকি লেখা হল। তিনি আরো বললেন, এভাবে ফজিলত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

زاد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب মাসদার الزيادة মাদ্দাহ ز – ي – د জিনস أجوف يائي অর্থ- সে বৃদ্ধি করলো।

مغفرة : ইহা বাব ضرب এর মাসদার অর্থ- ক্ষমা করা।

الفضائل : اسم বহুবচন, একবচনে الفضيلة অর্থ- বর্ধিত, মর্যাদা, ফজিলত।

**হাদিস-১৯:**

١٩ – عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْا داود)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দেয়। (ইমাম আহমদ, তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أولى : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব حسب يحسب মাসদার الولى মাদ্দাহ و – ل – ي জিনস لفيف مفروق, অর্থ- অধিক নিকটবর্তী।

بدأ : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার البداية মাদ্দাহ ب – د – ء জিনস مهموز لام, অর্থ- সে আরম্ভ করলো, শুরু করলো।

**হাদিস-২০:**

٢٠–عَنْ جَرِيْرٍرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ (رواه احمد)

**অনুবাদঃ** হজরত জারির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা নবি করিম (ﷺ) একদল মহিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন। (ইমাম আহমদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

نسوة : বহুবচন, একবচনে, مرأة অর্থ- মহিলাগণ।

**হাদিস-২১:**

٢١-عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اِذَا مَرُّوْا اَنْ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ اَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مَرْفُوْعًا وَرَوٰى اَبُوْ داود وَقَالَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ اَبِىْ داود)

**অনুবাদ:** হজরত আলি ইবনে আবি তালিব (রাযি.) হতে বর্ণিত, যখন একদল লোক যেতে থাকে, তখন একজনের সালাম দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে গোটা মজলিসের পক্ষ থেকে তাদের একজনের সালামের জবাব ও যথেষ্ট হবে। (ইমাম বায়হাকি রহ. এ হাদিসটি শুআবুল ইমান গ্রন্থে মারফু হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, হাসান ইবনে আলি এ হাদিসকে মারুফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন ইমাম আবু দাউদ রহ. এর উস্তাদ।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يجزئ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার الإجزاء
মাদ্দাহ ج – ز – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- যথেষ্ট হবে।

مروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার المرور
মাদ্দাহ م – ر – ر জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা অতিক্রম করলো।

**হাদিস-২২:**

٢٢-عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تُشَبِّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارٰى فَاِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْاِشَارَةُ بِالْاَصَابِعِ وَتَسْلِيْمَ النَّصَارٰى الْاِشَارَةُ بِالْاَكُفِّ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ)

**অনুবাদ:** হজরত আমর ইবনে শুআইব (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ব্যতীত অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে। তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে মিল রেখো না। কেনেনা, ইহুদিগণ

১০১৪

আঙ্গুলীর ইশারায় সালাম করে, আর খ্রিষ্টানগণ হাতের তালুর ইঙ্গিতে সালাম করে। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এর সনদ দুর্বল।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

لاتشبهوا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التشبه মাদ্দাহ ش-ب-ه জিনস صحيح , অর্থ- তোমরা সাদৃশ্য করো না।

الأصابع : ইহা اسم جامد বহুবচন, একবচন إصبع অর্থ- আঙ্গুলিসমূহ।

الاكف : ইহা اسم جامد বহুবচন, একবচনে الكف অর্থ- হাতের তালু।

**হাদিস-২৩:**

٢٣-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا لَقِيَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ (رَوَاهُ اَبُوْ داود)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। যখন তোমাদের কেউ কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি তাদের উভয়ের মাঝে কোন বৃক্ষের অথবা পাথরের অথবা দেয়ালের অন্তরায় সৃষ্টি হয়, অতঃপর তার সাথে আবার সাক্ষাত হয়, তবে সে যেন পুনরায় সালাম করে। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

حالت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার الحول মাদ্দাহ ح - و - ل জিনস أجوف واوي অর্থ- আড়াল করা।

جدار : ইহা اسم جامد একবচন, বহুবচনে جدر ، جدران অর্থ- প্রাচীর, দেয়াল।

**হাদিস-২৪:**

٢٤ عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهِ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوْا اَهْلَهُ بِسَلَامٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا)

**অনুবাদ:** হজরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা কোনো গৃহে প্রবেশ করবে, তখন গৃহবাসীর ওপর সালাম করবে। আর যখন তোমরা গৃহ থেকে বের হবে, তখন

গৃহবাসীকে সালাম দিয়ে বিদায় নিবে। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) শুআবুল ইমান কিতাবে হাদিসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

دخلتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার الدخول মাদ্দাহ د – خ – ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা প্রবেশ করলে।

سلموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التسليم মাদ্দাহ س – ل – م জিনস صحيح অর্থ তোমরা সালাম করো।

أودعوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব افعال মাসদার الايداع মাদ্দাহ و – د – ع জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা বিদায় গ্রহণ করো।

**হাদিস-২৫:**

٢٥-عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, হে বৎস! যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন সালাম করবে। কেননা, তোমার সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের লোকদের জন্য বরকতের কারণ হবে। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

بنى : ইহা ابنى এর مصغر অর্থ- হে প্রিয় বৎস।

يكون : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার মাদ্দাহ ك – و – ن জিনস أجوف واوي অর্থ- হবে।

**হাদিস-২৬:**

٢٦-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (رواه الترمذى . وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ)

**অনুবাদ:** হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কথা-বার্তা শুরুর পূর্বেই সালাম করতে হবে। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি মুনকার হাদিস।)

**হাদিস-২৭:**

২৭-عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُوْلُ اَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا وَاَنْعِمْ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ نُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমরা জাহেলি যুগে অভিবাদনের সময় বলতাম, আল্লাহ তোমার চোখ শীতল করুন এবং প্রত্যুষে তুমি কল্যাণের অধিকারী হও। অনন্তর যখন ইসলামের আগমন হলো, তখন আমাদেরকে এরূপ বলা থেকে নিষেধ করা হলো। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أنعم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব افعال মাসদার الانعام মাদ্দাহ ن – ع – م জিনস صحيح অর্থ- সে পরিতৃপ্ত করেছে।

نهينا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব فتح يفتح মাসদার النهي মাদ্দাহ ن – ه – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

**হাদিস-২৮:**

২৮-عَنْ غَالِبٍ قَالَ اِنَّا لَجُلُوْسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِئْتِهِ فَاَقْرِئْهُ السَّلَامَ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَبِيْكَ السَّلَامُ - (رَوَاهُ اَبُوْ داود)

**অনুবাদঃ** হজরত গালিব রহ. হতে বর্ণিত, একদা আমরা হজরত হাসান বসরি (রহ.) এর ফটকে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি তথায় এসে বললো, আমার পিতা আমার দাদা হতে আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমার দাদা বলেন, আমার পিতা একবার আমাকে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রসুল (ﷺ) এর নিকট যাও এবং তাঁকে আমার সালাম দাও। আমার দাদা বলেন, আমি তাঁর খিদমতে হাজির হলাম এবং আরয করলাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন তিনি উত্তরে বললেন, তোমার এবং তোমার পিতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

حدث : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার

২০২৪

التحديث মাদ্দাহ ح - د - ث জিনস صحيح অর্থ- সে বর্ণনা করলো।

بعث : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার البعث

মাদ্দাহ ب - ع - ث জিনস صحيح অর্থ- সে পাঠালো, প্রেরণ করলো।

ائت : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব ضرب يضرب মাসদার الإتيان

মাদ্দাহ أ - ت - ي জিনস مركب অর্থ- তুমি আসো, তুমি করো।

**হাদিস-২৯:**

٢٩-عَنْ اَبِيْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اِذَا كَتَبَ اِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবুল আলা ইবনে হাযরামি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার পুত্র) আলা হাযরামি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কর্মচারী ছিলেন। তিনি যখন (বাহরাইন থেকে) হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট চিঠি লিখতেন, তখন নিজের তরফ থেকে (নিজের পরিচয় দিয়ে) শুরু করতেন। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

بدأ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব فتح মাসদার البدء

মাদ্দাহ ب - د - ء জিনস مهموز لام অর্থ- সে শুরু করলো।

نفس : একবচন, বহুবচনে انفس ، نفوس অর্থ আত্মা, দেহ, নিজ।

**হাদিস-৩০:**

٣٠-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَتَبَ اَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ فَاِنَّهُ اَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ)

**অনুবাদ:** হজরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন পত্র লিখবে তখন সে যেন তাতে কিছু ধুলা-বালি লাগিয়ে দেয়। কেননা, তা প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। (ইমাম তিরমিযি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি মুনকার হাদিস)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

فليترب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ امرغائب معروف বাব افعال মাসদার الإتراب মাদ্দাহ ت – ر – ب জিনস صحيح অর্থ- সে যেন মাটি লাগিয়ে দেয়।

انجح : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব فتح يفتح মাসদার النجاح মাদ্দাহ ن – ج – ح জিনস صحيح অর্থ- অধিকতর সফলকাম।

**হাদিস-৩১:**

٣١- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلٰى أُذْنِكَ فَإِنَّهُ اَذْكَرُ لِلْمَآلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِيْ اِسْنَادِه ضُعْفٌ)

**অনুবাদ:** হজরত যায়েদ ইবন সাবিত (ﷺ) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করলাম এমতাবস্থায় যে, তাঁর সামনে একজন লেখক বসা ছিলো। অতঃপর আমি রসুল (ﷺ) কে লেখকের উদ্দেশ্যে বলতে শুনলাম, কলমটি তোমার কানের ওপর রাখো। কেননা, এটা প্রয়োজনীয় কথা ও উদ্দেশ্যে স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি গরিব হাদিস এবং এ হাদিসের সনদে কিছুটা দূর্বলতা রয়েছে)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ضع : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ امرحاضر معروف বাব فتح মাসদার الوضع মাদ্দাহ و– ض–ع জিনস مثال واوي অর্থ- তুমি রাখো।

أذن : এ শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে آذان অর্থ- কান।

مآل : অর্থ- পরিণতি, পরিণাম। এখানে মনোকামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

**হাদিস-৩২:**

٣٢- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ اَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ اَمَرَنِيْ اَنْ اَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُوْدَ وَقَالَ اِنِّيْ مَا اٰمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابٍ قَالَ فَمَا مَرَّ بِيْ

نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ اِذَا كَتَبَ إِلٰى يَهُوْدَ كَتَبْتُ وَاِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهٗ كِتَابَهُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন সুরিয়ানি ভাষা শিক্ষা করি। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি আমাকে আদেশ করলেন, যেন আমি ইহুদিদের লিখন পদ্ধতি শিখে নেই। তিনি আরো বলেন, আমি পত্রালাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহুদিদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না। হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, অর্ধ মাস অতিবাহিত না হতেই আমি সুরিয়ানি ভাষা শিখে ফেললাম। অতঃপর নবি করিম (ﷺ) যখনই কোনো ইহুদির নিকট চিঠি লেখার ইচ্ছা করতেন, তখন আমি তা লিখতাম। আর যখন, তারা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট চিঠি লিখে পাঠাত তখন আমিই তাদের চিঠি রসুল (ﷺ) এর সমীপে পাঠ করতাম। ( ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

اتعلم : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التعلم মাদ্দাহ ع - ل - م জিনস صحيح অর্থ- আমি শিক্ষাগ্রহণ করবো।

شهر : اسم একবচন, বহুবচন أشهر – شهور অর্থ- মাস।

السريانية : ইহা ইহুদিদের ভাষা, তাওরাত এ ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছিল।

**হাদিস-৩৩:**

٣٣-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا انْتَهٰى اَحَدُكُمْ إِلٰى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنْ بَدَا لَهٗ اَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ اِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُوْلٰى بِاَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদঃ হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো সমাবেশে পৌঁছে, তখন সে যেন সালাম করে। যদি তথায় তার বসার প্রয়োজন হয়, তবে যেনো বসে পড়ে। অতঃপর যখন সে প্রস্থানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় তখন যেন সালাম করে। কেননা, প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের চেয়ে অধিক হকদার নয়। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

انتهى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার انتهاء মাদ্দাহ ن – ه – ى জিনস ناقص يائي অর্থ- সে পৌঁছল।

أحق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر ينصر মাসদার الحق মাদ্দাহ ح – ق – ق জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- অধিকতর হকদার।

হাদিস-৩৪:

٣٤-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِىْ جُلُوْسٍ فِى الطُّرُقَاتِ اِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيْلَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ وَغَضَّ الْبَصَرَ وَ اَعَانَ عَلَى الْحَمُوْلَةِ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىْ جُرَىْ فِىْ بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ)

৩৪. অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাস্তাসমূহের উপর বসার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তবে সে লোকের জন্য (কল্যাণ আছে) যে অন্যকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, সালামের জবাব দেয়, চক্ষু অবনত রাখে এবং বোঝা বহনকারীদের সাহায্য করে। (মাসাবিহ প্রণেতা হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (মিশকাত প্রণেতা বলেন) এ সম্পর্কে হজরত আবু জুরাই এর হাদিসটি সদকার ফজিলত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

هدى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب يضرب মাসদার الهدى মাদ্দাহ ه – د – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে পথ দেখালো।

أعان : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افعال মাসদার الإعانة মাদ্দাহ ع – و – ن জিনস اجوف واوي অর্থ- সে সাহায্য করলো।

হাদিস-৩৫:

٣٥-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ عَطَسَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهٖ فَقَالَ لَهٗ رَبُّهٗ. يَرْحَمُكَ اللهُ. يَا اٰدَمُ اِذْهَبْ إِلٰى أُولٰئِكَ الْمَلَائِكَةِ إِلٰى مَلَإٍ مِنْهُمْ جُلُوْسٌ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوْا وَعَلَيْكَ

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيْكَ وبَنِيْهِمْ فَقَالَ لَهُ اللهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ اِخْتَرْ اَيَّهُمَا شِئْتَ فَقَالَ اِخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّيْ وَكِلْتَا يَدَىْ رَبِّيْ يَمِيْنٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَاِذَا فِيْهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ اَىْ رَبِّ مَا هٰؤُلَاءِ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَاِذَا كُلُّ اِنْسَانٍ مَكْتُوْبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَاِذَا فِيْهِمْ رَجُلٌ اَضْوَؤُهُمْ اَوْ مِنْ اَضْوَءِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِبْنُكَ دَاؤُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهٗ عُمْرَهٗ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْ فِي عُمْرِهِ قَالَ ذَالِكَ الَّذِىْ كَتَبْتُ لَهٗ قَالَ اَىْ رَبِّ فَاِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ لَهٗ مِنْ عُمْرِىْ سِتِّيْنَ سِنَةً قَالَ اَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اُهْبِطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَاَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهٗ اٰدَمُ قَدْ عَجَّلْتَ قَدْ كُتِبَ لِىْ اَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّكَ جَعَلْتَ لِاِبْنِكَ دَاؤُدَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِىَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ اُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা হজরত আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে রূহ দান করলেন, তখন তিনি হাঁচি দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে তাঁর প্রশংসা করে আলহামদু লিল্লাহ বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন يرحمك الله হে আদম! আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। এখন তুমি ফেরেশতাদের মধ্যে যে দলটি উপবিষ্ট আছে তাদের কাছে যাও এবং বল السلام عليكم আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি গিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম। ফেরেশতাগণ জবাব বললেন وعليك السلام ورحمة الله (তোমার প্রতিও আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। অতঃপর তিনি তার প্রভূর নিকট ফিরে আসলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটিই তোমার এবং তোমার সন্তানদের পারস্পরিক সালাম বা অভিবাদন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় (কুদরতি) মুষ্টিবদ্ধ হাতদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তুমি এই হস্তদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটি পছন্দ করে নাও। তখন আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি আমার প্রভুর ডান হাতকে পছন্দ করলাম। আর আমার প্রতিপালকের উভয় হাতই ডান এবং কল্যাণকর। অতঃপর আল্লাহ তাঁর কুদরতি হাতের মুষ্টি খুললেন। হাত খুলতেই দেখা গেলো যে, উহাতে আদম ও তাঁর সন্তানগণ রয়েছে। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এরা কারা? আল্লাহ তাআলা বললেন, এরা তোমার সন্তান। তখন দেখা গেলো যে, প্রত্যেক মানুষের আয়ুষ্কাল তাঁর দুচোখের মাঝে (কপালে) লেখা আছে। তাদের মাঝে উজ্জ্বলতম অথবা সকলের চেয়ে উজ্জ্বল একজন লোক রয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে প্রভূ! এ ব্যক্তিকে? আল্লাহ বললেন, এ ব্যক্তি তোমার সন্তান দাউদ! আমি তাঁর জন্য চল্লিশ বছর বয়স লিখেছি। আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে প্রভু! তার বয়স বৃদ্ধি করে দাও। আল্লাহ বললেন, আমি তো তাঁর জন্য এটিই লিপিবদ্ধ করেছি। এবার আদম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি তাঁকে আমার বয়স (এক হাজার) হতে ষাট বছর

২০২৪

দান করলাম। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটা তোমার খুশী। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন অতঃপর যতদিন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিলো ততদিন তিনি (আদম) বেহেশতে বসবাস করেন। অতঃপর তাঁকে বেহেশত হতে (পৃথিবীতে) নামিয়ে দেয়া হলো। আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় বয়স গণনা করতে লাগলেন। অবশেষে (তাঁর আয়ুষ্কাল ৯৪০ বছর অতিক্রম হওয়ার পর) তাঁর কাছে মৃত্যুর ফিরেশতা হজরত আজরাইল (عليه السلام) এলেন। আদম আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি তো ত্বরিত এসে গেছেন। কেননা, আমার বয়স এক হাজার বছর লিখা হয়েছে। আজরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, জী হ্যাঁ কিন্তু আপনি তো আপনার সন্তান দাউদকে ষাট বছর দান করেছেন। তখন আদম আলাইহিস সালাম অস্বীকার করলেন। এ কারনে তাঁর সন্তানগণও অস্বীকার করে থাকে। আদম আলাইহিস সালাম ভুলে গিয়েছেন (ফল খাওয়া যে নিষিদ্ধ সে কথা) তাই তাঁর সন্তানগণও ভুলে যায়। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সেদিন হতে কোনো কিছু লিখে রাখতে এবং তার উপর সাক্ষী রাখতে আদেশ দেয়া হয়েছে। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) অত্র হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مقبوضتان : ছিগাহ تثنية مؤنث,اسم مفعول বাহাছ ضرب يضرب বাব, القبض মাসদার, মাদ্দাহ ق – ب – ض জিনস صحيح, অর্থ- সংকুচিত, মুষ্টিবদ্ধ দু'টি বস্তু।

اختر : ছিগাহ واحد مذكر حاضر, امر حاضر معروف বাহাছ افتعال বাব الاختيار মাসদার মাদ্দাহ خ – ي – ر জিনস اجوف يائي অর্থ- তুমি পছন্দ করো।

ذرية : اسم এক বচন, বহুবচনে ذراري অর্থ সন্তান-সন্তুতি।

أضوء : ছিগাহ واحد مذكر اسم تفضيل বাহাছ نصر বাব الضوء মাসদার মাদ্দাহ ض – و – ء জিনস مركب অর্থ- অধিকতর উজ্জ্বল।

أهبط : ছিগাহ واحد مذكر غائب إثبات فعل ماضى مجهول বাহাছ افعال বাব الإهباط মাসদার মাদ্দাহ ه – ب – ط জিনস صحيح অর্থ- অবতরণ করা হলো, তাকে নামিয়ে দেয়া হলো।

**হাদিস-৩৬:**

٣٦–عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْها قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا – (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের মহিলাদের এক সমাবেশের নিকট দিয়ে গেলেন এবং আমাদেরকে সালাম দিলেন। (ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

**نسوة** : বহুবচন, একবচনে إمرأة অর্থ মহিলাগণ।

**হাদিস-৩৭:**

৩৭- وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِيْ اِبْنَ عُمَرَ فَيَغْدُوْ مَعَهُ إِلَى السُّوْقِ قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلٰى سِقَاطٍ وَلَا عَلٰى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِيْنٍ وَلَا عَلٰى أَحَدٍ اِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِيْ إِلَى السُّوْقِ فَقُلْتُ لَهٗ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوْقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْئَلُ عَنِ السِّلَعِ وَلَا تَسُوْمُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِيْ مَجَالِسِ السُّوْقِ فَاجْلِسْ بِنَا هٰهُنَا نَتَحَدَّثُ قَالَ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَا اَبَا بَطْنٍ قَالَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَابَطْنٍ اِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ اَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلٰى مَنْ لَقِيْنَاهُ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

**অনুবাদ:** হজরত তোফায়েল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি (তোফায়েল) হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এর নিকট আসা যাওয়া করতেন এবং তাঁর সাথে সকাল বেলায় বাজারে যেতেন। তিনি বলেন; যখন আমরা সকাল বেলায় বাজারে যেতাম, তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখনই কোন মামুলি দোকানদার, বিক্রেতা, মিসকীন বা অন্য কোন লোকের নিকট দিয়ে গমন করতেন, তখন তাদেরকে সালাম দিতেন। হজরত তোফায়েল বলেন, একদিন আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে নিয়ে বাজারে যেতে চাইলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি বাজারে গিয়ে কী করবেন? আপনি তো কেনা-কাটার জন্য কোথাও দাঁড়ান না, কোনো পণ্যের মূল্য জিজ্ঞেস করেন না, কোনো সওদা করেন না এবং বাজারের কোনো মজলিসে বসেন না। অতএব, আপনি আমাদিগকে নিয়ে এখানে বসুন, আমরা হাদিস আলোচনা করি। হজরত তোফায়েল বলেন, তখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) আমাকে বললেন, হে ভুড়িওয়ালা! বর্ণনাকারী বলেন, হজরত তোফায়েল বড় পেট বিশিষ্ট ছিলেন। আমরা সকালে কেবল সালাম দেওয়ার জন্য বাজারে যাই। যার সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়, তাকে আমরা সালাম করি। (ইমাম মালেক হাদিস বর্ণনা করেন। আর ইমাম বায়হাকি (রহ.) এ হাদিসটি শুআবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يأتى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الإتيان মাদ্দাহ أ – ت – ى জিনস مركب অর্থ- সে আসে।

يغدو : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার الغدو মাদ্দাহ غ – د – و জিনস ناقص واوي অর্থ- সে সকালে যাবে বা যায়।

استتبع :ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব استفعال মাসদার الاستتباع মাদ্দাহ ت – ب – ع জিনস صحيح অর্থ- সে পিছনে চলতে আমন্ত্রণ করলো।

السلع : اسم বহুবচন, একবচনে السلعة অর্থ- পণ্যদ্রব্য।

**হাদিস-৩৮:**

٣٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ أَتٰى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِفُلَانٍ فِيْ حَائِطِيْ عَذْقٌ وَأَنَّهُ قَدْ اٰذَانِيْ مَكَانُ عَذْقِهِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ بِعْنِيْ عَذْقَكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَبْ لِيْ قَالَ لَا قَالَ فَبِعْنِيْهِ بِعَذْقٍ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ الَّذِىْ هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِيْ يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, (হে আল্লাহ তাআলার রসুল!) আমার বাগানে অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। তার ঐ খেজুর গাছটি (আমার বাগানে) থাকার কারণে সে আমাকে কষ্ট দেয়। হজরত নবি করিম (ﷺ) ঐ লোকটিকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমার খেজুর গাছটি আমার নিকট বিক্রি কর। লোকটি বললো, না। হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, তাহলে গাছটি আমাকে দান কর। সে বললো, না। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এবার বললেন, তাহলে বেহেশতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে গাছটি আমার নিকট বিক্রি করো। সে এবারও না বললো। তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি তোমার চেয়ে অধিক কৃপণ আর কাউকে দেখিনি। তবে তোমার চেয়ে সে ব্যক্তি অধিক কৃপণ, যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে। (ইমাম আহমদ ও বায়হাকি (রহ.) হাদিসটি শুআবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

حائط : اسم একবচন, বহুবচনে حيطان ، حياط অর্থ- বাগান, দেয়াল ঘেরা বাগান, আর দেয়াল বিহীন বাগানকে বলা হয় بستان (বুসতান)।

أذى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব إفعال মাদ্দাহ أ- ذ- ى জিনস مركب অর্থ- সে কষ্ট দিল।

أبخل : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব سمع يسمع মাসদার البخل মাদ্দাহ ب-خ-ل জিনস صحيح অর্থ- অতি কৃপণ।

হাদিস-৩৯:

٣٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيٌّ مِنَ الْكِبْرِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার হতে মুক্ত। (শুআবুল ইমান গ্রন্থে ইমাম বায়হাকি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

البادئ : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব فتح يفتح মাসদার البدء মাদ্দাহ ب - د - ء জিনস مهموز لام অর্থ- আরম্ভকারী।

برئ : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব سمع يسمع মাসদার البراءة মাদ্দাহ ب - ر - ء জিনস مهموز لام অর্থ- মুক্ত।

# অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. হজরত আদম আলাইহিস সালাম কত হাত লম্বা ছিলেন?

ক. ৪০ হাত খ. ৫০ হাত
গ. ৬০ হাত ঘ. ৭০ হাত

২. একজন মুমিনের জন্য অন্য মুমিনের প্রতি কয়টি কর্তব্য আছে ?

ক. ৫ টি খ. ৬ টি
গ. ১০ টি ঘ. ১২ টি

৩. السلام মাসদার হতে গঠিত আমরের ছিগাহ কোন্‌টি ?

ক. سَلِمْ খ. سَلَّمَ
গ. اَسْلِمْ ঘ. تُسَلَّمْ

৪. কোনো মজলিসে মুসলিম ও অমুসলিম লোক একত্রে থাকলে সেখানে সালাম দেয়ার বিধান কি?

ক. সালাম দিতে হবেনা,
খ. সকলকে সালাম দিতে হবে,
গ. মুসলিমদের ভিন্ন ভাবে সালাম দিতে হবে,
ঘ. মুসলিমদের সালাম ও অমুসলিমদের পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

রফিক মাতুব্বরের লোকজন তার বড় ছেলে নাইমের নেতৃত্বে গ্রামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনার জন্য এলাকার বিজ্ঞ আলেম মাওলানা ফোরকান সাহেবের নিকট গেলেন। তারা মাওলানা সাহেবকে দেখা মাত্র সালাম দিলেন। নাইম তার পিতার পক্ষ হতে সালাম পৌছালেন। মাওলানা সাহেব তাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনার পূর্বে হাদিসের আলোকে সালাম বিনিময়ের রীতি -নীতি বুঝায়ে বললেন।

৫. রফিক মাতুব্বরের সংগীরা কিভাবে সালাম দিলে শরিয়তের রীতি মাফিক হতো ?

ক. সকলে সমস্বরে সালাম দিলে।
খ. দলনেতা নাইম সালাম দিলে।
গ. দলের মধ্য হতে একজন সালাম দিলে।
ঘ. মাওলানা ফোরকান সাহেব আগন্তুকগণকে সালাম দিলে।

৬. নাইমের মাধ্যমে রফিক মাতুব্বরের সালাম পাবার পর মাওলানা সাহেব কিভাবে জওয়াব দিবেন ?

ক. শুধু রফিক মাতুব্বরকে সম্মোধন করে জওয়াব দিবেন।
খ. শুধুমাত্র সালাম বহনকারী নাইমকে জওয়াব দিবেন ।
গ. নাইম ও রফিক মাতুব্বর উভয়কে সম্মোধন করে জওয়াব দিবেন।
ঘ. তাৎক্ষণিক ভাবে জওয়াব নাদিয়ে রফিক মাতুব্বরের সংগে দেখা হলে তখন জওয়াব দিবেন।

৭. أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا অথবা أَنْعِمْ صَبَاحًا বাক্যের স্থলে السلام عليكم ورحمة الله উত্তম হওয়ার কারণ কি?

ক. সালাম বাক্যটি শ্রুতিমধুর।

খ. সালাম বাক্যটি কুরআনের আয়াত।

গ. সালাম বাক্যটি জাহিলি যুগের অভিবাদনের সাথে মিল রাখে না।

ঘ. সালামের মধ্যে কোনো সময় বা স্থান নির্দিষ্ট করা হয় না বরং সর্বক্ষণ শান্তি বর্ষণ করা হয়।

৮. প্রথমে সালামদাতাকে হাদিসে উত্তম বলা হয়েছে। কারণ -

i. সে অহংকার মুক্ত হয়।

ii. সে বেশি সাওয়াব পায়।

iii. সে মানুষের ভালোবাসা পায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

নাবিল মাদ্রসায় যাচ্ছিল। পথে স্থানীয় বড় ভাই সাকিবের সাথে দেখা হলে নাবিল তাকে সালাম প্রদান করে। জবাবে সাকিব বলে وعليكم জবাবটি নাবিলের মনঃপুত না হলে সে বিষয়টি তার উস্তাদের কাছে তুলে ধরলো। উস্তাদ জবাব প্রদানের নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা শেষে বললেন, সালাম পারস্পারিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একটি মন্ত্র। সকলকে এটি যথানিয়মে পালন করা উচিত।

(ক) সালামের বাক্যটি আরবিতে লিখ।

(খ) البادئ بالسلام برئ من الكبر হাদিসটির ব্যাখ্যা লিখ।

(গ) সাকিবের সালামের জবাব প্রদান কীরূপ হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'সালাম পারস্পারিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একটি মন্ত্র" উস্তাদের বক্তব্যটি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

# তৃতীয় অধ্যায়

## بَابُ الْاِسْتِيْذَانِ

## অনুমতি চাওয়ার অধ্যায়

ইসতিজান (استيذان) আরবি শব্দ, অর্থ- অনুমতি প্রার্থনা করা। ইসলামি শরিয়তের ভাষায়- কারো ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে ঘরের মালিকের কাছ থেকে যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়, তাকে ইসতিজান বলে। অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا -

"হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্যান্য ঘরগুলোতে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না নাও এবং সেগুলোর মধ্যে বসবাসকারিদেরকে সালাম না করে । (আননূর-২৭)

**অনুমতি প্রার্থনা করার কয়েকটি উপকারিতা আছে। নিম্নে তা বর্ণিত হলো :**

(১) অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসংগত কর্তব্যও বটে।

(২) দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাতপ্রার্থীর। সে যেনো অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিত ভাবে সাক্ষাৎ করবে, তাহলে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোনো অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে অভদ্র পন্থায় বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করলে তার উপকার করার ইচ্ছা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।

(৩) তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ বিনা অনুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম বিশেষ উপকার সাধনের জন্য অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম প্রচলন করেছে। নিম্নের হাদিস সমূহের মাধ্যমে আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারবো।

**হাদিস-৪০:**

٤٠-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ أَتَانَا أَبُوْ مُوْسٰى قَالَ اِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ اَنْ أٰتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَاْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّيْ أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلٰى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِسْتَاذَنَ أَحَدُكُمْ

২০২৪

ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَقُمْتُ مَعَهٗ فَذَهَبْتُ إِلٰى عُمَرَ فَشَهِدْتُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত, একদা হজরত আবু মুসা আশআরী (রা.) আমাদের নিকট এসে বললেন, হজরত ওমর (রা.) আমার নিকট এ মর্মে একজন লোক পাঠালেন, যেন আমি তাঁর কাছে আগমন করি। অতঃপর আমি তাঁর দরজায় উপস্থিত হলাম এবং তিনবার সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দেননি, ফলে আমি ফিরে এলাম। পরে (হজরত ওমরের সাথে সাক্ষাত হলে) তিনি বললেন, আমাদের নিকট আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তখন আমি বললাম, আমি অবশ্যই এসেছিলাম এবং দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম দিয়েছি। কিন্তু আপনাদের কেউই আমার সালামের উত্তর দেননি। ফলে আমি ফিরে আসি। কেননা, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে, আর তাকে অনুমতি দেয়া না হয়, তখন সে যেনো ফিরে আসে। হাদিসটি শুনে হজরত ওমর (রা.) বললেন, এর ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করো। হজরত আবু সাঈদ (রা.) বলেন, আমি তাঁর সাথে উঠে হজরত ওমর (রা.) নিকট গেলাম এবং (হাদিসের সত্যতার উপর) সাক্ষ্য দিলাম। (বুখারি ও মুসলিম।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**তিনবার অনুমতি প্রার্থনার রহস্যঃ** রসুল (ﷺ) হলেন-বিশ্ব মানবের পরম বন্ধু। পরস্পর সৌহাদ্যপূর্ণ সদ্ভাব রক্ষা করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। তাই কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে তিনবার সালাম দেয়ার মাধ্যমে অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ প্রসঙ্গে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

১. আল্লামা মোল্লা আলি কারী (রহ.) বলেন- الأول للتعريف তথা প্রথম সালাম নিজের পরিচয় তুলে ধরার জন্য।

২. الثاني للتامل দ্বিতীয় সালাম চিন্তা করার জন্য।

৩. الثالث للإذن وعدمه তথা- তৃতীয় সালাম অনুমতি পাওয়া বা না পাওয়া নিশ্চিতের জন্য।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لم يرد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل مجهول বাব نصر ينصر মাসদার الرد মাদ্দাহ ر – د – د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- উত্তর দেয়া হয়নি।

استاذن : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ فعل ماضى معروف বাব استفعال মাসদার الاستيذان মাদ্দাহ ا – ذ – ن জিনস مهموز فاء অর্থ- সে অনুমতি প্রত্যাশা কর।

البينة : একবচন, বহু বচনে البينات অর্থ- দলিল, প্রমাণ।

তারকিব: قَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ

قال শব্দটি فعل আর عمر শব্দটি قال فعل এর فاعل অতপর فعل তার فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে قول হলো। أَقِم শব্দটি فعل আর ضمير انت তার فاعل, جار على حرف جار ও ه তার مجرور, جار আর مجرور মিলে متعلق হলো اقم فعل এর সঙ্গে البينة হলো مفعول । فعل اقم তার فاعل , مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে مقولة হলো। পরিশেষে قول ও مقولة মিলে جملة فعلية قولية হল।

**রাবি পরিচিতি :**

**হজরত আবু সায়িদ খুদরি (رضي الله عنه):** বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু সায়িদ খুদরি (رضي الله عنه) হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মালিক (رضي الله عنه)। মাতার নাম আলিমাহ্ (رضي الله عنها)। তাঁর পিতা মাতা হিজরতের পূর্বে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই তিনি ইসলামি পরিবেশে বড় হয়ে উঠেন। হিজরতের পর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিলেন। তিনি বড় মাপের মুহাদ্দিস ও ফকিহ্ ছিলেন। হজরত ওমর (رضي الله عنه) ও হজরত উসমান (رضي الله عنه) তাঁকে মদিনার মুফতি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ১১৭০টি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি ৭৪ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। ইমাম জাহাবি রহ. এর মতে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

**হাদিস-৪১:**

٤١-عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِيْ حَتّٰى أَنْهَاكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হজরত নবি করিম (ﷺ) আমাকে বলেছেন, আমার নিকট তোমাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল তুমি পর্দা উঠিয়ে ভেতরে চলে আসবে এবং তুমি আমার গোপন কথা শুনতে থাকবে, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে নিষেধ করি। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الحجاب : একবচন, বহুবচনে, الحجب অর্থ- পর্দা বা এ জাতীয় বস্তু।

أنهاك : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব فتح – يفتح মাসদার النهي মাদ্দাহ ن – ه – ى জিনস ناقص يائي অর্থ- আমি তোমাকে নিষেধ করবো।

**হাদিস-৪২:**

٤٢-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى أَبِيْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণের ব্যাপারে আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর খিদমতে আসলাম। অতঃপর দরজায় করাঘাত করলাম। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, কে ? আমি বললাম, আমি। তখন তিনি বললেন, আমি! আমি! সম্ভবত তিনি এরূপ বলাকে অপছন্দ করলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার বিধান:** অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার বিধান হলো-

১. অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে অনুমতির জন্য সালাম দিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ তাআলার বাণী- لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا
২. অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে।
৩. তিনবার সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি না পেলে ফিরে আসবে। যেমন হাদিসে আছে- إِذَا اِسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ فَلْيَرْجِعْ
৪. ফিরে আসার জন্য বললে ফিরে আসবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

دققت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার الدق মাদ্দাহ د – ق – ق জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমি করাঘাত করলাম।

كره : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার الكره মাদ্দাহ ك – ر – ه জিনস صحيح অর্থ- তিনি অপছন্দ করলেন।

**হাদিস-৪৩:**

٤٣-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِيْ قَدَحٍ فَقَالَ يَا أَبَا هِرٍّ أَلْحِقْ بِأَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوْا فَاسْتَأْذَنُوْا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২০২৪

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (﵁) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি ঘরে দুধভর্তি একটি পেয়ালা পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! আহলে সুফফার নিকটে যাও, এবং তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আনো। অতঃপর আমি তাদের কাছে গেলাম ও তাদেরকে দাওয়াত দিলাম। তাঁরা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট আসলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তখন তাঁরা প্রবেশ করলেন। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لبنا : একবচন, বহুবচনে أَلبان অর্থ- দুধ।

ادع : ছিগাহ واحد مذكرحاضر أمر حاضر معروف বাহাছ نصر ينصر বাব الدعوة মাসদার মাদ্দাহ د – ع – و জিনস ناقص واوي অর্থ- তুমি ডাকো।

اذن : ছিগাহ واحد مذكر غائب إثبات فعل ماضى معروف বাহাছ سمع يسمع বাব الاذن মাসদার মাদ্দাহ ا – ذ – ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তিনি অনুমতি দিলেন।

الحق : ছিগাহ واحد مذكر حاضر أمر حاضر معروف বাহাছ سمع يسمع বাব اللحقوق মাসদার মাদ্দাহ ل – ح – ق জিনস صحيح অর্থ- তুমি মিলিত হও।

**হাদিস-৪৪:**

٤٤-عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَبَنٍ أَو جِدَايَةٍ وَضَغَابِيْسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُو داود)

**অনুবাদ :** হজরত কালাদাহ ইবনে হাম্বল (﵁) হতে বর্ণিত, হজরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (﵁) আমাকে কিছু দুধ , অথবা একটি হরিণের বাচ্চা এবং কিছু শশা দিয়ে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট পাঠালেন। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) মক্কার উঁচু উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। বর্ণনাকারী (হজরত কালাদাহ) বলেন, আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম, এমন অবস্থায় যে, আমি সালাম করলাম না এবং অনুমতিও নিলাম না। তখন নবি করিম (ﷺ) বললেন, তুমি ফিরে যাও (অর্থাৎ, ঘরের বাইরে যাও) অতঃপর বল “আসসালামু আলাইকুম” আমি কি প্রবেশ করতে পারি? (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

بعث : ছিগাহ واحد مذكرغائب بাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার البعث
মাদ্দাহ ب – ع – ث জিনস صحيح অর্থ- প্রেরণ করলো।

جداية : اسم একবচন, বহুবচন, جداء অর্থ- সাত বা ছয় মাস বয়সের হরিণের বাচ্চা।

ضغابيس : اسم বহুবচন, একবচন, ضغبوس অর্থ- শশাসমূহ।

হাদিস-৪৫:

٤٥–عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَهٗ اِذْنٌ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ قَالَ رَسُوْلُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ اِذْنُهٗ

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কাউকে ডাকা হয়, আর যে ব্যক্তি দূত তথা সংবাদ বাহকের সাথে চলে আসে, তবে তার সাথে আসাই তার জন্য অনুমতি। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।) আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, কোনো লোকের অন্য ব্যক্তির নিকট দূত পাঠানোই তার জন্য অনুমতি।

হাদিস-৪৬:

٤٦–عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتٰى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلٰكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ أَنَّ الدُّوْرَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُوْرٌ – (رَوَاهُ أَبُوْ داود)

**অনুবাদ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো গোত্রের দরজায় (বাড়িতে) যেতেন, তখন ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান দিকে, অথবা বাম দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং (অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে) আসসলামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম বলতেন। আর এটা সে সময়ের কথা যখন বাড়ির দরজায় পর্দা ঝুলানো থাকতো না। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لم يستقبل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى جحد بلم معروف বাব استفعال মাসদার الاستقبال মাদ্দাহ ق – ب – ل অর্থ- তিনি সম্মুখীন হননি।

تلقاء : ইহা فعلان এর ওজনে, اللقاء অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ সামনা সামনি সাক্ষাৎ বা মিলিত হওয়া।

ستور : বহুবচন, একবচন ستر অর্থ- পর্দাসমূহ।

হাদিস-৪৭:

٤٧-عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَأَسْتَأْذِنُ عَلىٰ أُمِّيْ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّيْ مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّيْ خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ( رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

**অনুবাদঃ** হজরত 'আতা ইবনে ইয়াসার (ﷺ) হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) একদা এক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি আমার মায়ের নিকট যেতে অনুমতি প্রার্থনা করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন লোকটি বললো, আমি তো তার সাথে একই ঘরে থাকি। হযরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি তাঁর নিকট অনুমতি চাও। অতঃপর লোকটি বললো, আমি তার সেবক, তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি কি তোমার মাকে অসম্পূর্ণ পোশাকে (অনাবৃত) দেখতে পছন্দ করো? সে বললো, না। তিঁনি (রসুল ﷺ) বললেন, তাহলে তুমি তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করো। (ইমাম মালিক (রহ.) হাদিসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ,- 'তুমি কি তোমার মাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর? অত্র হাদিসের পূর্ববর্তী অংশের মাধ্যমে প্রতীয়মাণ হয় যে, প্রশ্নকারী হজরত রসুল (ﷺ) থেকে এ অনুমতি চেয়েছিল যে, নিজের মা এর গৃহে প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তাই হজরত রসুল (ﷺ) বললেন- না নিজের মায়ের গৃহে প্রবেশেও অনুমতি আবশ্যক বা ওয়াজিব। হজরত রসুল (ﷺ) সরাসরি এর প্রয়োজনীয়তার কারণ তুলে ধরে বলেন- তুমি কি তোমার মাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর? কেননা মা মুহরিমা হলেও তার সকল অঙ্গ দেখা জায়েজ নেই। আর নিজ গৃহে অনেক সময় সতর ঢাকা নাও থাকতে পারে। সুতরাং শালীনতা রক্ষার জন্যই মায়ের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

خادم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الخدمة মাদ্দাহ خ - د - م জিনস صحيح অর্থ- সেবক, পরিচর্যাকারী।

১০৩৮ عريانة : একবচন, বহুবচন عاريات এর مذكر রূপ হলো عريان অর্থ- উলঙ্গ, বস্ত্রহীন।

**হাদিস-৪৮:**

٤٨-عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ لِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِيْ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আলি (রা.) হতে বর্ণিত, আমার জন্য হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) এর তরফ হতে তাঁর নিকট রাত্রিকালে এবং দিনের বেলায় (সর্বদা) প্রবেশের অনুমতি ছিলো। অতঃপর যখন আমি রাতে প্রবেশ করতাম তখন তিনি আমাকে অনুমতি দানের নিমিত্তে গলা ঝাড় দিতেন। (ইমাম নাসায়ী (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مدخل : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم ظرف বাব نصر মাসদার الدخول মাদ্দাহ د - خ - ل জিনস صحيح অর্থ- প্রবেশ করা, প্রবেশ পথ।

تنحنح : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تفعلل মাসদার التنحنح অর্থ- সে গলা ঝাড়া দিলো।

**হাদিস-৪৯:**

٤٩-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে না, তাকে তোমরা প্রবেশের অনুমতি দেবে না। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর শুয়াবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

# অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ**

১. কারো বাড়িতে প্রবেশের জন্য কতবার সালাম দেয়ার পর অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে?

ক. একবার খ. দুইবার

গ. তিনবার ঘ. চারবার

২. অনুমতি প্রার্থনার (الإستيذان) হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

৩. অনুমতি প্রার্থনার পর পরিচয় জানতে চাওয়া হলে কি বলে পরিচয় দিতে হবে।

ক. আমি আমি বলে খ. নিজের নাম বলে

গ. নিজের নাম ও পিতার নাম বলে ঘ. যে পরিচয়ে বাড়ীর লোকে চিনতে পারে

৪. কাউকে ডেকে পাঠালে তার প্রবেশের জন্য অনুমতির গ্রহণ করতে হবে কি না?

ক. অনুমতি গ্রহণ করতে হবে

খ. অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা

গ. পূর্ব পরিচিত হলে অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা

ঘ. বিশেষ পদ মর্যাদার অধিকারী হলে অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা

৫. ছেলে মাতার ঘরে এবং খাদেম মুনিবের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে কিনা ?

ক. অনুমতি গ্রহণ করতে হবে খ. অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা

গ. দিনে অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা ঘ. অনুমতি গ্রহণ করা ভালো, না গ্রহণ করলেও চলে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ**

অধ্যক্ষ মাওলানা আকরাম হুসাইন বাসায় অবস্থান করছিলেন। ইত্যবসরে মাদ্রাসায় একজন মেহমান আসলো। দফতরি আবু হানিফ অধ্যক্ষ মহোদয়কে সংবাদ দিতে গিয়ে দরজায় দাড়িয়ে সালাম দিলেন। অধ্যক্ষ সাহেব বেরিয়ে দেখতে পেলেন, আবু হানিফ জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আছে। এতে তিনি দফতরিকে ভৎসনা করলেন এবং তাকে এতদসংক্রান্ত ইসলামের রীতি-নীতি বুঝায়ে দিলেন।

৬. আবু হানিফ অনুমতি ব্যতীত উঁকি মেরে কী ধরণের অন্যায় করেছিল ?

ক. হারাম খ. মাকরুহ তাহরিম

গ. মাকরুহ তানজিহ ঘ. আদবের খেলাফ

৭. অনুমতি প্রার্থনার অমোঘ বিধানের দ্বারা হিযাব বা পর্দার কী হুকুম প্রমাণিত হয়?

ক. মুস্তাহাব　　খ. সুন্নাত

গ. ওয়াজিব　　ঘ. ফরজ

৮. কোনো ঘরের দরজায় পর্দা না থাকলে এবং দরজা খোলা থাকলে অনুমতি গ্রহণের সময়ে যে স্থানে দাঁড়াতে হবে তা হলো-

i. দরজার সোজাসুজি স্থানে।
ii. দরজার ডান দিকের স্থানে।
iii. দরজার বাম দিকের স্থানে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

ফয়সাল তার বন্ধু রাকিবের বাসায় তার সাথে দেখা করতে বাইরে দাড়িয়ে 'রাকিব' বলে ডাকাডাকি করতে থাকে। এতে রাকিবের বাবা বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি যা করেছো, তাতে তোমাকে অনুমতি না দেওয়ার ব্যপারে হাদিসে নির্দেশ রয়েছে।

(ক) কারো বাসায় ঢুকতে অনুমতি নেয়ার হুকুম কী?

(খ) أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً হাদিসাংশের ব্যাখ্যা করো।

(গ) রাকিবের বাবা যে হাদিসের কথা বলেছেন তা উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) হাদিসের আলোকে ফয়সালের করণীয় ব্যাখ্যা করো।

২০২৪

# চতুর্থ অধ্যায়

## بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ

## করমর্দন ও কোলাকুলি করা সংক্রান্ত অধ্যায়

মুসাফাহা ও মুআনাকার মাধ্যমে মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা সদ্ভাব ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, মুসাফাহা ও মুআনাকা জায়েজ ও সুন্নতসম্মত একটি সুন্দর কাজ ।

**المصافحة** শব্দটি বাবে **مفاعلة** থেকে মাসদার। এর অর্থ- করমর্দন করা, ক্ষমা করা, ভাব-বিনিময় করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়, সাক্ষাতের সময় ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে কল্যাণ কামনা করাকে মুসাফাহা বলে।

**المعانقة** শব্দটি বাবে **مفاعلة** থেকে মাসদার। **عنق** (ঘাড়) ধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ কোলাকুলি করা। ইংরেজিতে বলা হয় Embracing। শরিয়তের পরিভাষায়- পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একজনের গলার সাথে অন্যের গলা মিশিয়ে কোলাকুলি করাকে "মুআনাকা" বলে।

**হাদিস-৫০:**

٥٠ عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত আনাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবিগণের মধ্যে মুসাফাহা (করমর্দন) করার প্রচলন ছিল কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (ইমাম বুখারি (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**مصافحة এর পরিচয় : مصافحة** শব্দটি বাবে **مفاعلة** এর **مصدر** মূল অক্ষর **ص-ف-ح** জিনস **صحيح** আভিধানিক অর্থ- হাতে হাত মিলানো, ক্ষমা করা। পরিভাষায়- পরস্পরের সাক্ষাতে ভালোবাসা, সদ্ভাব ও সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে কল্যাণ কামনার নামই মুসাফাহা।

**حكم المصافحة :** মুসাফাহার হুকুম সম্পর্কে জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন- এটি সুন্নাত। তবে যাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েজ নেই, তাদের সাথে মুসাফাহা করাও জায়েজ নেই।

**معانقة এর পরিচয়:** **معانقة** শব্দটি **باب مفاعلة** এর **مصدر** মাদ্দাহ ع-ن-ق, জিনস **صحيح** অর্থ- ঘাড়। সুতরাং **معانقة** শব্দের অর্থ- পরস্পর ঘাড় মিলানো। পরিভাষায়-পরস্পর ভালোবাসা, সদ্ভাব ও সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একজন অপরজনের ঘাড়ের সাথে ঘাড় মিলানোকে **معانقة** বলে।

**حكم المعانقة :** মুয়ানাকার **حكم** সম্পর্কে জমহুর উলামায়ে কেরামের মত হলো- দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ হলে **معانقة** করা সুন্নাত।

**হাদিস-৫১:**

**٥١-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْأَقْرَعُ اِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) হজরত হাসান ইবনে আলি (রা.) কে চুম্বন করলেন। এ সময় মহানবি (সা.) এর নিকট আকরা ইবনে হাবেস (রা.) উপস্থিত ছিলেন, হজরত আকরা (রা.) বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকে চুম্বন করিনি। এ কথা শুনে হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**حكم القبلة (চুম্বনের হুকুম):**

চুম্বন ( القبلة) এর বিধান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে-

১. ইমাম নববি (রহ.) বলেন- কেউ যদি কারো তাকওয়া, যোগ্যতা, ইলম, ভদ্রতা, সত্যবাদিতা, ও দীনদারী ইত্যাদি গুণ ও বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে চুম্বন করে তবে তা মুস্তাহাব।

২. কেউ যদি কারো ধন-সম্পদ ও প্রভাব দেখে তাকে চুম্বন করে তবে তা মাকরুহ হবে। কারো কারো মতে এটি জায়েজ নেই, বরং হারাম।

**চুম্বনের প্রকারভেদ:**

মুসাফাহা ও মুয়ানাকার মত ইসলামে আরেকটি বিষয়েরও অনুমোদন রয়েছে তা হচ্ছে চুম্বন। হুকুমভেদে এই চুম্বন চার প্রকার।

১. قبلة المؤدة বা স্নেহ মমতার চুম্বন পিতা-মাতা কর্তৃক নিজের সন্তানকে চুম্বন।

২. قبلة الرحمة দয়ার চুম্বন সন্তান কর্তৃক পিতার মুখে চুম্বন।

৩. قبلة الشفقة স্নেহের চুম্বন একজন মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমানকে চুম্বন।

৪. قبلة التعظيم ইলম, আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে কাউকে সম্মান প্রদর্শনার্থে চুম্বন করা। যথা- পীর, উস্তাদ ও হক্কানি-রব্বানি আলিমকে চুম্বন করা।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

قبل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব تفعيل মাসদার التقبيل মাদ্দাহ ق – ب – ل জিনস صحيح অর্থ- তিনি চুম্বন করলেন।

مناقب : বহুবচন, একবচন مَنْقَبَةٌ অর্থ- উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলি, উন্নত চরিত্র।

তারকিব : مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

من শব্দটি متضمن معنى الشرط , لايرحم শব্দটি فعل আর উহার ضمير هو فاعل এখন فعل তার فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে شرط আর لايرحم শব্দটি فعل আর ضمير هو فاعل এখন فعل তার فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে جزاء হলো। পরিশেষে شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হলো।

**হাদিস-৫২:**

٥٢–عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ وَاسْتَغْفِرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا)

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (সাঃ) বলেছেন, যদি দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে করমর্দন করে, তাহলে তাদের উভয়ের পৃথক হওয়ার পূর্বে (অতীত জীবনের সগিরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (হাদিসটি ইমাম আহমদ, তিরমিজি ও ইবনু মাজাহ রহ. বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে যে, রসুল করিম (সাঃ) বলেছেন, যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে করমর্দন করে, অতঃপর তারা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেয়া হয়।)

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

يلتقيان : ছিগাহ تثنية مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الالتقاء

মাদ্দাহ ل – ق – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তারা দু'জন সাক্ষাৎ করবে।

يتفرقا : ছিগাহ تثنية مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التفرق

মাদ্দাহ ف – ر – ق জিনস صحيح অর্থ- তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হবে।

**হাদিস-৫৩:**

٥٣–عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلرَّجُلُ مِنَّا يَلْقٰى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيَلْتَزِمُه وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيَاخُذُ بِيَدِهٖ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আমাদের কোন লোক স্বীয় ভাই , অথবা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎকালে কি তার সম্মানে মাথা নত করবে ? তিনি বললেন, না! লোকটি বলল, তবে কি সে তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করবে এবং তাকে চুম্বন করবে? হজরত রসুল (সাঃ) বললেন, না। লোকটি বলল, তবে কি সে তার হাত ধরবে এবং তার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

صديق : একবচন, বহুবচনে, أصدقاء ইহা فعيل এর ওযনে صيغة صفت অর্থ- বন্ধু।

يلتزم : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الالتزام

মাদ্দাহ ل – ز – م জিনস صحيح অর্থ- জড়িয়ে ধরবে, আলিঙ্গন করবে।

**রাবি পরিচিতি:**

**খাদেমুর রসুল হজরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه):**

প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আনাস (رضي الله عنه) মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মালিক ইবনে নসর। মাতার নাম উম্মু সুলাইম। তাঁর মাতা নবিজির খালা ছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) মদিনায় হিজরত করার পর তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় হজরত আনাস (رضي الله عنه) এর বয়স হয়েছিলো দশ বছর। তাঁর মাতার ইসলাম গ্রহণের কারণে তার পিতা খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং স্ত্রীকে মদিনায় ফেলে সিরিয়া চলে যান। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মাতা তাঁকে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর খিদমতে পেশ করেন। তিঁনি একটানা দশ বছর রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর খিদমত করেন। তাই ইতিহাসে তিঁনি খাদিমুর রসুল খাদিমুন্নবি নামে সুপরিচিত। হাদিস বর্ণনা, শিক্ষাদান ও প্রসারে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। বসরার জামে মসজিদে হাদিস শিক্ষা দানের মাধ্যমে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মোট ১২৮৬টি হাদিস বর্ণনা করেন। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৯১ বা ৯৩ হিজরিতে ১০৩ বছর বয়সে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বসরায় আর কোন সাহাবি জীবিত ছিলেন না।

**হাদিস-৫৪:**

٥٤-عَنْ أُبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهٖ أو عَلٰى يَدِه فَيَسْئَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ)

**অনুবাদ:** হজরত উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রোগীর সেবার পূর্ণতা হলো তোমাদের কেউ স্বীয় হাত তার কপালের উপর , অথবা হাতের উপরে রাখবে এবং জিজ্ঞেস করবে যে, সে কেমন আছে ? আর তোমাদের পারস্পরিক অভিবাদনের পরিপূর্ণতা হলো সালামের পর করমর্দন করা।

(ইমাম আহমদ ও তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

| | |
|---|---|
| جبهة | : ইহা اسم جامد একবচন, বহুবচন جباه অর্থ- কপাল, ললাট। |
| ضعف | : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার التضعيف মাদ্দাহ ض – ع – ف জিনস صحيح অর্থ- সে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছে। |

**হাদিস-৫৫:**

٥٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত যায়েদ ইবনে হারিছাহ (رضي الله عنه) মদিনায় আগমন করলেন, এমন সময় হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে ছিলেন। অতঃপর তিনি এসে দরজায় করাঘাত করলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর নিকট খালি গায়ে চাঁদর টানতে টানতে উঠে গেলেন। (হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, আল্লাহ তাআলার শপথ! আমি তাকে এর পূর্বে বা পরে কখনো খালি গায়ে দেখিনি। অতঃপর রসুল (ﷺ) তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন। (ইমাম তিরমিজি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**قرع** : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার القرع মাদ্দাহ ق – ر – ع জিনস صحيح অর্থ- সে করাঘাত করলো, সে দরজায় আওয়াজ করলো।

**اعتنق** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার الاعتناق মাদ্দাহ ع – ن – ق জিনস صحيح অর্থ- আলিঙ্গন করলো।

**يجر** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাদ্দাহ ج – ر – ر জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে টেনে আনছে।

**হাদিস-৫৬:**

٥٦-عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ بِشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوْهُ قَالَ مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِيْ وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِيْ أَهْلِيْ فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرٍ فَالْتَزَمَنِيْ فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২০৩৪

**অনুবাদঃ** হজরত আইয়ুব ইবনে বাশরি (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি আনাযহ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে হাদিস বর্ণনা করেন। তিঁনি বলেন, একদা আমি হজরত আবু জার গিফারি (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা যখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি কি তিঁনি আপনাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যতবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতাম ততবারই তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করতেন। একদা তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না অত পুর যখন আমি বাড়িতে আসলাম, তখন আমাকে সংবাদ দেয়া হল। আমি তাৎক্ষণিক তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। সে সময় তিঁনি খাটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিঁনি আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। আর সে আলিঙ্গনটি ছিল অতি উত্তম, অতি উত্তম। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لقيتموه : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব سمع يسمع মাসদার اللقاء মাদ্দাহ ل - ق - ي জিনস ناقص يائي , অর্থ- তোমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করেছ। ه-ضمير منصوب متصل ।

اخبرت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضى مجهول বাব افعال মাসদার الاخبار মাদ্দাহ خ - ب - ر জিনস صحيح অর্থ- আমাকে সংবাদ দেয়া হলো।

**হাদিস-৫৭:**

٥٧-عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِيْ جَهْلٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جِئْتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত ইকরামা ইবনে আবু জাহল (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিন আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর খিদমতে উপস্থিত হই, সে দিন তিনি আমাকে বলেন, হিজরতকারী আরোহীর প্রতি মুবারকবাদ। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الراكب : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব سمع يسمع মাসদার الركوب মাদ্দাহ ر - ك - ب জিনস صحيح অর্থ- আরোহী।

المهاجر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব مفاعلة মাসদার المهاجرة মাদ্দাহ ه - ج - ر জিনস صحيح অর্থ- হিজরতকারী।

**হাদিস-৫৮:**

٥٨- عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيْهِ مِزَاحٌ بَيْنَمَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خَاصِرَتِهٖ بِعُوْدٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِيْ قَالَ اِصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيْصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيْصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيْصِهٖ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ( رَوَاهُ أَبُوْ دَاود)

**অনুবাদঃ** হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর (رضي الله عنه) নামক জনৈক আনসার ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন তিনি নিজ গোত্রের লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন এবং এর মধ্যে হাসি-তামাশা হচ্ছিলো। আর তিনি তাদেরকে হাসাচ্ছিলেন। এমন সময় হজরত নবি করিম (ﷺ) একটি লাকড়ী দ্বারা তাঁর পাঁজরে খোঁচা দিলেন। তখন হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর (رضي الله عنه) বললেন, আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিন। হজরত রসুল (ﷺ) বললেন, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করো। হজরত উসাইদ বললেন, আপনার শরীরে জামা রয়েছে, অথচ আমার শরীরে জামা ছিল না। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) নিজের গায়ের জামা তুলে ধরলেন। হজরত উসাইদ (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর পাঁজরে চুম্বন দিতে লাগলেন। আর বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আমি এটিই কামনা করছিলাম। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

طعن : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার الطعن মাদ্দাহ ط – ع – ن জিনস صحيح অর্থ- তিনি খোঁচা দিলেন, তিনি ঠোকা মারলেন।

اصبرني : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإصبار মাদ্দাহ ص – ب – ر জিনস صحيح অর্থ- আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিন। শব্দের শেষাংশে نون وقاية يائ متكلم مفعول به

اصطبر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ امر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاصطبار মাদ্দাহ ص – ب – ر জিনস صحيح অর্থ- তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

احتضن : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার احتضان মাদ্দাহ ح – ض – ن জিনস صحيح অর্থ- সে জড়িয়ে ধরলো।

**হাদিস-৫৯:**

٥٩-عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ (رَوَاهُ أَبُوْ داود وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنِ الْبَيَاضِيِ مُتَّصِلًا .

**অনুবাদঃ** হজরত শাবি (রহ.) হতে বর্ণিত, একবার নবি করিম (ﷺ) হজরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দু'চোখের মধ্যখানে (কপালে) চুম্বন করলেন। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকি শুয়াবুল ইমান গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর মাসাবিহ গ্রন্থের কোনো কোনো সংস্করণে এবং শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে হজরত বায়াদি হতে মুত্তাসিল হিসেবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

**حقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

التزم : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার الالتزام মাদ্দাহ ل – ز – م জিনস صحيح অর্থ- তিনি আলিঙ্গন করলেন।

المصابيح : বহুবচন, একবচন المصباح অর্থ- চেরাগসমূহ।

**হাদিস-৬০:**

٦٠-عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِيْ قِصَّةِ رَجُوْعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبْشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ فَتَلَقَّانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَنِيْ ثُمَّ قَالَ مَا أَدْرِيْ أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرٍ وَوَافَقَ ذٰلِكَ فَتْحَ خَيْبَرَ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

**অনুবাদঃ** হজরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) হাবশা (আবিসিনিয়া) ভূমি থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা আবিসিনিয়া থেকে রওয়ানা হলাম এবং মদিনায় এসে পৌঁছলাম। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি জানি না, আমি কি খায়বর বিজয়ের কারণে বেশি আনন্দিত, নাকি জাফরের আগমনে বেশি আনন্দিত। আর ঘটনাক্রমে এই আগমন হয়েছিল খায়বার বিজয়ের দিনে। (মাসাবিহ প্রণেতা হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تلقّانى : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تفعل মাসদার التلقى মাদ্দাহ

ل – ق – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

أفرح : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব سمع يسمع মাসদার الفرح মাদ্দাহ ف-ر-ح জিনস صحيح অর্থ- অধিক আনন্দিত।

وافق : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব مفاعلة মাসদার الموافقة মাদ্দাহ و – ف – ق জিনস مثال واوي অর্থ- সে অনুরূপ হয়েছে, মিল হয়েছে।

**হাদিস-৬১:**

٦١ –عَنْ زَارِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَكَانَ فِيْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত যারে (রাঃ) হতে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্য। তিনি বলেন, আমরা যখন মদিনায় এসে পৌছলাম, তখন আমরা দ্রুত আমাদের সওয়ারী হতে অবতরণ করতে লাগলাম, অতঃপর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ)এর হাত ও পা চুম্বন করলাম। (আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ **(শব্দ বিশ্লেষণ):**

نتبادر : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفاعل মাসদার التبادر মাদ্দাহ ب – د – ر জিনস صحيح অর্থ- আমরা তাড়াহুড়া করছি, আমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছি।

رواحل : اسم বহুবচন, একবচন راحلة অর্থ- সওয়ারিগুলো।

**হাদিস-৬২:**

٦٢–عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهُ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا وَفِيْ رِوَايَةٍ حَدِيْثًا وَكَلَامًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্রে এবং দৈহিক অবয়বে, অপর এক বর্ণনায় রয়েছে কথা-বার্তায় আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হজরত ফাতিমা (رضي الله عنها) ব্যতীত তার কাউকে দেখিনি। যখন ফাতিমা (رضي الله عنها) হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করতেন তখন তিনি তার দিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় এগিয়ে যেতেন। অতঃপর তার হাত ধরতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। এমনিভাবে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন হজরত ফাতিমা (رضي الله عنها) এর কাছে প্রবেশ করতেন, তখন তিনিও হজরত নবি করিম (ﷺ) দিকে উঠে যেতেন। অতঃপর তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁকে নিজের আসনে বসাতেন। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

سمت : ইহা اسم جامد একবচন, বহুবচন سموت অর্থ- আকৃতি, প্রকৃতি, পন্থা, রাস্তা।

دل : اسم مصدر অর্থ- উত্তম স্বভাব, শান্ত অবস্থা।

**হাদিস-৬৩ঃ**

٦٣-عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ اِبْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَهَا حُمّٰى فَأَتَاهَا أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا- (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত বারা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) কোনো এক যুদ্ধ হতে সর্বপ্রথম মদিনায় আসেন, তখন আমি তাঁর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ (দেখলাম) তাঁর কন্যা আয়েশা জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার দরুন বিছানায় শুয়ে আছেন। হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, যে স্নেহের কন্যা তুমি কেমন আছে ? এবং তাঁর গালে স্নেহের চুম্বন করলেন। (হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

مضطجعة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاضطجاع মাদ্দাহ ض-ج-ع জিনস صحيح অর্থ- মেরুদণ্ডের উপর ভর করে শয়নকারিণী।

بنية : ইহা بنت এর تصغير অর্থ- স্নেহের কন্যা, ছোট কন্যা।

**হাদিস-৬৪:**

٦٤–عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَأَنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট একটি শিশু আনা হল, তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, সাবধান! সন্তানরা হলো কার্পণ্যের হেতু, ভীতির কারণ। আর এরাই হলো আল্লাহ তাআলার সুগন্ধি (তথা অন্যতম নিয়ামত)। (গ্রন্থকার এ হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, সন্তানগণ কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) হলেন-সর্বজ্ঞানে গুণী, সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী। মানুষের মধ্যে কী কারণে কৃপণতা ও কাপুরুষতার সৃষ্টি হয় তার বাস্তবসম্মত কারণ তুলে ধরেছেন তিনি আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে। কেননা সন্তানের মায়া ও ভবিষ্যত চিন্তা করার কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে কৃপণতা ও কাপুরুষতার সৃষ্টি হয়। বদান্যতা ও বীরত্ব লোপ পায়। অনেক সময় انفاق فى سبيل الله তথা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করা ও জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহর থেকেও বিরত থাকে। মানুষের মাঝ থেকে এ ধরনের অভ্যাস দূরীভূত করার জন্য রসুল (ﷺ) এ উক্তি করেছেন। তবে সন্তানের প্রতি ব্যয় করা, সন্তানকে স্নেহ করা থেকে বিরত থাকার অনুমোদন ইসলাম দেয়নি।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مبخلة : ছিগাহ واحد বাহাছ اسم ظرف বাব سمع يسمع মাসদার البخل মাদ্দাহ ب – خ – ل জিনস صحيح অর্থ- কৃপণতার কারণ, কার্পণ্যের হেতু।

مجبنة : ছিগাহ واحد বাহাছ اسم ظرف বাব نصر ينصر মাসদার الجبانة মাদ্দাহ ج – ب – ن জিনস صحيح অর্থ- ভীরুতার কারণ।

ريحان : একবচন, বহুবচন رياحين অর্থ- সুগন্ধি, ফুলের সৌরভ।

**হাদিস-৬৫:**

٦٥–عَنْ يَعْلٰى رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا اِسْتَبَقَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا اِلَيْهِ وَقَالَ اِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ وَمَجْبَنَةٌ – (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত ইয়ালা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হজরত হাসান ও হুসাইন (ﷺ) হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট দৌড়ে আসলেন। তখন তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই সন্তানগণ হল কৃপণতা ও ভীতির কারণ। (ইমাম আহমদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**হাদিস-৬৬:**

٦٦-عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوْا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

**অনুবাদঃ** তাবেয়ি হজরত আতা আল-খোরাসানি (রহ.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পর করমর্দন করো। ফলে হিংসা বিদূরিত হবে। আর তোমরা পরস্পর হাদিয়া (উপঢৌকন) আদান-প্রদান করো। তাহলে পরস্পরের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হবে এবং বিদ্বেষ দূর হবে। (ইমাম মালেক (রহ.) এ হাদিসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تهادوا : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفاعل মাসদার التهادي মাদ্দাহ ه – د – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা পরস্পর উপঢৌকন বিনিময় করো।

تحابوا : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفاعل মাসদার التحابب মাদ্দাহ ح – ب – ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা পরস্পর ভালোবাসবে।

شحناء : বহুবচন, একবচন شحن অর্থ- হিংসা বিদ্বেষ।

**হাদিস-৬৭:**

٦٧- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ اِلَّا سَقَطَ ((رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

অনুবাদঃ হজরত বারা ইবনে আযেব (ﷺ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দ্বি-প্রহরের পূর্বে চার রাকায়াত নামাজ পড়বে, সে যেন কদরের রাতে এই চার রাকায়াত নামাজ আদায় করবে। আর দু'জন মুসলমান যখন করমর্দন করে, তখন তাদের মাঝে কোনো গুনাহ (সগিরা) অবশিষ্ট থাকে না, বরং ঝরে পড়ে। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) হাদিসটি শুয়াবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

# অনুশীলনী

## ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. المصافحة শব্দটি কোন্ বাবের মাছদার ?

ক. باب إفعال　　খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة　　ঘ. باب تفاعل

২. মুছাফাহা করার হুকুম কী ?

ক. ফরজ　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত　　ঘ. মুস্তাহাব

৩. مرحبا শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে ?

ক. مفعول به　　খ. مفعول مطلق

গ. حال　　ঘ. تميز

৪. وأنهم لمن ريحان الله দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে ?

ক. সন্তান　　খ. স্বামী-স্ত্রী

গ. কন্যা সন্তান　　ঘ. ভাই -বোন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মকবুল একজন সরকারি কর্মচারী। মকবুলের স্ত্রী ফারহানা একজন স্কুল শিক্ষিকা। তাদের দুটি সন্তান আছে। দিনের বেলায় তারা গৃহ পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে থাকে। বিকালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাসায় ফিরলে স্ত্রী রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু মকবুল গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। ছেলে ও মেয়েটা তাকে দেখে ভয় পায়। সে তাদেরকে আদরও করেনা।

৫. ছেলে ও মেয়ের বিষয়ে মকবুলের কেমন হওয়া উচিৎ?

ক. বিনয়ী　　খ. রাশভারী

গ. স্নেহ পরায়ণ　　ঘ. কঠোর মেজাজি

৬. সন্তানদের লালন পালনের ভার কার উপর ?

ক. মাতার উপর　　খ. পিতার উপর

গ. মাতা-পিতা উভয়ের উপর　　ঘ. গৃহ পরিচারক-পরিচারিকার উপর

২০২৪

৭. মুয়ানাকা ও চুম্বনের হুকুম কী?

ক. ওয়াজিব　　খ. সুন্নাত

গ. মুস্তাহাব　　ঘ. মুবাহ

৮. মুসাফাহা করলে গোনাহ মাফ হওয়ার কারণ, এতে-

i. পরস্পরের মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়।
ii. পরস্পরের হিংসা ও শত্রুতা দূর হয়।
iii. উভয়ের প্রতি আল্লাহ আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

আবদুল করিম সরকারি চাকুরী করে। সে দুই মাসের ছুটিতে বাড়িতে এসেই তার পিতা-মাতাকে মাথা নিচু করে সাজদার ভঙ্গিতে পায়ে হাত দিয়ে কদমবুছি করল। তার চাচাতো ভাই আবদুল গোফরান দেখেছিল। সে সৌদি আরবে থাকে ছুটিতে বাড়ী এসেছে। একদিন আবদুল গোফরান আবদুল করিমকে বলল, কদমবুছি করায় নিষেধ নেই। বিষয়টি সম্বন্ধে ভালোভাবে জানার জন্য স্থানীয় বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হতে বললেন। বিষয়টি জানার পর থেকে আবদুল করিম আরো বেশি মায়ের সেবা করেন এবং কদমবুছি করেন।

(ক) المعانقة অর্থ কী ?

(খ) মুসাফাহার ফজিলত ব্যাখ্যা কর।

(গ) আবদুল করিমের কাজটি কেমন হয়েছে? পবিত্র হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর।

(ঘ) আলেমের কাছে জানার পরে আবদুল করিম যা করলেন হাদিসের আলোকে তা বিশ্লেষণ করো।

# পঞ্চম অধ্যায়

## بَابُ الْقِيَامِ

## দণ্ডায়মান হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়

হজরত নবি কারিম (ﷺ) মুসলিম সমাজকে আমিরের আনুগত্য এবং কারো সম্মানে বা সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার উপমা উপস্থাপন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক মহান শিক্ষা প্রদান করেছেন। قيام এর আভিধানিক অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া, সোজা হওয়া, স্থির থাকা ইত্যাদি। পরিভাষায় কোনো পদস্থ ব্যক্তি, বুযুর্গ বা শ্রদ্ধাভাজন লোক আসলে উপবিষ্ট লোকদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে কিয়াম বলে। কিয়ামের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। স্তরগুলো সঠিকভাবে সকলের জানা থাকা প্রয়োজন।

**হাদিস-৬৮:**

٦٨-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيْباً مِنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قُوْمُوْا إِلٰى سَيِّدِكُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ : হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, যখন কুরায়যা গোত্র হজরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) এর রায় মেনে নেয়ার শর্তে (দুর্গ হতে) অবতরণ করল, তখন হজরত রসুলুল্লাহ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। হজরত সা'দ (রা.) নবি করিম (ﷺ) এর নিকটবর্তীই ছিলেন। তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে এলেন। অতঃপর যখন তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলেন, তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আনসারদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে (সম্মানার্থে) দাঁড়িয়ে যাও। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**قومو إلى سيدكم এর ব্যাখ্যা:** অর্থাৎ, 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হও।' উদ্ধৃত হাদিসাংশের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন-

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী قوموا إلى سيدكم এর অর্থ- হচ্ছে, তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও। বাক্যটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে হাদিসবিশারদদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. কতিপয় আলেম বলেন, উক্ত বাক্য দ্বারা হজরত সা'দ (রা.) এর সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা পিতা-মাতা, শিক্ষক বা কোনো নেতৃস্থানীয় লোকের জন্য দাঁড়ানো জায়েজ। যেহেতু হজরত সাদ (রা.) নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন, তাই তাঁর সম্মানার্থে দাড়াতে বলা হয়েছে। যেমন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদিস- فإذا قام قمنا حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه

২. মেরকাত গ্রন্থকার এ হাদিসাংশের প্রকৃত ও সহিহ অর্থ- করেছেন, যা ব্যাকরণগত দিক থেকেও বিশুদ্ধ। আর তা হচ্ছে, হজরত সা'দ খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে গাধায় আরোহণাবস্থায় মসজিদে নববির দিকে আসছিলেন। গাধা হতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে, তাই তাঁর সাহায্যের জন্য নবি করিম (ﷺ) আনসারদেরকে উঠতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

### قيام এর প্রকারভেদ :

قيام শব্দটি فعال এর ওজনে বাবে ينصر نصر থেকে মাসদার। এর অর্থ- দণ্ডায়মান হওয়া। স্থান ও কালভেদে قيام কয়েক প্রকার হতে পারে। যথা-

১. قيام للتعظيم তথা কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া। যেমন-পিতা মাতার সম্মানার্থে দাঁড়ানো এটা জায়েজ। وكان إذا دخلت فاطمة عليه قام إليها فأخذ بيده

২. قيام الاستقبال শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপনার্থে দাড়ানো।

৩. قيام الاستعانة কারো সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। এটা জায়েজ ও পূণ্যের কাজ। যেমন-হাদিস শরিফে এসেছে- قوموا إلى سيدكم أي لاعانة سيدكم

৪. قيام لزيارة القبور কবর যিয়ারতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া এটা জায়েজ।

৬. قيام للميت মৃত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। কোনো কোনো ইমামের মতে বৈধ।

৭. قيام للمحبة কারো প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। যেমন-হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ফাতেমা (রা.) কে দেখে দণ্ডায়মান হতেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

قريب : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব كرم মাসদার القرب মাদ্দাহ ق – ر – ب জিনস صحيح অর্থ- নিকটবর্তী।

الانصار : اسم বহুবচন, একবচন الناصر অর্থ- সাহায্যকারীগণ।

قوموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر ينصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق – و – م জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা দাঁড়িয়ে যাও।

سيد : একবচন, বহুবচন سادات ، أسياد অর্থ- নেতা, সর্দার।

**হাদিস-৬৯:**

٦٩–عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তিকে তার বসার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে পরে তথায় বসে না পড়ে। বরং তোমরা (চেপে চেপে বসে) জায়গা প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে দাও। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**ولكن تفسحوا و توسعوا এর ব্যাখ্যা:** রসুলে করিম (ﷺ) আলোচ্য হাদিসে মজলিসে বসার আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বলেছেন- لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যেনো অপর ব্যক্তিকে তার বসার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে পরে তথায় বসে না পড়ে। বরং তোমরা (চেপে চেপে বসে) জায়গা প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে দাও। রসুলে করিম (ﷺ) এর এরূপ বলার কারণ নিম্নরূপ হতে পারে। যথা-

১. **মনঃকষ্টের কারণ হওয়া:** পূর্ব থেকে বসা ব্যক্তিকে উঠিয়ে নিজে বসা উক্ত ব্যক্তির মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে, যা মারাত্মক অপরাধ।
২. **অধিকার হরণ:** পূর্ব থেকে উপবিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আসনের অধিকতর হকদার। তাকে উঠিয়ে দিলে তার অধিকার হরণ করা হয়। যেমন রসুলে করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন-

من قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به

৩. **ইহসান ও সহানুভূতি প্রদর্শন:** উক্ত লোকটিকে না উঠিয়ে স্থানটিকে প্রশস্থ করে সকলে সেখানে বসলে উক্ত লোকটির প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। এজন্য রসুলে করিম (ﷺ) বলেছেন-

وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا

৪. **আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ:** মজলিশ প্রশস্তকরণ সংক্রান্ত মহান আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণে রসুলে করিম (ﷺ) এ কথাটি বলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

{يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ } [المجادلة: ١١]

হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা মজলিসের মধ্যে জায়গা প্রশস্ত করো, তখন তোমরা তা করবে। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের জায়গা প্রশস্ত করে দিবেন।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تفسحوا : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التفسح মাদ্দাহ ف – س – ح জিনস صحيح অর্থ- তোমরা প্রশস্ত করো।

توسعوا : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التوسع মাদ্দাহ و – س – ع জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা বিস্তৃত করে দাও, স্থান করে দাও।

**হাদিস-৭০:**

٧٠–عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের বসার স্থান হতে ওঠে যায়; অতঃপর পুনরায় ফিরে আসে, তবে সে ঐ স্থানে বসার অধিক হকদার। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-৭১:**

٧١– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২০৩৪

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, সাহাবিগণের নিকট হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোনো ব্যক্তি ছিল না। তাঁরা যখন হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) কে দেখতে পেতেন, তখন তাঁরা (তাঁর সম্মানে) দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, রসুল (সা.) এটা অপছন্দ করেন। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি হাসান ও সহিহ)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**شخص** : اسم একবচন, বহুবচন أشخاص অর্থ- ব্যক্তি।

**أحب** : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব ضرب يضرب মাসদার الحب মাদ্দাহ ح-ب-ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- অধিক প্রিয়।

**হাদিস-৭২:**

٧٢-عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন লোকজনের মূর্তির মত সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটা যাকে আনন্দ দেয়, সে যেন জাহান্নামে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**يتمثل** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التمثل মাদ্দাহ م – ث – ل জিনস صحيح অর্থ- মূর্তির মত দণ্ডায়মান থাকবে।

**فليتبوا** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব تفعل মাসদার التبوأ মাদ্দাহ ب – و – ء জিনস مركب অর্থ- সে যেন স্থান গ্রহণ করে।

**النار** : একবচন, বহুবচন النيران অর্থ- জাহান্নাম, দোজখ, অগ্নি।

**হাদিস-৭৩:**

٧٣-عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) লাঠিতে ভর করে (ঘর হতে) বের হলেন। তখন আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলাম। এ সময় তিনি বললেন, অনারব লোকেরা একে অন্যের সম্মানার্থে যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

متكئا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاتكاء মাদ্দাহ و – ك – ء জিনস مركب অর্থ- হেলানদাতা, ভরদান কারী।

الأعاجم : اسم বহুবচন, একবচন أعجم অর্থ- অনারবগণ।

**হাদিস-৭৪:**

٧٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ جَاءَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ فِيْ شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهٗ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهٖ فَأَبٰى أَنْ يَجْلِسَ فِيْهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ذَا وَنَهٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهٗ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ – (رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রহ. হতে বর্ণিত, একদা হজরত আবু বাকরাহ (রাঃ) কোন এক মামলার সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে আমাদের নিকট আসলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে নিজের বসার স্থান হতে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি তথায় বসতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই হজরত নবি করিম (সাঃ) এটা থেকে নিষেধ করেছেন। এছাড়া হজরত নবি করিম (সাঃ) এমন ব্যক্তির কাপড় দ্বারা হাত মুছতে নিষেধ করেছেন, যে কাপড় সে পরিধান করেনি। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أبى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثباب فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার الإباء মাদ্দাহ أ – ب – ي জিনস مركب অর্থ- সে অস্বীকার করলো।

يمسح : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব فتح يفتح মাসদার المسح মাদ্দাহ م – س – ح জিনস صحيح অর্থ- সে মুছবে।

২০৩৪

الكسوة نصر ينصر বাব نفي جحد بلم معروف বাহাছ واحد مذكر غائب ছিগাহ : لم يكس

মাদ্দাহ ك – س – و জিনস ناقص واوي অর্থ- সে কাপড় পরিধান করেনি।

**হাদিস-৭৫:**

٧٥–عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوْعَ نَزَعَ نَعْلَهُ أَو بَعْضَ مَا يَكُوْنُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذٰلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُوْنَ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোথাও বসতেন, আমরাও তাঁর চারপাশে বসে যেতাম। আর যখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং পুনঃরায় ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন স্বীয় জুতা বা নিজের পরিধেয় কোনো বস্তু খুলে রেখে যেতেন। এতে তাঁর সাহাবিগণ বুঝতেন যে, তিঁনি ফিরে আসবেন, ফলে তারা স্ব-স্ব স্থানে বসে থাকতেন। (আবু দাউদ (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الرجوع : ইহা বাব ضرب এর মাসদার অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা।

نزع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضي معروف বাব فتح يفتح মাসদার النزع

মাদ্দাহ ن – ز – ع জিনস صحيح অর্থ- সে খুলে রাখলো।

يثبتون ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার الثبوت

মাদ্দাহ ث – ب – ت জিনস صحيح অর্থ- তারা অবস্থান করত, স্থির থাকতো।

**হাদিস-৭৬:**

٧٦–عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ بِأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ و أَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه) হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়, দু'জন লোকের মাঝে তাদের অনুমতি ব্যতীত পৃথক করে দেয়া। (দুজনের মাঝখানে বসা)। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يفرق : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التفريق মাদ্দাহ ف - ر - ق জিনস صحيح অর্থ- সে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه):** হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর একজন প্রখ্যাত সাহাবি হলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه)। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ বা আবু আবদুর রহমান। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আল আ'স। তার পিতার নাম আমর ইবনুল আস। মাতার নাম রীতা। ইসলাম পূর্ব যুগে তিনি মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করে পিতা-পুত্র একই সাথে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি একই সাথে হাদিস শাস্ত্রের পণ্ডিত, বিখ্যাত সেনানায়ক ও প্রখ্যাত কুটনৈতিক ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বিশেষ আবিদ। বছরের অধিকাংশ সময় তিনি রোজা রাখতেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ছয়শতের অধিক। তিনি নিজে হাদিস সংকলন করে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করে ছিলেন। যার নাম "সাদিকাহ"। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৭২ বছর বয়সে ৬৫ হিজরিতে মিসরের "ফুসতাত" নগরীতে ইন্তিকাল করেন।

**হাদিস-৭৭:**

٧٧- عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اِلَّا بِإِذْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত আমর ইবনে শুয়াইব (رضي الله عنه) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, দু'ব্যক্তির মাঝে বসো না। তবে তাদের অনুমতি নিয়ে বসতে পারো। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-৭৮:**

٧٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ أَزْوَاجِهِ (رواه البيهقي)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাথে মসজিদে নববীতে বসে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা (দ্বীনি বিষয়ে) করতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়িয়ে যেতাম। এতদূর পর্যন্ত যে, আমরা দেখতাম যে, তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করছেন। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المسجد : ছিগাহ واحد বাহাছ اسم ظرف বাব نصر ينصر মাসদার السجود অর্থ- সিজদার স্থান, এখানে মসজিদে নববি উদ্দেশ্যে।

نرى : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব فتح يفتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر - ء - ي জিনস مركب অর্থ- আমরা দেখি।

أزواج : اسم বহুবচন, একবচন زوج অর্থ- স্ত্রীগণ।

**হাদিস-৭৯:**

٧٩-عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحْزَحَ لَهٗ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَاٰهُ أَخُوْهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهٗ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত ওয়াসিলাহ ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করল, তখন তিঁনি মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার বসার জন্যে একটু সরে বসলেন। লোকটি বললো, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! এ স্থানে তো প্রশস্ততা রয়েছে। হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব হলো, যখন সে তার কোনো মুসলমান ভাইকে দেখবে, তখন সে যেনো তার বসার জন্য কিছুটা সরে বসে। (হাদিসটি ইমাম বায়হাকি (রহ.) বর্ণনা করেছেন)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تزحزح : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تفعلل মাসদার التزحزح অর্থ- সে স্থান পরিবর্তন করলো।

راى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার الرؤية অর্থ- সে দেখলো।

তারকিব: اِنَّ فِى الْمَكَانِ سَعَةً

شبه হল متعلق মিলে مجرور ও جار ، مجرور হল المكان আর فى حرف جار ، ان حرف مشبة بالفعل فعل এর সাথে। شبه فعل তার فاعل আর متعلق মিলে شبه جملة হয়ে خبر ان مقدم হল। سعة উহা اسم ان مؤخر হয়েছে। পরিশেষে ان তার اسم আর خبر মিলে جملة اسمية হল।

## অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. কোন্ প্রকারের দাঁড়ানো হারাম?

ক. সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ান। খ. স্নেহ প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ান।

গ. আজমীদের মত সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। ঘ. প্রয়োজনীয় কাজ কর্মের জন্য দাড়ান।

২. কোনো সম্মানী ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানোর হুকুম কী ?

ক. জায়েজ খ. মানদুব

গ. মুস্তাহাব ঘ. সুন্নাত

৩. القيام মাসদার হতে গঠিত আমরের ছিগাহ কোন্‌টি ?

ক. قُمْ খ. تَقُمْ

গ. أَقَامَ ঘ. أَقُوْمُ

৪. মজলিসে কোনো ব্যক্তির বসার স্থান কতক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকবে।

ক. বর্তমান বক্তার বক্তব্য শেষ হওয়া পর্যন্ত খ. সকলের উপস্থিতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত

গ. মজলিস পুরোপুরি সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ঘ. অন্য কেউ সেখানে না বসা পর্যন্ত।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নোয়াপাড়া গ্রামে বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলে প্রাজ্ঞ আলেম মাওলানা ফরিদ উদ্দীনের নাম শুনে দূর-দূরান্ত হতে হাজার হাজার মানুষ ওয়াজ শোনার জন্য জমায়েত হলো। মাওলানা সাহেব ওয়াজ আরম্ভের পূর্বে ময়দানের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের ময়দানে বসার স্থান করে দেয়ার জন্য মাঠে বসালোকদিগকে অনুরোধ করলেন।

৫. দাঁড়ানো লোকদের জায়গা করে দিতে উপবিষ্ট লোকদের জন্য শরিয়তসম্মত করণীয় হচ্ছে-

i. সকলের সামনের দিকে এগিয়ে চেপে বসা।
ii. সামনে জায়গা করে দিতে সকলের পেছনের দিকে চেপে বসা।
iii. মজলিশের যে কোনো একপাশে সকলের চেপে বসা।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. দাঁড়ানো লোকদের জন্য কোনটি উচিত?

ক. নিঃশব্দে সামনের দিকে এগিয়ে খালি জায়গায় বসা।
খ. নিরবে দাঁড়িয়ে আগের মত ওয়াজ শোনা।
গ. সামনে জায়গা করে দেওয়ার জন্য বসা লোকদের অনুরোধ করা।
ঘ. পেছনে খালি জায়গা দেখে বসে পড়া।

৭. قوموا إلى سيدكم হাদিসাংশে আনসারদের দাঁড়াতে আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো-

i. নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
ii. তিনি আহত ছিলেন, তাই তার সেবা করা।
iii. নেতার সম্মুখে নিয়ম মাফিক সর্ব সাধারণের দাঁড়িয়ে থাকা।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

আশিক ও আকাশ দুই বন্ধু বসে ইসলামের শরিআত সম্পর্কে আলোচনা করছিলো। আলোচনার এক পর্যায়ে তাদের শিক্ষক জসিম উদ্দিন সেখানে উপস্থিত হলেন। শিক্ষককে দেখে দুই বন্ধু সরে গিয়ে বসতে দিতে চাইল। শিক্ষক তাদের বললেন, এখানে যথেষ্ট বসার স্থান রয়েছে। তোমাদের সরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

(ক) হজরত সাদ কোন যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন?
(খ) ولكن تفسحوا و توسعوا হাদিসাংশের ব্যাখ্যা লিখো।
(গ) শিক্ষকের উপস্থিত হওয়ার কারণে বসার স্থান ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি বিশ্লেষণ করো।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ

## হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা অধ্যায়

হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা মানুষের প্রকৃতি ও স্বাস্থ্যগত দু'টি কারণ। হাঁচির দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তাও দূর হয় পক্ষান্তরে হাই তোলা সাধারণত অবসাদ ও অলসতাজনিত কারণে হয়ে থাকে। হাঁচি দেয়া ও হাইতোলার সময় কারণীয় কী? সে সম্পর্কে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারব। হাঁচির উত্তর প্রদান করার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। হাঁচির জবাব দানের মাধ্যমে সওয়াব লাভের সঙ্গে সঙ্গে পারস্পারিক কল্যাণ কামনাসহ হিংসা বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। হাঁচি দেয়া ও হাইতোলার সুন্নাত তরিকাসমূহ হাদিসের আলোকে জানা অপরিহার্য।

**হাদিস-৮০:**

٨٠-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذاَ تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاوَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانَ مِنْهُ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় الحمد لله বলে তখন প্রত্যেক মুসলমান, যে তা শুনবে, তার يرحمك الله বলা কর্তব্য (ওয়াজিব) হয়ে যায়। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং, যখন তোমাদের কারো হাই আসে, সে যেনো সাধ্যমত তা প্রতিহত করে। কেননা, তোমাদেরকেউ যখন হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন) মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় হা করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

العطاس : বাবে ضرب يضرب এর মাসদার, অর্থ- হাঁচি দেয়া।

تثاؤب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব تفاعل মাসদার التثاؤب অর্থ- সে হাই তুললো।

الحمد : ইহা বাবে سمع يسمع এর মাসদার, অর্থ- প্রসংসা করা।

তারকিব: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ

ضمير هو فاعل فعل আর يحب শব্দটি اسم ان, হলো لفظ الله আর ان حرف مشبة بالفعل আর مفعول به হল عطاس এবার فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে خبر ان হয়েছে। পরিশেষে ان তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

**হাদিস-৮১:**

٨١-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهٗ أَخُوْهُ أَو صَاحِبُهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَإِذَا قَالَ لَهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কারো হাঁচি আসে, তখন সে যেনো, "আলহামদুলিল্লাহ"[1] বলে এবং তার ভাই অথবা বন্ধু যেন "ইয়ারহামুকাল্লাহ"[2] বলে। যখন উত্তরদাতা "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলে, তখন হাঁচিদাতা যেনো বলে, "ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম।[3] (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

يصلح : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإصلاح মাদ্দাহ ص - ل - ح জিনস صحيح অর্থ- সে সংশোধন করে।

**হাদিস-৮২:**

٨٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ قَالَ إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

1. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
2. আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সদয় হোন।
3. আল্লাহ তাআলা তোমাকে হিদায়াতের পথে রাখুন এবং তোমার অবস্থা সংশোধন করুন।

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, দু'জন লোক হজরত নবি করিম (সাঃ) এর সামনে হাঁচি দিল। তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন। কিন্তু অপরজনের হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আপনি এ ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, কিন্তু আমার হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এ লোকটি (আলহামদুলিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলো; কিন্তু তুমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করোনি। (বুখারি ও মুসলিম)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لم تشمت : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نفى جحد بلم معروف বাব تفعيل মাদ্দাহ ش-م-ت জিনস صحيح অর্থ- সে হাচির উত্তর দেয় নি।

**হাদিস-৮৩:**

٨٣- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوْهُ وَاِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদঃ হজরত আবু মুসা আশআরি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে, তবে তোমরা তার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলবে। আর যদি সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা না করে, তবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলে জবাব দেবে না। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-৮৪:**

٨٤- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهٗ يَرْحَمُكَ اللهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرٰى فَقَالَ الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهٗ قَالَ لَهٗ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّهٗ مَزْكُوْمٌ)

অনুবাদঃ হজরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে তিনি হজরত নবি করিম (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (সাঃ) এর নিকট হাঁচি দিল। তখন হজরত নবি করিম (সাঃ) লোকটির হাঁচির জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমর উপর দয়া করুন) বললেন। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার হাঁচি দিলো। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত (ইমাম মুসলিম রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, রসুল (সাঃ) তৃতীয়বার হাঁচির সময় বললেন, লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**مزكوم** : ছিগাহ **واحد مذكر** বাহাছ **اسم مفعول** বাব **نصر ينصر** মাসদার **الزكوم** মাদ্দাহ **ز – ك – م** জিনস **صحيح** অর্থ- কফ, সর্দিতে আক্রান্ত।

**হাদিস-৮৫:**

**٨٥– عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلٰى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)**

**অনুবাদ:** হজরত আবু সায়িদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা হাই তোলার সময় শয়তান মুখের ভেতরে প্রবেশ করে। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

**ليمسك** : ছিগাহ **واحد مذكر غائب** বাহাছ **أمر غائب معروف** বাব **إفعال** মাসদার **الإمساك** মাদ্দাহ **م – س – ك** জিনস **صحيح** অর্থ- সে যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

**فم** : ইহা **اسم جامد** একবচন, বহুবচন **أفواه** অর্থ- মুখ।

**হাদিস-৮৬:**

**٨٦– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاؤُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)**

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি স্বীয় হাত অথবা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন এবং উহার দ্বারা হাঁচির শব্দ নিচু রাখতেন। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি (রহ.) বলেন, এ হাদিসটি হাসান ও সহিহ।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**غَضَّ بِهَا صَوْتَه এর মর্মার্থ:** **غَضَّ بِهَا صَوْتَه** উক্তিটির অর্থ হলো- রসুল (ﷺ) যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি হাঁচির আওয়াজকে সংযত করতেন। কেননা, হাঁচির বিকট আওয়াজ যদি সংযত না করা হয়, তবে তা

২০২৪

মজলিসের লোকের মধ্যে বিরক্তির কারণ হতে পারে। অপরের কাজের স্বাভাবিক গতিও থেমে যেতে পারে। তাছাড়া নাক-মুখ থেকে নির্গত শ্লেষ্মা ও কফ্ অপরের ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে। যদি হাঁচির আওয়াজ স্বাভাবিক রাখা হয় তাহলে হঠাৎ কেউ আঁতকে উঠবে না এবং বিরক্তি বা ঘৃণারও কোনো কারণ থাকবে না। বলা বাহুল্য, এসব সঙ্গত কারণেই রসুল (ﷺ) হাঁচির সময় আওয়াজ সংযত রাখতেন।

**হাঁচির উত্তর দেওয়ার হুকুম:** হাঁচির উত্তর দেওয়ার হুকুম হলো- হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার উত্তরে শ্রোতাকে বলতে হয় 'ইয়ারহামুকাল্লাহু'। হাঁচির উত্তর দেওয়া ওয়াজিব না সুন্নাত তা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

১. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, হাঁচির উত্তর দেওয়া ওয়াজিবে কেফায়া। সকলের পক্ষ থেকে একজন উত্তর দিলে চলবে। কেউ না দিলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন হাদিস শরিফে আছে- وَلْيَقُلْ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ
২. ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে, হাঁচির উত্তর দেওয়া সুন্নাতে কেফায়া। তবে সকলের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব।
৩. ইমাম মালেক রহ. থেকে সুন্নাত ও ওয়াজিব উভয় বক্তব্য পাওয়া যায়।
৪. কেউ কেউ বলেন, হাঁচির উত্তর দেওয়া ফরজে আইন।

**হাদিস-৮৭:**

٨٧- عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِيْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে, "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ" (সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা)। আর যে ব্যক্তি তার জবাব দেবে সে যেন বলে يَرْحَمُكَ اللهُ (আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন)। অতঃপর হাঁচিদাতা যেন (পুনরায়) বলে يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করুন।) (ইমাম তিরমিজি ও দারেমি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يهدى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب يضرب মাসদার الهداية মাদ্দাহ ه – د – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে সঠিক পথে চলছে।

يصلح : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإصلاح মাদ্দাহ ص - ل - ح জিনস صحيح অর্থ- সে সংশোধন করবে।

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) :** হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) এর পূর্ণমান আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যাইদ আল আনসারি আল খাজরাজি। তিনি হজরত আলি (রা.) এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিঁনি ৫১ হিজরিতে কুসতুনতুনীয়ায় গমন করেন এবং সেখানে ইনতিকাল করেন। হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) হিজরতের পর প্রথমে তার বাড়িতে অবস্থান করেন। প্রকাশ থাকে যে, তিঁনি তুব্বা বাদশার বংশধর ছিলেন।

**হাদিস-৮৮:**

٨٨- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُوْنَ أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللهُ فَيَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহুদিগণ হজরত নবি করিম (সা.) এর নিকট এসে এ আশা করে ইচ্ছাপূর্বক হাঁচি দিতো, যেন তিনি তাদের জন্য দোআ করে বলেন, يرحمكم الله (আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন)। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন يهديكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভালো করুন। (ইমাম তিরমিজি এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يرجون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার الرجاء মাদ্দাহ ر - ج - و জিনস ناقص واوي অর্থ- তারা প্রত্যাশা করছে।

**হাদিস-৮৯:**

٨٩- عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهٗ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ فَكَاَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهٖ فَقَالَ أَمَا أَنِّيْ لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلْيَقُلْ لَهٗ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা আমরা হজরত সালেম ইবনে ওবায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং বললো, السلام عليكم তখন হজরত সালেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার উত্তরে বললেন, وعليك وعلى أمك (তোমার উপর এবং তোমার মায়ের উপরেও সালাম) এতে লোকটি মনে ব্যথা পেলো। তখন হজরত সালেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি তো এটা আমার নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন তা-ই বলেছি। যখন জনৈক ব্যক্তি নবির সামনে হাঁচি দিলো এবং বললো, السلام عليكم তখন হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, عليك وعلى أمك (তোমার এবং তোমার মায়ের উপরেও সালাম)। তিনি আরো বললেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে, الحمد لله رب العليمن (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য)। আর যে ব্যক্তি তার জবাব দেবে সে যেনো বলে, يرحمك الله (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। হাঁচি দাতা পুনরায় যেন বলে, يغفر الله لى ولكم (আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং আমাকে ক্ষমা করুন)। (ইমাম তিরমিজি এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لم أقل : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ نفى جحد بلم معروف বাব نصر ينصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق – و – ل জিনস أجوف واوي অর্থ- আমি বলিনি।

يرد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার الرد মাদ্দাহ ر – د – د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে জবাব দেবে বা ফেরত দেবে।

**হাদিস-৯০:**

٩٠- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلٰثًا فَمَا زَادَ فَاِنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ )

**অনুবাদ:** হজরত উবায়েদ ইবনে রিফাআহ (রাঃ) হজরত নবি করিম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনবার পর্যন্ত হাঁচিদাতার জবাব দাও। যদি তিনবারের চেয়ে বেশি হাঁচি দেয়, তাহলে যদি তুমি চাও, তার জবাব দিতে পারো। আর যদি ইচ্ছা করো, জবাব নাও দিতে পারো। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি (রহ.) বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব।)

**হাদিস-৯১:**

٩١-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَاِنْ زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ .(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ اِلَّا أنه رَفَعَ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, তুমি তোমার ভাইয়ের হাঁচির তিনবার জবাব দাও। যদি সে এর চেয়ে বেশি হাঁচি দেয়, তাহলে (ধরে নিতে হবে যে) এটা সর্দি-কাশির ব্যাধি। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, আমি যতটুকু জানি, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হাদিসটি হজরত নবি করিম (সাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।)

**হাদিস-৯২:**

٩٢- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُوْلَ اَلْحَمْدُ للهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত নাফে' (রহ.) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর পাশে হাঁচি দিয়ে বললো, الحمد لله والسلام على رسول الله (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর সালাম।) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমিও বলছি الحمد لله والسلام على

২০২৪

رسول الله (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর সালাম)। কিন্তু বিধান এইরূপ নয়। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা বলি, الحمد لله على كل حال (সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্যে)। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি সংকলন করেছেন।)

## অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ**

১. التثاؤب শব্দের অর্থ কি ?

ক. হাসি দেয়া। খ. হাঁচি দেয়া।

গ. ক্রন্দন করা। ঘ. হাই তোলা।

২. হাঁচির দাতা আল হাম্‌দুলিল্লাহ বললে শ্রবণকারী জবাব কী বলবে ?

ক. يرحمك الله খ. يغفرك الله

গ. يهديك الله ঘ. يشفيك الله

৩. হাঁচির জবাব দেয়ার হুকুম কী ?

ক. মুস্তাহাব খ. মানদূব

গ. মাকরূহ ঘ. মুবাহ

৪. কোন্‌টি হাই তোলার আদব ?

ক. যথা সম্ভব চক্ষু বন্ধ করতে হবে খ. যথা সম্ভব মুখ বন্ধ করতে হবে

গ. যথা সম্ভব নাসিকা বন্ধ করতে হবে ঘ. যথা সম্ভব হস্ত সঞ্চালন প্রতিরোধ করতে হবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বুশ্‌রা ও কাশ্‌ফা দু'বোন বিকেলে বাসার ছাদে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ বুশরার হাঁচি আসে, সে হাঁচি দিয়ে বলল, 'আলহামদু লিল্লাহ'। কাশ্‌ফা কিছুই না বলে গল্প চালিয়ে যেতে লাগলো। বুশরা বললো কী তুমি কিছু বললে না কেনো? কাশ্‌ফা বললো, কী বলবো?

৫. কাশ্‌ফা শরিয়তের কোন্‌ বিধানটি লংঘন করল?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

২০২৪

৬. কাশ্ফা হাঁচির উত্তর দিলে বুশ্রাকে কোন্ দোআটি বলতে হতো?

ক. يهديكم الله ويصلح بالكم     খ. يغفر الله لنا ولكم

গ. صلى الله على النبي وآله وسلم     ঘ. جزاكم الله خير الجزاء

৭. কারো হাই তোলার ভাব হলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। কারণ-

i. মুখ দিয়ে শয়তান শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে।
ii. হাই তোলা দেখে শয়তান হাসে।
iii. হাই তোলা দেখে ক্রন্দন করে।

নিচের কোন্টি সঠিক?

(ক) i ও ii     (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii     (ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

আবরার ও আসলাম দু'জন সহপাঠি। মসজিদে বসে তারা নামাজের জামাআতের জন্য অপেক্ষা করছিল। এর মাঝে হঠাৎ আবরার হাঁচি দিয়ে বললো, السلام عليكم এটা শুনে আসলাম বলে উঠলো عليك و على أمك এতে আবরার খুব কষ্ট পেল। মসজিদ থেকে বের হয়ে তাদের মধ্যে কিছুটা বাক-বিতণ্ডা হলো তারপর কথা বন্ধ। পরদিন হাদিস শিক্ষার ক্লাসে এসে আসলাম বিষয়টি শিক্ষককে জানালো। শিক্ষক মহোদয় তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দিয়ে বললেন, "ইসলাম কল্যাণের ধর্ম, পরস্পরের কল্যাণ কামনাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা।"

(ক) হাঁচিদাতা الحمد لله বলতে প্রত্যুত্তরে কী বলতে হয়?

(খ) হাই তুললে শয়তান খুশী হয়। কথাটির ব্যাখ্যা করো।

(গ) আবরারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামি বিধান দলিলসহ ব্যাখ্যা করো।

(গ) হাঁচির বিধানের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহোদয়ের উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

# সপ্তম অধ্যায়

# بَابُ الضِّحْكِ وَاَقْسَامُهُ

# হাসি সংক্রান্ত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের উপহাসের হাসিকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু মুমিনদের মুচকি হাসির কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ হাসি, মুচকি হাসি ও অট্টহাসি নামে বিভিন্ন ধরণের হাসি থাকলেও বিশেষ করে হজরত নবি করিম ﷺ এর হাসির ধরণ কেমন ছিলো তা হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে। অট্টহাসি অমঙ্গলের কারণ, কোনো ভদ্র ও জ্ঞানীলোক এরূপভাবে হাসতে পারে না। পক্ষান্তরে, মুচকি হাসি নবি-রসুল ও বুজুর্গদের স্বভাব, তথা সুন্নাত।

**হাদিস-৯৩:**

٩٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) কে কখনো এমনভাবে অট্টহাসি অবস্থায় দেখিনি, যাতে তাঁর জিহব্বার মূল অংশ দেখা যায়; বরং তিঁনি কেবল মুচকি হাসি হাসতেন। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**ضحك ও تبسم এর মধ্যে পার্থক্য:**

১। ضحك শব্দটি বাব سمع يسمع এর মাসদার, অর্থ- সাধারণ হাসি, পক্ষান্তরে, التبسم শব্দটি বাবে تفعل এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- মুচকি হাসি।

২। পরিভাষায়- দাঁত দেখিয়ে শব্দ করে হাসাকে ضحك বলা হয়। এ হাসিতে গণ্ডদেশ ও কপালে কিছুটা ভাঁজ পড়ে। চোখের কোণ সংকুচিত হয়। এটা মধ্যম ধরণের হাসি। পক্ষান্তরে, تبسم বলা বলা হয় সামান্য হাসিকে, যাতে কোনো শব্দ নেই। মুখমণ্ডল ও চেহারায় হাসির ভাব পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হয়, তবে দাঁত দেখা যায় না।

৩। আওয়াজ করে হাসা কোনো ভদ্র বা জ্ঞানী লোকের উচিত নয়। এরূপ হাসি অমঙ্গলের লক্ষণ। পক্ষান্তরে, মুচকি হাসি সুন্নাত। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এ প্রকার হাসি হাসতেন। হাদিসে এসেছে- وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم .

৪। ضحك এর কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, تبسم এর কারণে নামাজ নষ্ট হয় না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

ما رأيت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ نفي فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر - ء - ي জিনস مركب অর্থ- আমি দেখিনি।

مستجمعا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব استفعال মাসদার الاستجماع মাদ্দাহ ج-م-ع জিনস صحيح অর্থ- একত্রকারী, এখানে অট্টহাসিদাতা।

لهوات : বহুবচন, একবচন لهوة অর্থ- জিহ্বামূল।

يتبسم : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التبسم মাদ্দাহ ب - س - م জিনস صحيح অর্থ- তিঁনি মুচকি হাসছেন।

**হাদিস-৯৪:**

٩٤- عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِيْ اِلَّا تَبَسَّمَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত জারির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, যখন হতে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি, তখন হতে হজরত নবি করিম (ﷺ) আমাকে কখনো (তার কাছে আসতে) বাঁধা দেননি। আর যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, তখন মুচকি হাসতেন। (ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

ما حجبني : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার الحجاب মাদ্দাহ ح - ج - ب জিনস صحيح অর্থ- আমাকে বাধা দেয়নি।

لَارَاٰنِى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ معروف نفى فعل ماضى বাব فتح يفتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر - ء - ي জিনস مركب অর্থ- তিনি আমাকে দেখেননি।

**হাদিস-৯৫:**

٩٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ يُصَلِّيْ فِيْهِ الصُّبْحَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ فِيْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيْ يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ)

**অনুবাদ:** হজরত জাবির ইবনে সামুরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) যে স্থানে ফজরের নামাজ আদায় করতেন, সূয উদয় না হওয়া পর্যন্ত সে স্থান হতে উঠতেন না। অতঃপর যখন সূর্য উদিত হত, তখন তিনি উঠতেন। এ সময় সাহাবিগণ জাহেলি যুগের কাজ-কর্মের আলোচনা করে হাসতেন, আর হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুচকি হাসতেন। (ইমাম মুসলিম (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, সাহাবিগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন)।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**হাসির প্রকারভেদ:** ইসলামি পরিভাষায় হাসি তিন প্রকার। যথা-

১। **التبسم বা মুচকি হাসি:** تبسم শব্দটি বাবে تفعل এর মাসদার ب - س - م মাদ্দাহ হতে গঠিত। অর্থ- মুচকি হাসি বা অল্প হাসি। এ হাসি মূলতঃ সম্মুখের দু'পাটির দু'টি করে দাঁত প্রকাশ করে মুখমণ্ডলে নিশব্দে প্রফুল্লতার ভাব প্রকাশ করা। সমগ্র চেহারায় এ হাসির প্রভাব প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এরূপ হাসি সুন্নাত। মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) নিজে এরূপ হাসি হাসতেন।

২। **الضحك বা সাধারণ হাসি:** ضحك শব্দটি বাবে سمع يسمع এর মাসদার। অর্থ- সাধারণ হাসি। পরিভাষায়- ضحك হচ্ছে- বিমুগ্ধ হয়ে দাঁত প্রদর্শন করে মৃদু শব্দে প্রফুল্লতা প্রকাশকে ضحك বলে। এ ধরনের হাসিতে দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়, গণ্ডদেশ ও কপালে কিছুটা ভাঁজ পড়ে এবং চোখের কোণ সংকুচিত হয়, আর মোটামুটি শব্দও হয়। এরূপ হাসি জায়েজ হলেও জ্ঞানী গুণীদের জন্য শোভনীয় নয়।

৩। القهقة বা অট্টহাসি : قهقهة শব্দটি বাবে فعللة এর মাসদার। উচ্চস্বরে জিহ্বামূল প্রকাশ করে প্রফুল্লতা প্রকাশ করাকে قهقهة বা অট্টহাসি বলে। এরূপ হাসির দ্বারা মুখের আকৃতি পরিবর্তন হয়, আর চেহারার উজ্জ্বলতাও বিনষ্ট হয়। এ ধরনের হাসি শরিয়তের দৃষ্টিতে অনুচিত ও পরিহারযোগ্য।

**যে প্রকার হাসি উত্তম :**

উপরোক্ত তিন প্রকার হাসির মধ্যে تبسم তথা মুচকি হাসি উত্তম। এটা সুন্নাতও বটে। কেননা হজরত রসুলে করিম (সা.) মুচকি হাসি হাসতেন। সুতরাং ইহাই উত্তম হবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يتحدثون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التحدث মাদ্দাহ ح – د – ث জিনস صحيح অর্থ- তাঁরা কথাবার্তা বলছেন।

يضحكون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع يسمع মাসদার الضحك মাদ্দাহ ض – ح – ك জিনস صحيح অর্থ- তাঁরা হাসছেন।

يتناشدون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفاعل মাসদার التناشد মাদ্দাহ ن – ش – د জিনস صحيح অর্থ- তারা আবৃত্তি করছেন।

**হাদিস-৯৬:**

٩٦– عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ ইবনে জায'আ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসি হাসতে কাউকে দেখিনি। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أكثر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব كرم يكرم মাসদার الكثرة মাদ্দাহ ك–ث–ر জিনস صحيح অর্থ- সর্বাধিক।

**হাদিস-৯৭:**

৯৭- عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سُئِلَ اِبْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُوْنَ قَالَ نَعَمْ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعَدٍ أَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّوْنَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوْا رُهْبَاناً (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

**অনুবাদঃ** হজরত কাতাদাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হজরত ইবনে ওমর (ﷺ) কে জিজ্ঞেসা করা হলো যে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবিগণ হাসতেন কী না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাবে তাঁদের অন্তরে ইমান ছিল পাহাড়ের চেয়ে বিশাল। হজরত বিলাল ইবনে সা'দ (ﷺ) বলেন, আমি সাহাবিগণকে তীরের লক্ষ্যস্থলের মধ্যে দৌড়াতে দেখেছি। এমতাস্থায়ও তাঁরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসতেন। আর যখন রাত হতো, তখন তাঁরা আল্লাহ তাআলার প্রতি অধিক ভীত সন্ত্রস্ত হতেন। (মাসাবিহ প্রণেতা এ হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الجبل : اسم جامد একবচন, বহুবচনে, الجبال অর্থ- পাহাড়।

يشتدون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الاشتداد মাদ্দাহ ش – د – د জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তাঁরা কঠোরতা করছে।

الأغراض : বহুবচন , একবচন, الغرض অর্থ- তীর, ধনুক ইত্যাদির লক্ষ্যস্থলসমূহ।

**তারকিব:** اَلْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ

الايمان শব্দটি مصدر তথা شبه فعل , حرف جار فى আর قلوب শব্দটি مضاف , هم ضمير مضافও مضاف اليه মিলে مجرور হয়েছে। আর حرف جار তার مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل এর সঙ্গে। من আর اسم مشتق شبه فعل أعظم শব্দটি مبتدأ হয়েছে। شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে مبتدأ হয়েছে। حرف جار الجبل আর হলো তার مجرور ও جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل এর সঙ্গে। شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে خبر হয়েছে। পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

**রাবি পরিচিতি :**

**হজরত কাতাদাহ ইবনে নু'মান (ﷺ):** হজরত কাতাদাহ ইবনে নু'মান আল আনসারি গুরুত্বপূর্ণ সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদরি সাহাবি ছিলেন। আবু সাঈদ খুদরি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ২৩ হিজরিতে ৬৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হজরত উমার (ﷺ) তার নামাজে জানাজা পড়ান।

## অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. التبسم শব্দটি কোন্ বাবের মাছদার?

ক. باب إفعال খ. باب تفعيل

গ. باب تفعل ঘ. باب إفتعال

২. নামাজের মধ্যে কোন্ প্রকার হাসিতে অজু ও নামাজ উভয়টি নষ্ট হয়।

ক. الضحك খ. القهقهة

গ. التبسم ঘ. التكلم

৩. يتناشدون শব্দটির মূল অক্ষর কী ?

ক. ت-ن-د খ. ن-ش-د

গ. ت-ش-د ঘ. ي- ن- ش

৪. মুসলমানের হাসিমুখ কীসের সমতুল্য?

ক. সাদাকার সমতুল্য খ. সালামের সমতুল্য

গ. দোআর সমতুল্য ঘ. শুকরিয়ার সমতুল্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আজমল সাহেব একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি । তিনি সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলেন। সব সময় তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল দেখায়। তিনি বলেন যে, আমি গোমরা মুখে থাকলে যে ব্যক্তি আমার দিকে তাকাবে, তার মুখে মলিনতার ছাপ পড়বে। সুতরাং কেনো আমি অন্যের মুখ মলিন করবো?

২০২৪

৫. আজমল সাহেব কার চরিত্র অবলম্বনে হাস্যোজ্জল থাকেন।

ক. হজরত বিলাল (رضي الله عنه) এর　　খ. হজরত ওমর (رضي الله عنه)এর

গ. হজরত আলি (رضي الله عنه) এর　　ঘ. হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) এর

৬. আজমল সাহেবের হাসি কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত বলে তুমি মনে করো?

ক. খিলখিল হাসি　　খ. অট্টহাসি

গ. মুচকি হাসি　　ঘ. ক্রন্দন মিশ্রিত হাসি

৭. অট্টহাসি হাসা ঠিক নয়। কেননা এতে-

i. অন্তকরণ শক্ত হয়।
ii. সুন্নাতের খেলাফ হয়।
iii. মানুষের নিকট দৃষ্টিকটু হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

কারিমা ও তামান্না দু'বোন। রাতে পড়ার টেবিলে বসে তারা গল্প করছিলো। তাদের অট্টহাসিতে পাশের কক্ষে তাদের মা জেগে উঠলো। ঘুম হতে জেগে মা বললো, এভাবে হাসছো কেনো? হাসির ব্যাপারে তোমাদের বইতে কি কিছু নেই?

(ক) রসুল (ﷺ) কোন প্রকারের হাসি হাসতেন?

(খ) تبسم ও ضحك এর মধ্যে পার্থক্য কী? লেখ।

(গ) কারিমা ও তামান্নার হাসি কোন ধরণের? এ ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) হাসি সম্পর্কে কারিমার মায়ের মন্তব্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা করো।

# অষ্টম অধ্যায়

## بَابُ الْأَسَامِيْ

## নাম রাখা সম্পর্কিত অধ্যায়

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিরানব্বইটি নাম অতিশয় সুন্দর ও অর্থবহ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ ﷺ এর নামও অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় এবং তাঁর সকল নাম ও উপাধিও অত্যন্ত অর্থবহ। সৃষ্টির সেরা মানুষের আকৃতি প্রকৃতিও সুন্দর। তন্মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। তাই উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি মানুষের সুন্দর নাম রাখা অতীব জরুরি। মহানবি ﷺ হাদিস শরিফে সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অর্থবোধক নাম রাখা ইসলামের অন্যতম বিধান। তবে কাফির, মুশরিক ও কুখ্যাত পাপীদের নামানুসারে নাম রাখা নিষেধ। যে সব সাহাবির আপত্তিকর নাম ছিলো মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ তা পরিবর্তন করে পুনরায় সুন্দর ও যথার্থ অর্থবোধক নাম রেখেছিলেন। নাম রাখা সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ বিষয়ে হাদিসের আলোকে বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।

**হাদিস-৯৮:**

৯৮- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِم فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوْا بِاسمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنِيَّتِيْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদিন হজরত নবি করিম (ﷺ) বাজারে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আবুল কাসেম! নবি করিম (ﷺ) তার দিকে তাকালেন। তখন লোকটি বললো, আমি এ লোকটিকে ডেকেছি। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পারো, কিন্তু আমার উপনামে কুনিয়াত রেখো না । (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী ولا تكتنوا بكنيتي এর অর্থ- হলো, তোমরা আমার উপনামে কারো উপনাম রেখো না। এ হাদিসের মর্মার্থের ব্যাপারে অর্থাৎ, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপনামে কারো উপনাম রাখা জায়েজ কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

১। ইমাম শাফেয়ি ও আহলে জাওয়াহেরের মতে, আবুল কাশেম উপনাম রাখা বৈধ নয়, যদিও মুহাম্মদ বা আহমদ নাম রাখা বৈধ।

২। কিছু সংখ্যাক হাদিস বিশারদ বলেন, এ হাদিসের বিধান ইসলামের প্রথম যুগে বলবৎ ছিলো, পরবর্তীকালে এটা রহিত হয়েছে। অতএব বর্তমানে আবুল কাশেম উপনাম রাখা বৈধ।

৩। ইমাম মালেক ও জুমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, নবি করিম (ﷺ) এর জীবদ্দশায় এটা বৈধ ছিলো না, তার ইন্তেকালের পর তা বৈধ হয়ে গিয়েছে।

৪। কেউ কেউ বলেন, হাদিসের নিষেধাজ্ঞা যেমন মানসুখ হয়নি, তেমনি এর দ্বারা হারামও বোঝানো হয়নি; বরং মাকরুহে তানজিহি বোঝানো হয়েছে।

৫। কেউ কেউ বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা নবি করিম (ﷺ) এর যুগে ছিলো। পরে এরূপ উপনাম রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা হজরত আলি (رضي الله عنه) স্বীয় পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে হানিফার উপনাম আবুল কাসেম রেখেছিলেন।

৬। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে, একত্রে কারো নাম মুহাম্মদ ও আবুল কাশেম রাখা জায়েজ নেই। তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে জায়েজ।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

السوق : اسم جامد একবচন, বহুবচন– الأسواق অর্থ- বাজার।

سموا : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التسمية মাদ্দাহ س – م – و জিনস ناقص واوي অর্থ- তোমরা নাম রেখো।

**হাদিস-৯৯:**

٩٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوْ بِاسْمِىْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ فَإِنِّي اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أُقْسِمُ بَيْنَكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমারা আমার নামে নাম রাখতে পারো; কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখো না। কেননা, আমাকে বন্টনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আমি তোমাদের মঝে (দ্বীনি ইলম বন্টন করে থাকি) ( বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

মহানবি (ﷺ) এর বাণী- فإني إنما جعلت قاسما বাক্যটির অর্থ হলো, আমাকে বন্টনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বাক্যটির মর্ম উদঘাটনে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১। কারো কারো মতে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম, এ হিসেবে তাকে أبو القاسم বলা হয়।

২। জুমহুর মুহাদ্দিসিন বলেন, قاسم শব্দের অর্থ- বন্টনকারী। যেহেতু তিনি উম্মতের মধ্যে ইলম ওহি, হেকমত ও গনীমতের মাল বন্টন করেছেন। এ গুণসমূহ তাঁর জন্য খাস বিধায় أبو القاسم কুনিয়াতও তাঁর জন্য খাস হবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন- إنما أنا قاسم والله يعطي

**হাদিস-১০০:**

١٠٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ أَحَبَّ اُسمائِكُمْ إِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ - (رواه مسلم)

**অনুবাদ:** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (رضي الله عنه):** ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর পুত্র হজরত আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) মহানবি হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (ﷺ) এর নবুওয়্যাত লাভের দুই বছর পর মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার উপনাম আবু আবদির রহমান। মাতার নাম যয়নব। পিতার ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামি পরিবেশে লালিত-পালিত হন এবং পিতার সাথে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মদিনায় হিজরত করেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) একজন বিচক্ষণ সাহাবি, নির্ভীক মুজাহিদ ও বড় মাপের আলিম ছিলেন। তিনি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সময়ে ও খুলাফায়ে রাশেদার সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৬৩০টি। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের শাসনামলে তিনি ৮৩/৮৪ বছর বয়সে ৭৩/৭৪ হিজরিতে মক্কায় ইন্তিকাল করেন।

**হাদিস-১০১:**

١٠١- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَاِنَّكَ تَقُوْلُ أَثَمَّ هُوَ فَلَا يَكُوْنُ فَيَقُوْلُ لَا ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَاتُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا

**অনুবাদঃ** হজরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তুমি কখনও তোমার পুত্রের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজিহ, ও আফলাহ রেখো না। কেননা, যখন তুমি জিজ্ঞেস করবে, অমুক এখানে আছে কি? অতঃপর যদি সে তথায় উপস্থিত না থাকে, তখন কেউ বলবে, নেই। ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তুমি তোমার পুত্রের নাম রাবাহ, ইয়াসার, আফলাহ কিংবা নাফে' রেখো না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لاتسمين : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف بانون ثقيلة বাব تفعيل মাসদার التسمية মাদ্দাহ س - م - و জিনস ناقص واوي অর্থ- তুমি কখনো নাম রাখবে না।

نجيح : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ صفت مشبه বাব فتح يفتح মাসদার النجاح মাদ্দাহ ن-ج-ح জিনস صحيح অর্থ- সফলকাম।

**হাদিস-১০২:**

١٠٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهٰى أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةٍ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَالِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَالِكَ (رَوَاه مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, তিনি ইয়ালা, বরকত, আফলাহ, ইয়াসার, নাফে, এবং অনুরূপ নাম রাখতে লোকদের নিষেধ করবেন। অতঃপর তাঁকে আমি (এ ব্যাপারে) নিশ্চুপ থাকতে দেখলাম। এরপর রসুলের ওফাত হলো, অথচ তিনি এরূপ নাম রাখতে (আর) নিষেধ করেন নি। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

ينهى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح يفتح মাসদার النهي মাদ্দাহ ن - ه - ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে নিষেধ করছে।

يسمى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التسمية মাদ্দাহ س - م - ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে নাম রাখছে।

২০৩৪

قبض : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى مجهول বাব ضرب يضرب মাসদার القبض মাদ্দাহ ق-ب-ض জিনস صحيح অর্থ- তাকে কবজ করা হলো।

**হাদিস-১০৩:**

١٠٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْاَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ يُسَمّٰى مَالِكَ الْأَمْلَاكِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِى رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمّٰى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ اِلَّا اللهُ.

**১০৪. অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হবে সে ব্যক্তির, যার নাম রাজাধিরাজ রাখা হয়। ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় এবং অধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে হবে, যার নাম রাজাধিরাজ রাখা হয়। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত আর কেউ রাজাধিরাজ নেই।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أخنى : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব سمع يسمع মাসদার الخني অর্থ- অতি নিকৃষ্ট।

الأملاك : اسم বহুবচন, একবচন الملك অর্থ- বাদশাহগণ।

أخبث : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব كرم يكرم মাসদার الخبث মাদ্দাহ خ-ب-ث জিনস صحيح অর্থ- অত্যাধিক ঘৃণিত।

**হাদিস-১০৪:**

١٠٤- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سُمِّيْتُ بَرَّةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদ:** হজরত যয়নব বিনতে আবি সালামাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নাম বাররাহ (পূণ্যবতী) রাখা হয়েছে। অতপর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা নিজেরা নিজেদের পবিত্রতা প্রকাশ করো না। তোমাদের মধ্যে কে পূণ্যবান সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সর্বাধিক অবহিত। তোমরা তার নাম যয়নব রাখো। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لاتزكوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التزكية মাদ্দাহ ز – ك – ى জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা করো না।

**হাদিস-১০৫:**

١٠٦- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمُهَا جُوَيْرِيَةُ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত জুয়াইরিয়াহ (رضي الله عنها) এর নাম ছিলো 'বাররাহ' "যার অর্থ পূণ্যবতী ও গুণবতী মহিলা)। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার নাম পরিবর্তন করে 'জুয়াইরিয়া' রাখেন। কেননা, তিনি এ কথা বলা অপছন্দ করতেন যে, নবি করিম (ﷺ) পুন্যবতীর নিকট হতে বের হলেন। (ইমাম মুসলিম রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

حَوَّلَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার التحويل মাদ্দাহ ح – و – ل জিনস أجوف واوي অর্থ- সে ফিরালো, তিনি পরিবর্তন করলেন।

يكره : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع يسمع মাসদার الكره ও الكراهية মাদ্দাহ ك – ر – ه জিনস صحيح অর্থ- তিনি অপছন্দ করছেন।

**হাদিস-১০৬:**

١٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ بِنْتًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْلَةً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর এক কন্যা ছিল, যাকে আছিয়া (পাপিষ্ঠা) নামে ডাকা হতো। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার নাম রাখলেন জামিলাহ (সুন্দরী)। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

عاصية : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب يضرب মাসদার المعصية অর্থ- পাপিষ্টা।

سماها : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব تفعيل মাসদার التسمية
মাদ্দাহ س – م – و জিনস ناقص واوي অর্থ- তিনি তাঁর নাম রাখলেন।

جميلة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব كرم يكرم মাসদার الجمال অর্থ- সুন্দরী।

**হাদিস-১০৭:**

١٠٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذِهٖ فَقَالَ مَا اِسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ لَا لٰكِنْ اِسْمُهُ الْمُنْذِرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত সাহল ইবনে সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত মুনযির ইবনে আবি উসাইদ (রা.) ভূমিষ্ঠ হলে তাকে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর কাছে আনা হয়, তিনি তাকে নিজের রানের উপর বসালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এর নাম কী ? উত্তরদাতা বললেন, তার নাম অমুক। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন না; বরং তার নাম মুনজির। (বুখারি ও মুসলিম)

**হাদিস-১০৮:**

١٠٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَأَمَتِيْ كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِيْ وَجَارِيَتِيْ وَفَتَايَ وَفَتَاتِيْ وَلَايَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِيْ - وَفِيْ رِوَايَةٍ لِيَقُلْ سَيِّدِيْ وَمَوْلَايَ - وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهٖ مَوْلَايَ فَاِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ .(رَوَاهُ مُسْلِم)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ (নিজের দাস-দাসীকে) যেন কখনও আমার বান্দা এবং আমার বান্দি না বলে। কেননা তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তোমাদের প্রত্যেক নারী আল্লাহ তাআলার বান্দি। তবে তার বলা উচিত আমার ভৃত্য এবং আমার গৃহকর্মী, আমার ছেলে এবং আমার মেয়ে। আর গোলাম যেন নিজ মনিবকে না বলে আমার প্রভু; বরং সে যেন বলে, আমার সর্দার। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, গোলাম যেন বলে, আমার সর্দার এবং আমার মনিব। অন্য বর্ণনায় আছে যে, কোনো দাস তার সর্দারকে যেন না বলে, আমার মাওলা। কেননা, তোমাদের সকলের মাওলা আল্লাহ। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

آماء : বহুবচন, একবচন أمة অর্থ- বাঁদি, দাসী।

سيد : একবচন, বহুবচন سادة অর্থ- নেতা, মনিব।

**হাদিস-১০৯:**

١٠٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا الْكَرَمُ فَإِنَّ الْكَرَمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَاتَقُوْلُوْا الْكَرَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হজরত নবি করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা আঙ্গুর গাছকে 'কারম' বলো না। কেননা, কারম হলো মুমিনের কালব বা অন্তর। ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তার অপর বর্ণনায় আছে হজরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা আঙ্গুর গাছকে কারম বলো না, বরং তোমরা 'ইনাব' ও 'হাবালাহ' বলো। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

العنب : একবচন, বহুবচন أعناب অর্থ- আঙ্গুর, আঙ্গুর গাছ।

الحبلة : একবচন, বহুবচন الأحبال অর্থ- আঙ্গুর গাছ।

**হাদিস-১১০:**

١١٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوْا الْعِنَبَ الْكَرَمَ وَلَا تَقُوْلُوْا يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ - (رَوَاه الْبُخَارِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা আঙ্গুরের নাম 'কারম' রেখো না এবং হে যুগের ব্যর্থতা ও হতাশা' এরূপ শব্দ উচ্চারণ করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলাই হলেন যুগ তথা যুগের স্রষ্টা। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

خيبة : ইহা বাবে ضرب يضرب এর মাসদার, অর্থ- হতাশা, নৈরাশ্য, বঞ্চিত হওয়া।

الدهر : একবচন, বহুবচন الدهور অর্থ- যুগ, কাল, সময়।

**হাদিস-১১১:**

١١١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمْ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো যুগকে গালি না দেয়। কেননা, আল্লাহ তাআলাই হলেন যুগ তথা যুগের পরিবর্তনকারী। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**হাদিস-১১২:**

١١٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদঃ হজরত আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো এ কথা না বলে যে, خبثت نفسي (আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে)। বরং সে যেনো বলে لقست نفسي আমার আত্মা অস্বস্তিবোধ করছে তথা কষ্ট অনুভব করছে। (বুখারি এবং মুসলিম)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

خبثت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব كرم يكرم মাসদার الخباثة و الخبث মাদ্দাহ خ – ب – ث জিনস صحيح অর্থ- সে কলুষিত হয়েছে, অপবিত্র হয়েছে।

ليقل : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ أمرغائب معروف বাব نصر ينصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق – و – ل জিনস أجوف واوي অর্থ- সে যেনো বলে।

يؤذى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإيذاء মাদ্দাহ أ – د – ي জিনস مركب অর্থ- সে কষ্ট দেয়।

**হাদিস-১১৩:**

١١٣- عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّوْنَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنّٰى بِأَبِي الْحَكَمِ قَالَ اِنَّ قَوْمِيْ إِذَا اِخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ أَتَوْنِيْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيْقَيْنِ بِحُكْمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هٰذَا فَمَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِيْ شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُوْ شُرَيْحٍ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত শুরাইহ ইবনে হানি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা (হানি) হতে বর্ণনা করেন, (হজরত হানি বলেন) যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিনিধিরূপে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আগমন করলেন, তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) শুনলেন যে, গোত্রের লোকজন তাকে 'আবুল হাকাম' উপনামে ডাকছে। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলাই হলেন হাকাম (ফয়সালাদানকারী) এবং হুকুম ও ফয়সালা তাঁরই ইখতিয়ারাধীন। তাহলে কেনো তোমাকে "আবুল হাকাম" উপনাম দেয়া হয়েছে? উত্তরে (হজরত হানি (রাঃ)) বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা যখন কোনো বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয় তখন তারা আমার কাছে আসে। আমি তাদের মাঝে এমনভাবে ফয়সালা করে দেই যে, উভয় দল আমার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট হয়। (এ কারণে তারা আমাকে আবুল হাকাম) উপনামে ডাকে। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ কাজটি কতই না উত্তম। আচ্ছা! তোমার কোনো সন্তান আছে কী ? উত্তরে তিনি বললেন, শুরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে আমার তিন পুত্র আছে। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে ? তিনি বললেন, আমি বললাম, শুরায়হ। এবার হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আজ হতে তোমার উপনাম أبو شريح (আবু শুরাইহ)। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يكنون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التكنية
মাদ্দাহ ك – ن – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তারা উপনাম ধরে ডাকছে।

دعا : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার الدعوة
মাদ্দাহ د – ع – و জিনস ناقص واوي অর্থ- তিনি ডাকলেন।

اختلفوا : ছিগাহ جمع مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার الاختلاف
মাদ্দাহ خ – ل – ف জিনস صحيح অর্থ- তারা মতভেদ করলো।

رضي : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سمع يسمع মাসদার الرضاء
মাদ্দাহ ر – ض – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে সন্তুষ্ট হয়েছে।

হাদিস-১১৪:

١١٤– عَنْ مَسْرُوْقٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوْقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ–(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত মাসরূক (রহ.) হতে বর্ণিত, একদিন আমি হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, মাসরূক ইবন আজদা' । হজরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আজদা' হলো শয়তান। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لقيت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব سمع يسمع মাসদার اللقاء মাদ্দাহ ل – ق – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আমি সাক্ষাৎ করলাম।

**হাদিস-১১৫:**

١١٥- عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاَسْمَاءِ آبَاءِكُمْ فَأَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاؤُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের নাম ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং, তোমরা তোমাদের নাম সুন্দর করে রাখ। (ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تدعون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব نصر ينصر মাসদার الدعاء – الدعوة – মাদ্দাহ د – ع – و জিনস ناقص واوي অর্থ- তোমাদেরকে ডাকা হবে।

احسنوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإحسان মাদ্দাহ ح – س – ن জিনস صحيح অর্থ- তোমরা সুন্দরভাবে করো।

**তারকিব:** فَأَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ

ف হরফে আতেফাহ্ احسنوا فعل আর ضمير انتم فاعل, اسماء শব্দটি مضاف আর كم শব্দটি উহার مضاف اليه মিলে مضاف اليه ও مضاف মিলে مفعول به হয়েছে। পরিশেষে فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হল।

**হাদিস-১১৬:**

١١٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اِسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمِّي مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِم (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদঃ হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) তার নাম ও উপনাম এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন-কারো নাম মুহাম্মদ এবং আবুল কাশেম এক সাথে রাখা। (ইমাম তিরমিজি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**হাদিস-১১৭:**

١١٧- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسمِيْ فَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ - (رَوَاه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ مَنْ تَسَمّٰى بِاسمِيْ فَلَمْ يَكْتَنْ بِكُنْيَتِيْ وَمَنْ تَكَنّٰى بِكُنْيَتِيْ فَلَا يَتَسَمَّ بِاسمِيْ )

**অনুবাদঃ** হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, তখন আমার উপনামে উপনাম রেখো না। (ইমাম তিরমিজি ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখবে, সে যেন আমার উপনামে উপনাম না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম রাখবে, সে যেন আমার নামে নাম না রাখে।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**لاتكتنوا** : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاكتناء মাদ্দাহ ك – ن – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা উপনাম রেখো না।

**لايتسم** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نهى غائب معروف বাব تفعل মাসদার التسمي মাদ্দাহ س – م – و জিনস ناقص واوي অর্থ- সে যেন নাম না রাখে।

**হাদিস-১১৮:**

١١٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِم فَذُكِرَ لِيْ اِنَّكَ تَكْرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِيْ أَحَلَّ اسمِيْ وَحَرَّمَ كُنْيَتِيْ أَوْ مَا الَّذِيْ حَرَّمَ كُنْيَتِيْ وَأَحَلَّ اسْمِيْ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِ السُّنَّةِ غَرِيْبٌ )

২০২৪

**অনুবাদ:** হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক মহিলা এসে বললো, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি। আমি তার নাম মুহম্মদ এবং উপনাম আবুল কাসেম রেখেছি। অতঃপর আমার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনি এটা অপছন্দ করেন। তখন তিনি বললেন, কিসে আমার নাম হালাল করলো? এবং উপনাম হারাম করল ? অথবা তিনি বলেছেন, কিসে আমার উপনাম হারাম করলো? এবং আমার নাম হালাল করলো? (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মহিউসসুন্নাহ (বাগাভি) (রহ.) বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

ولدت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب يضرب মাসদার الولادة

মাদ্দাহ و – ل – د জিনস مثال واوي অর্থ- আমি জন্ম দিয়েছি।

أحل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব إفعال মাসদার الإحلال

মাদ্দাহ ح – ل – ل জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে বৈধ করলো।

حرم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার التحريم

মাদ্দাহ ح – ر – م জিনস صحيح অর্থ- সে অবৈধ করলো।

**হাদিস-১১৯:**

١١٩– عَنْ مُحَمَّدِ ابنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ اِنْ وُلِدَ لِيْ بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيْهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ – (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ রহ. হতে বর্ণিত, তিঁনি তাঁর পিতা হজরত আলি (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিঁনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! যদি আপনার মৃত্যুর পর আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে, তবে আমি আপনার নামে তার নাম এবং আপনার উপনামে তার উপনাম রাখতে পারব কী না? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন হ্যাঁ। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**হাদিস-১২০:**

١٢٠– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَنَّانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيْهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَانَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَفِي الْمَصَابِيْحِ صَحَّحَهُ)

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার উপনাম রাখলেন এক জাতীয় শাকের নামানুসারে, যা আমি সংগ্রহ করতে ছিলাম। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি বর্ণনার এ সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে আমি পাইনি। তবে মাসাবিহ গ্রন্থকার একে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

كنا : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার التكنية মাদ্দাহ ك – ن – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তিনি উপনাম রেখেছেন।

اجتني : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الاجتناء মাদ্দাহ ج – ن – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আমি সংগ্রহ করি, আমি ফল তুলি।

**হাদিস-১২১:**

١٢١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْها قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদঃ হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবি করিম (ﷺ) খারাপ ও কুৎসিত নাম পরিবর্তন করে দিতেন (এবং তদস্থলে উত্তর নাম রেখে দিতেন)। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

كان يغير : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضى استمراى معروف বাব تفعيل মাসদার التغير মাদ্দাহ غ – ي – ر জিনস أجوف يائي অর্থ- তিনি পরিবর্তন করতেন।

القبيح : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব كرم মাসদার القبح মাদ্দাহ ق – ب – ح জিনস صحيح অর্থ- মন্দ, খারাপ।

হাদিস-১২২:

١٢٢- عَنْ بَشِيْرِ بْنِ مَيْمُوْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيِّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِى أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

اسمكَ قَالَ أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسمَ الْعَاصِ وَعَزِيْزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ وَقَالَ تَرَكْتُ أَسَانِيْدَهَا لِلْاِخْتِصَارِ)

অনুবাদ: হজরত বাশির ইবনে মাইমুন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা উসামা ইবনে আখদারি (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা একদল লোক রসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আগমন করলো। তাদের মধ্যে একজন লোক ছিলো যাকে 'আসরাম' (কাঠুরিয়া) বলা হতো। রসুলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? লোকটি বললো আসরাম'। তখন তিনি বললেন, না বরং তোমার নাম 'যুরআহ''। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, নবি করিম (সা.) আস, আযীব, আতলাহ, শয়তান, হাকিম, গুরাব, হুব্বাব এবং শিহাব নামগুলো পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে আমি এগুলোর বর্ণনা সূত্রে পরিত্যাগ করেছি।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النفر : একবচন, বহুবচন الأنفار অর্থ- এমন দল, যার সংখ্যা তিন হতে দশ পর্যন্ত।

أسانيد : বহুবচন, একবচন إسناد অর্থ- সনদসমূহ।

الاختصار : ইহা বাব افتعال এর মাসদার, অর্থ- সংক্ষিপ্তকরণ।

হাদিস-১২৩:

١٢٣- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لِأَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ اُو قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لِأَبِيْ مَسْعُوْدٍ مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ زَعَمُوْا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ- (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ اِنَّ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ حُذَيْفَةَ)

অনুবাদ: হজরত আবু মাসউদ আল-আনসারি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত আবু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, অথবা হজরত আবু আবদুল্লাহ (রা.) আবু মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি زعموا শব্দটি সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা.) কে কি বলতে শুনেছো? জবাবে তিনি বললেন, আমি রসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, এ শব্দটি মানুষের নিকৃষ্ট বহন। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন আবু আবদুল্লাহ হল হজরত হুজায়ফা (রা.) এর উপনাম।)

২০২৪

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

زعموا : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব فتح মাসদার الزعم মাদ্দাহ ز – ع – م জিনস صحيح অর্থ- তারা ধারণা করছে।

مطية : একবচন, বহুবচন مطايا অর্থ- বাহন।

হাদিস-১২৪:

١٢٤- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاؤُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

অনুবাদ: হজরত হুজায়ফা (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তোমরা "যা কিছু আল্লাহ চান এবং অমুক ব্যক্তি চায়" এরূপ বলো না; বরং তোমরা বলো, যা কিছু আল্লাহ চান" অতঃপর "অমুক ব্যক্তি চায়"। ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, যা কিছু আল্লাহ ও মুহাম্মদ (ﷺ) চান" এরূপ কথা বলো না, বরং তোমরা বলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলা যা চান। (মাসাবিহ প্রণেতা এ হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

منقطع : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব انفعال মাসদার الانقطاع মাদ্দাহ ق–ط–ع জিনস صحيح অর্থ- বিচ্ছিন্ন।

হাদিস-১২৫:

١٢٥- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ اِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ)

অনুবাদ: হজরত হুজায়ফা (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা কোনো মুনাফিককে নেতা বলো না। কেননা, সে যদি নেতা হয় (অর্থাৎ, যদি তোমরা তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ কর), তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**قد اسخطتم** : ছিগাহ **جمع مذكر حاضر** বাহাছ **إثبات فعل ماضى قريب معروف** বাব **إفعال** মাসদার **الإسخاط** মাদ্দাহ **س - خ - ط** জিনস **صحيح** অর্থ- তোমরা অসন্তুষ্ট করলে, ক্রোধান্বিত করলে।

**হাদিস-১২৬:**

١٢٨ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِىْ أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِىْ حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيْهِ أَبِىْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল হামিদ ইবনে জুবাইর ইবনে শাইবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব এর নিকট বসেছিলাম। তখন তিনি আমকে হাদিস বর্ণনা করে শুনালেন যে, তাঁর দাদা 'হাযন' নবি করিম (ﷺ) এর খেদমতে হাজির হলেন। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী ? জবাব তিনি বললেন, "আমার নাম হাযন" রসুল (ﷺ) বললেন, না; বরং তোমার নাম 'সাহল'। আমার দাদা বললেন, আমি এমন নাম পরিবর্তন করতে চাই না, যে নাম আমার পিতা রেখেছেন। হজরত সায়িদ ইবনে মুসায়িব (রা) বলেন, এরপর হতে আমাদের পরিবারে সর্বদা দুখ কষ্ট লেগেই থাকতো। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**حدث** : ছিগাহ **واحد مذكر غائب** বাহাছ **اثبات فعل ماضى معروف** বাব **تفعيل** মাসদার **التحديث** মাদ্দাহ **ح - د - ث** জিনস **صحيح** অর্থ- তিনি বর্ণনা করলেন।

**مغير** : ছিগাহ **واحد مذكر** বাহাছ **اسم فاعل** বাব **تفعيل** মাসদার **التغيير** মাদ্দাহ **غ - ي - ر** জিনস **أجوف يائي** অর্থ- পরিবর্তনকারী।

**হাদিস-১২৭:**

١٢٧- عَنْ أَبِىْ وَهَبِ الْجُشَمِىِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদঃ হজরত আবু ওহাব আল জুশারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা নবিগণের নামে নাম রাখবে। আল্লাহ্ তাআলার নিকট নামসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। তার সর্বাধিক সত্য নাম হারেছ এবং হাম্মাম, আর সর্বাধিক মন্দ নাম হলো হারব ও মুররাহ। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১. اسم শব্দের অর্থ কী?

ক. নাম খ. পদবী

গ. উপাধী ঘ. উপনাম

২. সর্বোত্তম নাম কোন্‌টি ?

ক. বকর খ. ওমর

গ. খালেদ ঘ. আব্দুল্লাহ্

৩. لاتكتنوا শব্দটি বাহাছ কোন্‌টি ?

ক. نفي فعل مضارع معروف খ. نهي حاضر معروف

গ. نفي جحد بلم معروف ঘ. نفي تاكيد بلن معروف

৪. কোন নামটি রাখা জায়েজ নয়।

ক. حارث খ. عبد الرحمن

গ. مالك الأملاك ঘ. إبراهيم

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাওলানা আব্দুর রহমান তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আত্মীয়টি তার ছেলেদের মন্টু, ঝন্টু, পিন্টু ইত্যাদি নামে ডাকছে। নামগুলো শুনে তিঁনি অবাক হলেন। তিঁনি তাদেরকে ডেকে নামগুলো পাল্টে ইসলামি নাম রাখতে বললেন।

৫. আত্মীয়পুত্রদের নামগুলো শুনে মাওলানা আব্দুর রহমান অবাক হলেন কেন?

ক. কোনো মানুষের নাম এরূপ হতে পারে না। খ. মুসলামানের নাম এরূপ হতে পারে না।

গ. নামগুলো বিদেশী নাম বলে। ঘ. নামগুলো কুরআন ও হাদিসে নাই বলে।

৬. তাদের জন্য তুমি নিচের কোন্ নামগুচ্ছ প্রস্তাব করবে?

ক. পিয়াল, রিয়াল, রিয়াজ খ. বিকাশ, বিলাস, বিলাল

গ. সাকির, শাকিব, সাজিদ ঘ. রনি, রাহাত, রিফাত

৭. ইসলামে সেসব নাম রাখা নিষিদ্ধ-

i. যেসব নামের অর্থে শিরক ও কুফর থাকে।
ii. যেসব নাম কোন কাফির ও মুশরিকের নাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।
iii. যেসব নামের মধ্যে অহংকার ও ব্যক্তির পূতঃপবিত্র হওয়ার অর্থ- বিদ্যমান থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্নঃ

নুরুল ইসলামের মেয়েটির জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখা ও আকীকা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। অনুষ্ঠানে আগত তার আত্মীয়-স্বজন বিভিন্নজন বিভিন্ন নাম প্রস্তাব করল। কেউ বললো, 'বাররাহ', কেউ 'আছিয়া', কেউ বা 'জামিলা'। নামগুলো নিয়ে নুরুল ইসলাম স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে পরামর্শ করলে ইমাম সাহেব 'জামিলা' নামটি রেখে দিলেন।

(ক) كُنْيَة শব্দের অর্থ কী?

(খ) নাম, কুনিয়াত ও লকবের মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) প্রস্তাবিত প্রথম ও দ্বিতীয় নাম দু'টি রাখার ব্যাপারে শরিয়াতের হুকুম ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) মেয়েটির নাম রাখার ব্যাপারে নুরুল ইসলামের উদ্যোগটি কেমন হয়েছে? মূল্যায়ন করো।

# নবম অধ্যায়

## بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَالْغِيْبَةِ وَالشَّتِمَ

## জিহ্বা সংযতকরণ, গিবত ও গালমন্দ সংক্রান্ত অধ্যায়

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মুখে, লিখনে, ইশারা-ইঙ্গিতে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন কোনো দোষের কথা আলোচনা করা, যা শুনলে সে মনে কষ্ট পেতে পারে তাকে গিবত বলে। যদি এমন কোনো দোষের কথা আলোচনা করা হয় যা আদৌ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে সেটা গিবত নয়; বরং তুহমত বা অপবাদ। শরিয়তের দৃষ্টিতে তুহমত গিবতের চেয়েও জঘন্য অপরাধ। জীবিত ব্যক্তির গিবত যেমন নিষেধ, তেমনি মৃত ব্যক্তির প্রতি গালমন্দ করা, তার গিবত ও দোষ চর্চা করাও নিষেধ। গিবতের ফলে মানুষের মধ্যে একতা বিনষ্ট হয়, সমাজের সম্মানিত লোকদের প্রতি শ্রোতার মনে বিরূপ ধারণা জন্মে, পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, অপর মুসলিম ভাই-বোনের সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষ চরম অবহেলা করে। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি নষ্ট হয়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

**হাদিস-১২৮:**

١٢٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعَدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত সাহল ইবন সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু অর্থাৎ, জিহ্বা ও তার দু'উরুর মধ্যবর্তী তথা লজ্জাস্থানের হিফাযতের নিশ্চয়তা দেবে আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হবো। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ:**

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদিসের "أضمن له الجنة" - এ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যদি কোনো ব্যক্তি তার মুখ ও লজ্জাস্থান, অশ্লীল বাক্য ও কাজ থেকে নিজেকে হিফাযত করে, আমি তার জন্য জান্নাতের সুপারিশকারী হবো। যদি এ দু'টি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে পাপ কাজ অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। আর যে ব্যক্তি পাপকাজ থেকে বিরত থাকবে, তার জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

يضمن ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع يسمع মাসদার الضمن মাদ্দাহ ض – م – ن জিনস صحيح অর্থ- সে জামিন হবে।

**হাদিস-১২৯:**

١٢٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَايُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَايُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَهْوِى بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ – (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يَهْوِى بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই বান্দাহ্ কোনো কোনো সময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এমন কথা বলে, যা সে মনোযোগ তথা গুরুত্ব সহকারে বলে না। আল্লাহ তাআলা এ কারণে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দাহ্ কোনো কোনো সময় আল্লাহ নারাজ হন এমন কথা বলে, যা মনোযোগ সহকারে বলে না। এ কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (ইমাম বুখারি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেন। বুখারি ও মুসলিম শরিফের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, এ কথা বলার কারণে সে জাহান্নামের এতটা দূরত্বে (গভীরে) পতিত হবে, যতটা দূরত্বে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ليتكلم : ل টি لام تاكيد আর يتكلم ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التكلم মাদ্দাহ ك – ل – م জিনস صحيح অর্থ- সে অবশ্যই কথা বলে।

لايلقى : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإلقاء মাদ্দাহ ل – ق – ى জিনস ناقص يائي অর্থ- নিক্ষেপ করে না।

يهوى : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الهوى মাদ্দাহ ه – و – ى জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে পতিত হবে।

**হাদিস-১৩০:**

١٣٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি তথা পাপাচার এবং হত্যা করা কুফরি। (বুখারি ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**سباب المسلم فسوق এর তাৎপর্য :** سباب المسلم বাক্যটি إِضافت المصدر إِلَى المفعول হয়েছে। অতএব বাক্যটির অর্থ হবে- কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি কাজ । অর্থাৎ, অপর মুসলমানকে গালমন্দ করা কবিরা গুনাহ। কেননা এতে অন্যের মর্যাদা নষ্ট হয়, যা যুলম মাত্র। সুতরাং মুমিন মাত্রই গালমন্দ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা বিদায় হজের ভাষণে রসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

سباب : ইহা বাব مفاعلة এর মাসদার, অর্থ- গালি দেওয়া।

فسوق : ইহা বাব نصر এর মাসদার, অর্থ- পাপাচার, আনুগত্য থেকেবের হয়ে যাওয়া।

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه):** প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) ইসলাম পূর্ব যুগে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু আবদির রহমান আল হুজালি। মাতার নাম উম্মু আবদ্। ইসলামের প্রথম দিকে তিঁনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি প্রায় সময় রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) সফর সঙ্গী হিসেবে থাকতেন এবং রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বহন করতেন। খুলাফায়ে রাশেদার আমলে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৮৪৬টি/ ৮৪৮টি। হজরত উসমান (رضي الله عنه) এর খিলাফত কালে হিজরি ৩২ সনে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরের অধিক। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

**হাদিস-১৩১:**

١٣١- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে লোক তার মুসলমান ভাইকে কাফির বলবে, তাহলে অবশ্যই তাদের একজন তা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। তথা তাদের একজন এর উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। (বুখারি ও মুসলিম)।

**হাদিস-১৩২:**

١٣٤ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু জার গিফারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ফাসেকি তথা পাপাচারের অপবাদ নিক্ষেপ করবে না এবং এমনিভাবে একে অপরের প্রতি কুফরের অপবাদ নিক্ষেপ করবে না। যদি সে (অভিযুক্ত) লোক এরূপ না হয়, তবে তার অপবাদ তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

لا يرمى : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضرب يضرب মাসদার الرمى মাদ্দাহ ر – م – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে নিক্ষেপ করবে না।

ارتدت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার الارتداد মাদ্দাহ ر – د – د জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে প্রত্যাবর্তন করলো।

**হাদিস-৩৩:**

١٣٣- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَو قَالَ عَدُوُّ اللهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِلَّا حَارَ عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু জার গিফারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি কোনো লোককে কাফির বলে ডাকে, অথবা সে কাউকে আল্লাহ তাআলার শত্রু বলে, অথচ সে ব্যক্তি (অভিযুক্ত ব্যক্তি) এরূপ নয়। তবে একথা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (বুখারি ও মুসলিম)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

عدو : এটা একবচন, বহুবচন أعداء অর্থ- দুশমন, শত্রু।

২০২৪

حار : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব نصر মাসদার الحور মাদ্দাহ ح – و – ر জিনস أجوف واوي অর্থ- তা ফিরে আসলো, প্রত্যাবর্তন করলো।

**হাদিস-১৩৪:**

١٣٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস ও আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, পরস্পর গালিদানকারী দু'ব্যক্তি যে গালমন্দ করে উক্ত গালমন্দের পাপ সূচনাকারীর উপর বর্তায়, যতক্ষন পর্যন্ত নির্যাতিত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন না করে। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

المستبان : ছিগাহ تثنية مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاستباب মাদ্দাহ س-ب-ب জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পরস্পর গালি দানকারী দু'ব্যক্তি।

البادي : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل মাসদার البدء মাদ্দাহ ب – د – ء জিনস مهموز لام অর্থ- সূচনাকারী।

لم يعتد : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব افتعال মাসদার الاعتداء মাদ্দাহ ع – و – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে সীমালঙ্ঘন করেনি।

**হাদিস-১৩৫:**

١٣٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَنْبَغِيْ لِصِدِّيْقٍ أَنْ يَكُوْنُ لَعَّانًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, একজন সিদ্দিকের জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া উচিত নয়। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-১৩৬:**

١٣٦- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই অভিসম্পাতকারীগণ কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদানকারী হবে না এবং সুপারিশকারীও হবে না। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اللعانين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব فتح يفتح মাসদার اللعن অর্থ- অধিক অভিসম্পাতকারীগণ।

شهداء : اسمবহুবচন, একবচন, شهيد অর্থ- শহিদগণ।

شفعاء : اسمবহুবচন, একবচন, شفيع অর্থ- সুপারিশকারীগণ।

### হাদিস-১৩৭:

١٣٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন কোনোলোক বলে, মানুষ ধ্বংস হোক, তখন সে নিজেই অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

### হাদিস-১৩৮:

١٤٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কিয়ামতের দিন সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক হিসেবে তাকে পাবে যে দ্বিমুখী। সে এক চেহারা নিয়ে এদের কাছে যায় এবং আরেক চেহারা নিয়ে ওদের কাছে যায়। (বুখারি ও মুসলিম)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

تجدون : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و – ج – د জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা পাবে।

يأتى : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الاتيان মাদ্দাহ أ - ت - ي জিনস مركب অর্থ- সে আসে।

**হাদিস-১৩৯:**

১৩৯- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ نَمَّامٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত হুজায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, চোগলখোর তথা পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারি ও মুসলিম) মুসলিম শরিফের অপর বর্ণনায় قتات স্থলে نمامশব্দ রয়েছে।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

قتات : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব نصر ও ضرب মাসদার القت অর্থ- চোগলখোর, পরনিন্দাকারী।

نمام : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব نصر ও ضرب মাসদার النم অর্থ- চোগলখোর, পরনিন্দাকারী।

**হাদিস-১৪০:**

১৪০- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَ يَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ.

**অনুবাদঃ** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সত্যানুরাগী হওয়া উচিত। কেননা, সত্যবাদিতা পূণ্যের প্রতি পথ দেখায় এবং পূণ্য জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। যে লোক সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, আল্লাহ তাআলার

দরবারে তাকে সত্যবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। (রসুল (ﷺ) আরো বলেছেন) মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারিতার পথ দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে লোক সর্বদা মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, আল্লাহ তাআলার দরবারে তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারি ও মুসলিম) মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা হলো পূণ্য। আর পূণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। আর নিশ্চয়ই মিথ্যা বলা পাপ। আর পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

البر : ইহা বাবে نصر এর মাসদার, অর্থ- পূণ্য, সদাচরণ।

يتحرى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التحرى মাদ্দাহ ح - ر - ى জিনস ناقص يائي অর্থ- সে চিন্তা ভাবনা করে।

يكذب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الكذب মাদ্দাহ ك - ذ - ب জিনস صحيح অর্থ- সে মিথ্যা বলে।

**হাদিস-১৪১:**

١٤١- عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِىْ خَيْرًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করে, ভালো কথা বলে এবং ভালো কথা আদান-প্রদান করে। (বুখারি ও মুসলিম)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الكذاب : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة মাসদার الكذب অর্থ- অধিক মিথ্যাবাদী।

ينمى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার النمى و النماء মাদ্দাহ ن - م - ي জিনস ناقص يائي অর্থ- বৃদ্ধি করবে, পৌছাবে।

**হাদিস-১৪২:**

١٤٢- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদ:** হজরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত,হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে অতি মাত্রায় প্রশংসা করতে দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

مداحين : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব فتح মাসদার المدح মাদ্দাহ م-د-ح জিনস صحيح অর্থ- অতিরিক্ত প্রশংসাকারীগণ।

احثوا : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الحثي মাদ্দাহ ح-ث-ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা নিক্ষেপ করো।

**হাদিস-১৪৩:**

١٤٣- عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ أَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيْكَ ثَلَثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيْبُهُ اِنْ كَانَ يَرٰى أَنَّهُ كَذٰلِكَ وَلَا يُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু বাকরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত নবি করিম (সা.) এর সম্মুখে একজন লোক অপর একজন লোকের খুব প্রসংসা করলো। তখন তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে ফেলেছো। তিনি কথাটি তিনবার বললেন, (অতঃপর রসুল (সা.) বললেন) তোমাদের কেউ যদি একান্তই কারে প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে-আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ ধারণ করি, আর প্রকৃত অবস্থার হিসাবে আল্লাহ তাআলাই জানেন (আর এটাও ঐ সময় বলবে) যখন দেখা যাবে যে, লোকটি বাস্তবিকই অনুরূপ। আর কাউকে পূত-পবিত্র আখ্যায়িত করতে আল্লাহ তাআলার উপর বাড়াবাড়ি করবে না। (বুখারি ও মুসলিম)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أثنى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব إفعال মাসদার الإثناء

মাদ্দাহ ث – ن – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে প্রশংসা করলো।

أحسب : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব حسب মাসদার الحسبان মাদ্দাহ ح – س – ب জিনস صحيح অর্থ- আমি মনে করি।

لايزكى ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى فعل مضارع معروف ববে تفعيل মাসদার التزكية মাদ্দাহ ز– ك– ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে পবিত্র করবে না, সে পবিত্রতা বর্ণনা করবে না।

**হাদিস-১৪৪:**

١٤٤– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ إِذَا قُلْتَ لِأَخِيْكَ مَا فِيْهِ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ )

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, **গিবাত** কাকে বলে তা কি তোমরা জানো? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তোমার কোন দ্বীনি ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলো, যা সে অপছন্দ করে তাই-ই গিবাত । জিজ্ঞেস করা হলো, (হে আল্লাহ্ রসুল) আমি যে দোষের কথা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে (তাও কী গিবাত হবে?) উত্তরে তিনি বললেন, তুমি দোষের কথা বলো, তা তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকলে অবশ্যই তুমি তার গিবাত করলে। আর তুমি যা বলছো, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)। মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন তুমি তোমার ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলবে যা তার মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহলে তুমি তার গিবত করলে। আর যদি তুমি তার এমন দোষের কথা বল যা তার মধ্যে নেই, তাহলে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

تدرون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الدراية মাদ্দাহ د – ر – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা জানো।

اغتبته : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার الاغتياب মাদ্দাহ غ – ى – ب জিনস أجوف يائي অর্থ- তুমি গিবত করেছো।

২০২৪

**হাদিস-১৪৫:**

١٤٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا اِنَّ رَجُلًا اِسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِئْذَنُوْا لَه فَبِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطَ اِلَيْهِ فَلَمَّا اِنْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتى عَاهَدْتِنِيْ فَحَّاشًا اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسَ اِتِّقَاءَ شَرِّهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট আসার অনুমতি প্রার্থনা করলো। তখন তিনি (সাহাবিগণকে) বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও। সে গোত্রের কতই না নিকৃষ্ট লোক। অতপর যখন লোকটি বসলো, নবি করিম প্রশস্ত চেহারায় তার প্রতি তাকালেন এবং হাসি মুখে তার সাথে কথা বললেন। অতপর লোকটি যখন চলে গেল,তখন আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আপনি তার সম্পর্কে এমন কথা বলেছেন। অতপর আপনিই প্রশস্ত চেহারায় তার প্রতি তাকালেন এবং হাসিমুখে তার সাথে কথা বললেন। (একথা শুনে) রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কখনো আমাকে অশ্লীলভাষী পেয়েছ? নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সে ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে ত্যাগ করে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতার ভয়ে ত্যাগ করে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ائذنوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব سمع মাসদার الإذن মাদ্দাহ أ – ذ – ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা অনুমতি প্রদান করো।

انبسط : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব انفعال মাসদার الانبساط মাদ্দাহ ب – س – ط জিনস صحيح অর্থ- সে হাসিমুখে কথা বললো।

عاهدت : ছিগাহ واحد مؤنث حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব مفاعله মাসদার المعاهدة মাদ্দাহ ع – ه – د জিনস صحيح অর্থ-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।

اتقاء : ইহা বাব افتعال এর মাসদার, অর্থ- বেঁচে থাকা, ভয় করা।

**হাদিস- ১৪৬:**

١٤٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ - وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ يَافُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমার সকল উম্মত ক্ষমা প্রাপ্ত। তবে তারা ব্যতীত যারা প্রকাশ্যে নিজেদের অপরাধের কথা বলে বেড়ায়। এটা বড় স্পর্ধা যে, এক ব্যক্তি রাতে গুনাহের কাজ করে আর আল্লাহ পাক তা গোপন রাখলেন। অতঃপর সকাল হতেই সে লোকদের বলে, আমি গত রাতে এরূপ কাজ করেছি। সে রাত যাপন করেছিলো এমন অবস্থায় যে, তার প্রতিপালক তার দোষ গোপন করেছিলেন। আর সকাল হতেই সে আল্লাহ তাআলার পর্দা উন্মুক্ত করে দিলো। (বুখারি ও মুসলিম)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

معافى : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব مفاعلة মাসদার المعافاة মাদ্দাহ ع–ف–ي জিনস ناقص يائي অর্থ- ক্ষমাপ্রাপ্ত।

يكشف : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الكشف মাদ্দাহ ك – ش – ف জিনস صحيح অর্থ- সে প্রকাশ করে।

**হাদিস-১৪৭:**

١٤٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهٗ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهٗ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهٗ بُنِيَ لَهٗ فِيْ أَعْلَاهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي الْمَصَابِيْحِ قَالَ غَرِيْبٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করবে, আর মিথ্যা প্রকৃতপক্ষেই বাতিল ও গর্হিত কাজ। তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। যে ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করবে, অথচ সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী অর্থাৎ, তার ঝগড়া ছিল ন্যায় সংগত, তার জন্য বেহেশতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে সুন্দর করবে, তার জন্য বেহেশতের উঁচু স্থানে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। অনুরূপ শরহে সুন্নাহ গ্রন্থেও একে হাসান বলা হয়েছে। তবে মাসাবিহ গ্রন্থকার একে গরিব বলেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

بنى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى مجهول বাব ضرب মাসদার البناء
মাদ্দাহ ب – ن – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- নির্মিত হলো।

ربض : এক বচন, أرباض বহুবচন অর্থ- প্রান্ত, পার্শ্ব।

المراء : ইহা বাব مفاعلة এর মাসদার, অর্থ- ঝগড়া, বিবাদ করা।

اعلى : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر মাসদার العلو অর্থ- অতি উচ্চ।

**হাদিস-১৪৮:**

١٤٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ اَلْاَجْوَفَانِ اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কী জান, কোনো জিনিস মানুষকে সবচেয়ে অধিক হারে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? আল্লাহ ভীতি ও সুন্দর চরিত্র। তোমরা কী জান, কোনো জিনিস মানুষকে অধিক হারে দোজখে প্রবেশ করাবে? তাহলো দু'টি গহ্বর, মুখ এবং লজ্জাস্থান। (ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تدرون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الدراية
অর্থ- তোমরা জানো।

الأجوفان : দ্বিবচন, একবচন الجوف অর্থ- দুটি গর্ত, দু'টি গহ্বর।

الفرج : একবচন, বহুবচন الفروج অর্থ- লজ্জাস্থান।

**হাদিস-১৪৯:**

١٤٩- عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا وَيَكْتُبُ اللهُ لَهٗ بِهَا رِضْوَانَهٗ إِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَاَنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا وَيَكْتُبُ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهٗ إِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২০২৪

وَرَوٰى مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ)

**অনুবাদঃ** হজরত বেলাল ইবনুল হারেছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি ভালো কথা বলে, কিন্তু সে এর মর্যাদা ও পরিণাম সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলা উক্ত কথার কারণে তার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার দিন পর্যন্ত (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত) পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি মুখ দিয়ে মন্দ কথা বলে; কিন্তু সে এর পরিণাম সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলা এ কথার কারণে তার উপর নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন, আল্লাহ তাআলার সাথে তার সাক্ষাৎ করার দিন পর্যন্ত। (শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, আর ইমাম মালিক, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ (রহ.) অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-১৫০:**

١٥٠- عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত বাহায ইবনে হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি (তাঁর দাদা) বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অবধারিত, যে কথা বলে এবং জনগণকে হাসাবার জন্য মিথ্যা বলে। তার জন্য ধ্বংস তার জন্য ধ্বংস। (ইমাম আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও দারেমি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ويل : ইহা اسم جامد অর্থ- ধ্বংস, সর্বনাশ, আক্ষেপ।

**হাদিস-১৫১:**

١٥١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُوْلُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُوْلُهَا اِلَّا لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ يَهْوِيْ بِهَا أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَاِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدُّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই বান্দাহ একটি কথা বলে, আর এটা শুধু এ জন্য বলে যে, তার দ্বারা সে মানুষকে হাসাবে। সে এ কথার কারণে দোজখের মধ্যে এতখানি দূরে তথা গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যতখানি দূরত্ব রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে। আর নিশ্চয়ই বান্দার ভাষার স্খলন তার পদস্খলন হতে অধিক ভয়ানক। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

يهوي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الهوى মাদ্দাহ ه - و - ى জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে নিক্ষিপ্ত হবে।

ليزل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الزلل মাদ্দাহ ز - ل - ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- অবশ্যই তার পদস্খলন হবে।

**হাদিস-১৫২:**

١٥٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارْمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ﷺ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নীরব থাকল সে মুক্তি পেলো। (ইমাম আহমদ, তিরমিজি, দারেমি (রহ.)। আর বায়হাকি (রহ.) তার শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**হাদিস-১৫৩:**

١٥٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ - فَقَالَ اِمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত উকবা ইবনে আমের (ﷺ) হতে বর্ণিত, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর আরজ করলাম, হে রসুল! মুক্তির উপায় কী? তিনি বললেন, তুমি নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করো। (ইমাম আহমদ ও তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

النجاة : ইহা বাব نصر এর মাসদার, অর্থ- মুক্তি লাভ করা।

ليسع : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব سمع মাসদার الوسعة মাদ্দাহ و - س - ع জিনস مثال واوي অর্থ- যেন প্রশস্ত হয়।

ابك : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার البكاء মাদ্দাহ ب – ك – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তুমি কাঁদ।

**হাদিস-১৫৪:**

١٥٤- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ اِبْنُ آدَمَ فَاِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اِتَّقِ اللهَ فِيْنَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَإِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا (رواه الترمذي)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু সায়িদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি একে মারফু হিসেবে তথা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ জিহ্বার কাছে অনুনয়-বিনয় করে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, আমরা অবশ্যই তোমার সাথে জড়িত। যদি তুমি ঠিক থাকো, আমরাও ঠিক থাকবো। আর যদি বাঁকা পথে চলো, তাহলে আমরাও বাঁকা পথ অনুসরণ করব। (হাদিসটি ইমাম তিরমিজি (রহ.) বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

الأعضاء : বহুবচন, একবচন, العضو অর্থ- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ।

تكفر : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التكفير মাদ্দাহ ك – ف – ر জিনস صحيح অর্থ- অনুনয়, বিনয় করে, আবেদন করে, মেটায়।

اعوججت : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افعلال মাসদার الاعوجاج মাদ্দাহ ع – و – ج জিনস أجوف واوي অর্থ- তুমি বাঁকা হয়েছো।

**হাদিস-১৫৫:**

١٥٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَايَعْنِيْهِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَرَوَاهُ اِبْنُ مَاجَة عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْهُمَا)

**অনুবাদঃ** হজরত আলি ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, একজন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, যা কিছু অর্থহীন তা পরিত্যাগ করা (ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.)

হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজাহ হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি ও বায়হাকি (রহ.) শুআবুল ইমান গ্রন্থে হজরত হাসান ইবনে আলি ও হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) উভয় হতে বর্ণনা করেছেন।)

**হাদিস-১৫৬:**

١٥٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَا تَدرِيْ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ أَو بَخِلَ بِمَا لَايَنْقُصُهُ ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হতে জনৈক সাহাবি ইন্তিকাল করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, তুমি জান্নাতের শুভ সংবাদ গ্রহণ করো। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) (একথা শুনে) বললেন, তুমি তো জানো না, (তার ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য) সে নিরর্থক কথাবার্তা বলেছেন, অথবা এমন ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে, যা দান করলে তার কিছু কমে যেতো না। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

توفي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى مجهول বাব تفعل মাসদার التوفي মাদ্দাহ و – ف – ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- সে মৃত্যুবরণ করলো।

ابشر : ছিগাহ واحد مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإبشار মাদ্দাহ ب – ش – ر জিনস صحيح অর্থ- তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো।

لاينقص : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার النقص মাদ্দাহ ن – ق – ص জিনস صحيح অর্থ- তা কমে না।

**হাদিস-১৫৭:**

١٥٧- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هٰذَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

**অনুবাদ:** হজরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আছ সাকাফি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! যে জিনিসগুলোকে আপনি আমার জন্য ভয়ের কারণ বলে মনে করেন, তন্মধ্যে

সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিস কোনটি ? হজরত সুফিয়ান (রা) বলেন, তখন তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, এটা (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন)।

**হাদিস-১৫৮:**

١٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مَيْلًا مِنْ نَتَنِ مَاجَاءَ بِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন, বান্দাহ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন ফেরেশতা তার মিথ্যা কথার দুর্গন্ধের কারণে তার নিকট হতে এক মাইল দূরে সরে যায়। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تباعد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব تفاعل মাসদার التباعد মাদ্দাহ ب – ع – د জিনস صحيح অর্থ- সে দূরে চলে গেলো।

نتن : ইহা বাব ضرب ও سمع এর মাসদার, অর্থ- দুর্গন্ধ যুক্ত হওয়া।

হাদিস-১৫৯:

١٥٩- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسَيْدِنِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত সুফিয়ান ইবনে উসায়দ আল হাদরামি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো, তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইকে কোনো কথা বললে, আর সে তোমাকে এ ব্যাপারে সত্যায়ন করল, অথচ তুমি এ ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছ। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تحدث : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التحديث মাদ্দাহ ح – د – ث জিনস صحيح অর্থ- তুমি কথা বলবে, বর্ণনা করবে।

مصدق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার التصديق মাদ্দাহ ص – د – ق জিনস صحيح অর্থ- বিশ্বাস স্থাপনকারী, সত্যায়নকারী।

**হাদিস-১৬০:**

١٦٠- عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِنْ نَارٍ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বি-মুখী হবে, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে। (ইমাম দারেমি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-১৬১:**

١٦١- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيْ أُخْرٰى لَهٗ وَلَا الْفَاحِشِ الْبَاذِيْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, একজন মুমিন ভর্ৎসনাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল গালমন্দকারী এবং নির্লজ্জ হতে পারে না। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকির এক বর্ণনায় আছে যে, মুমিন অশ্লীল নির্লজ্জ হতে পারে না। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

طعان : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব فتح মাসদার الطعن মাদ্দাহ ط-ع-ن জিনস صحيح অর্থ- অধিক ভর্ৎসনাকারী।

البذي : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব نصر মাসদার البذو অর্থ- নির্লজ্জ। বহুবচনে ابذياء

**হাদিস-১৬২:**

١٦٢- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا وَفِيْ رِوَايَةٍ لَايَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, মুমিন অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, একজন মুমিনের পক্ষে অধিক অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-১৬৩:**

١٦٣- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلَاعِنُوْا بِلَعْنَةِ اللهِ وَلَا بِغَضَبِ اللهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَلَا بِالنَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পরকে এভাবে অভিসম্পাত করবে না যে, "তোমার উপর আল্লাহ অভিসম্পাত হোক" "তোমার উপর আল্লাহ তাআলার গযব হোক" এবং "তোমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হোক"। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, "তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হোক"। ( অর্থাৎ جنهم শব্দের স্থলে النار শব্দটি রয়েছে।) (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لاتلاعنوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব مفاعلة মাসদার الملاعنة মাদ্দাহ ل – ع – ن জিনস صحيح অর্থ- তোমরা পরস্পর অভিসম্পাত করো না।

**হাদিস-১৬৪:**

١٦٤- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تُهْبَطُ إِلَى الْاَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِىْ لُعِنَ فَاِنْ كَانَ لِذٰلِكَ أَهْلًا وَاِلَّا رَجَعَتْ إِلٰى قَائِلِهَا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই বান্দাহ যখন কোনো বস্তুকে লা'নত বা অভিসম্পাত করে, তখন সে অভিসম্পাত আকাশের দিকে উঠে যায়। অতঃপর উক্ত অভিসম্পাতের জন্য আকাশের দ্বারগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর তা জমিনের দিকে আসে। তখন তার জন্য জমিনের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর তা ডানদিকে ও বামদিকে যায় এবং যখন সেখানেও প্রবেশের কোন পথ না পায়, তখন সেই বস্তুর বা ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যাকে লানত দেয়া

২০২৪

হয়েছে। যদি সে লানতের উপযোগী হয়, তাহলে তার উপর পতিত হয়। অন্যথায় অভিসম্পাতকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

صعدت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার الصعود মাদ্দাহ ص – ع – د জিনস صحيح অর্থ- সে ওপরে ওঠে।

تغلق : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব إفعال মাসদার الإغلاق মাদ্দাহ غ – ل – ق জিনস صحيح অর্থ- বন্ধ করে দেয়া হয়।

رجعت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব فتح মাসদার الرجوع মাদ্দাহ ر – ج – ع জিনস صحيح অর্থ- সে ফিরে আসে।

**হাদিস-১৬৫:**

١٦٥– عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَائَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهَا فَاَنها مَامُوْرَةٌ وَاِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ الَّلعَنَةُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়িয়ে নিয়েছিলো, তখন লোকটি বাতাসকে অভিসম্পাত করলো, তৎপর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তুমি বাতাসকে অভিসম্পাত করো না, কেননা সে তো আদিষ্ট। বস্তুত যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে লা'নত করে, অথচ বস্তুটি লা'নতের উপযোগী নয়, তবে লা'নত তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

نازعت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব مفاعلة মাসদার المنازعة অর্থ- সে ঝগড়া করলো।

مامورة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم مفعول বাব نصر মাসদার الأمر অর্থ- আদিষ্ট, নির্দেশিত।

**হাদিস-১৬৬:**

١٦٦- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَلِّغْنِيْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সাথীগণের মধ্য হতে কেউ কারও ব্যাপারে আমাকে মন্দকথা শোনাবে না। কেননা, আমি চাই যখন আমি তোমাদের কাছে আসি, আমি প্রশান্ত মনে থাকি। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لايبلغ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التبليغ মাদ্দাহ ب - ل - غ জিনস صحيح অর্থ- সে পৌছাবে না।

سليم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব سمع মাসদার السلامة মাদ্দাহ س-ل- م জিনস صحيح অর্থ- অধিক নিরাপদ।

الصدر : একবচন, বহুবচন الصدور অর্থ- বক্ষ, অন্তর।

**হাদিস-১৬৭:**

١٦٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَ كَذَا تَعْنِيْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) কে বললাম, হজরত সাফিয়াহ (رضي الله عنها) সম্পর্কে আপনার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তিঁনি এরূপ, এরূপ। অর্থাৎ, তিনি তো বেঁটে। এ কথা শুনে রসুল (ﷺ) বললেন, অবশ্যই তুমি এমন একটি কথা বললে, যদি এর সাথে সমুদ্রকে মিশিয়ে দেয়া হয়, তবে তা সমুদ্র পরিবর্তন করে দেয়। (ইমাম আহমদ তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

২০২৪

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

تعني : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার العنى মাদ্দাহ ع – ن – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- উদ্দেশ্যে করে।

مزج : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى مجهول বাব نصر মাসদার المزج মাদ্দাহ م – ز – ج জিনস صحيح অর্থ- মিশ্রিত করা হয়েছে।

**হাদিস-১৬৮:**

١٦٨– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهٗ وَمَاكَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا زَانَهٗ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোনো বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকলে সেটা তাকে ক্রটিযুক্ত করে দেয়। আর কোনো বস্তুর মধ্যে লজ্জাশীলতা থাকলে তা তার শ্রী বৃদ্ধি করে তোলে। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-১৬৯:**

١٦٩– وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهٗ يَعْنِيْ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ )

**অনুবাদ:** হজরত খালিদ ইবনে মা'দান (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি হযতর মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণনা করেন।হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিমান ভাইকে কোনো পাপ বা অপরাধের কথা বলে লজ্জা দেয়, সে উক্ত অপরাধ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অর্থাৎ, এমন অপরাধ যা হতে তার মুসলমান ভাই তাওবা করেছে। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিঁনি বলেন, এ হাদিসটি গরিব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা, হজরত খালিদ ইবন্ মা'দান হজরত মু'আয ইবনে জাবাল এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি)।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

عير : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার تعيير মাদ্দাহ ع – ى – ر জিনস أجوف يائي অর্থ- সে লজ্জা দিলো।

لم يدرك : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব إفعال মাসদার الإدراك মাদ্দাহ د - ر - ك জিনস صحيح অর্থ- সে পায়নি।

**হাদিস-১৭০:**

١٧٠- عَنْ وَاثِلَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ ((رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত ওয়াসিলা (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তুমি তোমার কোন ভাইয়ের বিপদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। কেননা, এমনটি হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দয়া করবেন এবং তোমাকে বিপদ গ্রস্থ করবেন। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি হাসান গরিব)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الشماتة : ইহা বাব سمع এর মাসদার, অর্থ- কারো বিপদে খুশী হওয়া।

يبتلى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الابتلاء অর্থ- সে পরীক্ষা করবে, বিপদে লিপ্ত করবে।

**হাদিস-১৭১:**

١٧١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنِّيْ حَكَيْتُ أَحَدًا وَاَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا ((رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاؤُدَ وَصَحَّحَهُ )

**অনুবাদঃ** হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আমি কারো সম্পর্কে (তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনাপূর্বক) গল্প করা পছন্দ করি না। যদিও আমাকে এরূপ এরূপ ( অর্থ-সম্পদ) দেওয়া হয়। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে সহিহ বলেছেন)।

**হাদিস-১৭২:**

١٧٢- عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَتٰى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اَللّٰهُمَّ

ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِيْ رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُوْلُوْنَ وَهُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيْرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوْا إِلَى مَا قَالَ قَالُوْا بَلٰى (رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ)

**অনুবাদ:** হযরত জুনদুব ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন আসলো। অতঃপর নিজের উটকে বসালো এবং তাকে বাঁধলো। অতঃপর সে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পেছনে নামায পড়লো। এরপর সে নামাযের সালাম ফিরিয়ে নিজের উটটির কাছে গেলো এবং বাঁধন খুলে দিলো। অতঃপর সে উটের পিঠে আরোহণ করলো এবং উচ্চঃ স্বরে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মদ ﷺ কে অনুগ্রহ করো আর আমাদের অনুগ্রহে অন্য কাউকে শরিক করো না। (এ কথা শুনে) রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কী বলো? এ গ্রাম্য লোকটি বেশী পথভ্রষ্ট, না তার উটটি? তোমরা কি শোনোনি, লোকটি কী বললো? তারা বললো, হ্যাঁ। (আমরা শুনেছি) (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أعرابي : একবচন, বহুবচন, أعراب অর্থ- বেদুঈন, গ্রাম্য।

أناخ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব إفعال মাসদার الإناخة মাদ্দাহ ن - و - خ জিনস أجوف واوي অর্থ- সে উট বসালো।

عقل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب মাসদার العقل মাদ্দাহ ع - ق - ل জিনস صحيح অর্থ- সে বাঁধলো।

اطلق : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব إفعال মাসদার الإطلاق মাদ্দাহ ط - ل - ق জিনস صحيح অর্থ- সেছেড়ে দিলো।

اضل : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব ضرب মাসদার الضلالة মাদ্দাহ ض - ل - ل জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- অধিক পথভ্রষ্ট, এখানে অধিক মূর্খ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

**হাদিস-১৭৩:**

١٧٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

**অনুবাদ:** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ফাসিক তথা পাপি ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হন এবং তার প্রসংসার কারণে আল্লাহ তাআলার আরশ কেঁপে উঠে। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الفاسق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الفسوق অর্থ- সীমালঙ্ঘনকারী।

اهتز : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার الاهتزاز মাদ্দাহ ز - ز - ه জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে কেঁপে উঠলো।

**হাদিস-১৭৪:**

١٧٤- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا أَلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ-(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করেছেন, মুমিনকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার স্বভাবের উপর সৃষ্টি করা হয়। (ইমাম আহমদ (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর শুআবুল ইমান গ্রন্থে হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) এর সূত্র ধরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-১৭৫:**

١٧٥- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أنه قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهٗ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهٗ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا)

**অনুবাদ:** হজরত সাফওয়ান ইব্‌ন সুলায়ম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিন কি ভীরু হতে পারে? হজরত রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) বললেন, হ্যাঁ। তাকে পুনঃরায় জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে ? তিনি বললেন হ্যাঁ। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো-মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে ? তিনি বললেন না। (ইমাম মালেক (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বায়হাকি (রহ.) শু'য়াবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি মুরছাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

جبان : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ صفت مشبه বাব نصر মাসদার الجبن অর্থ- ভীরু, কাপুরুষ।

كذاب : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব ضرب মাসদার الكذب মাদ্দাহ ك-ذ-ب জিনস صحيح অর্থ- অধিক মিথ্যাবাদী।

**হাদিস-১৭৬:**

١٧٦- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكِذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَه وَلَا أَدْرِيْ مَا اسمه يُحَدِّثُ (رَوَاه مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই কখনো কখনো শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে আসে এবং তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর (মজলিশ শেষে) লোকজন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে চলে যায়। তখন তাদের মধ্যে হতে একজন বলে, আমি এক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছি। যার মুখ চিনি, কিন্তু তার নাম জানি না। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يتمثل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التمثل মাদ্দাহ م - ث - ل জিনস صحيح অর্থ- সে আকৃতি ধারণ করে।

يتفرقون : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التفرق মাদ্দাহ ف - ر - ق জিনস صحيح অর্থ- তারা ছত্রভঙ্গ হয়।

لاأدرى : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الدراية মাদ্দাহ د - ر - ى জিনস ناقص يائي অর্থ- আমি জানি না।

**হাদিস-১৭৭:**

١٧٧- عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حِطَّانٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتَ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكَسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَاهٰذِهِ الْوَحْدَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُوْلُ اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسِ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَاِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتِ خَيْرٌ مِنَ اِمْلَاءِ الشَّرِ- (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত ইমরান ইবনে হিত্তান (ﷺ) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত আবু যর গিফারি (রা.) এর নিকট আসলাম। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু যর। এই নির্জনতা কেনো? তিনি জবাব বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার রসুলকে ইরশাদ করতে শুনেছি, "নির্জনতা অসৎ সঙ্গী হতে উত্তম আর সৎ সঙ্গী একাকিত্ব থেকে উত্তম। ভালো কথা শিক্ষা দেয়া চুপ থাকা থেকে উত্তম এবং খারাপ কিছু শিক্ষা দেয়ার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।" (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أتيت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب মাসদার الاتيان মাদ্দাহ أ - ت - ي জিনস مركب অর্থ- আমি আসলাম।

كساء : একবচন, বহুবচন أكسية অর্থ- চাঁদর, কাপড়, কম্বল।

جليس : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব ضرب মাসদার الجلوس মাদ্দাহ ج-ل- س জিনস صحيح অর্থ- সঙ্গী, উপবিষ্ট ব্যক্তি।

املاء : ইহা বাবে إفعال এর মাসদার, অর্থ- শিক্ষা দেয়া।

**তারকিবঃ** اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ

الوحدة এখানে مبتدأ , خير شبه فعل , من حرف جار, جليس এখানে مضاف আর السوء শব্দটি مضاف اليه , مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور , جار ও مجرور আর মিলে متعلق হয়েছে خير এর সঙ্গে। شبه فعل ও فاعل তার متعلق মিলে شبه جمله হয়ে خبر হয়েছে। পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

**হাদিস-১৭৮:**

١٧٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ )

**অনুবাদঃ** হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (ﷺ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তির নীরব থাকায় সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়, তা ষাট বছরের নফল ইবাতদের থেকেও উত্তম। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন)।

**হাদিস-১৭৯:**

١٧٩- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهٖ إِلَى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصِنِيْ قَالَ أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهٗ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّهٗ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَكَ فِي الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَأنه مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى اُمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَإِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لَيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু জার গিফারি (ﷺ) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে হাজির হলাম। অতঃপর হজরত আবু যর দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করলেন। তিঁনি এতটুকু পর্যন্ত বললেন যে, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিঁনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ ভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, এটা তোমার সকল কাজের অধিক শোভাবর্ধনকারী। আমি বললাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিঁনি বললেন, কুরআন পাঠ করা এবং মহামহিম আল্লাহ তাআলার যিকর করা তোমার উপর আবশ্যক। কেননা, এটা তোমার জন্য আকাশে স্মরণযোগ্য এবং জমিনে তোমার জন্য আলোক স্বরূপ হবে। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিঁনি বললেন, দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। কেননা, এটা শয়তানকে বিতাড়িত করে এবং তোমার দ্বীনি কাজের ব্যাপারে সহায়ক হয়। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিঁনি বললেন, অধিক হাসি থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তা অন্তরকে মৃত করে ফেলে এবং মুখ মণ্ডলের আলো দূরীভূত করে দেয়। আমি বললাম, আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, সত্য কথা বলো; যদিও তা তিক্ত হয়। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার পথে কাজ করতে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করো না। আমি (সর্বশেষ) বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তোমার মধ্যে যে ত্রুটি আছে বলে তুমি জান, সেটা যেনো তোমাকে মানুষের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা থেকে বিরত রাখে। (বায়হাকি)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أوص : ছিগাহ واحد مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإِيصاء মাদ্দাহ و – ص – ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- উপদেশ দিন।

أزين : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব ضرب মাসদার الزينة মাদ্দাহ ز - ی - ن জিনস صحيح অর্থ- অধিক শোভা বর্ধনকারী।

مطردة : এটা বাব نصر এর মাসদার, অর্থ- দূরীভূত করা।

ليحجز : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব ضرب মাসদার والحجز الحجازة মাদ্দাহ ح - ج - ز জিনস صحيح অর্থ- সে যেন বিরত থাকে।

**হাদিস-১৮০:**

١٨٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ طُوْلُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا .

**অনুবাদ:** হজরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, হে আবু যর! আমি কি তোমাকে এমন দুটি স্বভাবের কথা বলবো, যা পৃষ্ঠদেশে খুব হাল্কা এবং পাল্লায় খুব ভারী? আমি বললাম হ্যাঁ। রাসুল ﷺ বললেন, দীর্ঘ নীরবতা ও উত্তম চরিত্র। সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, সৃষ্টিকুল এ দুটো কাজের মত উত্তম আর কোন কাজ করে না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

خصلتين : দ্বিবচন, একবচনে, خصلة বহুবচন خصال অর্থ- দু'টি স্বভাব, দুটি চরিত্র।

الظهر : একবচন, বহুবচন الظهور অর্থ- পিঠ।

الخلائق : বহুবচন, একবচন الخلق অর্থ- সৃষ্টিকুল।

**হাদিস-১৮১:**

١٨١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَأَعْتَقَ أَبُوْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعُوْدُ (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন নবি করিম (ﷺ) হজরত আবু বকর (রা.) এর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর কোনো দাসকে ভর্ৎসনা করছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, কা'বার রব এর কসম! এমন ভর্ৎসনাকারী ও সিদ্দিক কখনও একই ব্যক্তি হতে পারে না। (একথা শুনে) সেদিন হজরত আবু বকর (রা.) তাঁর কিছু দাস আযাদ করে দিলেন। অতঃপর তিনি নবি করিম (ﷺ) এর নিকট এসে বললেন, আমি কখনও এ কাজের পুনারাবৃত্তি করব না। (ইমাম বায়হাকি (র ) এ পাঁচটি হাদিস তাঁর শুআবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**التفت** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার الالتفات মাদ্দাহ ل – ف – ت জিনস صحيح অর্থ- তাকালেন, মুখ ফেরালেন।

**لاأعود** : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ نفى فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার العود মাদ্দাহ ع – و – د জিনস أجوف واوي অর্থ- পূনরাবৃত্তি করব না।

**হাদিস-১৮২:**

١٨٢-عَنْ أَسْلَمَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلٰى أَبِيْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهٗ فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ فَقَالَ لَهٗ أَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ هٰذَا أَوْرَدَنِيْ الْمَوَارِدَ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হজরত ওমর (রা.) হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর নিকট প্রবেশ করলেন। সে সময় তিঁনি নিজের জিহ্বা টানছিলেন। তখন হজরত ওমর (রা.) বললেন, থামুন। আপনি কী করছেন ? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুণ। তখন হজরত আবু বকর (রা.) বললেন, নিশ্চয়ই এটিই আমাকে ধ্বংসের স্থান সমূহে অবতীর্ণ করেছে। (ইমাম মালিক (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**يجبذ** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الجبذ অর্থ- তিনি টানছেন।

المَوارد : ছিগাহ جمع বাহাছ اسم ظرف বাব ضرب মাসদার الورود অর্থ- অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সমূহ, ধ্বংসস্থলসমূহ।

**হাদিস-১৮৩:**

١٨٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوْا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا أَيْدِيْكُمْ – (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ে (নিশ্চয়তা) দাও, তাহলে আমি তোমাদের জান্নাতের জামিনদার হব। (১) যখন তোমরা কথা বলবে, সত্য বলবে। (২) যখন প্রতিশ্রুতি দেবে, তা পালন করবে। (৩) যখন তোমাদের কাছে (কোনো জিনিস) আমানত রাখা হয়, তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে হিফাযত করবে। (৫) তোমাদের চক্ষুগুলোকে অবনমিত রাখবে (৬) নিজেদের হস্তদ্বয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

اضمنوا : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব سمع মাসদার الضمان والضمن জিনস صحيح মাদ্দাহ ض – م – ن অর্থ- তোমরা জামিন, দায়িত্ব গ্রহণ করো।

أوفوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإيفاء মাদ্দাহ و– ف– ى জিনস لفيف مفروق অর্থ- পূর্ণ করো।

غضوا : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الغض মাদ্দাহ غ – ض – ض জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- অবনমিত করো।

**হাদিস-১৮৪:**

١٨٤-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنَمٍ وَاَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ (رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম এবং আসমা বিনতে ইয়াজিদ (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দাহ্ তারাই, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ তাআলার স্মরণ হয়। আর আল্লাহ তাআলার নিকৃষ্ট বান্দাহ্ তারাই, যারা পরনিন্দা করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকদের পদস্খলন ও ধ্বংস প্রত্যাশা করে। (ইমাম আহমদ ও ইমাম বায়হাকি (রহ.) স্বীয় শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিস দুটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مشاءون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব ضرب মাসদার المشيئ মাদ্দাহ م-ش- ي জিনস ناقص يائي অর্থ- পরনিন্দাকারীগণ, অধিক বিচরণকারীগণ।

البراء : اسم বহুবচন, একবচন البر অর্থ- পূত-পবিত্র লোকগণ।

**হাদিস-১৮৫:**

١٨٥- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أو الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَعِيْدُوْا وَضُوْءَكُمَا وَصَلٰوتَكُمَا وَأَمْضِيَا فِيْ صَوْمِكُمَا وَأَقْضِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ قَالَا لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِغْتَبْتُمْ فُلَانًا .

**অনুবাদঃ** হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত, দু'জন লোক যুহর কিংবা আসরের নামাজ আদায় করলো। তারা দু'জন ছিলেন রোজাদার। অতঃপর যখন হজরত নবি করিম (ﷺ) নামায সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা দুজন পুনঃরায় অযু করো এবং নামাজ আদায় করো। আর তোমাদের রোজা পূর্ণ করো এবং অন্য একদিন তা কাযা করো। তার বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল ! কেনো রোজা কাযা করবো? তিনি বললেন, তোমরা অমুক ব্যক্তির গিবত বা পর নিন্দা করেছ (বায়হাকি।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

صائمين : ছিগাহ تثنية مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الصوم মাদ্দাহ ص – و – م জিনস أجوف واوي অর্থ- দু'জন রোজাদার।

اقضيا : ছিগাহ تثنية مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার القضاء মাদ্দাহ ق – ض – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা দু'জন কাযা করো।

২০১৪

اغتبتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার الاغتياب
মাদ্দাহ غ - ى - ب জিনস أجوف يائي অর্থ- তোমরা নিন্দা করেছ।

**হাদিস-১৮৬:**

١٨٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِيْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُلَهٗ حَتّٰى يَغْفِرَ لَهٗ صَاحِبُهُ وَفِيْ رِوَايَةِ أَنَسٍ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوْبُ وَصَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَيْسَ لَهٗ تَوْبَةٌ (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু সায়িদ খুদরি ও জাবির (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, গিবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার হতে ভয়ঙ্কর। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, পরনিন্দা কিভাবে ব্যভিচার হতে ভয়ঙ্কর হতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, মানুষ ব্যভিচার করে, অতঃপর ব্যভিচারী তাওবা করে এবং আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, অতঃপর ব্যভিচারী তাওবা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু নিন্দাকারীকে ক্ষমা করা হবে না; যতক্ষন না যার নিন্দা করা হয় সে ক্ষমা করে। হজরত আনাস (رضي الله عنه) এর বর্ণনায় আছে যে, রসুল (ﷺ) বলেছেন, ব্যভিচারী তাওবা করে, কিন্তু নিন্দাকারীর জন্য তাওবা নেই। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিস তিনটি বর্ণনা করেছেন।)

**হাদিস-১৮৭:**

١٨٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرِ لِمَنْ اِغْتَبْتَهُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهٗ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ وَقَالَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ ضَعْفٌ)

**অনুবাদ:** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, গিবতের কাফফরা বা প্রতিকার হলো তুমি যার গিবত করেছ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তুমি এভাবে বলবে, হে আল্লাহ আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর। (ইমাম বায়হাকি (রহ.) হাদিসটি "দাওয়াতুল কাবির" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এর সনদে দূর্বলতা আছে।)

# অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. হজরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ ব্যক্তির জান্নাতের জিম্মাদার হবেন।

ক. যে ব্যক্তি হাত ও পায়ের হেফাযত করবে।

খ. যে ব্যক্তি মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে।

গ. যে ব্যক্তি অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করবে না।

ঘ. যে ব্যক্তি কোনো জীবকে কষ্ট দিবেনা।

২. غِيبَة শব্দটির অর্থ কী ?

ক. কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা।

খ. অনুপস্থিতিতে কারো প্রতি মিথ্যামিথ্যি দোষারোপ করা।

গ. অনুপস্থিতিতে কাউকে গালমন্দ করা।

ঘ. কারো অগোচরে তার অনিষ্ট চিন্তা করা।

৩. কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া কী ?

ক. ফাসেকি খ. গর্হিত

গ. মাকরুহ ঘ. অনুচিত

৪. نمام অর্থ কী?

ক. গোনাহগার খ. চোগলখোর

গ. গালমন্দকারী ঘ. ওয়াদা খেলাফকারী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

হাবিবুর রহমান একটি অফিসের বড় কর্মকর্তা। তার গালমন্দ ও বকাঝকার কারণে কর্মচারীরা সহসা তার কাছে ঘেষে না। বিষয়টি নিয়ে তারাও নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করে।

৫. হাবিবুর রহমানের আচরণ শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন্ পর্যায়ে পড়ে?

ক. حرام খ. كفر

গ. بدعة ঘ. مكروه

৬. অফিসের কর্মচারীদের জন্য উচিত হচ্ছে-

i. তার থেকে সতর্ক থাকতে সবাইকে সচেতন করা

ii. সবাই একতাবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা

iii. কয়েকজন মিলে বিষয়টি তার সাথে আলোচনা করা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও iii

৭. কারো সম্মুখে তার প্রশংসা করার হুকুম কী?

ক. حرام　　খ. مكروه

গ. مستحب　　ঘ. مباح

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

নাসরিন ও ফাহিমা দু'জন প্রতিবেশি। তারা প্রায়শঃ মানুষদের ভালোমন্দ বা কীর্তিকলাপের বিষয় নিয়ে গল্প করে। একদিন তাদের প্রতিবেশি রাবেয়া বেগম তাদেরকে পরনিন্দারত দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা গিবাত করো না।

(ক) إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته হাদিসের অনুবাদ করো।

(খ) من صمت نجا হাদিসটির ব্যাখ্যা করো।

(গ) নাসরিন ও ফাহিমার গালগল্পের হুকুম শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) রাবেয়া বেগমের মন্তব্যটি  হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

# দশম অধ্যায়

## بَابُ الْوَعْدِ

## অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত অধ্যায়

ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ইসলামি শরিয়তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। ওয়াদা ভঙ্গ করা এক ধরনের মিথ্যা কথা বলা। মিথ্যা কথার ন্যায় ইসলামি শরিআত ওয়াদা ভঙ্গ করাকে কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নের হাদিসসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে জানা যাবে।

**হাদিস-১৮৮:**

١٨٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهٗ عَلَى النَّبِيِّ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهٗ قِبَلَهٗ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَنِيْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَحَثٰى لِيْ حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইনতিকাল করলেন এবং খলিফা আবু বকর (رضي الله عنه) এর নিকট (বাহরাইনের গভর্ণর) হযতর আলা ইবনে হাযরামী (رضي الله عنه) এর পক্ষ থেকে কিছু মাল এলো। তখন হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) (জনতার উদ্দেশ্যে) বললেন, আল্লাহর নবির নিকট যার ঋণ বা পাওনা আছে , অথবা তিনি কারো সাথে ইতঃ পূর্বে ওয়াদা করেছিলেন, সে যেনো আমার কাছে আসে। হজরত জাবির (رضي الله عنه) বললেন, তখন আমি বললাম, রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন, যে তিনি আমাকে এতো, এতো, এতো দিবেন। এভাবে তিনি তিনবার নিজের দু'হাত প্রসারিত করলেন। হজরত জাবির (رضي الله عنه) বলেন, হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) আমাকে এক অঞ্জলী দিরহাম দিলেন। তখন আমি গুনে দেখলাম যে, উহার পরিমাণ পাঁচশত দিরহাম। অতপর তিঁনি বললেন, আরো দ্বিগুণ দিরহাম গ্রহণ করো। (ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন- لا دين لمن لا عهد له অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করে না তার দ্বীনদারিত্ব নেই। ওয়াদা পালন একটি মহৎগুণ এবং ইসলামে ওয়াদা পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াদা পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত ও হাদিস নিম্নরূপ-

১। মহান আল্লাহ তাআলার বাণী يايها الذين امنوا أوفوا بالعقود অর্থাৎ, হে ইমানদারগণ! তোমরা কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো।

২। মহানবি (ﷺ) বলেছেন, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ৩টি। তন্মধ্যে একটি হলো إذا وعد أخلف অর্থাৎ, যখন অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে। কাজেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকের লক্ষণ। ওয়াদা পালন করা ফরজ। আর বিনা ওজরে তা ভঙ্গ করা হারাম।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

دين : একবচন, বহুবচন, ديون অর্থ- ঋণ।

عددت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব نصر মাসদার العد والتعداد মাদ্দাহ ع – د – د জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমি হিসাব করলাম।

## রাবি পরিচিতি :

**হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (رضي الله عنه) :** প্রখ্যাত আনসারি সাহাবি হজরত জাবির (رضي الله عنه) ইসলাম পূর্ব যুগে মদিনার খাজরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ । মাতার নাম নাসিবাহ্। তিনি ও তাঁর পিতা উভয়ে হিজরতের পূর্বে আকাবায়ে উলাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়ষ হয়েছিল ১৮/১৯ বছর। উহুদ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাহাবি ও সত্য প্রকাশে অকুতভয় একজন সাহাবি। মেহমানদারীতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।হাদিস বর্ণনায় তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি অধিকহাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণের একজন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৫৪০ টি। তিনি দীর্ঘ দিন মাসজিদে নব্বীতে হাদিসের দরস দিয়েছিলেন। উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের আমলে তার গভর্ণর হাজ্জাজের নির্যাতনে হজরত জাবির (رضي الله عنه) হিজরি ৭৪ সনে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তাঁকে মদিনায় দাফন করা হয়।

**হাদিস-১৮৯:**

١٩١- عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ ২০২৩

وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ وَأَمَرَ لَنَا بِثَلٰثَةَ عَشَرَ قُلُوْصًا فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُوْنَا شَيْئًا فَلَمَّا قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهٗ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَجِئْ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুজায়ফা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখেছি যে, বার্ধ্যকের কারণে তাঁর চুলে কিছুটা শুভ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। আর হজরত হাসান ইবনে আলি (রা) ছিলেন, রসুলের অনুরূপ (দেখতে রসুলের সাথে সাদৃশ্য ছিলো) তিনি (রসুল) আমাদেরকে তেরটি সবল উট দিতে আদেশ করেছিলেন। আমরা উটগুলো গ্রহণ করতে গেলাম, এমন সময় আমাদের নিকট তাঁর ওফাতের খবর এল। তখন আমাদেরকে কিছুই দেয়া হলো না। অতঃপর যখন আবু বকর (ﷺ) খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন ঘোষণা দিলেন- 'যদি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কারো সাথে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, সে যেনো আমার কাছে আসে।' (এ ঘোষনা শুনে) আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। ফলে তিনি আমাদেরকে উক্ত ১৩টি উট দিতে আদেশ করলেন। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

شاب : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب মাসদার الشيبة
অর্থ- তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।

قلوص : একবচন, বহুবচনে قلص ، قلائص অর্থ- লম্বা পা বিশিষ্ট উষ্ট্রী, জোয়ান উষ্ট্রী।

**হাদিস-১৯০:**

١٩٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَسْمَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهٗ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ اِنْ أٰتِيَهُ بِهَا فِيْ مَكَانه فَنَسِيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلٰثٍ فَإِذَا هُوَ فِيْ مَكَانه فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلٰثٍ أَنْتَظِرُكَ- (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদঃ** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু হাসমা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সাথে তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে বেচা-কেনা করেছিলাম। যার কিছু মূল্য বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, নির্দিষ্ট একটি স্থানে বাকি মূল্য নিয়ে হাজির হব। আমি তা ভুলে গেলাম। তিন দিন পরে আমার স্বরণ হলো (এসে দেখলাম) তখন তিনি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষমান আছেন। (আমাকে দেখে) তিনি বললেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি এখানে তিন দিন যাবত তোমার অপেক্ষা করছি। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يبعث : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব فتح মাসদার البعث মাদ্দাহ ب – ع – ث জিনস صحيح অর্থ- তিনি প্রেরিত হন।

شققت : ছিগাহ واحد مذكرحاضر বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব نصر মাসদার المشقة মাদ্দাহ ش – ق – ق জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তুমি কষ্ট দিয়েছ।

**হাদিস-১৯১:**

١٩١–عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُوْ داود وَالتِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। যখন কোনো লোক তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং তার নিয়্যত থাকে যে, সে ওয়াদা পালন করবে। কিন্তু সে (কোন কারণ বশতঃ) তা পালন করলো না, সে ওয়াদা মোতাবেক যথা সময়ে আসলো না। তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না। (ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

মহানবি (ﷺ) এর মুখনিঃসৃত বাণী فلا إثم عليه এর অর্থ- হচ্ছে, তার কোনো গুনাহ হবে না। অর্থাৎ, ওয়াদা তথা অঙ্গীকার পালন করার পূর্ণ অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও কোনো জাগতিক বা শরয়ী বিশেষ ওযরের কারণে ব্যর্থ হলে কোনো গুনাহ হবে না। এ ধরনের ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে পরকালে জিজ্ঞাসিত হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার নিয়ত সম্পর্কে জানেন। আর হাদিসে এসেছে- إنما الأعمال بالنيات অর্থাৎ, সকল কাজই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يفى : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الوفاء মাদ্দাহ و – ف – ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- সে পূরণ করবে।

لم يجئ : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব ضرب মাসদার المجيئة মাদ্দাহ ج – ي – ء জিনস مهموز لام অর্থ- সে আসেনি।

**হাদিস-১৯২:**

١٩٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ دَعَتْنِيْ أُمِّيْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالِ أُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ داود وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

**অনুবাদ:** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন। এ সময়ে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের ঘরে বসা ছিলেন। অতঃপর মা বললেন, ওহে! এদিকে আসো; আমি তোমাকে কিছু দেবো। রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার মাকে বললেন- তুমি তাকে কি দেয়ার ইচ্ছে করেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুর দেয়ার ইচ্ছা করেছি। তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সাবধান, যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার (আমলনামায়) একটি মিথ্যা লিখা হতো। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বায়হাকি (রহ.) শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন"।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تعال : এটা إثبات যা اسم فعل আমরে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- তুমি এস।

كتبت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى مجهول বাব نصر মাসদার الكتابة মাদ্দাহ ك - ت - ب জিনস صحيح অর্থ- লেখা হয়েছে।

**তারকিব: دَعَتْنِيْ أُمِّيْ يَوْمًا :**

دعت শব্দটি فعل আর ى হলো نو فاقيه ياء متكلم যা مفعول به مقدم আর أم হলো مضاف আর ي হলো مضاف اليه ও مضاف , مضاف اليه মিলে فاعل مؤخر আর يوم হলো مفعول فيه পরিশেষে فعل তার فاعل ও ২টি مفعول মিলে جملة فعلية হলো।

**হাদিস-১৯৩:**

١٩٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدُهُمَا إِلٰى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ الَّذِيْ جَاءَ لِيُصَلِّيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

**অনুবাদ:** হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কারে সাথে ওয়াদা করে এবং তাদের একজন নামাজের সময় পর্যন্ত উপস্থিত না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি যথাসময়ে এসেছিল সে যদি নামাজ পড়তে চলে যায়, তাহলে তার কোনো (ওয়াদা অনুযায়ী তথায় না থাকার কারণে) গুনাহ হবে না। (ইমাম রাযীন (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**وعد** : ছিগাহ **واحد مذكرغائب** বাহাছ **إثبات فعل ماضى معروف** বাব **ضرب** মাসদার **الوعد** মাদ্দাহ **و – ع – د** জিনস **مثال واوي** অর্থ- সে ওয়াদা করেছে।

**لم يأت** : ছিগাহ **واحد مذكرغائب** বাহাছ **نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف** বাব **ضرب** মাসদার **الاتيان** মাদ্দাহ **ا – ت – ى** জিনস **مركب** অর্থ- সে আসেনি।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. الوعد শব্দটি কোন বাবের মাছদার ?

ক. نصر – ينصر খ. ضرب – يضرب

গ. سمع – يسمع ঘ. فتح – يفتح

২. ওয়াদাকৃত স্থানে যথা সময়ে উপস্থিত হওয়ার পর সময়মত নামাজের জামায়াতে উপস্থিত হলে কী হবে?

ক. ওয়াদা ভঙ্গ হবে।

খ. ওয়াদা ভঙ্গ হবেনা।

গ. ওয়াদা ভঙ্গ হবে, তবে গোনাহ হবেনা।

ঘ. জামায়াতে না গিয়ে ওয়াদা রক্ষা করা উত্তম হবে।

৩. الميعاد এর বাহাছ কোন্‌টি ?

ক. مصدر ميمي খ. اسم مفعول

গ. اسم ظرف ঘ. اسم آلة

৪. ওয়াদা পূর্ণ করার নিয়্যাত থাকলে কোনো কারণে ওয়াদা পূর্ণ করতে না পারলে তার হুকুম কি?

ক. গোনাহ হবেনা। খ. গোনাহ হবে।

গ. গোনাহ ক্ষমার যোগ্য হবে। ঘ. যেকোন মূল্যে ওয়াদা রক্ষা করতে হবে।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আব্দুল হক একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি যখন যে ওয়াদা করেন তা পালন করেন। একদা তিনি আবরারের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে সঙ্গী সাথীদের ফেলে তিনদিন পর্যন্ত তার জন্য তার জন্য অপেক্ষা করেন। বিষয়টি তার ওয়াদা রক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে এলাকায় খ্যাতি লাভ করে।

৫. আব্দুল হকের দৃষ্টান্তটি কার আমলের সাথে মিলে যায়?

ক. হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) খ. হজরত মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم)

গ. হজরত মুসা (عليه السلام) ঘ. হজরত ইসা (عليه السلام)

৬. দেখা না করে আবরার কোন ধরণের অপরাধ করল?

ক. শিরক খ. কুফর

গ. হারাম ঘ. মাকরুহ

৭. ওয়াদা রক্ষার হুকুম কী?

ক. ফরজ্ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৮. ওয়াদা পূর্ণ না করলে–

i. মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে

ii. মুনাফিক সাব্যস্ত হবে

iii. নামাজ হবে না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সুমাইয়া বাচ্চাকে খাবার খাওয়াচ্ছিল। বাচ্চা কিছুতেই খেতে চাচ্ছিল না। খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে সুমাইয়া বাচ্চাকে বললো, বাবু! তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যাব। খাওয়া শেষে সুমাইয়া কথামত বাচ্চাকে ঘুরতে না নিলে তার শাশুড়ি বললেন, বাচ্চাদের সাথে এরূপ করতে নেই। কেননা, মায়ের আচরণ থেকেই বাচ্চারা বেশি শিখে।

(ক) إذا وعد أخلف হাদিসাংশের অনুবাদ লিখ।

(খ) إذا وعد الرجل أخاه و من نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه হাদিসটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) বাচ্চার সাথে সুমাইয়া আচরণের হুকুম শরীয়তের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) সুমাইয়ার শাশুড়ির বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

# একাদশ অধ্যায়

## بَابُ الْمِزَاحِ

## কৌতুক সংক্রান্ত অধ্যায়

ইসলাম মানব জাতির জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে পথ চলার নির্দেশক। মানবের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। মানুষের জীবন ঘনিষ্ট তেমনি একটি বিষয় হলো مزاح বা কৌতুক। কৌতুক বলতে বুঝায় সত্য মিশ্রিত কোনো বিষয়কে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে হাস্য-রসিকতার মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা। কৌতুক বলতে গিয়ে তথা হাস্য-রসিকতার মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য কোন অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ বা বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বরং কৌতুক বলার ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়তের নীতি ও আদর্শ তথা-সততা ও সত্যতা বজায় রাখতে হবে।

**হাদিস-১৯৪:**

١٩٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُوْلَ لِأَخٍ لِيْ صَغِيْرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিঁনি বললেন, নিশ্চয়ই হজরত নবি করিম (ﷺ) আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। এমনকি একদিন তিঁনি আমার ছোট ভাইকে (কৌতুক করে) বললেন, হে আবু উমায়ের! তোমার ছোট বুলবুল পাখিটির কি হলো! তার একটি ছোট বুলবুল পাখি ছিলো, সে তা নিয়ে খেলা করতো। পাখিটি মারা গিয়েছিল। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

مزاح শব্দটির মধ্যে ميم অক্ষরে ضم অথবা كسرة উভয় দিয়ে পড়া যায়। ضم দ্বারা পড়লে يَمْزَحُ – مزح কৌতুক আর كسرة দ্বারা পড়লে معنى مصدري কৌতুক করা উহা باب مفاعلة থেকে মাদ্দাহ م- ز- ح জিনস صحيح অর্থ কৌতুক করা, রসিকতা করা, হাসি-ঠাট্টা করা, কৌতুক। কৌতুক বলতে বুঝায় কাউকে কষ্ট না দিয়ে কোনো হাস্যকর আলাপ করা। যদি হাস্যকর বিষয় উপস্থাপনায় ঐ ব্যক্তির মনে কষ্টের উদ্রেক হয়, তবে তাকে مزاح বলে না, বরং তাকে উপহাস বলে।

**শরিয়তের পরিভাষায়-** انبساط مع الغير من غير إيذاء অন্যকে কষ্ট না দিয়ে কারো সাথে হাসি-ঠাট্টা করা।

**শরয়ি বিধান:** শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে مزاح দুই প্রকার। যথা-

১। হারামঃ যে কৌতুকের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেয়া, অপমানিত করা, মিথ্যা বলা, উপহাস করা, ইত্যাদির উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তা مزاح না হয়ে তা سخرية (উপহাস) হয়ে যায় যা হারাম। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا مِنْهُمْ

কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করবেনা। সম্ভবতঃ সে তাদের থেকে উত্তম। (সুরা হুজরাত-১১)

২। মুবাহ তথা বৈধ কৌতুক- কাউকে কষ্ট না দিয়ে, মিথ্যার সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে যে কৌতুক করা হয় তা বৈধ। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনে এধরনের مزاح বা কৌতুকের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন- আব্দুল্লাহ বিন হারেছ বলেন- مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مِزَاحًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

**أخ لى صغير এর ব্যাখ্যা:**

এই হাদিসাংশের মাধ্যমে হজরত আনাস (রা.) এর বৈপিত্রেয় ছোট ভাই কাবশা (আবু ওমায়ের) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আবু ওমায়ের একটি ছোট বুলবুল পাখি ছিলো। সে পাখিটি নিয়ে খেলা করত। একদা পাখিটি মারা গেলো। এ জন্য সে মর্মাহত ও দুঃখিত হলো।

**ما فعل النغير এর ব্যাখ্যা:**

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী **ما فعل النغير** এর মধ্যে **نغير** এর অর্থ অভিধানে একাধিক পাওয়া যায়। (১) লাল ঠোট বিশিষ্ট চড়ুই পাখির মত এক প্রকারের ছোট পাখি। (২) কেউ কেউ বলেন-লাল রঙের মাথা ও ছোট ঠোট বিশিষ্ট পাখি। (৩) কেউ কেউ বলেন-এটি বুলবুল পাখি।

হজরত আনাস ইবনে মালেক (رضي الله عنه) এর ছোট ভাই বাল্যকালে এ পাখিটি নিয়ে খেলা করতো। একদিন পাখিটি মারা গেলে সে খুবই মর্মাহত হলো। এমন সময় হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার মনে আনন্দ জাগানোর জন্য রসিকতা করে ছন্দকারে তাকে জিজ্ঞাসা করেন- হে আবু ওমায়ের! তোমার নুগায়ের তথা বুলবুল পাখিটি কি করলো? মহানবি (ﷺ) এর কৌতুকে তার মুখে বিষন্নতা ছাপ কেটে হাসির রেখা ফুটে উঠল ।

**হাদিস-১৯৫:**

١٩٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّيْ لَا أَقُوْلُ إِلَّا حَقًّا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আপনি তো আমাদের সাথে কৌতুক করেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি (এ কৌতুকপূর্ণ কথার মাঝে) সত্য ব্যতীত অন্য কোনো কথা বলি না। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تداعب : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব مفاعلة মাসদার المداعبة মাদ্দাহ د – ع – ب জিনস صحيح অর্থ- আপনি কৌতুক করেন।

حق : একবচন, বহুবচন حقوق অর্থ- সত্য, ন্যায্য অধিকার।

يخالط : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব مفاعلة মাসদার ال– مخالطة মাদ্দাহ خ – ل – ط জিনস صحيح - অর্থ- সে মেলামেশা করে।

عمير : ইহা عمر শব্দের تصغير অর্থ- ছোট ওমর। হজরত আনাস (রা.) এর ছোট ভাই।

نغير : ইহা نغر শব্দের تصغير, ওযন فعيل অর্থ- ছোট বুলবুল পাখি।

يلعب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع–يسمع মাসদার اللعب মাদ্দাহ ل – ع – ب জিনস صحيح - অর্থ- সেখেলা করে।

فمات : শব্দের মাঝে ف অক্ষরটি عرف عطف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার الموت মাদ্দাহ م – و – ت জিনস أجوف واوي - অর্থ- সে মারা গেলো।

**হাদিস-১৯৬:**

١٩٦– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ عَجُوْزٍ أَنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ فَقَالَتْ وَمَا لَهُنَّ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ لَهَا أَمَا تَقْرَئِيْنَ الْقُرْاٰنَ إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا– (رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। একদা তিনি এক বৃদ্ধা মহিলাকে কৌতুক করে বললেন, "কোনো বৃদ্ধা মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" বৃদ্ধা আরয করলো, কি

কারণে তারা জান্নাতে যাবেন না? অথচ বৃদ্ধা মহিলাটি কুরআন পাঠ করতো। হজরত নবি করিম (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করনি? انا انشأنٰهن انشاء فجعلنٰهن ابكارا (নিশ্চয়ই আমরা মহিলাদেরকে পুনঃরায় সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে কুমারী বানাবো।) (ইমাম রাজিন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নাহ কিতাবে মাসাবিহ এর ইবারতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

لا تدخل الجنة عجوز : হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কৌতুক করে এক বৃদ্ধা মহিলাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন 'বৃদ্ধা মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ উক্তিটি বাস্তবতার উপর প্রযোজ্য নয়। বরং এটি مجاز ما يكون তথা ভবিষৎকালীন রূপক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, কোনো রমনী বৃদ্ধার আকৃতিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং আল্লাহ তাআলা তার কুদরতে কামেলা দ্বারা বেহেস্তে প্রবেশকারিনী নারীদেরকে কুমারীরূপে সৃষ্টি করবেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا (سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ) অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি নারীদেরকে পুনঃরায় সৃষ্টি করবো এবং তাদের সকলকে কুমারী বানাবো।

أما تقرأ القرآن : এই প্রশ্নটি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বৃদ্ধা মহিলাকে করেছিলেন। যখন হুযুর (ﷺ) কৌতুকবশত বলেছিলেন- لا تدخل الجنة عجوز এই কথা শুনে বৃদ্ধা মহিলা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট জানতে চাইল কী কারণে বৃদ্ধা মহিলারা জান্নাতে যাবে না। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন- أما تقرئين القرآن অর্থাৎ, তুমি কী কুরআন পড়ো না। এর উত্তরতো কুরআনেই সুস্পষ্টভাবে দেয়া আছে। কুরআন পড়লে তো এর উত্তর অনায়াশেই পেয়ে যেতে। এরশাদ হচ্ছে- انا انشأنٰهن انشاء فجعلنٰهن أبكارا নিশ্চয়ই আমি নারীদেরকে পুনঃরায় সৃষ্টি করবো এবং তাদের সকলকে কুমারী বানাবো। মূল কথা কোন রমনী বৃদ্ধা আকৃতিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং যুবতী আকৃতিতে প্রবেশ করবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

عجوز : একবচন, বহুবচনে عجائز অর্থ- বৃদ্ধা।

أبكار ': বহুবচন, একবচনে بكر অর্থ- কুমারী।

**তারকিব:** لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ

لاتدخل শব্দটি فعل , الجنة শব্দটি مفعول مقدم আর عجوز শব্দটি فاعل مؤخر , পরিশেষে فعل তার

২০২৪

فاعل ও مفعول মিলে جمله فعلية হলো।

**হাদিস-১৯৭:**

١٩٧- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) তিনি নবি করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তার সাথে কৌতুক করো না এবং তাকে এমন প্রতিশ্রুতি দিও না, যা তুমি ভঙ্গ করবে। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন এ হাদিসটি গরিব।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لا تمار : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব مفاعلة মাসদার المماراة মাদ্দাহ م ـ ر ـ ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তুমি ঝগড়া করবে না।

لا تمازح : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব مفاعلة মাসদার الممازحة মাদ্দাহ م-ز-ح জিনস صحيح অর্থ- তুমি কৌতুক করো না।

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (رضي الله عنه):** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) এর চাচাত ভাই ছিলেন। তাঁর মাতা হজরত লুবাবা বিনতে হারেছ হজরত রসুলুল্লাহ (সা.)এর স্ত্রী হজরত মায়মুনা (رضي الله عنها) বোন ছিলেন। এজন্য ছোট বেলায় খালা হজরত মায়মুনা (رضي الله عنها) এর ঘরে রাত্রিতে রসুলুল্লাহ এর সঙ্গে থাকতেন। তিনি হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। রসুল (ﷺ) যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ১৩/১৫ বছর। তিনি উম্মতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্য হিকমত, ফিকহ ও তা'বীল (ব্যাখ্যা) করার যোগ্যতা লাভের নিমিত্তে দোআ করেছিলেন। তিনি হজরত জীব্রাইল আলাইহিস সালাম কে দুইবার দেখেছেন। হজরত মাসরুক (রহ.) বলেন, আমি যখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দেখতাম তখন বলতাম সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর মানুষ। যখন দেখতাম তিনি বক্তৃতা করছেন তখন বলতাম "সুস্পষ্টভাষী" যখন হাদিস কুরআন বলতেন তখন বলতাম শ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন । হজরত উমার (رضي الله عنه) তাকে তার পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত করেন। তিনি ৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে তাইফে ইনতিকাল করেন। তিনি দাড়িতে মেহেদি ব্যবহার করতেন।

# অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. المزاح শব্দের অর্থ কী ?

ক. কৌতুক খ. হাস্যরস

গ. ঠাট্টা ঘ. হেয় প্রতিপন্ন করা

২. ليخالطنا শব্দটি কোন্ বাবের ?

ক. باب مفاعلة খ. باب تفاعل

গ. باب افتعال ঘ. باب انفعال

৩. المزاح এর হুকুম কী ?

ক. সর্বসাকুল্যে জায়েজ খ. সর্বসাকুল্যে মানদুব

গ. শর্ত সাপেক্ষে বৈধ ঘ. শর্তহীনভাবে বৈধ

৪. تفرئين শব্দটি কোন্ ছিগাহ?

ক. واحد مذكر حاضر খ. واحد مؤنث حاضر

গ. واحد مؤنث غائب ঘ. واحد مذكر حاضر

৫. কোনটি কৌতুক বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত ?

ক. কৌতুক কারী ছোট হওয়া।

খ. কৌতুক মিথ্যা যুক্ত না হওয়া।

গ. কৌতুকের দ্বারা হাসির উদ্রেক হওয়া।

ঘ. কৌতুককৃত ব্যক্তির কৌতুকের বিষয়ে টের না পাওয়া।

৬. কৌতুকের দ্বারা উদ্দেশ্য কী ?

ক. অনাবিল আনন্দ দেয়া। খ. জটিল বিষয়কে সহজ ভাবে উপস্থাপন করা।

গ. এড়িয়ে যাওয়া বিষয়কে ধরিয়ে দেয়া। ঘ. তীর্যকভাবে কটাক্ষ করা।

১০৬৪

৭. সত্য ও বাস্তব কৌতুক জায়েয । কেননা –

i . এতে মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই।

ii . এতে ধোকা খাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

iii . এতে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii  খ. i ও iii

গ. ii ও iii  ঘ. i, ii ও iii

৮. সত্য কথা কৌতুকাকারে বলে মানুষকে হাসানো কিরূপ?

ক. জায়েজ  খ. সুন্নাত

গ. খেলাফে সুন্নাত  ঘ. হারাম

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :**

মাওলানা ওসমান গনি তার এক সহকর্মীর সঙ্গে একটি বাস্তব বিষয় নিয়ে কৌতুক করলে সহকর্মীটি ক্ষেপে যান। তিনি রাগান্বিত হয়ে বিষয়টি অধ্যক্ষ মহোদয়ের গোচরে আনেন। অধ্যক্ষ মহোদয় তাদের বক্তব্য শুনে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর রসিকতার একটি উদাহরণ পেশ করে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করে বলেন, শালীন আনন্দ ও কৌতুক ইসলামে নিষেধ নয়।

(ক) ابكار শব্দটির তাহকিক করো?

(খ) মাওলানা ওসমান গনির আচরণটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(গ) মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) কৌতুকের একটি উদাহরণ দাও।

(ঘ) অধ্যক্ষ মহোদয়ের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

## দ্বাদশ অধ্যায়

## بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ

## বংশ গৌরব ও স্বজন-প্রীতির বর্ণনা অধ্যায়

বিশ্বমানবের মাঝে সৃষ্টিগত দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই, সকলে সমান। ইসলামে বংশ-কৌলিন্য, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বজনপ্রীতির কোনো স্থান নেই। বরং মানব মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নির্ধারিত হবে ব্যক্তির তাকওয়া ও খোদাভীরুতার ভিত্তিতে। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন-'হে মানব জাতি! যুগল নর-নারী থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি এবং পরস্পর পরিচয়ের সুবিধার্থে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রেতোমাদের বিভক্ত করেছি। তাকওয়া ও আল্লাহ ভীরুতায় তোমাদের মাঝে যারা উত্তম, আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদায় তারাই শ্রেষ্ঠ। ইসলামে কি কি বিষয় নিয়ে গর্ব বৈধ, নিজ গোত্রের লোক অন্যায় করলে তার সাথে কি আচরণ করতে হবে, সে বিষয়ে রসুল (ﷺ) এর দিক-নির্দেশনা আলোচ্য باب المفاخرة والعصبية বর্ণনা করা হয়েছে।

**হাদিস-১৯৮:**

١٩٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ فَقَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ بْنِ خَلِيْلِ اللهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْئَلُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো লোক সবচেয়ে সম্মানিত? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু। সাহাবিগণ বললেন, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হলেন হজরত ইউসুফ (আ)। যিনি আল্লাহ তাআলার নবি, আল্লাহ তাআলার নবির পুত্র। আল্লাহ তাআলার নবির পৌত্র এবং আল্লাহ তাআলার বন্ধু হজরত ইবরাহিমের প্রপৌত্র। সাহাবিগণ (পুনঃরায়) বললেন, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তোমরা কি আমাদের আরবদের বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? তারা বললেন, হ্যাঁ। জবাব তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলি যুগে সম্মানিত, তারা ইসলামি যুগেও সম্মানিত। যদি তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**أكرم الناس عند الله يوسف نبي الله এর ব্যাখ্যা :** কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রসুল (ﷺ) হলেন সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তদুপরি রসুল (ﷺ) হজরত ইউসুফ (عليه السلام) কে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলেছেন। এই বলার কারণ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন।

১। রসুল (ﷺ) তাঁর স্বভাব সুলভ ভদ্রতা-নম্রতা ও নমনীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশার্থে হজরত ইউসুফ (عليه السلام) কে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলেছেন।

২। রসুল(ﷺ) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে سيد البشر ও أفضل الخلائق এই ঘোষণার আগে বলেছিলেন।

৩। হজরত ইউসুফ (عليه السلام) তার সমসাময়িক এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। রসুল (ﷺ) এর এর যুগে নয়।

৪। হজরত ইউসুফ (عليه السلام) এর পূর্ব পুরুষগণ নবি ছিলেন, তাই তাকে أكرم الناس বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে সম্মানের মাপকাঠি তার বংশ বা আত্মমর্যাদা নয়। বরং যিনি যতবেশী খোদাভীরু তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ততো বেশী মর্যাদাশীল। যেমনটি হাদিসের প্রথমাংশের উত্তরে এসেছে। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন-'হে মানব জাতি! যুগল নরনারী থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি এবং পরস্পর পরিচয়ের সুবিধার্থে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি। তাকওয়া ও আল্লাহ ভীরুতায় তোমাদের মাঝে যারা উত্তম, আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদায় তারাই শ্রেষ্ঠ।

**فخياركم فى الجاهلية خياركم فى الاسلام এর মর্মার্থ :**

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর এই বাণীর অর্থ হলো তোমাদের মধ্যে যে সকললোক জাহেলিয়্যা যুগে সম্মানিত ও উত্তম ছিলো তারা ইসলামি যুগেও সম্মানিত ও উত্তম। রসুল (ﷺ) এর বাণীটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। সাহাবায়ে কেরাম (রা) রসুল (ﷺ) থেকে জানতে চেয়েছিলেন আরবদের মধ্যে বংশ মর্যাদার দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ? তখন রসুল (ﷺ) উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। এর মাধ্যমে রসুল (ﷺ) এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, বংশগত মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। তাই বংশ মর্যাদার কোনরূপ গর্ব চলে না। বরং ইসলাম পূর্ব যুগে যে সকল লোক চরিত্রে, মাধুর্যে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে ও উদারতায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসিন ছিলেন। ইসলামোত্তর যুগেও তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। যেমন হজরত আবু বকর (রা), ওমর (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামগণ জাহেলিয়্যা যুগে নিজেদের কর্মদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন তদ্রুপ ইসলামি সমাজেও তাঁরা নিজ কর্মগুণে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন। তবে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান ভিত্তি হলো تفقه فى ১০১৪

এ জন্যই রসুল (ﷺ) বলেছেন-فخياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام الدين হাদিসের আলোকে মর্যদায় উৎসগুলো নিম্নরূপ মানুষ অপর মানুষকে তখনই সম্মান করে যখন তার মাঝে মর্যাদার মূল উপাদানগুলো খুজে পায়। আলোচ্য হাদিসে মর্যাদার বেশ কয়েকটি উৎসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১। تقوى বা আল্লাহভীতি যিনি সর্বাধিক তাকওয়াবান নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। যেমন এরশাদ হচ্ছে- إن أكرمكم عند الله أتقاكم

২। দ্বীনের জ্ঞান দ্বীনের জ্ঞান মানুষের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে রসুল (ﷺ) আলোচ্য হাদিসের একাংশে বলেন- خياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام اذا فقهوا

৩। পদের কারণে বা পদ মর্যাদার কারণেও মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন-

أكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله

৪। নিজস্ব অর্জিত গুণাবলি নিজস্ব অর্জিত গুণাবলি ও মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যেমন- বিদ্যা, বুদ্ধি, নিষ্ঠা, সততা ইত্যাদি।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

اتقى : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব ضرب মাসদার التقى মাদ্দাহ و-ق-ى জিনস مثال واوي অর্থ- অধিক পরহেযগার।

فقهوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার الفقه মাদ্দাহ ف-ق-ه জিনস صحيح অর্থ- তারা জ্ঞান লাভ করলো।

**হাদিস-১৯৯:**

١٩٩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيْ يَوْمِ حُنَيْنٍ كَانَ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهٖ يَعْنِيْ بَغْلَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُوْنَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَمَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدَّ مِنْهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত বারা ইবনে আযেব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন হজরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস (رضي الله عنه) হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। যখন মুশরিকগণ তাঁকে ঘিরে ফেললো, তখন তিনি (খচ্চরের পিঠ থেকে) নেমে পড়লেন। আর বলতে লাগললেন,

"আমি নবি, এতে মিথ্যার লেশ মাত্র নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র (পৌত্র)। হজরত বারা ইবনে আযেব (رضي الله عنه) বলেন, সে দিন মানুষের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক বীর-বিক্রম কাউকে দেখা যায়নি। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

أنا النبي لا كذب এর شان ورود : রসুল (ﷺ) ঐতিহাসিক হুনাইন যুদ্ধের দিন এ উক্তিটি করেছিলেন أنا النبي لا كذب যখন কাফের মুশরিকরা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলো। রসুল (ﷺ) এর উক্তি থেকে প্রশ্ন আসে বংশ গৌরব নিয়ে অহংকার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। তাহলে রসুল (ﷺ) এরূপ উক্তি কিভাবে করলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন-

১। مرقات গ্রন্থকার উত্তরে বলেন- যা شرح السنة কিতাবে উল্লেখ রয়েছে- "শুধু মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বংশ গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের অনুমোদন আছে। অন্য কোনো অবস্থাতে নয়।

২। علامة الطيبي বলেন فخر দুই প্রকারঃ ১। مذمومة ২। محمودة একটি জাহেলিয়্যা যুগের গর্ব অহংকার। অপরটি হলো- علاء كلمة الله এর জন্য অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার বানীকে সমুন্নত করার জন্য কাফের-মুশরিকদের সম্মুখে নিজের বংশীয় মর্যাদাকে তুলে ধরা। আত্ম অহংকারের জন্য নয়।

৩। تعليق الصبيح গ্রন্থকার বলেন আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে গিয়ে এ ধরনের গর্ব প্রকাশ প্রশংসনীয় কাজ তাই তিনি করেছেন। এতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলার নেয়ামতেরই শুকরিয়া জ্ঞাপন হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন- وأما بنعمة ربك فحدث

৪। মুশরিকরা জানতো আব্দুল মোত্তালেবের বংশ হতে শেষ নবি আসবেন। তাই যুদ্ধের ময়দানে তাদের জানিয়ে দিলেন। বস্তুত আমিই সেই প্রতিশ্রুত নবি। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা বিজয় লাভ করতে পারবে না। তাই রসুল (ﷺ) এ ধরণের উক্তি অহংকার প্রকাশ নয়।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

عنان : একবচন, বহুবচনে عنن ও أعنة অর্থ- লাগাম।

غشى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার الغشى মাদ্দাহ غ-ش-ى জিনস ناقص يائى অর্থ- চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে।

**হাদিস-২০০:**

**٢٠٠-عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُطْرُوْنِىْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى اِبْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهٗ فَقُوْلُوْا عَبْدَ اللهِ وَرَسُوْلَهٗ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

**অনুবাদঃ** হজরত ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হজরত রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে খ্রিষ্টানগণ মরিয়ম (عليها السلام) এর পুত্র (হজরত ঈসা) এর বেলায় বাড়াবাড়ি করেছে। কেননা, আমি তো আল্লাহ তাআলার একজন বান্দাহ। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ তাআলার বান্দাহ এবং তাঁর রসুল বলো। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**لا تطرونى كما أطرت النصارى বলার কারণঃ** হজরত রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর আলোচ্য হাদিসের অর্থ হলো তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করবে না, যেমনটি করেছিলেন খ্রিষ্টানগণ তাদের নবি হজরত ঈসা (عليه السلام) এর ব্যাপারে। খ্রিষ্টানগণ তাদের নবি হজরত ঈসা (عليه السلام) কে অতিশয় শ্রদ্ধা করতো। সে শ্রদ্ধার মধ্যে এমন বাড়াবাড়ি করলো যে, তারা এক পর্যায়ে ঈসা (عليه السلام) কে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছিল।

**أحكام বা শরয়ি বিধান :**

সীমালঙ্ঘন করে কারো প্রশংসা করা জায়েজ নাই। নাসারা তথা খ্রিষ্টানগণ হজরত ঈসা (عليه السلام) অগাধ শ্রদ্ধা রাখত, যে শ্রদ্ধায় বাড়াবাড়ি করে শেষ পর্যন্ত খোদার পুত্র তথা দেবতা হিসাবে পুজা আরম্ভ করল। যার ফলে তারা কুফুরীতে লিপ্ত হল। অনুরূপভাবে আমরাও যেন আবেগে আপ্লুত হয়ে নাসারাদের মত রসুল (ﷺ) ও অন্যদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি না করি। রসুল (ﷺ) সে বিষয়ে তাকিদ দিয়ে বলেছেন-"তোমরা আমাকে আল্লাহ তাআলার রসুল ও বান্দা ছাড়া অন্য কোনো কিছু বলো না।"

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لا تطروا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإطراء মাদ্দাহ

ط-ر-ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না।

فقولوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر ينصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق – و- ل জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা বলো।

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত ওমর (রা.):** ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা.) ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু হাফ্স। উপাধি আল্ ফারুক। তাঁর পিতার নাম আল্ খাত্তাব। মাতার নাম হানতামা। বয়সে তিনি রসুলুল্লাহ (সা.) এর চেয়ে ১৩ বছরের ছোট ছিলেন। তিনি নবুওয়্যাতের ৬ষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য রূপ পেয়েছিলো। তিনি মহানবি (সা.) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৩ হিজরি সনে তিনি দ্বিতীয় খলিফা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১০ বছর ৬ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে অধিকাংশ দেশ মুসলিম শাসনেরর অধীনে আসে। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৯টি। হজরত মুগীরা ইবনে ‘শু’বার খৃষ্টান দাস আবু লু’লু এর ছুরিকাঘাতের ফলে তিঁনি ২৩ হিজরি সনে শাহাদত বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিলো ৬৩ বছর। মসজিদে নববীর রাওজা মুবারকে হজরত আবু বকর (রা.) এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

**হাদিস-২০১:**

٢٠١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا إِنَّمَاهُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِيْنَ يَدَهْدِهُ الْخُرَاءَ بِأَنْفِهِ اِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَو فَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ وَآدَم مِنْ تُرَابٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হজরত নবি করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। অবশ্যই ঐ সব লোকেরা তাদের সে সকল বাপ-দাদাদের নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে, যারা মৃত্যুবরণ করে দোজখের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অথবা যারা আল্লাহ তাআলার নিকট আবর্জনার কীট হতে অধিক নিকৃষ্ট হবে, যে (কীট) নিজের নাক দ্বারা ময়লা আবর্জনা নাড়াচাড়া করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়্যাতের গর্ব-অহংকার এবং বাপ-দাদার গৌরবের ব্যধি দূর করে দিয়েছেন। এখন সে মুত্তাকী মুমিন হোক বা হতভাগা পাপী হোক, সকল মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে তৈরি। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

### إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية এর ব্যাখ্যা:

عبية অর্থ- গর্ব, অহংকার। বাক্যটির অর্থ হলো- নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য হতে জাহেলিয়্যাতের অহংকার দূর করেছেন। জাহেলিয়্যা যুগে পূর্ব পুরুষদের নিয়ে গর্ব অহংকার করার প্রচলন ছিলো। আল্লাহ তা রহিত করে দিয়েছেন। ইসলামে বিন্দুমাত্র তার স্থান নেই। সুতরাং পূর্ব পুরুষ খোদাভীরু হউক বা পাপী হউক কারো দ্বারা গর্ব করা যাবে না। কেননা ইমানের বিষয়টি আল্লাহই ভালো জানেন।

### الناس كلهم بنو ادم وادم من تراب এর ব্যাখ্যা:

আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) মানুষ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনপূর্বক তাদের গর্ব অহংকার পরিত্যাগের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। উক্ত অংশের অর্থ- 'সকল মানুষ আদম (عليه السلام) এর সন্তান আর আদম (عليه السلام) মাটির সৃষ্ট।' এখানে আদম সন্তানের গর্ব না করার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে-

১। সকল মানুষ আদম সন্তান। সুতরাং সকলে পরস্পর ভাই ভাই। তাই এক ভাই অপর ভাইয়ের উপর গর্ব করা বোকামী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

২। সকল মানুষ মাটির তৈরী। সুতরাং মাটির তৈরী মানুষ মাটি নিয়ে গর্ব করা চরম ধৃষ্টতার শামিল। তাই সকল মুমিনের গর্ব-অহংকার থেকে বেঁচে থাকা উচিত। ইরশাদ হচ্ছে- إنه لا يحب المستكبرين অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) গর্ব-অহংকারকারীকে ভালোবাসেন না।"

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لينتهين : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব افتعال মাসদার الانتهاء মাদ্দাহ ن-ه-ى জিনস ناقص يائي অর্থ- সে অবশ্যই বিরত থাকবে।

يفتخرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الافتخار মাদ্দাহ ف-خ-ر জিনস صحيح অর্থ- তারা গর্ব করে।

فحم : একবচন, বহুবচনে فحام ও فحوم অর্থ- কয়লা।

يدهده : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার الدهده
মাদ্দাহ ه-د-ه-د জিনস مضاعف رباعى অর্থ- সে নাড়াচাড়া দেবে, দোলা দেবে।

الخراء : একবচন, বহুবচনে الخروء অর্থ- ময়লা।

**হাদিস-২০২:**

٢٠٢- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى الْعَصَبِيَّةِ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হযরত যুবায়র ইবন মুত'য়িম (রা.) হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার দিকে আহবান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে বক্তি নিছক সাম্প্রদায়িকতার কারণে যুদ্ধ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি গোত্রপ্রীতিব উপর মৃত্যুবরণ করে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**ليس منا من دعا إِلَى العصبية এর ব্যাখ্যা:** রসুল (সা.) ছিলেন ন্যায়-নীতি ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক মূর্ত প্রতীক। তাই তিনি গোত্র প্রীতি বা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি। আলোচ্য হাদিসের অর্থ হচ্ছে- ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে বক্তি নিছক সাম্প্রদায়িকতার প্রতি মানুষকে আহবান করে। অর্থাৎ, বংশ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আহবান করার নামই আসাবিয়্যা। যাকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় গোত্রবাদ এবং বর্ণবাদ বলা হয়। এখানে রসুল (সা.) আসাবিয়্যা বলতে বুঝিয়েছেন, যে ব্যক্তি ন্যায় অন্যায় বিচার বিশ্লেষণ না করে নিজ গোত্র বংশ এলাকা ও জাতির লোকজনের যে কোনো বিষয় পক্ষ-পাতিত্ব ও তাদের সাহায্যে

সহানুভূতি করে থাকে তাকে عصبية বা স্বজনপ্রীতি বলে। عصبية বা গোত্রপ্রীতি তথা সাম্প্রদায়িকতার পরিসর ব্যাপক হওয়ার ভিত্তিতে উহা বিভিন্ন হতে পারে।

### أحكام বা শরয়ি বিধান:

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং যুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়ের নিরসন। সুতরাং ন্যায় ও ইনসাফের খাতিরে নিজ বংশ গোত্র জাত ও এলাকার লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। উহার জন্য সংগ্রাম করা ইসলাম সমর্থন করে এবং ইহা নেকের কাজ। কিন্তু অন্যায় ও যুলুমের ক্ষেত্রে কোনো লোক তার জাতিকে সাহায্য করা এ ব্যাপারে হজরত যুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাঃ) এর হাদিসে বর্ণিত عصبية যা জায়েজ নেই।

### তারকিব: لَيْسَ مِنَّا مَنْ مات عَلَى الْعَصَبِيَّةِ

ليس بمعنى لا যা فعل ناقص, من حرف جار আর نا مجرور, جار و مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل এর সঙ্গে। شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে ليس খبر مقدم, من موصول, আর مات শব্দটি فعل, هو ضمير فاعل, আর على حرف جار, عصبية হল مجرور. جار و مجرور মিলে متعلق হয়েছে فعل এর সঙ্গে। فعل তার فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে من موصول এর। موصول ও صلة মিলে ليس اسم مؤخر। পরিশেষে ليس তার اسم ও خبر মিলে جمله اسمية হয়েছে।

### হাদিস-২০৩:

٢٠٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ كَثِيْرِنِ الشَّامِيْ مِنْ أَهْلِ فِلِسْطِيْنَ عَنْ اِمْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيْلَةُ أنها قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلٰكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

**অনুবাদ:** হজরত উবাদাহ্ ইবনে কাসির (রাঃ) হতে বর্ণিত, যিনি ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি স্বীয় গোত্রের এক মহিলা হতে বর্ণনা করেন, যাকে 'ফাসীলাহ' নামে ডাকা হতো। ফাসিলাহ (রাঃ) বলেন, আমি

আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলাম এবং আরয করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! কোনো লোকের গোত্রকে ভালোবাসা কী সাম্প্রদায়িকতা অন্তর্ভুক্ত? জবাব তিনি বললেন, না। বরং সাম্প্রদায়িকতা হলো কোন ব্যক্তির নিজের গোত্রকে অন্যায়-অত্যাচারের উপর সাহায্য করা। (ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজা (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. المفاخرة কোন্ বাবের মাছদার ?

ক. باب إفعال  খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة  ঘ. باب تفاعل

২. أكرم শব্দটির বাহাছ কোন্‌টি ?

ক. إثبات فعل مضارع معروف  খ. اسم تفضيل

গ. اسم فاعل مبالغة  ঘ. صفة مشبه

৩. সম্মান কিসের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে ?

ক. সম্পদের ভিত্তিতে  খ. তাকওয়ার ভিত্তিতে

গ. শক্তিমত্তার ভিত্তিতে  ঘ. দানশীলতার ভিত্তিতে

৪. সৌভাগ্যবান ও দূর্ভগ্যবান সবাই কার সন্তান?

ক. হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর  খ. হজরত নূহ আলাইহিস সালাম এর

গ. হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর  ঘ. হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর

২০২৪

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিরোজপুর জেলাধীন নাজিরপুর উপজেলার দু'টি বিবাদমান গোত্র স্বজনপ্রীতিবশত কোন্দলে জড়িয়ে পড়লে তাদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি আমলে নিয়ে তাদেরকে গর্ব-অহংকার, আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হয়ে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে সমাজে বসবাস করার তাগিদ দেন।

৫. গোত্র দু'টির জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির কারণ-

ক. গোত্রপ্রীতি　　খ. সাম্প্রদায়িকতা

গ. দেশপ্রেম　　ঘ. পারস্পারিক বন্ধুত্ব

৬. স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগটি শরিয়তে কোন্ পর্যায়ভূক্ত?

ক. العدل　　খ. الامانة

গ. الإصلاح بين أخوين　　ঘ. إقامة الصلاه

৭. গোত্রীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে যদি -

i. সত্যকে অকপটে গ্রহণ করা হয়।
ii. কোন প্রকার জুলুমের সহায়তা না করা হয়।
iii. অন্য গোত্রকে হেয় প্রতিপন্ন না করা হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আক্কেলপুর গ্রামে কাজি ও ভূঞা বংশের লোকদের মধ্যে দীর্ঘ কলহের পর গতকাল মারামারি হলো। এতে কাজি পরিবারের ৩ জন দারুণভাবে আহত হয়েছে। ফলে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মীমাংসার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজি পরিবারের লোকজন বলছে আমরাই এর বিচার করবো এবং উপযুক্ত বদলা নিবো।

(ক) عصبية অর্থ কী?

(খ) প্রশংসায় বাড়াবাড়ি নিষেধ কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) শেখ বংশের কাজটি কিরূপ হয়েছে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) কাজি বংশের বিচার ও বদলা নেওয়ার বিষয়টি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

# بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

## মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক রক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায়

পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজন তথা এক মানুষের সাথে অপর মানুষের কিরূপ আচরণ হওয়া উচিৎ তার বাস্তব-সম্মত দিক নির্দেশনা রয়েছে باب البر والصلة অধ্যায়ের মধ্যে।

**হাদিস-২০৪:**

٢٠٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوْكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আমার সাহচর্যে সবচেয়ে বেশি সদাচার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। তারপর কে? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারো বলল, তারপর কে? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মাতা, তোমার পিতা। অপর এক বর্ণনায় আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মাতা, অতঃপর তোমার মাতা, অতপর তোমার মাতা, অতপর তোমার পিতা, তারপর তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**قال أُمك ثم من قال امك ....... ثم أبوك হাদিসাংশের ব্যাখ্যাঃ**

ইসলামের দৃষ্টিতে-আল্লাহ ও তার রসুলের পরে বান্দার হকের মধ্যে পিতা-মাতার হক হচ্ছে সর্বাগ্রে। এই পিতা-মাতার মধ্যে মাতার অধিকার পিতার চেয়েও বেশি যা হাদিস শরিফে স্পষ্টতই বর্ণিত হয়েছে। এর যৌক্তিক কিছু কারণ বা ব্যাখ্যা মুহাদ্দিসগণ দিয়েছেন। যেমন-

১. মা-ই তো সন্তান গর্ভে ধারণ করেন। গর্ভ ধারনকালীন সময় অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘ নয় মাস অতি যতনের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসবকালীন অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেন। যে কষ্ট পিতার হয় না। এরশাদ

২০২৪

হচ্ছে- حملته امه كرها ووضعته كرها

২. সন্তানকে দীর্ঘ দু'টি বৎসর যাবত স্তন্য পান করান এবং লালন পালন করেন।

৩. শৈশবকালীন সন্তানের লালন পালন ও পরিচর্যার দায়িত্ব একমাত্র মা-ই পালন করেন। তাই হাদিস শরিফে মাকে পিতার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

رجل : একবচন, বহুবচনে رجال – اسم جامد অর্থ- একজন পুরুষ (লোক)।

أحق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব ضرب يضرب মাসদার الحق মাদ্দাহ ح-ق-ق জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- অধিক হকদার।

صحابة : একবচন, বহুবচনে اصحاب অর্থ- সাথী।

أدنى : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر ينصر মাসদার الدنو মাদ্দাহ د-ن-و জিনস ناقص واوي অর্থ- অধিক নিকটবর্তী।

أب : একবচন, বহুবচনে اباء অর্থ- বাব ।

**হাদিস-২০৫:**

٢٠٥- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আসমা বিনতে আবু বকর (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপনকালে আমার মা আমার কাছে মুশরিকা অবস্থায় আসলেন। আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন, তিনি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে সদাচরণ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ তার সাথে উত্তম ব্যবহার করো। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**فى عهد قريش এর ব্যাখ্যা:** রসুল (ﷺ) ৬ষ্ঠ হিজরিতে কোরাইশদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন তা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, হাদিস এর উদ্ধৃতি فى عهد قريش দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে।

**الحكم فى الصلة مع الوالدين في الشرك و الإسلام :** পিতা-মাতা মুসলিম হলে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মত তাদের সাথে সম্মান ও সদাচারণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন- وبالوالدين احسانا "মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও সদাচারণ প্রদর্শন করো।" এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি কি ধরনের আচরণ করবে? এই প্রশ্নের জবাব ইসলামি পণ্ডিতগণ দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন।

১। পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সম্মান ও ভাল ব্যবহার করতে হবে। আলোচ্য হাদিসটিই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

২। মাতা-পিতা যদি অমুসলিম হয় এবং তাঁরা যদি ইসলামি শরিয়া বিরোধী কোনো কাজের নির্দেশ দেন তবে তাদের এরূপ নির্দেশ পালন করা অবশ্যই জায়েজ নাই। কেননা হাদিস শরিফে এসেছে- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق- অর্থাৎ, স্রষ্টার নাফরমানীতে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

**الأحكام :** পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ ও দেখাশুনা করা প্রতিটি মুসলিম সন্তানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা জাগতিক বিষয়ে কাফেরদে সহিত ও সৌজন্য আচরণ করা জায়েজ। আলোচ্য হাদিসেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

قدمت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব سمع মাসদার القدوم মাদ্দাহ ق-د-م জিনস صحيح অর্থ- সে মহিলা এসেছে।

مشركة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإشراك মাদ্দাহ ش-ر-ك জিনস صحيح অর্থ- সে আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদারকারী।

راغبة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব سمع মাসদার الرغبة মাদ্দাহ ر- غ-ب জিনস صحيح অর্থ- আগ্রহকারীনি।

اصل : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الصلة মাদ্দাহ و-ل- ص জিনস مثال অর্থ- আমি সদ্ব্যবহার করব।

صليها : এখানে "ها" শব্দটি জমির "أم" শব্দের দিকে ধাবিত হয়েছে صلى ছিগাহ واحد مؤنث حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الصلة অর্থ- তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর, তার সাথে মিলিত হও।

২০২৪

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আসমা বিনতে আবু বকর (رضي الله عنه):** হজরত আসমা আবু বকর (رضي الله عنه) এর কন্যা ছিলেন। তাকে "যাতুল নাতাকাইন" বলা হয়। কেননা তিনি তার পায়জামার রশিকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে এক ভাগ দিয়ে রসুলের হিজরত উপলক্ষে মালপত্র বেধে ছিলেন তিনি প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এর মাতা ছিলেন। তিনি তার বোন আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে দশ বছরের বড়ো ছিলেন। তিনি তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এর মর্মান্তিক মৃত্যুর দশদিন পরে মক্কায় ৭৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

**হাদিস-২০৬:**

٢٠٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সন্তান নিজের পিতামাতাকে গালি দেয়া কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! কেউ কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন হ্যাঁ, সে কোনো ব্যক্তির পিতামাতাকে গালি দেয়, আবার সে ব্যক্তি (যাকে গালি দিচ্ছে) তার পিতা ও মাতাকে গালি দেয়। (বুখারি ও মুসিলম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার হুকুম :**

মাতা-পিতাকে গালি দেয়া কবিরা গুণাহ। এ বিষয় সকল ওলামা একমত। কেননা গালি দিলে তারা কষ্টপান। আর পিতা-মাতা কে কষ্টদেয়া স্পষ্ট হারাম বা কবিরা গুণাহ। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন- ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما। আলোচ্য হাদিসের আলোকে আরো একটি সুক্ষ্ম বিষয় ফুটে ওঠে তা হলো কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয় প্রতিউত্তরে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে গালিদেয় প্রকারন্তরে গালি দাতা স্বয়ং স্বীয় মাতা-পিতাকে গালি দেয়। কেননা পিতা-মাতাকে গালি শোনার কারণ একমাত্র সে-ই। তাই এইভাবে তাদের গালি শোনানো হারাম। যেমন হাদিসে এসেছে- من الكبائر شتمهم الرجل والديه

**كبيرة গুনাহের পরিচয়:**

كبيرة শব্দটি একবচন, বহুবচন كبائر অর্থ- বড় গুনাহ। শরিয়তের পরিভাষায় كبيرة গুনাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

২০২৪

যেমন- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, كل ما نهى الله عنه فهي كبيرة অর্থাৎ, 'যে সকল কাজ আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন তাই কবিরাহ গুনাহ'। ইমাম রাজি (রহ.) বলেন- الكبيرة هى ذنب مقدار عذابها عظيم অর্থাৎ, 'কবিরা এমন গুণাহকে বলে যে গুনাহর শাস্তি ভয়ানক।' হজরত আলি (রা) বলেন, 'যে গুনাহের ব্যাপারে জাহান্নামের হুমকি এসেছে।'।

**يسب أبا الرجل فيسب أباه এর ব্যাখ্যা :** কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয় এবং এর প্রতি-উত্তরে ঐ ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়। এটাই ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়। কারণ ঐ ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি না দিত তবে, দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার পিতা-মাতাকে গালি দিত না। এর দ্বারা প্রমানিত ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেওয়ার মাধ্যমে নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিল। আলোচ্য হাদিসে উহাকেই يسب أبا الرجل فيسب أباه বলা হয়েছে।

**হাদিস-২০৭:**

٢٠٧- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ)

**অনুবাদ:** হজরত ছাওবান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দোআ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। পূণ্য ব্যতীত আর কিছুই আয়ুকে বাড়াতে পারে না। আর নিশ্চয়ই মানুষ পাপ কাজ করার কারণে রিজিক হতে বঞ্চিত হয়। (ইমাম ইবনে মাজা (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

রসুল (ﷺ) এর বাণী- لا يرد القدر إلا الدعاء **ব্যাখ্যা:** দোআ ছাড়া ভাগ্য তথা তাকদীরের পরিবর্তন ঘটে না। এই হাদিসের ব্যাখ্যায়হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হলো-

তাকদির দু'প্রকার। যথা-

ক) مبرم বা অপরিবর্তনীয়।

খ) معلّق বা পরিবর্তনীয় তথা ঝুলন্ত।

১। تقدير مبرم বা অপরিবর্তনীয় তাকদির

২।تقدير معلق যা দোআর মাধ্যমে পরিবর্তন হয়। এখানে القدر বলতে تقدير معلق কে বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজিদে এসেছে- يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب **এর মমার্থ :** আলোচ্য হাদিসাংশে إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصبه يصبهএর অর্থ হলো গুনাহর দ্বারা রিযক থেকে বঞ্চিত হয় কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এর বিপরীত। আজকের সমাজে পাপী ও কাফেরদের সম্পদ বেশি এবং বহু ইবাদতকারী বান্দা রিযকের অভাবে ভূগছেন। এই সকল প্রশ্নের জবাব আল্লামা মাযহারী বলেন, এখানে রিযক দ্বারা পরকালিন রিযক কে বুঝানো হয়েছে। আর গুনাহ দ্বারা এ ধরনের রিযক থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘোষণা সুস্পষ্ট।

এখানে রিযক বলতে অধিক স্বচ্ছলতাসহ আত্মীক শান্তিকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে পাপী ও কাফিরা অধিক সম্পদের অধিকারী হলেও আত্মিক শান্তি হতে বঞ্চিত। এরশাদ হচ্ছে-

ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لايرد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার الرد মাদ্দাহ ر-د-د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে ফেরায় না।

لايزيد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الزيادة অর্থ- বৃদ্ধি পায় না।

يصيب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإصابة মাদ্দাহ ص- و- ب জিনস أجوف واوي অর্থ- সে অভাবগ্রস্থ হবে বা সে তার অবস্থানে পৌছবে।

الذنب : একবচন, বহুবচনে الذنوب অর্থ- পাপ, গুনাহ।

তারকিব: لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ

إلا حرف الاستثناء , شئ محزوف مستثنى منه , مفعول مقدم এখানে القدر আর فعل শব্দটি لايرد আর الدعاء এখানে مستثنى হয়েছে। مستثنى আর مستثنى منه মিলে فاعل مؤخر হয়েছে। পরিশেষে فعل তার فاعل এবং مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

**হাদিস-২০৮:**

٢٠٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ

مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় এ পরিমাণ শিক্ষা কর, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের হক আদায় করতে পার। কেননা, আত্মীয়তা সম্পর্ক আপনজনের মধ্যে সম্প্রীতি, ধন-সম্পদের মধ্যে প্রবৃদ্ধি এবং আয়ুতে দীর্ঘজীবি হওয়ার উপলক্ষ্য হয়। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাদিসটি গরিব)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تعلموا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التعلم মাদ্দাহ ع-ل-م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

أنساب : একবচন, বহুবচনে نسب অর্থ- বংশ পরিচয়।

تصلون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضرب মাসদার الوصل মাদ্দাহ و-ص-ل জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা সম্পর্ক বহাল রাখবে।

محبة : এ শব্দটি বাব ضرب-এর মাসদার মাদ্দাহ ح-ب-ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- ভালোবাসা স্থাপন করা, প্রেম, দয়া।

مثراة : এ শব্দটি বাকে فتح-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ث- ر- ى) জিনস ناقص يائي অর্থ- বৃদ্ধি পাওয়া।

منساة : এ শব্দটি বাকে فتح-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ن- س - أ) জিনস مهموز لام অর্থ- বিলম্ব হওয়া, পিছিয়ে দেয়া, দেরী করা।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. সবচেয়ে বেশি সদাচার পাওয়ার অধিকারী কে?

ক. মাতা খ. পিতা

গ. দাদা ঘ. দাদী

২. ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে কিসে ?

ক. নামাজে খ. রোজায়

গ. যাকাতে ঘ. দোআয়

৩. مشركة শব্দটির বাব কি?

ক. باب إفعال খ. باب تفعيل

গ. باب افتعال ঘ. باب انفعال

৪. افاصلها শব্দটির মূল অক্ষর কি?

ক. ص- ل- و খ. ص- ل- ي

গ. و- ص- ل ঘ. أ- ص - ل

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দিনমজুর ফজলু তার মাকে কষ্ট দিতো। খেতে পরতে দিতনা। স্ত্রীর কথা মত মাকে গালমন্দ করতো। গতকাল গ্রামে বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলে প্রধান বক্তা মাওলানা নাজমুল হুদা মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াজ করেন। ওয়াজ শুনে ফজলুর মন বিগলিত হয়। সে সংকল্পবদ্ধ হয়, আর মায়ের সাথে অসদাচারণ করবেনা। তাই সে পরদিন সকালে ফজর নামাজ বাদ মায়ের কাছে গিয়ে পায়ে ধরে মাফ চায়। পরিবর্তন দেখে মায়ের স্নেহ উথলে ওঠে। তিনি অশ্রুসজল নয়নে ফজলুর কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দোআ করেন।

৫. ফজলুর পূর্বের আচরণগুলো শরিয়তে কোন পর্যায়ভুক্ত?

ক. حرام খ. مباح

গ. مكروه تنزيهي ঘ. مكروه تحريمي

৬. মা ফজলুর অপরাধ ক্ষমা করে দেন, কারণ-

i. এটা মাওলানা নাজমুল হুদার নির্দেশ।
ii. মা সন্তানকে ক্ষমা না করে পারেন না।
iii. সন্তানকে মা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।
হাদিস শরিফ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও iii

৭. كبيرة শব্দটির বহুবচন কোনটি?

ক. أكابر খ. كبيرون
গ. كبائر ঘ. كبيرات

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মফিজ ও তমিজ দুই ভাই। খাদিজা নামে তাদের একটি বোন রয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর খাদিজা পৈতৃক সম্পত্তি দাবি করতে এলে মফিজ তাকে তাড়িয়ে দেয়। পুনঃরায় এলে তার পা ভেঙ্গে ফেলবে বলে হুমকি দেয়। তমিজ ভাইয়ের এসব আচরণে অনেক লজ্জিত হয় এবং খাদিজার হক বুঝিয়ে দিতে ভাইকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু এখনও কোনো ফল পায়নি।

(ক) صلة الرحم অর্থ কী?

(খ) يسب الرجل فيسب اباه হাদিসাংশের ব্যাখ্যা করো।

(গ) মফিজের আচরণ হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) খাদিজা তার অধিকার কিভাবে ফিরে পেতে পারে? এ ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী তোমার মতামত উল্লেখ করো।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ

## সৃষ্টির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সংক্রান্ত অধ্যায়

মহাবিশ্বের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। এই সৃষ্টিরাজিকে তিনি অতি যত্নে মমতা দিয়ে লালন-পালন করেন। তাই এতিম, অনাথ, অসহায়, মানুষসহ পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও অন্যান্যপ্রাণীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আলোচ্য باب الشفقة والرحمة على الخلق অধ্যায়ে তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

**হাদিস-২০৯:**

٢٠٩-عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ-

**অনুবাদঃ** হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করেন না, যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

لايرحم الله من لا يرحم الناس এর ব্যাখ্যাঃ

রসুল (ﷺ) ছিলেন বিশ্বমানবের পরম বন্ধু ও কল্যাণকামী। যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে তার মুখনিঃসৃত বাণী- 'যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না আল্লাহ তার প্রতিও দয়া করেন না।' এই হাদিসটির ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসিনগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন-

১। অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও হাদিস বিশারদদের মতে আল্লাহ অতি আদর ও পরম অনুগ্রহে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। কারো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ দয়া ও অনুগ্রহ না করে, তবে সে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু সাধারণ রহমত যা সকল সৃষ্টির প্রতি অনবরত বর্ষিত হয় তা বন্ধ হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- ورحمتي وسعت كل شيئ

২। কারো কারো মতে- যে সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করে না। সে আল্লাহ তাআলার رحمة عامة এর ভাগিদার হলেও رحمة خاصة তথা বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

৩। আল্লামা তবারি (রহ.) এর মতে, হাদিসে বর্ণিত প্রথম রহমত শব্দটি مجاز এবং দ্বিতীয় রহমত শব্দটি حقيقى অর্থে ব্যবহৃত। কারণ প্রথম রহমত শব্দটির প্রকৃত অর্থ رقة القلب বিনয়, নম্রতা ও অন্তর বিগলিত হওয়া। এটা মহান আল্লাহ তাআলার শানে অসম্ভব। সুতরাং রহমত শব্দের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার দিকে হলে অর্থ হবে সন্তুষ্ট হওয়া ও পুরস্কার প্রদান করা। পরিশেষে বলা যায়-যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। তার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন না। অন্যত্র ঘোষণা এসেছে- من لا يرحم لا يرحم যে দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

سلم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার মূলবর্ণ (س -ل- م) জিনস صحيح অর্থ- তিনি শান্তি বর্ষণ করেন।

لا يرحم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى فعل مضارع معروف বাব سمع মাসদার الرحم মাদ্দাহ ر- ح- م জিন্স صحيح অর্থ- অনুগ্রহ করে না।

**হাদিস-২১০:**

٢٠١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِيْ اِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِيْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْئٍ فَأَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদঃ** হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, একদা এক মহিলা আমার নিকট আসলো। তার সাথে দুটি কন্যা ছিল। সে আমার কাছে ভিক্ষা চাইলো। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি সে খেজুরটাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে খেজুরটি তার দু'কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিলো, তা থেকে নিজে কিছুই খেল না। অতপর সে উঠে চলে গেলো। এরপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে বললাম। আমার কথা শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি এরূপ কন্যাদের কারণে সংকটাবর্তে পতিত হবে এবং সেই কন্যাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তবে এ কন্যারাই তার জন্য দোজখের আগুনের সামনে আবরণ হবে। অর্থাৎ, কন্যাদের ওছিলায় সে দোজখ থেকে রক্ষা পাবে। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**جاءتني امرأة ومعها ابنتان** এর ব্যাখ্যা : উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) এর উক্তি **جاءتني امرأة ومعها ابنتان** এর অর্থ- হচ্ছে-'আমার নিকট এক মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তান নিয়ে আসলো। উক্ত মহিলা অভাবী ও নিঃস্ব ছিলো। সে ও তার দু'টি কন্যা তীব্র ক্ষুধায় অস্থির হয়ে হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) এর দ্বারস্থ হয়েছিলো। হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন-ঐ অবস্থায় আমার ঘরে খাদ্য হিসেবে একটি খেজুরই ছিলো। আমি তাকে সেই খেজুরটি দান করলাম।

ঐ বাক্য থেকে বুঝায় যায় যে-

১। পর্দা অবলম্বন করত প্রয়োজনে নারীদের অন্যের দ্বারস্থ হওয়া বৈধ।

২। কোনো অভাবী ব্যক্তি কিছু চাইলে সাধ্যমত সদকা করা সওয়াবের কাজ।

৩। রসুল (ﷺ) এর আর্থিক অবস্থা করুণ ছিলো, অথচ তিনি سيد الكونين ।

৪। প্রতিটি মাতা-পিতা নিজের অভাবের চেয়ে সন্তানের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

**من ابتلي من هذه البنات এর তাৎপর্য:**

রসুল (ﷺ) কন্যা সন্তানদেরকে স্বস্নেহে লালন-পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এরশাদ করেন- **من ابتلي من هذه البنات** যে পিতা-মাতা কন্যা সন্তানদের নিয়ে সংকটে পতিত হবে এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তাদের যথাযথ লালন-পালন করে আদর্শ ও চরিত্রবানরূপে গড়ে তোলে। আল্লাহ তাআলা পরকালে উক্ত পিতা-মাতাকে কন্যাদের উসিলায় দোজখের আগুন থেকে নিরাপদ রাখবেন। আর কন্যা সন্তানগণ তাদের জন্য দোজখের আগুনের অন্তরায় ও প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। রসুল (ﷺ) এই বাণীর মাধ্যমে জাহেলিয়্যাত যুগে নারীদের প্রতি যে, নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হতো তার মূলোৎপাটন করেছেন। তাদের নিকট কন্যা সন্তান জন্ম ছিল দূর্ভাগ্যের লক্ষণ। পিতার উত্তরাধীকার হিসাবে তাদের গণ্য করা হতো না। তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। রসুল (ﷺ) আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে তাদের সেই ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তন করে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঘোষণা করেন- **من ابتلي من هذه البنات الخ**

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**جاءت** : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب মাসদার المجيئة মাদ্দাহ ج-ي-ء জিনস مركب অর্থ- সে আসলো।

২০৩৪ **ابنتان** : দ্বিবচন, বহুবচনে بنات একবচনে ابنة ও ابنت অর্থ- কন্যা।

تسأل : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব فتح মাসদার السؤال মাদ্দাহ س-ء-ل জিনস مهموزعين অর্থ- সে প্রার্থনা করলো। আবেদন করলো।

لم تجد : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব ضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و-ج-د জিনস مثال واوي অর্থ- সে পেলো না।

أعطيت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব إفعال মাসদার মাদ্দাহ ع-ط-ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আমি দিলাম।

قسمت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব تفعيل মাসদার التقسيم মাদ্দাহ ق-س-م জিনস صحيح অর্থ- সে ভাগ করলো।

لم تأكل : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نصر মাসদার الأكل মাদ্দাহ ء-ك-ل জিনস مهموز فاء অর্থ- সে খায়নি।

ابتلى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي مجهول বাব افتعال মাসদার الابتلاء মাদ্দাহ ب-ل-و জিনস ناقص واوي অর্থ- সে পরিক্ষিত হলো।

ستر : একবচন, বহুবচনে أستار অর্থ- পর্দা, আবরণ।

**রাবি পরিচিতি :**

**হজরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (رضي الله عنها) :**

ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর কন্যা হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হিজরতের ৮/৯ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম উম্মু রুম্মান। তাঁর উপনাম উম্মু আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিকাহ্ ও হুমায়রা। মহানবি (ﷺ) এর স্ত্রী হওয়ায় তাঁকে উম্মুল মুমিনিন বলা হয়। হিজরতের তিন বছর পূর্বে মহানবি (ﷺ) এর সাথে তাঁর বিবাহ্ হয়। বিবাহের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬/৭ বছর। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ইনতিকালের সময় হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) এর বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। তার বর্ণিত হাদিস সংখ্যা- ২২১০টি।

**হাদিস-২১১:**

٢١١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত ইরশাদ করেছেন, তোমার (মুসলমান) ভাইকে সাহায্য করো। চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন এক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি তো অত্যাচারিতকে সাহায্য করব, অত্যাচারিকে কিভাবে সাহায্য করব? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাকে অত্যাচার থেকে বাধা দাও। এটাই অত্যাচারীর প্রতি তোমার সাহায্য। (বুখারি ও মুসিলম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**انصر اخاك ظالما أو مظلوما এর ব্যাখ্যা :**

রসুল (ﷺ) ছিলেন সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন দয়া ও অনুগ্রহের ভাগিদার হতে পারে সে বিষয়টি প্রতিষ্ঠাই ছিল লক্ষ্য। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে তার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। নবি করিম (সা.) বলেছেন 'তুমি তোমার ভাই অত্যাচারীকে ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করো।' এ কথা শ্রবণে প্রশ্ন আসে যে, অত্যাচারিতকে তার পাশে এসে সাহায্য করা যায়, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করা যায়? এর উত্তরে রসুল (ﷺ) বললেন অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে বিরত রাখাই অত্যাচারীকে সাহায্য করা।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

انصر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার النصر ও النصرة মাদ্দাহ ن-ص-ر জিনস صحيح অর্থ- সাহায্য করো।

ظالم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الظلم মাদ্দাহ ظ-ل-م জিনস صحيح অর্থ- অত্যাচারী।

مظلوم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব ضرب মাদ্দাহ ظ-ل-م জিনস صحيح অর্থ- অত্যাচারিত।

انصر : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার النصر ও النصرة মাদ্দাহ ن-ص-ر জিনস صحيح অর্থ- সাহায্য করবো।

تمنع : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব فتح মাসদার المنع মাদ্দাহ م-ن-ع জিনস صحيح অর্থ- তুমি নিষেধ করবে।

لا يظلم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الظلم মাদ্দাহ ظ-ل-م জিনস صحيح অর্থ- সে অত্যাচার করে না।

তারকিব: أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُوْمًا

انصر فعل , ضمير انت فاعل আর اخاك , مضاف ও مضاف اليه মিলে ذوالحال হয়েছে। ظالما معطوف عليه , أو حرف عطف , مظلوم معطوف , معطوف ও معطوف عليه মিলে حال হয়েছে। ذوالحال ও حال মিলে مفعول হয়েছে। পরিশেষে فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হলো।

**হাদিস-২১২:**

٢١٢-عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهٗ وَلِغَيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

অনুবাদ: হজরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি ও ইয়াতিমদের লালন-পালনকারী, ইয়াতিম নিজের আত্মীয় হোক বা অন্য কারো হোক উভয়ে বেহেশতে এরূপ থাকবো, একথা বলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলি প্রদর্শন করলেন। তখন দু'আঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

أنا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة এর ব্যাখ্যা : রসুল (ﷺ) ছিলেন এতিমদের অকৃত্রিম বন্ধু। একদিকে তিনি ইয়াতিমদের দুখ দুর্দশা বুঝতে পারতেন। সমাজে ইয়াতিমদেরকে কেউ যাতে অবহেলা না করে বরং তাদের লালন-পালনে পরকালের বিশেষ নেয়ামতের অধিকারী হওয়া যাবে। সে বিষয়টি তুলে ঘোষণা দেন- أنا

وكافل اليتيم له ولغيره فى الجنة ' আমি এবং এতিম (চাই নিজের রক্ত সম্পর্কীয় হউক বা অন্যের হউক) এর লালন-পালনকারী জান্নাতে আমার কাছাকাছি স্থানে থাকবে। রসুল (ﷺ) তাঁর দুই হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলিকে প্রদর্শন করে ইয়াতিমদের অভিভাবকদের জান্নাতে অবস্থানের বর্ণনা তুলে ধরেন।'

এখানে كافل শব্দটি اسم فاعل এর صيغة অর্থ- অভিভাবক। نهاية গ্রন্থে كافل এর সজ্ঞায় বলা হয়েছে- الكافل هو القائم بامر اليتيم المربى له অর্থাৎ, ইয়াতিমের লালন-পালনের দায়িত্বে যিনি অধিষ্ঠিত বা দায়িত্বশীল বা বংশীয় জিম্মাদার। ঐ ব্যক্তি নিজের, অথবা ইয়াতিমদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। এখানে ইয়াতিমদের রক্ত সম্পর্কীয় كفيل হতে পারেন আবার অপরিচিত ভিন্ন কোন ব্যক্তিও হতে পারেন।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

كافل : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الكفالة মাদ্দাহ ك-ف-ل জিনস صحيح অর্থ- অভিভাবক।

اليتيم : একবচন, বহুবচনে اليتامى অর্থ- পিতৃহীন।

اشار : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব إفعال মাসদার الإشارة অর্থ- তিনি ইঙ্গিত করলেন।

فرج : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার التفريج মাদ্দাহ ف-ر-ج জিনস صحيح অর্থ- তিনি ফাক করলেন, দূর করলেন।

**হাদিস-২১৩:**

٢١٣- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা ও অনুগ্রহ করে না, আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সৎ কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) উভয়ই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিঁনি বলেন, এ হাদিসটি গরিব)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

**ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا এর ব্যাখ্যা:** রসুল (ﷺ) ছিলেন বিশ্ব সভ্যতার জন্য আদর্শের মডেল। আল্লাহ এ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করে ঘোষণা দেন- لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة "নিশ্চয়ই রসুল (ﷺ) জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।" তাই রসুল (ﷺ) ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে সমাজ জীবনে স্থিতিশীল সুন্দর ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে ঘোষণা দেন- ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের (আদর্শের) দলভুক্ত নয়।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لم يرحم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব سمع মাসদার الرحمة মাদ্দাহ ر-ح-م জিনস صحيح অর্থ- সে দয়া করেনি।

لم يوقر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব تفعيل মাসদার التوقير মাদ্দাহ و-ق-ر জিনস مثال واوي অর্থ- সে সম্মান করেনি।

يامر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ-م-ر জিনস مهموز فاء অর্থ- সে নির্দেশ করে।

المعروف : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব ضرب মাসদার المعرفة অর্থ- পছন্দনীয়।

ينه : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح মাসদার النهى মাদ্দাহ ن-ه-ى জিনস صحيح অর্থ- সে নিষেধ করে।

المنكر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإنكار মাদ্দাহ ن-ك-ر জিনস صحيح অর্থ- অপছন্দনীয়।

## অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. আল্লাহ্ কার প্রতি দয়া করবেন না?

ক. যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন করে না খ. যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে

গ. যে ব্যক্তি গোনাহের কাজ করে ঘ. যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না

২. انصر اخاك ظالما এর মর্মার্থ কী ?

ক. জালিমের জুলুম প্রতিহত করা

খ. মজলুমের পক্ষ অবলম্বন করা করা

গ. জালিমের জুলুমে সাহায্য করা

ঘ. জালিমকে জুলুম করতে উৎসাহিত করা

৩. انصر শব্দটির বাহাছ কী?

ক. اسم تفصيل খ. أمر حاضر معروف

গ. إثبات فعل مضارع مجهول ঘ. إثبات فعل مضارع معروف

৪. لم يوقر শব্দটির বাব কী?

ক. باب إفعال খ. باب تفعيل

গ. باب نصر ينصر ঘ. باب ضرب - يضرب

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

হুমায়ুন একদিন নীলক্ষেত হয়ে সাইন্সল্যাবের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে দেখতে পেলো একজন মধ্যবয়সী গ্রাম্য লোককে কয়েকজন কমবয়সী ছেলে ছিনতাই করা উদ্দেশ্যে মারধর করছে। হুমায়ুন অমনি তাদেরকে তাড়া করে বৃদ্ধকে উদ্ধার করল বটে, কিন্তু ততক্ষণে সে ছিনতাইকারীর আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে।

৫. হুমায়ুন কেন বৃদ্ধ লোকটিকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হলো?

ক. অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে খ. ছিনতাইকারীদের সাথে শত্রুতার জের ধরে

গ. বৃদ্ধলোকটি তার আত্মীয় হওয়ার কারণে ঘ. আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ায় বাধা দিতে

৬. ছিনতাইকারীরা হাদিসের আলোকে কী অন্যায় করেছে?

ক. অন্য অসম্মান করেছে খ. পথচারীদের বাঁধা দিয়েছে

গ. অন্যের অধিকার হরণ করেছে ঘ. রাস্তার হক নষ্ট করেছে

৭. انا وكافل اليتيم له ولغيره فى الجنة هكذا হাদিস দ্বারা বুঝানো হয়েছে-

i. ইয়াতিমের ভরণপোষণকারী ব্যক্তি জান্নাতে নবি করিম (ﷺ) এর নিকটে অবস্থান করবে।

ii. ইয়াতিমের লালন-পালন করা মহৎ কাজ।

iii. ইয়াতিমের লালন-পালন কারী নবি করিম (ﷺ) এর দিদার লাভ করবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

বেলাল ও নেহাল দুই ভাই। বাবা জীবিত থাকাকালে দু'ভাইকে এক খণ্ড করে জমি দান করে যান। হেলাল তার নিজের খণ্ডটি বাবার কাছ থেকে কৌশলে রেজিষ্ট্রি করিয়ে নেন। নেহালেরটি থেকে যায়। বাবার মৃত্যুর পর নেহাল তার খণ্ডটি বিক্রি করতে গেলে বেলাল এসে তাতে তার অধিকার দাবি করে। পরবর্তীতে সম্পর্ক আরো খারাপ হয়। নেহাল অত্যাচারিতকে সাহায্য করার হাদিসটি স্মরণ করে বিভিন্ন স্থানে বিচার চায়।

(ক) كافل اليتيم অর্থ কী?

(খ) হাদিসে ليس منا বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

(গ) ছোট ভাইয়ের প্রতি বেলালের আচরণটি কেমন হয়েছে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) অত্যাচারিতকে সাহায্য ও নিজের অধিকার আদায়ে হাদিসের প্রতি আমল করতে গিয়ে নেহালের উদ্যোগটি মূল্যায়ন করো।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

## بَابُ الْحُبِّ فِى اللهِ وَمِنَ اللهِ

## আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভালোবাসা সম্পর্কিত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ভালোবাসা একজন মু'মিনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই ইহকালে মুক্তিও পরকালে নাজাতের আশা করা যায়। তাই প্রতিটি মু'মিনের উচিত যে কাজে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সে কাজে এগিয়ে আসা, সাহায্য সহযোগিতা করা ও সম্পর্ক রাখা আর যে কাজে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি আল্লাহ তাআলার ভয়ে সে কাজ থেকে নিজেকে ও সমাজকে দূরে রাখা ও সম্পর্কচ্ছেদ করা একান্ত কর্তব্য।

**হাদিস-২১৪:**

٢١٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيْلَ فَقَالَ اِنِّيْ أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِى السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيْلَ فَيَقُوْلُ اِنِّيْ أَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِى أَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوْهُ قَالَ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ্ তাআলা কোনো বান্দাহকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈল (عليه السلام) কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি তাই তুমিও তাকে ভালোবাস। রসুল (ﷺ) বলেন, অতঃপর জিবরাঈল (عليه السلام) ও তাকে ভালোবাসতে থাকেন এবং তিঁনি আকাশে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, অতঃপর তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানের অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর জমিনেও সে বান্দার জন্য কবুলিয়াত বা স্বীকৃতি স্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে যখন আল্লাহ্ কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিঁনি জিবরাঈল (عليه السلام) কে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক

বান্দাহকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা করো। রসুল (ﷺ) বলেন, অতঃপর জিবরাঈল (عليه السلام) ও-তাকে ঘৃণা করেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। রসুল (ﷺ) বলেন, অতঃপর আকাশবাসীরাও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন অন্তর ভূ-পৃষ্ঠে তার প্রতি ঘৃণা স্থাপন করা হয়। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**إن الله إذا أحب عبدا دعا جبرائيل** এর মর্মার্থ:

যখন কোনো মানুষ আল্লাহ তাআলার যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলে এবং তার আনুগত্য প্রকাশ করে তখন আল্লাহ তাকে ভালো বাসেন। এবং তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিব্রাইল (عليه السلام) সহ সকল ফেরেস্তা তাকে ভালোবাসতে থাকেন। বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে- তার প্রতি রহমত বর্ষণ করা, তাকে হিদায়াত দান করা। তার প্রতি নেয়ামত দান করা তার কল্যাণ সাধন করা। আর জিব্রাইল (عليه السلام) সহ সকল ফেরেশতা ভালোবাসেন এর অর্থ হচ্ছে- ঐ আনুগত্যশীল বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তার প্রশংসা করা।

**ثم يوضع له القبول في الارض** এর ব্যাখ্যা :

অর্থ- অতঃপর ভূপৃষ্ঠে তার (স্বীকৃতি) কবুলিয়ত সৃষ্টি করা হয়। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোনো বান্দা যদি তার আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তখন আল্লাহ এর বিনিময় স্বরূপ ঐ বান্দার জন্য ভূপৃষ্ঠে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছেন। এর পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহ হজরত জিব্রাইল (عليه السلام) কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমি তাকে ভালোবাস। তখন হজরত জিব্রাইল (عليه السلام) সহ সকল ফেরেশতা তাকে ভালোবাসতে থাকে এবং তার জন্য পৃথিবীতে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে এই ব্যক্তির জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। ফলে মানুষ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং মানব হৃদয় তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

ينادى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব مفاعلة মাসদার النداء
المناداة / অর্থ- ঘোষণা প্রচার করে।

يوضع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব فتح মাসদার الوضع
অর্থ- রাখা হয়।

**أَبْغض** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব إفعال মাসদার الإبغاض

অর্থ- তিনি ঘৃণা করেন।

**البغضاء** : অর্থ- ঘৃণা।

**হাদিস-২১৫:**

٢١٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا اِلَّا أَنِّيْ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْئٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرِحَهُمْ بِهَا- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ কিয়ামত কখন হবে? জবাব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি ধ্বংস হও, ওই কিয়ামতের জন্য তুমি কি তৈরি করেছো? সে বললো, আমি কিছুই তৈরি করিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসুল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (কিয়ামতে) তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো। রাবি হজরত আনাস (রা) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানদেরকে আমি কোনো কথায় এতটা খুশি হতে দেখিনি, যতটা খুশি হয়েছিল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীতে। (অর্থাৎ, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তোমার হাশর হবে।) (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**أنت مع من أحببت এর ব্যাখ্যা:** রসুল (ﷺ) এর অমীয় বাণী أنت مع من أحببت তুমি তার সাথেই (পরকালে থাকবে) যাকে তুমি ভালোবাস। সুতরাং আলোচ্যহাদিসাংশের মাধ্যমে প্রতিয়মান হয় যে, দুনিয়াতে মানুষ যার সাথে থাকবে তথা যাকে অনুসরণ অনুকরণ করবে কেয়ামতের দিন তার সাথেই তার হাশর নশর হবে। কেউ ভালো মানুষকে ভালোবাসলে তার সাথেই তার হাশর হবে। এবং অসৎ লোককে ভালোবাসলে তার সাথেই তার হাশর হবে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলার বাণী-

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم

কোনো কোনো হাদিস বিশারদ বলেন, হাদিসের এই বাণী দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, عمل صالح এর ঘাটতি থাকলেও নিষ্ঠার সাথে নেককার লোকদেরকে ভালোবাসলে তাদের সাথে একত্রিত হওয়া যাবে।

**احكام** : রসুল (ﷺ) এর অত্র হাদিস দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, নবিগণ, সালেহিন ও তাকওয়াবান লোকদের ভালোবাসতে হবে। এবং তাদের অনুসরণ অনুকরণ করলেই পরকালে তাদের দলভূক্ত হওয়া সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্যকারী তথা ইসলামের শত্রুদের ভালোবাসলে তাদের সাথেই

হাশর হবে। মহান আল্লাহ্ কুরআনের বহু আয়াতে এরই ঘোষণা দিয়েছেন-

١- قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

٢- اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين-

এ সকল আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে যার অনুকরণ অনুসরণ করবে তার হাশর নশর ঐ আনুগত্যের সাথে হবে।

فرحوا بشيئ بعد الإسلام এর মমার্থ:

হজরত আনাস (ﷺ) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানদেরকে আমি কোন কথায় এতটা খুশি হতে দেখিনি যতটা খুশি হয়েছিল রসুল (ﷺ) এর বাণীতে। ( অর্থাৎ, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তোমার হাশর হবে) হজরত রসুল (ﷺ) যখন বললেন- أنت مع من أجبت তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তুমি থাকবে। তখন উপস্থিত এ কথা শোনার পর এতবেশী আনন্দিত হলো। ইসলাম গ্রহণের পর আর কোন বিষয়ে এত আনন্দিত হতে দেখিনি। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ ও তার রসুল (ﷺ) কে মনে প্রানে ভালোবাসতেন। এমনকি নিজের জান-মাল, স্ত্রী-পরিজন থেকে তাকে অধিক ভালোবাসতেন। লোকটির প্রশ্নের জবাব সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম যখন জানতে পারলেন হাদিসের আলোকে তাদের হাশর আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে হবে। তখন তারা আনন্দ ও খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أعددت : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব إفعال মাসদার الإعداد মাদ্দাহ ع-د-د জিন্‌স مضاعف ثلاثى , অর্থ- তুমি প্রস্তুত করেছো।

رأيت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব فتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر-ء-ي , অর্থ- আমি দেখেছি।

فرحوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার الفرح মাদ্দাহ ف-ر-ح জিন্‌স صحيح অর্থ- তারা খুশি হয়েছে।

তারকিব: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

أنت مبتدأ , مع مضاف , من موصول , أحببت فعل , ضمير انت فاعل ,فعل তার فاعل সহ صلة হয়েছে। موصول ও صلة মিলে مضاف اليه হয়েছে। مضاف ও مضاف اليه মিলে خبر হয়েছে। পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

**হাদিস-২১৬:**

٢١٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ - (رَوَاهُ مَالِكٌ) وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ-

**অনুবাদ:** হজরত মু'আয ইবনে জাবাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আমাকে খুশি করার জন্য এক স্থানে মিলিত হয়ে আমার গুনগান করে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আমার ভালোবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে ব্যয় করে, তাদের ভালোবাসা আমার জন্য ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র) এ হাদিসের বর্ণনাকারী। তিরমিজি শরিফের এক বর্ণনায় আছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যারা আমার মহত্ত্ব ও সম্মানের খাতিরে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করে তাদের জন্য পরকালে সু-উচ্চ মিনার হবে, যা দেখে নবি ও শহিদগণ ঈর্ষা করবেন।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

المتجالسين في এর মর্মার্থ:

অত্র হাদিসটুকু হাদিসে কুদসির অর্ন্তভুক্ত এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পর এক স্থানে মিলিত হয়ে বসে এবং তথায় আমি আল্লাহ তাআলার গুনগান করে এবং দ্বীনের সাথে কথা বার্তা বলে এবং কার্যকরি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন এবং তাদের জন্য জান্নাত অনিবার্য। কারণ তারা সকল কাজে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার আশা করে এবং সকল কাজে আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল হয়।

يغبطهم النبيون والشهداء এর মর্মার্থ :

এই হাদিসাংশের মমার্থ হচ্ছে, যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করবে, পরকালে আল্লাহ তাআ'লা তাদের জন্য জান্নাতে নূরের মিনার তৈরী করে দেবেন। এতদ্বর্শনে নবিগণও শহিদগন তাদের প্রতি লোভাতুর হবেন। এই হাদিস থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন উত্থ্যাপিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচাইতে উচ্চ মর্যাদাশীল নবিগণ তারপর শহিদগণ এদের এই বিশেষ মর্যাদা সত্ত্বেও তারা এদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হবেন কেনো? এর জবাব হাদিস বিশারদগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেন।

১. এখানে রূপক অর্থে يغبطهم শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তখন অর্থ- হবে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম ও শহিদগণ তাদের প্রশংসায় মগ্ন থাকবেন।

২০২৪

২. মর্যাদাশীলদের মধ্যেও এমন আকর্ষনীয় বিষয় থাকবে যা শীর্ষ স্থানীয়গণ তাদের মধ্যে দেখতে পাবেন না। তাই তারা তা দেখে লোভাতুর হবেন।

৩. প্রকৃতপক্ষে নবি রসুলগণ ও শহিদগন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি লোভাতুর নন। তাই বলা যায় এখানে রূপক অর্থে- يغبطهم الانبياء

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

وجبت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب মাসদার الوجوب মাদ্দাহ و- ج – ب জিন্‌স مثال واوي , অর্থ- অপরিহার্য হলো, ওয়াজিব হলো।

مُتَجَالِسِيْنَ: ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفاعل মাসদার التجالس মাদ্দাহ ج– ل– ى জিন্‌স صحيح অর্থ- পরস্পর উপবেশনকারীগণ।

المتزاورين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفاعل মাসদার التزاور মাদ্দাহ ز– و– ر জিন্‌স أجوف واوي অর্থ- পরস্পর, সাক্ষাৎকারীগণ।

المتباذلين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفاعل মাসদার التباذل মাদ্দাহ ب– ذ– ل জিন্‌স صحيح অর্থ- পরস্পর সম্পদ ব্যয়কারীগণ।

منابر : বহুবচন, একবচনে منبر অর্থ- মিম্বারসমূহ।

يغبط : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الغبطة মাদ্দাহ غ– ب– ط জিন্‌স صحيح অর্থ- সে ঈর্ষা করে।

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.):** হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) এর উপাধি ছিলো আবু আবদুল্লাহ আনসারি। তিনি মদিনার বিখ্যাত বংশ খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। যে ৭০ জন সাহাবি আকাবায়ে ছানীতে রসুলুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিঁনি তাদের অন্যতম। তিনি বদর সহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে রসুলুল্লাহ কাজী অথবা শিক্ষকরূপে ইয়ামনে প্রেরণ করেন। তার থেকে হজরত উমার (রা.), হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিঁনি ১৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৩৮ বছর বয়সে শামে ইনতেকাল করেন।

**হাদিস-২১৭:**

٢١٧- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِىْ ذَرٍّ يَا أَبَاذَرٍّ أَيُّ عُرَى الْإِيْمَانِ أَوْثَقُ قَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُوَالَاةُ فِى اللهِ وَالْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

**অনুবাদ:** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আবু যর গিফারি (রাঃ) কে বললেন, হে আবু যর! ইমানের কোন্ শাখাটি বেশি মজবুত? তিনি বললেন। আল্লাহ ও তাঁর রসুলই অধিক অবগত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করা। [ইমাম বায়হাকি শোয়াবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন]

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**أي عرى الإيمان أوثق এর ব্যাখ্যা:**

রসুল (ﷺ) এর বাণী أى عرى الإيمان أوثق ইমানের কোন্ শাখাটি অধিক মজবুত। হাদিসাংশে عرى শব্দটি عروة থেকে ما يتعلق به من طرف الدلو والكرز وغيرها বালতি ও জগের প্রান্তে অবস্থিত আংটা। তবে আলোচ্য হাদিসে عرى শব্দটি معنى حقيقي হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং معنى مجاري হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসেবে হাদিসাংশের অর্থ হচ্ছে- مايتمسك به فى أمر الدين ويتعلق به شعب الإيمان – এমন বিষয় যা দ্বারা দ্বীনকে মজবুতভাবে ধারণ করা যায় এবং যেটি ইমানের শাখার সাথে সম্পৃক্ত। أوثق শব্দের অর্থ সঠিক মজবুত। এখন হাদিসাংশের অর্থ হলো, ইমানের কোন্ শাখাটি অধিক মজবুত।

ইমানের অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রাঃ) কে রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন ইমানের অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে অন্যতম মজবুত শাখা হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা এবং কারো সাথে বন্ধুত্ব করা। যেমন জেনে হকপন্থী আলেম ও বুর্যগকে ভালোবাসা। তার থেকে কিছু জানার জন্য তার সহচর্য গ্রহণ করা। এবং পাপী ব্যক্তি পাপ থেকে নিবৃত্ত হয় না বরং প্রকাশ্যে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় ঘৃণা করা। আর এটাই ইমানের সর্বাধিক মজবুত শাখা।

**الحب في الله والبغض فى الله এর মর্মার্থ:**

রসুল (ﷺ) এর বাণী - الحب فى الله والبغض في الله আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য কাউকে ঘৃণা করা। ইমানের একটি সুদৃঢ় শাখা। এই হাদিসের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) তার উম্মতদেরকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে, মু'মিন কোন্ ব্যক্তিকে ভালোবাসবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আবার কাউকে ঘৃণা করতে হলে বা শত্রুতা পোষণ করতে হলেও তা হতে হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য। প্রার্থী কোন্ সুযোগ বা স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে কাউকে ভালোবাসা বা কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসার অর্থ হলো কোন আল্লাহ ওয়ালাকে বা দ্বীনদার ব্যক্তিকে তাদের দ্বীনদারীর কারণে ভালোবাসা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণার অর্থ হলো আল্লাহ ও তার রসুলের দ্বীনকে অমান্যকারীকে ঘৃণা করা। এটাই ইমানের প্রকৃতি দাবি। তাইতো রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন-

**من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان**

যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলার জন্যই কাউকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাউকে দান করে এবং আল্লাহ তাআলার জন্যই কাউকে দান থেকে বঞ্চিত করে সে ব্যক্তি ইমানকে পরিপূর্ণ করলো।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**أوثق** : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব ضرب মাসদার الوثوق মাদ্দাহ و- ث- ق জিন্স أجوف واوي অর্থ- অধিক মজবুত।

**أعلم** : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব سمع মাসদার العلم অর্থ- অধিক অবগত।

**الموالات** : ইহা বাব مفاعلة এর মাসদার অর্থ- ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্ব।

**হাদিস-২১৮:**

٢١٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ)

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। সুতরাং বন্ধু নির্বাচনের সময় তোমাদের প্রত্যেকের এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত যে, সে কাকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করছে। (আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও বায়হাকি)। [ইমাম তিরমিজি (রহ.) বলেন, এ হাদিসটি গরিব। ইমাম নববি (র) বলেন, এ হাদিসের বর্ণনাসূত্র সহিহ]

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

دين : একবচন, বহুবচনে أديان অর্থ- নীতি, আদর্শ, ধর্ম।

خليل : একবচন, বহুবচনে أخلاء অর্থ- বন্ধু।

لينظر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব نصر মাসদার النظر মাদ্দাহ ن- ظ-ر জিনস صحيح অর্থ- তার লক্ষ্য করা উচিত।

يخالل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব مفاعلة মাসদার المخاللة মাদ্দাহ خ- ل- ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে।

## অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. ইসলামের কোন শাখাটি বেশী মজবুত ?

ক. الحب فى الله والبغض فى الله    খ. الصلاة والسلام على رسول الله

গ. آداء الصلوات على ميقاتها    ঘ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

২. المرء على دين خليله এর মর্মার্থ কী ?

ক . মন্দলোকের সংশ্রব ত্যাগ করা।    খ. ব্যক্তি তার বন্ধুর স্বভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়।

গ. অসৎ লোকদের সায়েস্তা করা।    ঘ. মন্দলোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাকে ভালো বানান।

৩. فلينظر শব্দটির বাহাছ কী?

ক. أمر غائب معروف    খ. أمر غائب مجهول

গ. إثبات فعل مضارع مجهول    ঘ. إثبات فعل مضارع معروف

২০২৪

৪. يُخَالِلُ শব্দটির বাব কী?

ক. باب إفعال খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة ঘ. باب تفاعل

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রায়হান ও ফয়সাল ঢাকায় একটি মেসে থাকে। তারা দু'জনই নামাজি। এর মধ্যে রায়হান একটি কোম্পানীতে চাকরি করে। ফয়সাল চাকরি খুঁজতে থাকতে। রায়হান ফয়সালকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। ফয়সালের কষ্ট দেখে রায়হান তার কোম্পানীর মালিককে বলে তার জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়।

৫. রায়হান ও ফয়সালকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। কারণ-

i. তারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে
ii. তারা একসাথে মিলে মিশে থাকে
iii. তারা নিয়মিত নামাজ পড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

৬. রায়হান ও ফয়সাল নিচের কোন শ্রেণিভুক্ত?

ক. المتحابون في الله খ. المتجالسون في الله

গ. المتزاورون في الله ঘ. المتباذلون في الله

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

রিফাত একজন স্থানীয় যুবক। সবাই তাকে ভদ্র হিসেবেই জানে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। নিয়মিত পড়াশোনা করে। সকলের সাথে মিলে-মিশে চলে। কিন্তু হঠাৎ বদলে যেতে থাকে তার স্বভাব। তার মা লক্ষ্য করেন, এখন কাজ-কর্মে রিফাতের কোনো রুটিন নেই। খরচের হাত অনেক বেড়ে গেছে। বাসা থেকে বিভিন্ন দামি জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। রিফাতের মা একদিন আবিষ্কার করেন যে সে কিছু খারাপ মাদকাসক্ত ছেলের সাথে। এ অবস্থায় মা রিফাতকে বুঝান এবং অনেক কান্নাকাটি করেন। তখন রিফাত ওয়াদা করে সে ঐ ছেলেদের সাথে আর মিশবে না।

(ক) أنت مع من أحببت এর অর্থ লিখ।

(খ) المرء على دين خليله এর মর্মার্থ বর্ণনা করো।

(গ) রিফাতের বদলে যাবার কারণ কোন্ হাদিসে উল্লেখ আছে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দীপকে রিফাতের মায়ের সাথে ওয়াদা করার বিষয়টি হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন করো।

# ষষ্ঠদশ অধ্যায়

## بَابُ مَا يَنْهِى مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاِتِّبَاعِ الْعَوْرَاتِ

## কাউকে বর্জন, সম্পর্কচ্ছেদ এবং গোপনীয় বিষয়ের আলোচনা হতে বিরত থাকা সংক্রান্ত অধ্যায়

প্রকৃতপক্ষে যিনি ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও তদানুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করেন তার পক্ষে অপর কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হতে পারে না। মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ কিংবা তাদের গোপন কোন বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে না। কারো সম্পর্কে অমূলক কুধারণা পোষণ করতে পারে না। এমনকি অপর মুসলিম ভাইয়ের সম্মান ক্ষুন্ন হয় এমন কিছু তার দ্বারা প্রকাশ পাওয়া ইমান বহির্ভূত কাজ।

**হাদিস-২১৯:**

٢١٩-عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ- (متفق عليه)

**অনুবাদ:** হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের বেশি সময় অপর কোন মুসলমান ভাইকে বর্জন বা ত্যাগ করে। অর্থাৎ, তারা কোথাও একে অপরের সম্মুখীন হলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অপরজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অন্তর তাদের দু'জনের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে প্রথমে সালাম দেয়। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال এর ব্যাখ্যা :

আলোচ্য হাদিসাংশের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিন দিন পর্যন্ত এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা জায়েজ। কিন্তু তিন দিনের অধিক তা করা জায়েজ নেই। এখানে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। কারণ হলো একজন মুমিন স্বভাবজাত কারণে অপর মুমিনের সাথে দু একদিন কথা বন্ধ রাখতে পারে। বেশি হলে তিনদিন, তিন দিনের বেশি প্রকৃত মুমিন তার অপর ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখতে পারে না। অন্যথায় এটা ইমানের পরিপন্থী হবে। তা'ছাড়া তিনদিনের অধিক সময় সম্পর্কচ্ছেদ থাকলে বিবেক তাদের দংশন করবে। তাই রসুল (সা.) এরশাদ করেন- لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال

তবে কোনো নামধারী মুসলমান যে সব সময় ইসলাম, আলিম-উলামা তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বা ইসলামের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত এমন ব্যক্তির সাথে তিনদিনের অধিক সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখা যাবে। কারণ তার সাথে কথা বললেই ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

### خيرهما الذى يبدأ بالسلام এর ব্যাখ্যা :

ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত দু' জনের মধ্যে সেই উত্তম যে প্রথমে সালাম দেয়। রসুল (ﷺ) তাদের সম্পর্কে এই বাণী উচ্চারণ করেছেন। এখানে প্রথম সালাম প্রদানকারীকে উত্তম বলার কারণ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১। প্রথম সালাম প্রদানকারী পূর্বের ভুল বুঝাবুঝি ও সম্পর্ক চিহ্ন ভুলে গিয়ে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

২। মনের কালিমা ও রেষারেষি দূর করতে সেই প্রথমে এগিয়ে এসেছেন।

৩। সালামের মাধ্যমে তার বিনয়ী স্বভাব প্রকাশ পেলো।

৪। এ ব্যক্তি যে অহংকারী নয় তা স্পষ্ট হলো।

তাই বলা যায় সৎপথ প্রদর্শক হিসেবে প্রথম সালাম প্রদানকারী ব্যক্তিই উত্তম ব্যক্তি।

### لا يحل للرجل أن يهجر أخاه এর মর্মার্থ :

আলোচ্য হাদিসে لا يحل للرجل أن يهجر أخاه এর মধ্যে أخ বলতে সাধারণভাবে সকল মুসলমান ভাই বুঝানো হয়েছে। এই ভ্রাতৃত্ব কয়েকভাবে হতে পারে।

১। রক্ত সম্পর্কীয় ভাই।

২। আত্মীয়তার সম্পর্কীয় ভাই।

৩। সঙ্গী-সাথী ভাই।

৪। ধর্মীয় বন্ধনের ভাই।

এক কথায় ধর্মীয় চেতনার উদ্বুদ্ধ সকল মুসলমান পরস্পর ভাই হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে অপর মুসলমান ভাইয়ের ভুল বুঝা-ঝুঝি তা সর্বোচ্চ তিন দিন থাকতে পারে। তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্কচ্ছেদ করা ইসলামি নীতি আদর্শের খেলাফ হবে। তিন দিনের মধ্যেই উহা মীমাংসা করা প্রত্যেকের ইমানি দায়িত্ব।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

لا يحل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الحل মাদ্দাহ ح– ل– ل জিন্‌স مضاعف ثلاثى অর্থ- হালাল হবে না, জায়েজ হবে না।

يهجر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার الهجرة মাদ্দাহ ه– ج – ر জিন্‌স صحيح অর্থ- সে ত্যাগ করবে।

يلتقيان : ছিগাহ تثنية مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الالتقاء মাদ্দাহ ل– ق – ي জিন্‌স ناقص অর্থ- তারা দু'জন পরস্পর সাক্ষাৎ করবে।

يعرض : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإعراض মাদ্দাহ ع– ر – ض জিন্‌স صحيح অর্থ- সে বিমুখ হবে।

يبدأ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব فتح মাসদার البداء মাদ্দাহ ب– د – ء জিন্‌স مهموز لام অর্থ- সে আরম্ভ করবে।

**হাদিস-২২০:**

٢٢٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَفِيْ رِوَايَةٍ وَلَا تَنَافَسُوْا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কুধারণা হলো জঘন্যতম মিথ্যা কথা। কারো দোষ-ত্রুটি জানার চেষ্টা কর না, গোয়েন্দাগিরি কর না, আর একজনের উপর দিয়ে মাল দর করো না ও দালালী করো না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না, পরোক্ষ নিন্দাবাদে একে অপরের পিছনে গেলনা; বরং তোমরা সকলেই আল্লাহ বান্দাহ, ভাই ভাই হয়ে থাকবে। অপর এক রেওয়াতে আছে, পরস্পরে পার্থিব বিষয়ে প্রতিযোগিতা করো না। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث এর ব্যাখ্যা:

তোমরা কু-ধারণা থেকে বিরত থাকো। কেননা কু-ধারণা জঘন্যতম মিথ্যাচার।' হজরত রসুল (ﷺ) ছিলেন ইসলামি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক মহানায়ক। ইসলামি সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এমন কাজ-কর্মকে তিঁনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারই বাস্তব সম্মত দিক-নির্দেশনা আলোচ্য হাদিস।

কু-ধারণা ও সন্দেহ অনেকাংশেই অবাস্তব ও অবান্তর হয়ে থাকে। আর অবান্তর বিষয় মিথ্যা হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে প্রথমে মনে যে কু-ধারণা সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে তা মিথ্যায় পরিণত হয়। এ জন্যই রসুল (ﷺ) ঘোষণা দেন সন্দেহ ও কু-ধারণা সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে سورة حجرات এ

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন- يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم 'হে মুমিন তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কোনো কোনো কু-ধারণা পাপ। অতএব সবার উচিত কু-ধারণা পরিহার করে সর্বাবস্থায় সু-ধারণা পোষণ করা।

وكونوا عباد الله إخوانا এর মর্মার্থ :

اخوان শব্দটি বহুবচন। একবচনে أخ অর্থ- ভাই। এখানে إخوان বলতে দ্বীনি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। ,

মুসলমানরা যে পরস্পর ভাই ভাই কুরআনেও এর প্রমাণ এসেছে- انما المؤمنون اخوة নিশ্চয়ই ইমানদারগণ পরস্পর ভাই ভাই। এর দ্বারা বুঝা যায় নিজের সহোদর ভাইর যেমন ক্ষতি করে না, তেমনি এক মুমিন ভাই অপর মুমিন ভাইর ক্ষতি না করে, তার ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণ কামনা করবে। সারকথা আলোচ্য হাদিসে إخوانا বলতে মুমিনগণ পরস্পরের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ, সহনশীল হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

তারকিব: اِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

إن حرف مشبة بالفعل , إن اسم الظن , أكذب مضاف আর الحديث مضاف اليه ,مضاف ও

مضاف اليهমিলে إن خبر হয়েছে। পরিশেষে إن তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

**হাদিস-২২১:**

٢٢١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا- (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদ:** হজরত হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন প্রত্যেক সপ্তাহে দু'বার অর্থাৎ, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার কার্যাবলী ও আমলসমূহ আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাহকে ক্ষমা করা হয়; কিন্তু ঐ বান্দাহকে ক্ষমা করা হয় না, যার সাথে কোনো মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা আছে। তার সম্পর্কে বলে দেয়া হয় যে, তাদেরকে সময় দাও, যাতে তারা পরস্পর আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। (ইমাম মুসলিম (রহ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**اتركوا هذين حتى يفيئا এর মর্মার্থ:** এদের অবকাশ দাও যাতে তারা পরস্পর আপস মীমাংসা করে নিতে পারে অর্থাৎ, প্রত্যেক বান্দার আমল সমূহ সপ্তাহে দু'বার ফেরেস্তা কর্তৃক আল্লাহ তাআলার নিকট উপস্থাপন

করা হয়। এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় কিন্তু পারস্পরিক হিংসা পোষণকারী দু'ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ফেরেস্তাদের বলেন এ দু'ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কাছে কোন ক্ষমা প্রার্থনা করো না বরং তাদেরকে সময় দাও। এবং আমলের প্রতিদান দেয়া স্থগিত রাখ। তাদের পারস্পরিক হিংসা হতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের অবকাশ দাও।হাদিসাংশে اتركوا هذين حتى يفيئا দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে।

**إيمان এর আভিধানিক অর্থঃ** ايمان শব্দটি باب إفعال এর মাছদার মাদ্দাহ أ – م – ن জিনস مهموز অর্থ- বিশ্বাস স্থাপন করা, নিরাপত্তা প্রদান দৃঢ়তা অবলম্বন।

**পারিভাষিক অর্থ-** إيمان এর পারিভাষিক অর্থ- هو التصديق بما جاء به النبي (ص-) من عند الله والإقرار به- অর্থাৎ, 'আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবি করিম (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি প্রদান করা।'

জুমহুর মুহাদ্দিসগন ايمان এর সংজ্ঞায় বলেন هو التصديق بالجنان والإقرار بالسان والعمل بالأركان

'আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কর্মে পরিণত করাকে ইমান বলা হয়।'

إيمان এর সংজ্ঞার আলোকে যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাকে مؤمن বলে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يعرض : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব إفعال মাসদার الإعراض মাদ্দাহ ع- ر- ض জিন্স صحيح অর্থ- পেশ করা হয়।

يغفر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব ضرب মাসদার المغفرة মাদ্দাহ غ- ف- ر জিন্স صحيح অর্থ- ক্ষমা করা হয়।

اتركوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الترك মাদ্দাহ ت- ر- ك জিন্স صحيح অর্থ- তোমরা অবকাশ দাও।

يفيئا : ছিগাহ تثنية مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الفى অর্থ- তারা দু'জন ফিরে আসবে। মিটিয়ে ফেলবে।

২০১৪

**হাদিস-২২২:**

২২২- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ- (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মুসলমানের জন্য ইহা বৈধ নয় যে, সে রাগ করে তিনদিনের বেশি সময় অপর মুসলমান ভাইকে (অসন্তুষ্ট হয়ে) পরিত্যাগ করবে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি সময় অপর ভাইকে ত্যাগ করলো, আর এ সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হলে, তবে সে দোজখে প্রবেশ করবে। (ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

مسلم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإسلام মাদ্দাহ س- ل- م জিনস صحيح অর্থ- মুসলমান।

هجر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব نصر মাসদার الهجرة মাদ্দাহ ه- ج- ر জিনস صحيح অর্থ- সে ত্যাগ করলো।

مات : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব نصر মাসদার الموت মাদ্দাহ م- و- ت জিনস أجوف واوي অর্থ- সে মৃত্যুবরণ করলো।

**হাদিস-২২৩:**

২২৩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تُؤْذُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهٖ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপরে উঠে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, হে সম্প্রদায়! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তরে ইমানের প্রভাব পৌঁছেনি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না এবং তাদেরকে লজ্জা দিও না এবং তাদের দোষ অন্বেষণ কর না। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের দোষ অন্বেষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ

অন্বেষণ করেন। আল্লাহপাক যার দোষ খুঁজবেন, সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে, যদিও সে নিজের ঘরের গোপন কক্ষে থাকে। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**لم يقض الإيمان إلى قلبه এর ব্যাখ্যা:** রসুল (ﷺ) এর বাণী- 'তাদের অন্তরে ইমান পৌছেনি। আলোচ্য হাদিসাংশের তাৎপর্য অত্যন্ত সুদুর প্রসারী। যারা ইমান বা ইসলাম বলতে মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই শুধু বুঝেন। বাস্তব জীবনে ইমানের প্রতিফলনের প্রয়োজন মনে করেন না। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ইমানের পারিভাষিক সংজ্ঞার সাথে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। তারা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারেনি। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তার যথাযথ বিধান পালনে ব্যর্থ হয়েছে। কেননা তাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হয়েছে।

**ولو في جوف رحله এর মর্মার্থ:**

ولو فى جوف رحله অর্থ- যদিও সে তার নিজ গৃহে অবস্থান করে , কারো দোষত্রুটি খুজে বের করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি খুজে প্রকাশ করে থাকে, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির দোষত্রুটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। যদিও ঐ ব্যক্তি নিজ গৃহে অবস্থান করে। আর আল্লাহ যার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন অবশ্যই ঐ ব্যক্তি পার্থিব জীবনে ও পরকালে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- ان الذين يحبو ان تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب اليهم فى الدنيا و الاخره والله يعلم و انتم لا تعلمون অর্থাৎ, যারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**صعد** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع মাসদার الصعود মাদ্দাহ ص- ع- د জিন্‌স صحيح অর্থ- তিনি আরোহন করলেন।

**نادى** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব مفاعلة মাসদার المنادى মাদ্দাহ ن- د- ى জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- সে আহবান করলো।

**لم يفض** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব إفعال মাসদার الإفضاء মাদ্দাহ ف- ض- ي জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- সে পৌছেনি।

لا تؤذوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإيذاء মাদ্দাহ
ا- ذ- ي জিন্‌স مركب অর্থ- কষ্ট দিও না।

لا تتبعوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاتباع মাদ্দাহ
ت- ب- ع জিন্‌স صحيح অর্থ- তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না।

يفضح : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব فتح মাসদার الفضح
মাদ্দাহ ف- ض- ح জিন্‌স صحيح অর্থ- তিনি অপমানিত করবেন।

## অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. কতদিনের বেশি কাউকে বর্জন করা বৈধ নয় ?

ক. তিনদিন খ. পাঁচদিন

গ. সাতদিন ঘ. দশদিন

২. اكذب الحديث কী ?

ক. الظن খ. الغيبة

গ. البهتان ঘ. الخداع

৩. لا تجسسوا শব্দটির বাহাছ কী?

ক. نهي حاضر معروف খ. نفي فعل مضارع معروف

গ. نفي فعل مضارع مجهول ঘ. نهي حاضر مجهول

২০২৪

৪. কাদের আমল আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করা হয়না ?

ক.পরস্পর শত্রুতা পোষণকারী খ. পরস্পর হিংসাকারী

গ. পরস্পর প্রতিযোগিতাকারী ঘ. পরস্পর নিন্দকারী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাদিয়া ও মাহমুদা দুই বান্ধবী। তারা এ বছর দাখিল পরীক্ষার্থী। বই দেয়া-নেয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে আজ দশদিন হলো তাদের পরস্পর মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

৫. নাদিয়া ও মাহমুদার জন্য কোন্ কাজটি বৈধ হয়নি?

ক. বই দেয়া-নেয়া খ. পরস্পরকে সালাম না দেয়া

গ. পরস্পর তিন দিনের বেশি কথা না বলা ঘ. নিজেদের দ্বন্দ্বের বিষয়টি শিক্ষককে না জানানো।

৬. তাদের মধ্যে উত্তম হবে সে যে-

i. আগে সালাম দ্বারা কথা শুরু করবে
ii. বিষয়টি শিক্ষকের কাছে উত্থাপন করবে
iii. যুক্তির মাধ্যমে নিজের অবস্থান যথাযথভাবে তুলে ধরবে

নিচের কোন্টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

আফজাল ও আলতাফ একই এলাকায় বসবাস করে। একটি বিষয়ে দ্বন্দ্বের কারণে তারা কেউ কাউকে দেখতে পারে না। একে অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। এলাকার আলেম মাওলানা সাইফুল কবির বিষয়টি জানতে পেরে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ে বলেন, মুসলমান কখনো অপর মুসলমানের শত্রু হতে পারে না।

(ক) شحناء শব্দের অর্থ কী?

(খ) كونوا عباد الله أخوانا এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো।

(গ) আফজাল ও আলতাফ কোন হাদিসের বিধান লঙ্ঘন করেছে? হাদিসটি উল্লেখ পূর্বক এর ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) 'মুসলমান কখনো অপর মুসলমানের শত্রু হতে পারে না'- হাদিসের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

## সপ্তদশ অধ্যায়

# بَابُ الْحَذَرِ وَالتَّأَنِّيْ فِي الْأُمُوْرِ

# সকল কাজে সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অধ্যায়

সকল কাজে সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অবলম্বন জীবনের অন্যতম হাতিয়ার। মানব জাতির প্রধান ও প্রথম শত্রু শয়তান। এই শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মানুষ কতইনা সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর শয়তানের প্ররোচনার অন্যতম একটি লক্ষণ হলো কোন কাজে সতর্কতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন না করা। তাই সকল মুমিন যেন সকল কাজে উক্ত গুণাবলি অর্জন করতে পারে এবং ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারে আলোচ্য অধ্যায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

**হাদিস-২২৪:**

٢٢٤- عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ - (متفق عليه)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, মুমিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**لا يلدغ المؤمن من جحر واحد এর ব্যাখ্যা:**

রসুল (ﷺ) এর অমীয় বাণী-'মু'মিন ব্যক্তি একই গর্তে দুই বার দংশিত হয় না।' আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেছেন-

১। সচেতন ও বিবেকবান মু'মিনগণকে ধোকায় ফেললে একবারই ফেলতে পারে। দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি সতর্ক হয়ে যান। অনুরূপভাবে কোনো গুনাহের কাজ তার দ্বারা হলেও দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি সতর্ক হয়ে যান। অনুরূপভাবে কোন গুনাহের কাজ তার দ্বারা হলেও দ্বিতীয়বার তিনি গুনাহে পতিত হন না।

২। অনুরূপভাবে শত্রু পক্ষ মু'মিনকে একবার ঘায়েল করলেও দ্বিতীয়বার সতর্ক থাকার কারণে সে আর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না।

৩। কারো কারো মতে-কোনো সচেতন মু'মিন ব্যক্তি দুনিয়ায় গুনাহ করে থাকলে দুনিয়াতেই আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাওবা করে মাফ নিয়ে নেন। ফলে পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হবে না এবং দ্বিতীয়বার আর গুনাহে নিপতিত হন না।

**হাদিসের شان ورود :**

কুরাইশ কাফেরদের মাঝে আব্দুল ওযযা নামক এক কুখ্যাত কবি ছিল। সে সবসময় রসুল (ﷺ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে কবিতা রচনা করত। কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করত। সে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গান গেয়ে কাফের সৈন্যদেরকে উৎসাহ যোগায়। বদর যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। কবি আব্দুল ওযযা রসুল (ﷺ) নিকট ফিরে এলে এবারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে প্রতিশ্রুতি দেয় যে ভবিষ্যতে আর এমন করবে না। রসুল (ﷺ) তার প্রতিশ্রুতির কারণে তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কিছুদিন পর উহুদ যুদ্ধে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করে কাফের সৈন্যদের ক্ষেপিয়ে তোলে। আল্লাহ তাআলার অশেষ কুদরতে এ যুদ্ধেও সে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। এবারও সে রসুল (ﷺ) এর নিকট ক্ষমার আকুতি জানায়। তখন রসুল (ﷺ) এই হাদিসটি ব্যক্ত করেন- لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين অর্থাৎ 'মুমিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।' অবশেষে হজরত রসুল (ﷺ) এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لا يلدغ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي فعل مضارع مجهول বাব فتح মাসদার اللدوغ মাদ্দাহ ل-د-غ জিন্‌স صحيح অর্থ- দংশিত হয় না।

جحر : একবচন, বহুবচনে أجحار অর্থ- গর্ত।

مرتين : দ্বিবচন, একবচনে مرة বহুবচনে مرات অর্থ- দু'বার।

**তারকিব:** لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مَنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

لا يلدغ ফেলে মাজহুল المؤمن নায়েবে ফায়েল, من হলো حرف جار আর جحر মাওসুফ এবং واحد হলো তার সিফাত ও মাওসুফ মিলে مجرور এবার حرف جار و مجرور মিলে متعلق আর مرتين হলো মাফউল। পরিশেষে فعل مجهول + نائب فاعل + متعلق + مفعول মিলে جملة فعلية

**হাদিস-২২৫:**

٢٢٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ - (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب) وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس الرأوى من قبل حفظه.

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত সাহল বিন সা'দ সা'য়িদি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ধীরস্থিরভাবে কাজ করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। (তিরমিজি) ইমাম তিরমিজি (রহ.) বলেন, এ হাদিসটি গরীব, কোনো কোনো হাদিসবিদ এর অন্যতম বর্ণনাকারী আব্দুল মুহাইমিন ইবনে আব্বাস এর স্মরণশক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**الأَنَاة من الله এর ব্যাখ্যা :**

الأَنَاة অর্থ- ধীরস্থিরতা। কর্মে ধীরস্থিরতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) মুসলমানদেরকে কাজের মাঝে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং কাজের ফলাফল চিন্তা করে কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা, কাজের ফলাফল বিবেচনা করে কাজ করার যোগ্যতা ও কাজে পরিণামদর্শী হওয়া আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামতসমূহের একটি। তবে একথাও জানা প্রয়োজন যে, ভালো ও কল্যাণমূলক কাজে দ্রুত করা صفات محمودة বা প্রশংসনীয় গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত।

**والعجلة من الشيطان এর মর্মার্থ :**

রসুল (ﷺ) এর মুখনিঃসৃত বাণী-'তাড়াতাড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে'। কেননা, পার্থিব কাজে তড়িঘড়ি করা এবং শেষ ফল চিন্তা না করে কাজ শুরু করা মূলত শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে। এ সকল কাজে অনেক সময় আল্লাহ তাআলার রহমত না আসায় কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। সামান্য তাড়াহুড়ার কারণে কাজটি পিছিয়ে যায়। এ ধরনের তাড়াহুড়া কখনো কখনো বড় ধরণের বিপদ ও ডেকে আনে। যেমন আরবি প্রবাদ বাক্য التعجل سبب التأني 'তাড়াহুড়া বিলম্বের কারণ'। তাই প্রতিটি মুমিন পার্থিব কাজে তাড়াহুড়া না করে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা উচিত। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পরকালীন কল্যাণকর কাজে তাড়াহুড়া দোষের নয়। যেমন- কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে- وسارعو إلى مغفرة من ربكم وجنة

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**العجلة** : ইহা বাবে ضرب এর মাসদার, মাদ্দাহ ع-ج-ل জিন্‌স صحيح অর্থ- তড়িঘড়ি করা।

**تكلم** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব تفعل মাসদার মাদ্দাহ ك-ل-م জিন্‌স صحيح অর্থ- সে কথা বলেছেন।

## রাবি পরিচিতি :

**হজরত সাহল ইবনে সা'দ সায়িদি (رضي الله عنه):**

হজরত সাহল ইবনে সা'দ (رضي الله عنه) এর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। জাহেলি যুগে তার নাম ছিল হুযন। পরে রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) তার নাম রাখেন সাহল। ৮৮ হিজরিতে তিনি মদিনায় ইনতিকাল করেন। হাদিস বিশারদ ইমাম জুহরি ও আবু হাযিম তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

## হাদিস-২২৬:

٢٢٦-عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتَّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- উত্তম চাল-চলন, ধীরস্থির পদক্ষেপ এবং সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربع وعشرين جزء من النبوة

'উত্তম চাল-চলন, ধীরস্থির পদক্ষেপ এবং সকল কাজে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।' আলোচ্য হাদিসের তাৎপর্য সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেন-হাদিসে বর্ণিত গুণাবলি নবি-রসুলদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, মুমিনদের উচিত নবিদের এ সকল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি জীবনে অনুসরণ করা। অর্থাৎ, সকল কাজে যে দিকটি উত্তম ও প্রশংসনীয় সে কাজটিকে প্রাধান্য দেয়া। কেননা, এটা নবি-রসুলদের চরিত্র।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

السمت : ইহা বাব نصر এর মাসদার মাদ্দাহ, س- م- ت জিন্‌স صحيح, অর্থ- উত্তম পন্থা অবলম্বন করা।

الاقتصاد : ইহা বাব افتعال এর মাসদার মাদ্দাহ, ق- ص- د জিন্‌স صحيح অর্থ- মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

جزاء : একবচন, বহুবচন أجزاء অর্থ- অংশ।

## হাদিস-২২৭:

٢٢٧-عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ

২০৩৪

الْمَعِيْشَةِ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ . (رواه البيهقي الأحاديث الأربعة في شعب الإيمان)

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবন যাপনের অর্ধেক, মানুষের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞান বুদ্ধির অর্ধেক এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক। (ইমাম বায়হাকি শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখা-বিশ্লেষণ:**

**الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة এর ব্যাখ্যা :** রসুল (সাঃ) এর অমীয় বাণী- 'ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবন যাপনের অর্ধেক।' রসুল (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী তাই ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষে আলোচ্য হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যক্তি জীবনে অপব্যয় ও কৃপণতা দু'টোই খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। অপব্যয়ের কারণে অনেক সময় স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব হয় না। তাকে অনেক দুঃখ কষ্টে পড়তে হয় এবং জীবনে এক পর্যায়ে চরম দুর্বিসহ কষ্ট নেমে আসে। অনুরূপভাবে কৃপণতাও মানুষের জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। কৃপন ব্যক্তি সামাজিকভাবে ঘৃণিত হয়। সুতরাং মানুষের উচিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে সামর্থ অনুযায়ী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। যার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুন্দর জীবন গড়তে পারে। তাইতো আরবিতে বলা হয়- خير الأمور أوسطها

**حسن السؤال نصف العلم এর ব্যাখ্যা:**

রসুল (সাঃ) এর বাণী-জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক। আলোচ্য হাদিসাংশটুকু বিশ্বের জ্ঞান পিপাসু কৌতুহলী (শিক্ষার্থী) মানুষের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অমিয় বাণী। কেননা, প্রশ্নের মাধ্যমে গভীর জ্ঞানের মূল ধারাটি প্রস্ফুটিত হয়। এখানে মানুষের জ্ঞানের পরিধি তথা কোন বিষয়ে ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কুরআনে হাকীমেও আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেন- فاسئلو أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون তোমরা যা জানো না সে সম্পর্কে বিজ্ঞ লোকদেরকে জিজ্ঞেস কর।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রশ্ন করতে হবে গঠনমূলক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে সুন্দর করে প্রশ্ন করার যোগ্যতা অর্জন করলো সে ব্যক্তি জ্ঞানের অর্ধেক অর্জন করল আর বিষয়টির উপর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বাকি অর্ধেক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

النفقة : একবচন, বহুবচনে النفقات অর্থ- খরচ।

المعيشة : ইহা বাব ضرب এর মাসদার, মাদ্দাহ ع- ى- ش জিন্‌স أجوف يائي অর্থ- জীবন যাপন করা।

التودد : ইহা বাব تفعل এর মাসদার, অর্থ- ভালোবাসা স্থাপন করা।

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. لا يلدغ শব্দটি কোন বাহাছের ?

ক. نفي فعل مضارع مجهول খ. نفي فعل مضارع معروف

গ. نهي غائب مجهول ঘ. نهي غائب معروف

২. العجلة من الشيطان এর মর্মার্থ কী ?

ক . তাড়াহুড়া করা শয়তানি কাজ। খ. শয়তান নিজে তাড়াহুড়া করে।

গ. তাড়াহুড়া কারীর সাথে শয়তান থাকে। ঘ. কাজে তাড়াহুড়া শয়তানে অসওয়াসার কারণে হয়।

৩. মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের কত ভাগের এক ভাগ ?

ক. ২৪ ভাগের এক ভাগ খ. ৪০ ভাগের এক ভাগ

গ. ৪৬ ভাগের এক ভাগ ঘ. ৭০ ভাগের এক ভাগ

৪. المعيشة শব্দটি কোন বাব এর মাসদার?

ক. نصر – ينصر খ. ضرب – يضرب

গ. سمع – يسمع ঘ. فتح – يفتح

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাকিব দ্রুত বাসা থেকে বের হয়ে অফিসে পৌঁছে দেখল বাসায় চাবি রেখে এসেছে। মেজাজটা খারাপ করে মোবাইলে স্ত্রীকে এজন্য অনেক বকাঝকা করল। অগত্যা সিএনজি করে পুনরায় বাসা থেকে চাবি নিয়ে অফিসে ফিরে দেখল সবাই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

৫. হাদিস অনুযায়ী অফিসের সকলের ভোগান্তির পেছনে মৌলিক ভূমিকা কার ?

ক. সাকিবের খ. সাকিবের স্ত্রীর

গ. শয়তানের ঘ. অফিসের কর্মচারীদের

৬. সাকিবের উচিৎ ছিল–

i . তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা

ii. ধীরস্থিরভাবে বাসা থেকে বের হওয়া।

iii. কর্মচারীদের একটু দেরী করে অফিসে আসতে বলা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i  খ. ii

গ. iii  ঘ. i ও iii

৭. রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ এর মর্মার্থ হলো-

i. বুদ্ধিমান ব্যক্তি মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হতে পারে।

ii. মানুষের ভালোবাসাপেতে বুদ্ধিমত্তার অর্ধেক ব্যয় করতে হয়।

iii. কেউ বুদ্ধিমান কি নির্বোধ তা নির্ভর করে তার মানুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির উপর।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii  (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii  (ঘ) i, ii ও iii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মহসিন মিয়া তার বাড়ীর পাশে রাস্তার ধারে দাড়িয়ে ছিলেন। সম্মুখ দিয়ে শাঁ করে একটি মটর সাইকেল নিমিষে পার হয়ে গেল। পিছন থেকে দেখা গেল সাইকেলে তিনজন আরোহী আছে। অদূরেই বিশ্বরোড। দ্রুত গতির কারণে বিশ্বরোডে উঠতে গিয়ে দ্রুতগামী একটি বাসের ধাক্কায় সাইকেলটি সিট্কে পড়ে গভীর খাদে । যাত্রীদের একজন রাস্তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে বিপরীত দিকের একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মুহুর্তেই একজন নিহত ও বাকী দু'জন আহত হয়। মহসিন মিয়া ভাবলেন, ধীরতা অবলম্বন করলেই এত বড় করুণ পরিণতি বরণ করতে হতো না।

(ক) الأناة من الله এর অর্থ কী?

(খ) حسن السؤال نصف العلم হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা করো।

(গ) মটর সাইকেল আরোহীদের দূর্ঘটনার কারণ হাদিসাংশের আলোকে বর্ণনা করো।

(ঘ) দূর্ঘটনা থেকে বাঁচার ব্যাপারে মহসিন মিয়ার ভাবনা হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন করো।

## অষ্টদশ অধ্যায়

## بَابُ الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ

## দয়া, লজ্জাশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের বর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায়

যে ব্যক্তি কোমলতা, লজ্জাশীলতা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। আলোচ্য باب الرفق والحياء وحسن الخلق অধ্যায়ের হাদিসের মাধ্যমে মুমিনগণ উপরোক্ত গুণাবলি অর্জনে সক্ষম হবে। এছাড়াও যে সকল কারণে এ গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয় সে সম্পর্কে জেনে তা থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে।

**হাদিস-২২৮:**

২২৮- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَالَا يُعْطِىْ عَلٰى مَا سِوَاهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِىْ شَيْئٍ إِلَّا زَانَهٗ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْئٍ إِلَّا شَانَهٗ.

**অনুবাদঃ** হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নম্র, তিনি নম্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি নম্রতা ও কোমলতার ওপর যা দান করেন, কঠোরতার জন্য তা দান করেন না। আর কোমলতা ছাড়া অন্য কিছুতেই তা দান করেন না। (ইমাম মুসলিম (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।) মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আয়েশা (رضي الله عنها)কে বললেন, নম্রতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও । কঠোরতা ও নির্লজ্জা থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা, যে জিনিসের মধ্যে নম্রতা আছে, সে নম্রতাই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে নম্রতাকে প্রত্যাহার করা হয়, সে জিনিস ত্রুটিপূর্ণ হয়।]

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

الحياء এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ- الحياء শব্দটি حيواة থেকে নির্গত, এর আভিধানিক অর্থ- লজ্জাশীলতা, লাজুকতা। লজ্জাশীল ব্যক্তিকে حي বলে। الحياء এর পারিভাষিক অর্থ- - هو تغير وانكسار يعترى الإنسان من خوف يلام به কোনো কাজের পরিণামে তিরস্কার বা অপমানের ভয়ে তা থেকে বিরত থাকার নাম الحياء বা লজ্জাশীলতা।

জুন্নুন মিসরি (রহ.) বলেন- الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك

অর্থাৎ - তোমার পক্ষ হতে তোমার রবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার কারণে হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হওয়াকে الحياء বা লজ্জাশীলতা বলে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يحب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح- ب- ب জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- সে ভালোবাসে।

لا يعطي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإعطاء মাদ্দাহ ع- ط- ي জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- তিনি প্রদান করবেন না।

زان : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব ضرب মাসদার الزينة অর্থ- সেসৌন্দর্য করল।

لا ينزع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي فعل مضارع مجهول বাব إفعال মাসদার الإنزاع অর্থ- প্রত্যাহার করা হবে না।

**হাদিস-২২৯:**

٢٢٩- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ- (متفق عليه)

**অনুবাদ:** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা জনৈক আনসারির নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। সে আনসারি সাহাবি তখন তাঁর ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অর্থাৎ, লজ্জা কম করার জন্য বলছিল। তখন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ইমানের অংশ। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**الحياء من الإيمان হাদিসাংশের তাৎপর্য :**

الحياء من الإيمان অর্থাৎ লজ্জাশীলতা ইমানের অংশ। রসুল (ﷺ)এই হাদিসাংশের মাধ্যমে মানুষদিগকে

লজ্জাশীলতা তথা নৈতিকতকার মাধ্যমে বহু ঘৃণিত ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লামা নববি বলেন, আনসারি সাহাবি তাঁর ভাইয়ের কর্মের জন্য নিন্দাবাদ করে তাকে সতর্ক করছিলেন। রসুল (ﷺ) তখন উক্ত কাজ থেকে বারণ করেন। বাস্তবিকই ইমানের সাথে লজ্জার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। الحياء তথা লজ্জা মুমিনকে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে রক্ষা করে এবং সৎকাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এটাই ইমানের দাবি। তাই দেখা যায় লজ্জা ইমানের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। লজ্জাহীন মানুষ যে কোন অন্যায় কাজ নির্দ্বিধায় করতে পারে। এমনকি সে পশুত্বের ঘৃণ্য চরিত্রে-ও নেমে যেতে পারে। যেমন- রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন- اذا فاتك الحياء فافعل ماشئت যখন লজ্জা হারিয়ে ফেলো তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। সৎ কাজে অগ্রসর হওয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার পিছনে الحياء এর ভূমিকা অনন্য। এ জন্যই লজ্জাশীলতা ইমানের অঙ্গ বলা হয়েছে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الانصار : বহুবচন, একবচনে الناصر বাব نصر-ينصر মাদ্দাহ ن- ص- ر জিনস صحيح অর্থ- সাহায্যকারীগণ।

يعظ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الوعظ মাদ্দাহ و- ع- ظ জিনস مثال واوي অর্থ- সে উপদেশ দিচ্ছে।

دع : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব فتح মাসদার الودع মাদ্দাহ د- ع- و জিনস ناقص واوي অর্থ- তুমি ছেড়ে দাও।

**হাদিস-২৩০:**

٢٣٠-عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ- (رواه مسلم)

**অনুবাদ:** হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) হতে বর্ণিত, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিঁনি বললেন, পুণ্য হলো উত্তম স্বভাব এবং পাপ হলো, যা তোমার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং ঐ কাজ মানুষের মাঝে প্রকাশ হওয়াকে তুমি খারাপ মনে করো। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**والإثم ماحاك في صدرك বলার কারণ :** রসুল (ﷺ) এর বাণী والإثم ماحاك في صدرك অর্থাৎ, 'গুনাহ হচ্ছে-উহা যা, তোমার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।' মহান আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির বহু-পূর্বেই আকল (বিবেক) সৃষ্টি করেছেন। আকল বা বিবেকের মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আলোচ্য হাদিসাংশে তারই বাস্তব দিক-নির্দেশনা আলোচিত হয়েছে। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) পাপ-পূণ্যের পার্থক্য ও মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলেন- 'যা তোমার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।' অন্তরে ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং নিজেকে অপরাধী মনে হয় সেটাই পাপ ও গুনাহের কাজ। এ জন্যই রসুল (ﷺ) বলেন- والإثم ماحاك في صدرك

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

سألت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব فتح মাসদার السؤال মাদ্দাহ س- ء - ل জিনস مهموز عين , অর্থ- আমি জিজ্ঞেস করেছি।

حاك : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب মাসদার الحيك অর্থ- সে অস্থির হলো।

كرهت : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার الكره মাদ্দাহ ك- ر- ه জিনস صحيح অর্থ- তুমি পছন্দ করছ।

يطلع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الاطلاع মাদ্দাহ ط- ل- ع জিনস صحيح অর্থ- সে অবগত হবে।

**তারকিব:** وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ صَدْرِكَ

الإثم مبتدأ, ما موصول , حاك فعل , ضمير هو فاعل , في حرف جار , صدرك , مضاف এবং مضاف إليه মিলে مجرور, جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। فعل তার فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে موصول ও صلة মিলে خبر হয়েছে। পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

২০২৪

**হাদিস-২৩১:**

٢٣١- وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيْظُ الْفَظُّ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهٖ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَصَاحِبِ جَامِعِ الْأُصُوْلِ فِيْهِ عَنْ حَارِثَةِ وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الْجَعْظَرِيُّ يُقَالُ الْجَعْظَرِيُّ اللَّفْظُ الْغَلِيْظُ وَفِيْ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ وَهَبٍ وَلَفْظُهُ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الَّذِيْ جَمَعَ وَمَنَعَ وَالْجَعْظَرِيُّ الْغَلِيْظُ اللَّفْظُ)

**অনুবাদঃ** হজরত হারিছা ইবনে ওহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন দুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব ও কঠোরভাষী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। হাদিস বর্ণনকারী বলেন, الجواظ অর্থ- দুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব। এ হাদিসটি আবু দাউদ (র) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে বর্ণনা করেন। আর বায়হাকি শু'আবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং জামিউল উসুল প্রণেতা নিজ কিতাবে হজরত হারিছাহ্ হতে বর্ণনা করেন। অনুরূপ শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে হজরত হারিছা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শরহে সুন্নাহ-এর ভাষ্যটি নিম্নরূপ لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري يقال الجعظري الفظ الغليظ আর মাসাবিহ গ্রন্থে এ হাদিসটি ইকরামা ইবনে ওহাব এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, الجواظ বলা হয় ঐ লোককে যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, কিন্তু দান করে না, এবং الجعظري শব্দের অর্থ কঠোর ও রুক্ষভাষী। (যাওয়াজ শব্দের অর্থ- অহংকারী, পেটুক, আরাম প্রিয়, সম্পদ জমাকারী কৃপণ, দুশ্চরিত্র, অশ্লীল ভাষায় চিৎকারকারী। যায়জারি (جعظري) অর্থ- কঠোর ও রুক্ষভাষী।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري এর ব্যাখ্যা:**

হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এরশাদ করেন- 'কোন রুক্ষ স্বভাবের ও দুশ্চরিত্র লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" الجواظ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেন-'মন্দ স্বভাব الجواظ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে কিন্তু দান করে না।' অনুরূপভাবে অহংকারী, পেটুক, আরাম প্রিয় ও সম্পদ জমাকারী কৃপন ব্যক্তিকে الجواظ বলে।

الجعظري এর অর্থ- সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেন- 'الغليظ اللفظ কঠোর ও রুক্ষভাষী ব্যক্তি।' যে সব ব্যক্তির মাঝে এই দু'টি স্বভাব বিদ্যমান সেসব ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকেন। এ সব স্বভাবের ব্যক্তি মুনাফিক পর্যায়ের হলে তবে জান্নাতে প্রবেশ করতে

পারবে না। যদি কোনো মুমিন ব্যক্তির এই স্বভাব বিদ্যমান থাকে তবে তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত মুমিনদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং নিম্ন স্তরের জান্নাতে প্রবেশ করবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الجواظ : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة অর্থ- অতি রুক্ষভাষী।

جمع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ فعل ماضي معروف বাব فتح মাসদার الجمع মাদ্দাহ ج- م- ع জিনস صحيح অর্থ- সে একত্রিত করল।

منع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ فعل ماضي معروف বাব فتح মাসদার المنع মাদ্দাহ م- ن- ع জিনস صحيح অর্থ- সে বিরত রাখল।

**রাবি পরিচিতি :**

**হজরত হারিছা ইবনে ওহাব (রাঃ) :** হজরত হারিছা ইবনে ওহাব ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এর বৈপিতৃক ভাই। তিনি কুফায় বসবাস করতেন। তার থেকে আবু ইসহাক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

**হাদিস-২৩২:**

٢٣٢- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন যে মুসলমান মানুষের সাথে মিলেমিশে বাস করে এবং তাদের জ্বালা-যন্ত্রণায় ধৈর্য ধারণ করে, সে ঐ মুসলমানের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সাথে মিলেমিশে বাস করে না এবং তাদের জ্বালা যন্ত্রণাও সহ্য করে না। (ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

يخالط : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব مفاعلة মাসদার مخالطة মাদ্দাহ خ- ل- ط জিনস صحيح অর্থ- সে মেলামেশা করবে।

يصبر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الصبر
মাদ্দাহ ض- ب- ر জিনস صحيح অর্থ- ধৈর্য্যধারণ করবে।

أفضل : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব ضرب মাসদার الفضل মাদ্দাহ ف- ض- ل ,
জিনস صحيح অর্থ- অতি উত্তম।

## অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

১. الحياء অর্থ কী ?

ক. লজ্জাশীলতা খ. সংকুচিত হওয়া
গ. অলস হওয়া ঘ. বিমর্ষ হওয়া

২. عليك শব্দটি কোন শ্রেণিভুক্ত?

ক. اسم الإشارة খ. اسم الموصول
গ. اسم الفعل ঘ. اسم الأصوات

৩. يعظ শব্দটির মূল অক্ষর কী ?

ক. ي- ع- ظ খ. و- ع- ظ
গ. ع- و- ظ ঘ. ع- ي- ظ

৪. الجعظرى শব্দটির অর্থ কী ?

ক. রুক্ষভাষী খ. নিন্দুক
গ. মিথ্যুক ঘ. গালিদাতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আব্দুর রহমান আলিম শ্রেণির ছাত্র। হঠাৎ তার জীবন বদলে গেলো। মসজিদে আসলেও কারো সাথে মিশে না। হাটে-বাজারে কোথাও তাকে দেখা যায় না। বাসায় বসে সারাক্ষণ শুধু তসবি জপে। তার মা এসবের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, পাপ-পঙ্কিলময় সমাজ থেকে আমি দূরে থাকতে চাই। আমি আল্লাহ তাআলার অলি হতে চাই।

৫. আব্দুর রহমান নিচের কোন্ শ্রেণির মানুষ?

ক. বৈরাগী　　　　খ. প্রকৃত আল্লাহওয়ালা

গ. মধ্যমপন্থী　　　　ঘ. আল্লাহ ওয়ালা ও বৈরাগী

৬. হাদিস অনুযায়ী আল্লাহর অলি হতে হলে আব্দুর রহমানকে কী করতে হবে?

ক. আরো বেশি বেশি তসবি পড়তে হবে

খ. লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে যেতে হবে

গ. আরো বেশি বেশি মসজিদে আসতে হবে

ঘ. সমাজের মধ্যে থেকে সঠিক পন্থায় ইবাদত করতে হবে

৭. রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী البر حسن الخلق সচ্চরিত্রই প্রকৃত নেকির কাজ কেননা-

i. চরিত্রবান ব্যক্তি নেক কাজে অগ্রগামী হয়।

ii. চরিত্রবান ব্যক্তির নেকির কাজ বিনষ্ট হয়না।

iii. সচ্চরিত্রের তুলনায় অন্য নেকির কাজ অতি তুচ্ছ ও নগণ্য।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　　　(ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

তানজিল ও ইমরান দুই বন্ধু। তারা নিম্নরূপ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী:

| তানজিল | ইমরান |
|---|---|
| ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে<br>২. অনেক দান-সাদাকা করে<br>৩. বেশিরভাগ সময় মসজিদে গিয়ে কাটায়<br>৪. রুক্ষ ও কর্কশ মেজাজের অধিকারী | ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে<br>২. অনেক দান-সাদাকা করে<br>৩. বেশিরভাগ সময় মসজিদে গিয়ে কাটায়<br>৪. কোমল ও মিষ্টি স্বভাবের অধিকারী |

(ক) حسن الخلق অর্থ কী?

(খ) فإن الحياء من الإيمان হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) তানজিল ও ইমরানের মধ্যে কে বেশি দীনদার? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) খাঁটি দীনদারী অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মধ্যে কে বেশি অগ্রসর? হাদিসের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

১০১৪

# উনবিংশ অধ্যায়

## بَابُ الْغَضَبِ وَلْكِبَرِ

## ক্রোধ ও অহংকারের বিবরণ অধ্যায়

একজন মুমিন প্রকৃত মুমিনরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে কিছু গুণাবলি নিজের মধ্যে অর্জন ( خصلة حميدة ) বা প্রশংসনীয় স্বভাব বলা হয়। পক্ষান্তরে, কিছু স্বভাব বর্জন করতে হয়। তাকে (خصلة ذميمة) বা নিন্দনীয় স্বভাব বলা হয়। মন্দ স্বভাবগুলোর অন্যতম হল ক্রোধ ও অহংকার। আলোচ্য অধ্যায়ে এ দুটি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

**হাদিস-২৩৩:**

٢٣٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِيْ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি নবি করিম (রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আরয করলেন, হে প্রিয় নবি করিম! রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে কিছু উপদেশ দিন তিনি বলেন, তুমি রাগ করবে না। লোকটি কয়েক বার একই কথা বললেন, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও প্রত্যেকবারই বললেন, তুমি রাগ করবে না। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**غضب এর অপকারিতাঃ غضب** বা ক্রোধের বহুবিদ ক্ষতিকর দিক রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হল।

১। ক্রোধ মানুষের মানবীয় মূল্যবোধ ধ্বংশ করে দেয়।

২। ক্রোধ মানুষের ইমান নষ্ট করে দেয়। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে أن الغضب ليفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل অর্থাৎ, ক্রোধ ইমানকে এমনিভাবে নষ্ট করে দেয় যেমনিভাবে পিপুল গাছের রস মধু নষ্ট করে দেয়।

৩। ক্রোধের সময় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফলে ভালো, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় বিবেচনা করার সুযোগ পায়না। ফলে তার দ্বারা যে কোন ধ্বংসাত্বক ও অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে পারে।

৪। ক্রোধের কারণে মানুষ তার কর্মের সুপরিণতি লাভ করতে পারে না।

৫। ক্রোধের কারণে অনেক সময় আদর্শবান মানুষও আদর্শচ্যুত হয়ে বিপদগামী হয়ে অনেক গর্হিত কাজ করে বসে।

৬। ক্রোধের কারণে মানুষ সীমা অতিক্রম করে এমনকি কখনো শরিয়ত পরিপন্থি কাজেও লিপ্ত হয়ে যায়।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أوصني : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإيصاء মাদ্দাহ و- ض- ي জিনস مركب, অর্থ- আমাকে অসিয়ত করুন।

لا تغضب: ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব سمع মাসদার الغضب মাদ্দাহ غ- ض- ب জিনস صحيح অর্থ- তুমি রাগ কর না।

ردّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব نصر মাসদার الردّ মাদ্দাহ ر- د- د জিনস مضاعف অর্থ- সে ফিরিয়ে দেয়।

مرار : বহুবচন, একবচনে مرة অর্থ- বার বার।

**হাদিস-২৩৪:**

٢٣٤- عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ ইমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**كبر এর পরিচয়:**

كبر শব্দটি باب سمع يسمع থেকে مصدر তবে উহা اسم হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অর্থ العظمة والتكبر অহংকার ও গর্ব। علامة ابن السيد এর মতে, ضد الصغر ছোট এর বিপরীত।

**পরিভাষায় كبر হলো-**

(১) كبر এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হাদিসেই বিদ্যমান তা হলো بطر الحق و غمط الناس সত্য প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।

(২) আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী বলেন, كبر তথা অহংকার হলো- কোন ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ও মহৎ মনে করা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা সত্য গ্রহণ না করে ইবাদতে অনীহা প্রকাশ করা।

অহংকার আল্লাহ তাআলার চাদর ও তাঁর গুণ। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ করেন-الكبرياء ردائي সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক অহংকার করা হারাম।

ইরশাদ হচ্ছে- فبئس مثوى المتكبرين কত নিকৃষ্ট জাহান্নামিদের আবাসস্থল।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**مثقال حبة** : এক দানা পরিমাণ।

**خردل** : সরিষা।

**হাদিস-২৩৫:**

٢٣٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظْمَةُ إِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ - وَفِيْ رِوَايَةٍ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং মহত্ত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এ দুটির কোন একটি নিয়ে আমার সঙ্গে বিবাদ করলে আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করব। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**الكبرياء ردائي والعظمة إزاري এর ব্যাখ্যা:**

আলোচ্য হাদিসাংশটুকু হাদিসে কুদসির অন্তর্ভুক্ত যা রসুল (ﷺ) এর জবান মোবারক দিয়ে আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন। الكبرياء ردائي والعظمة إزاري অহংকার আমার চাঁদর শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি স্বরূপ। এর একটি

কেউ নিজের জন্য চাইলে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এখানে كبرياء ও عظمة শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে عظمة অপেক্ষা كبريا একটু উঁচু পর্যায়ের। সত্ত্বাগত শ্রেষ্ঠত্বকে كبرياء এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্বকে عظمة বলে। আল্লাহ তাআলা كبرياء ও عظمة এ দুটি গুণ তার জন্য খাস করেছেন। এটা অন্য কারো জন্য শোভনীয় নয়। মহান আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেন- انه لا يحب المستكبرين

সুতরাং, আল্লাহ তাআলার এই দু'টি গুণ কেউ যদি নিজের জন্য গ্রহণ করে তবে তার জন্য অবধারিত রয়েছে কঠিন শাস্তি।

قذفته فى النار এর মর্মার্থ:

মহান আল্লাহ তাআলা অতি যত্ন ও স্নেহ করে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত তথা আদেশ-নিষেধ পালন করে পরকালীন মহাশান্তির জান্নাতে সুখ ভোগ ও নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে। পার্থিব জীবনে তাদের আরাম আয়েশের জন্য অসংখ্য নেয়ামত রাজি সৃষ্টি করেছেন। তবুও মানুষ তার সে নেয়ামত ভুলে গিয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পরিবর্তে গর্ব ও অহংকার-দাম্ভিকতা প্রকাশ করে পৃথিবীতে চলাফেরা করে। মানুষের জন্য এসকল কর্মকাণ্ড অশোভনীয়। কেননা, মানুষের দ্বারা এ সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তাই তিনি ঘোষণা দেন- قذفت في النار "আমি তাকে (গর্ব ও অহংকারকারীকে) অগ্নিতে নিক্ষেপ করব।"

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

رداء : একবচন, বহুবচনে أردية অর্থ- চাদর।

نازع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব مفاعلة মাসদার المنازعة মাদ্দাহ ن- ز- ع জিনস صحيح অর্থ- সে ঝগড়া করল।

তারকিব: مَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ

من متضمن معنى الشرط, نازعنى فعل فاعل , واحدا مفعول , منهما جار و مجرور , جارو مجرور

فعل , شرط হয়ে جملة فعلية মিলে متعلق ও مفعول দুই فاعل তার فعل , متعلق মিলে-

হয়ে جملة فعلية মিলে مفعول দুই ও فاعل তার النار مفعول ثاني , ادخلته فعل وفاعل و مفعول

جزاء পরিশেষে شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হল।

২০২৪

**হাদিস-২৩৬:**

٢٣٦- عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا يُطْفَي النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه ابو داود)

**অনুবাদঃ** হজরত আতিয়্যাহ ইবনে উরওয়াহ সাদি (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এবং শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন পানি দ্বারা নেভানো যায়। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রাগ হয়, তবে সে যেন উযু করে। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**فإذا غضب أحدكم فليتوضأ এর মর্মার্থঃ**

**غضب** তথা ক্রোধ মানুষের কু-রিপুগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা মানুষকে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। আর এই ক্রোধ নামক ধবংস থেকে মুক্তির এক অভিনব কৌশল রসুল (ﷺ) মানুষের সামনে তুলে ধরে বলেন-فإذا غضب أحدكم فليتوضأ অর্থাৎ 'তোমাদের কেউ যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন সে যেন উযু করে।' ক্রোধের সময় মানুষের শরীরে উত্তাপ বেড়ে যায়। শিরা-উপশিরা ফুলে উঠে, যা উত্তপ্ত আগুনেরই বহিঃপ্রকাশ। আগুন পানি দ্বারাই নির্বাপিত হয়। তাই রাগের সময় পানি দ্বারা অযু করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে পানির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার শরীরকে শীতল করে রাগ প্রশমিত করে দেন।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**يطفي** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব إفعال মাসদার الإطفاء মাদ্দাহ ط- ف- ي জিন্‌স ناقص يائي, অর্থ- সেটা নেভানো যায়।

**ليتوضأ** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব تفعل মাসদার - التوضؤ মাদ্দাহ و- ض- ء জিন্‌স مركب অর্থ- তার অযু করা উচিত।

**হাদিস-২৩৭:**

٢٣٧- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ - (رواه احمد والترمذى)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু যর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কারো দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসে সে যেন বসে পড়ে এতে তার রাগ না কমলে সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। (ইমাম আহমাদ ও তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

ليجلس : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব ضرب মাসদার الجلوس মাদ্দাহ ج- ل- س জিন্‌স صحيح অর্থ- তার বসা উচিত।

ليضطجع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব افتعال মাসদার الاضطجاع অর্থ-সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

**রাবি পরিচিতিঃ**

**হজরত আবু যার গেফারি (رضي الله عنه):** আবু যার গেফারির পূর্ণনাম আবু যার জুন্দুব ইবনে জানাদাহ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবি ও আসহাবে সুফফার অন্তর্গত ছিলেন। তিনি মক্কাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মদিনায় হিজরতের আগে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে বসবাস করতেন। খলিফা ওসমান (رضي الله عنه) এর সময় তিনি রাবাযাহ নামক স্থানে নির্বাসিত হন এবং তথায় ৩২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। তিনি নবুওয়াতের পূর্বেও ইবাদাত বন্দেগী করতেন। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

**হাদিস-২৩৮:**

٢٣٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلْثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلْثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ

(روى البيهقي في شعب الإيمان)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- তিনটি কাজ নাজাত বা পরিত্রাণকারী এবং তিনটি কাজ ধ্বংসকারী। পরিত্রাণকারী তিনটি কাজ হল- (১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা (২) মানুষের খুশীও নারাজ উভয় অবস্থায় হক ও সত্য কথা বলা (৩) ধনাঢ্য ও দারিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী কাজগুলো হল- (১) এমন প্রবৃত্তি, যার অনুসরণ করা হয় (২) এমন কৃপণতা, যার আনুগত্য করা হয় (৩) ব্যক্তির নিজের মতকে ভালো মনে

করা। আর এ স্বভাবটিই সবচেয়ে ক্ষতিকর। (ইমাম বায়হাকি (রহ) শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

منجيات : ছিগাহ جمع مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإنجاء মাদ্দাহ ن- ج- ي

জিন্‌স ناقص অর্থ- পরিত্রাণ দান কারী।

مهلكات : ছিগাহ جمع مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإهلاك মাদ্দাহ ه- ل- ك

জিন্‌স صحيح অর্থ- – ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ।

متبع : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব افتعال মাসদার الاتباع মাদ্দাহ ت- ب- ع

জিন্‌স صحيح অর্থ- – অনুসৃত।

## অনুশীলনী

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. لا تغضب শব্দটির বাহাছ কোনটি ?

ক. نهي حاضر معروف
খ. نهي حاضر مجهول
গ. نفي فعل مضارع معروف
ঘ. نفي فعل مضارع مجهول

২. যা শষ্য পরিমাণ থাকলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

ক . হিংসা
খ. অহংকার
গ. আত্ম-তুষ্টি
ঘ. কপটতা

৩. الكبرياء ردائي দ্বার কী বুঝানো হয়েছে ?

ক. অহংকার আমার গুণ
খ. অহংকার আমার ভূষণ
গ. অহংকার আমার স্বভাব
ঘ. অহংকার আমর জন্য খাস

৪. কোনটি সর্বাধিক ক্ষতিকর ?

ক. কৃপণতা
খ. আত্মম্ভরিতা
গ. কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব
ঘ. গালি-গালাজ করা

**নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

ইমাদ উদ্দীন বাজারে যাচ্ছে। রাস্তার অদূরে একটি বাড়ি হতে ঝগড়া-ঝাটির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তিনি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন খালেদ ও তাজ দুই ভাই ঝগড়া করছে। বড়ভাই খালেদ অত্যধিক ক্রোধান্বিত হয়ে আছে। তিনি তাকে রাগ সম্বরণ করতে বললেন। তাজকেও বারণ করলেন। তিনি উভয়কে অজু করে আসতে বললেন। তারপর ঝগড়া-ঝাটির খুটি নাটি সব কিছু শুনে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন।

৫. ইমাম উদ্দীন খালেদ ও তাজকে অজু করে আসতে বললেন কেন?

ক. অজু করলে সাওয়াব হবে
খ. নামাজের সময় হয়েছিল, তাই
গ. কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য
ঘ. অজু করলে রাগ প্রশমিত হয়

৬. নিচের কোন হাদিসে এমতাবস্থায় তাদের করণীয় প্রসঙ্গে নির্দেশনা আছে?

ক. إذا غضب أحدكم فليتوضأ
খ. إياك والعنف والفحش
গ. فإن الحياء من الإيمان
ঘ. الطهور شطر الإيمان

৭. জনৈক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওসিয়ত করতে বললে তিনি তাকে বার বার রাগান্বিত হতে বারণ করলেন। কেননা -

i. রাগান্বিত হলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা।
ii. মানুষকে রাগান্বিত হতে শয়তান সাহায্য করে, তাই রাগান্বিত অবস্থায় সে শয়তানের নির্দেশ মত চলে।
iii. রাগ একটি ঘৃণ্য ও গর্হিত মানবিক দোষ। ইহা মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও ii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আশিক ভবানীপুর দাখিল মাদ্রাসায় পড়ে। সে খুবই মেধাবি; কিন্তু অহংকারী। পড়াশুনার বিষয়ে কেউ সাহায্য চাইলে অপারগতা প্রকাশ করে। এজন্য তার সহপাঠীরা তাকে অপছন্দ করে।

(ক) خصلة ذميمة অর্থ কী?
(খ) الكبرياء ردائي والعظمة إزاري হাদিসটির ব্যাখ্যা কর।
(গ) আশিকের অহঙ্কারী স্বভাব হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি ব্যাখ্যা কর।

২০১৪

# বিংশ অধ্যায়

## باب الظلم

## অত্যাচারের বর্ণনা অধ্যায়

আল্লাহ পাক তার বান্দার অন্তরকে তাঁকে স্মরণ করা ও তাঁর সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা জন্য সৃষ্টি করেছেন। যে ব্যক্তি তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সে তার নিজের উপরই জুলুম করলো। ظلم যুলম বা অত্যচার একটি ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দ। উহা দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, স্রষ্টা ও সৃষ্টির অধিকারে হস্তক্ষেপকে বুঝায়। এই জুলুম বা অত্যাচারের প্রভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

**হাদিস-২৩৯:**

২৩৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (متفق عليه)

**অনুবাদঃ** হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যুলুম-অত্যাচার কিয়ামতের দিবসে অন্ধকারের কারণ হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**الظلم ظلمات-এর ব্যাখ্যাঃ** সৎকর্ম যেমন কিয়ামতের দিন আলোকরূপে মুমিনদের চতুর্দিকে দৌড়াদোড়ি করতে থাকবে, অনুরূপভাবে জুলুম জালিমদের চতুর্দিক বেষ্টন করে থাকবে। কেউ কেউ বলেন, ظلمات -এর অর্থ কঠোরতা, বিপদ। অথবা, জুলুম কিয়ামতে জালিমদের জন্য অন্ধকারের কারণ হবে।

**ظلم শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ**

ظلم শব্দটি يضرب– ضرب باب এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল, মাদ্দাহ ظ – ل – م জিনস صحيح অর্থ অত্যাচার।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানি (রহ.) বলেন- ظلم এর আভিধানিক অর্থ- وضع الشئ فى غير موضعه المختص به
'কোন বস্তু বা বিষয়কে তার যথাস্থানে না রেখে ভিন্ন জায়গায় রাখা বা বর্ণনা করা'।

القطب الربانى الشيخ عبد القدير জুলুম এর পরিচয়ে বলেন-

إن الله سبحانه وتعالى خلق قلب عبده لذكره وفكره فمن وضع فيه غيره فهو ظالم لنفسه

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের হৃদয়কে তাঁর স্মরণ এবং তাঁর সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার

উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তার হৃদয়কে আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও চিন্তা-গবেষণা থেকে বিরত রাখলো সে যেন তার নিজের উপরই জুলুম করল।

**হাদিস-২৪০:**

٢٤٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أو شَيْئٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - (رواه البخارى)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তির দ্বারা কোন মুসলমান ভাইয়ের মান ইজ্জত নষ্ট হয় , অথবা অন্য কোন রূপে নির্যাতিত হয়। তবে সে যেন ঐ দিন আগমনের পূর্বেই তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়; যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। সে দিন তার কাছে কোন দিনার বা দিরহাম থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে, তাহলে অত্যাচারের পরিমাণ মত আমল নেয়া হবে। আর যদি তার নেক আমল না থাকে তা হলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপকে এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه এর ব্যাখ্যা:**

রসুল (ﷺ) এর বাণী- 'যে ব্যক্তির দ্বারা কোন মুসলমান ভাইয়ের মান-ইজ্জত নষ্ট হয়, অথবা অন্য কোনরূপে নির্যাতিত হয়। সে ব্যক্তি যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই যার প্রতি যুলুম করা হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। যদি কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে না নেয়, তবে সে পার্থিব জীবনের শাস্তি এড়াতে পারলেও পারলৌকিক জীবনের শাস্তি হতে কোনভাবেই রেহাই পাবে না, বরং পারলৌকিক জীবনে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে। আলোচ্য হাদিস দ্বারা তা' বুঝানো হয়েছে।

**হাদিস-২৪১:**

٢٤١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطِيْ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ - (رواه مسلم)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা কি জান গরিব কে? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমাদের মধ্যে যার টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত নেই, সেই গরিব। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে বেশি গরিব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে নামাজ, রোজা ও জাকাত আদায় করে আসবে, আর সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে একজনকে গালি দিয়েছে, আর একজনের অপবাদ রটিয়েছে, কারো সম্পদ খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। এমন ব্যক্তিদেরকে তার নেকগুলো দিয়ে দেয়া হবে। আর প্রতিপক্ষকে নেক দিতে হবে যখন তার সকল নেক আমল শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু পাওনাদারের পাওনা হক তখনো থাকবে তখন পাওনাদারের পাপসমূহ এনে তার উপর ঢেলে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**المفلس এর পরিচয়ঃ**

مفلس শব্দের আভিধানিক অর্থঃ مفلس শব্দটি ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإفلاس থেকে অর্থ- দরিদ্র, নিঃস্ব। পরিভাষায় المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন- من فقد ماله فاعسر بعد يسر অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ হারায় তথা স্বচ্ছলতার পর অস্বচ্ছল ও নিঃস্ব হয়ে যায়।

রসুল (ﷺ) এর ভাষায়- مفلس ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, জাকাত আদায় করে আসবে। কিন্তু সে কিয়ামতে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছিল, অপবাদ রটিয়েছিল, কারো সম্পদ খেয়েছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে আঘাত করেছিল। এমন ব্যক্তিদেরকে তার নেকগুলো দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সে নেক শূন্য হয়ে যাবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ ব্যক্তিই مفلس আলোচ্য হাদিস দ্বারা বুঝা যায়-শুধু নেক দ্বারাই জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। বরং নেক আমলের পাশাপাশি যাবতীয় জুলুম ও গুনাহের কাজ থেকে বেচে থাকার মাধ্যমেই নাজাত লাভ সম্ভব।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تدرون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الدراية মাদ্দাহ د- ر- ي জিন্‌স ناقص يائ অর্থ- তোমরা অবগত হবে।

المفلس : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإفلاس মাদ্দাহ ف- ل- س জিন্‌স صحيح অর্থ- দরিদ্র।

قذف : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب মাসদার القذف
মাদ্দাহ ق- ذ- ف জিন্‌স صحيح অর্থ- সে অপবাদ দিয়েছে।

يقضى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব ضرب মাসদার القضاء
মাদ্দাহ ق- ض- ى জিন্‌স ناقص يائ অর্থ- ফয়সালা করা হবে।

فنيت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার الفناء
মাদ্দাহ ف- ن- ي জিন্‌স معتل لام, অর্থ- সে শেষ হয়ে গিয়েছে।

طرحت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى مجهول বাব فتح মাসদার الطرح
মাদ্দাহ ط- ر- ح জিন্‌স صحيح অর্থ- নিক্ষেপ করা।

তারকিব: أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ

أ استفهام, فعل আর أنتم ضمير فاعل, ما خبر مقدم, المفلس مبتدأ مؤخر, مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে تدرون فعل এর مفعول হয়েছে। পরিশেষে فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হল।

**হাদিস-২৪২:**

٢٤٢- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَلَّذِيْ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوْا قَوْلَ لُقْمَانَ لِاِبْنِهٖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّوْنَ اِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِاِبْنِهٖ - (متفق عليه)

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যখন এ আয়াত নাজিল হল- الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم অর্থাৎ, যারা ইমান এনেছে এবং নিজেদের ইমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি। আয়াতটি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবিদের কাছে কঠিন মনে হল। তাঁরা আরয করল, ইয়া

২০২৪

রসুলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের উপর জুলুম করেনি; তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জুলুম দ্বারা একথা বুঝানো হয়নি, বরং এখানে জুলুম শব্দের অর্থ- শিরক বা আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার স্থাপন করা অর্থে ব্যবহৃত। তোমরা লোকমান (عليه السلام) এর উপদেশ কি শোননি, যা তিনি তার পুত্রকে দান করেছেন? সেটা এই যে, হে বৎস! আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করো না, নিশ্চয়ই শিরক করা সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন তোমরা যা ধারণা করেছ প্রকৃত অবস্থা তা নয়, জুলুম দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে, যা লোকমান (عليه السلام) তার পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**إنما هو الشرك এর তাৎপর্য :**

রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন- 'যুলুম দ্বারা কুরআনের আয়াতে شرك কে বুঝানো হয়েছে।' যেমন কুরআনে আল্লাহ বলেন- إن الشرك لظلم عظيم "নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় যুলুম।" এখানে ظلم দ্বারা সাধারণ অত্যাচার ও জুলুম উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সাধারণ ছোট গুনাহের কারণে তোমাদের ইমান নষ্ট হবে কিংবা তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে না। তখন আয়াতের অর্থ- হবে- 'যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে অতঃপর আল্লাহ তাআলার স্বত্তা ও গুণাবলিতে কাউকে শরীক করে না সে শাস্তির কবলথেকে নিরাপদ ও সু-পথ প্রাপ্ত হবে।

**شرك এর অর্থ ও প্রকারভেদঃ**

شرك শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, সমকক্ষ মনে করা। পরিভাষায় শিরক বলা হয়- هو إثبات شيئ مساويا في ذات الله أو في صفاته 'কোন কিছুকে আল্লাহ তাআলার জাত বা ছিফাতের সমতুল্য সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে।

**شرك এর প্রকারভেদ :** শিরক প্রথমত দু'প্রকার-

১। শিরকে জলি ২। শিরকে খফি

১। শিরকে জলি (প্রকাশ্য) বা জঘন্য শিরক হলো আল্লাহ তাআলার জাতের সাথে ব্যক্তি বা কোন বস্তুকে সমকক্ষ মনে করা। যেমন- মূর্তি, চন্দ্র, সূর্যকে প্রভু মনে করা এবং এদের পূজা করা। এ জাতীয় কাজকে শিরকে আকবার ও বলা হয়।

২। শিরকে খফি (অপ্রকাশ্য) বা লঘু শিরক আল্লাহ তাআলার জাতের সাথে নয়, বরং এমন আকিদা পোষণ করা যা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাক্বদিরের উপর আঘাত আসে। যেমন- কারো এই ধারণা পোষণ করা যে, আমি এই ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ার কারণে পেটের পীড়া হয়েছে। যদি ঠাণ্ডা দুধ না খেতাম তবে এ রোগ হত না। এ জাতীয় আকিদার কারণে ইমান নষ্ট হবে না তবে এরূপ আকিদা বর্জনীয়।

২০২৪

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

لم يلبسوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব سمع মাসদার اللبس মাদ্দাহ ل- ب- س জিনস صحيح , অর্থ- তারা সংমিশ্রণ করেনি।

شق : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব نصر মাসদার الشق মাদ্দাহ ش- ق- ق জিনস مضاعف ثلاثي , অর্থ- সে কঠোর হল।

لم يظلم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছবাব ضرب মাসদার الظلم মাদ্দাহ ظ- ل- م জিনস صحيح অর্থ- সে অত্যাচার করেনি।

لا تشرك : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব افعال মাসদার الإشراك মাদ্দাহ ش- ر- ك জিনস صحيح , অর্থ- তুমি শিরক কর না।

تظنون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার الظن মাদ্দাহ ظ- ن- ن জিনস مضاعف , অর্থ- তোমরা ধারণা কর।

**হাদিস-২৪৩:**

٢٤٣- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ أٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ- (رواه ابن ماجة)

**অনুবাদ:** হজরত আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট হবে, যে নিজের পরকালকে অন্যের দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধ্বংস করেছে। (ইবনে মাজাহ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আবু উমামা (رضي الله عنه)** আবু উমামার পূর্ণনাম আবু উমামা সাদ ইবনে সাহল। তিনি মদিনার বিখ্যাত আওস গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) এর ওফাতের দুই বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

এজন্য তিনি সরাসরি রসুল (ﷺ) থেকে কোন হাদিস শুনেননি। ঐতিহাসিক আবদুল বার তাকে সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন, তিনি তাবেয়িদের মধ্যে মদিনায় একজন উচ্চ পর্যায়ের আলিম ছিলেন। তিনি ৯২ বছর বয়সে ১০০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১.কিয়ামতে অত্যাচারের প্রতিফল কীরূপ হবে ?

ক. অন্ধকারাচ্ছন্ন খ. এলোমেলো

গ. ভীতপ্রদ ঘ. অস্থিরতাপূর্ণ

২. প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র কে ?

ক . যার জ্ঞান নেই খ. যার ধন সম্পদ নেই

গ. যার স্বাস্থ্য ঠিক নেই ঘ. কিয়ামতে যার নেকি থাকবেনা

৩. সবচেয়ে বড় জুলুম কী?

ক. কারো সর্বস্ব হরণ করা খ. অহেতুক কাউকে প্রহার করা

গ. কারো মান-সম্মানের হানি করা ঘ. আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করা

৪. কিয়ামত দিবসে সর্বনিকৃষ্ট স্তরে কে অবস্থান করবে?

ক. গালি - গালাজ করে অপরের মনে কষ্ট দেয়।

খ. অন্যকে জড়ানোর জন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে।

গ. যে ব্যক্তি আখেরাতের চিন্তা না করে দুনিয়ায় যা ইচ্ছা তাই করে।

ঘ. যে ব্যক্তি অন্যের দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য তার আখেরাত বরবাদ করে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আতিয়ার, মতিয়ার ও নার্গিস তিনি ভাই-বোন। তাদের বাবার মৃত্যুর পর আতিয়ার ওয়ারিসি সম্পত্তি বোনকে না দিয়ে নিজে ভোগ-দখল করতে থাকে। মতিয়ার বোনের সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দেয়ার অনুরোধ করলে আতিয়ার রেগে যায়।

৫. বোনের সম্পত্তি বুঝিয়ে না দিয়ে আতিয়ার কোন ধরনের অপরাধ করেছে?

ক. শিরক খ. জুলুম

গ. বিদআত ঘ. কারাহাত

৬. অন্যের সম্পত্তি দখল করার কারণে আতিয়ারকে

i. দুনিয়ায় দ্বিগুণ সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে
ii. পরকালে সাওয়াব দ্বারা বদলা দিতে হবে
iii. পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

৭. تدرون শব্দটি মাদ্দাহ কী?

ক. ت + د + ر খ. د + ر + و

গ. د + ر + ي ঘ. ر + و + ن

৮. সাহাবি আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কোন গোত্রের সদস্য ছিলেন?

ক. আওস খ. খাজরাজ

গ. নজির ঘ. কুরায়জা

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

এলাকার মানুষ শাফায়াত সাহেবকে নামাজি, রোজাদার এবং ভালো মানুষ হিসেবে জানে। কিন্তু তিনি তার স্ত্রীর উপর অল্পতে রেগে যান, মারধর করেন। সামান্য অপরাধে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। এ সমস্ত কারণে তার স্ত্রী অসহায় বোধ করেন এবং একদিন স্থায়ীভাবে তাকে ছেড়ে চলে যান।

(ক) لم يلبسوا অর্থ কী?

(খ) إن الشرك لظلم عظيم বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

(গ) শাফায়াত সাহেবের কর্ম কেমন হয়েছে? হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

(ঘ) উদ্দীপকের শাফায়াত সাহেবের পরিণতি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## একবিংশ অধ্যায়

## بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

## সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ অধ্যায়

নেককাজ (معروف) নিজে করা ও অন্যকে করতে উৎসাহিত করা আর মন্দকাজ (منكر) হতে নিজে বিরত থাকা ও অন্যকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকা এটা দীন ইসলামের একটি অন্যতম কর্মসূচি। উপদেশ (نصيحة) ও আদেশ-নিষেধ (أمر– نهي) এক ও সমার্থবোধক নয়। নসিহতের ক্ষেত্রে উপদেশ দানকারী ব্যক্তি যার উদ্দেশ্যে নসিহত করে তার প্রতি কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ বা শক্তি প্রয়োগ করে না। পক্ষান্তরে, আদেশ-নিষেধের আজ্ঞাদানকারী ব্যক্তি তার শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী অধীনস্তদের প্রতি উহা মান্য করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এবং ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে শাস্তি বিধানও করে থাকে। সৎ কাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ পূর্ব সতর্কীকরণ মাত্র। ইহার হুকুম ফরজে কিফায়াহ। সমাজের কতকে ইহা আদায় করলে অন্যরা গোনাহগার হবে না আর কেউ আদায় না করলে সকলে ফরজ তরকের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন- وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থ- তোমাদের মধ্যে একদল লোকের এমন হওয়া উচিৎ, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। তারাই কামিয়াব। অত্র ফরজ বিধান ক্ষমতার তারতম্যের নিরীখে পর্যায়ক্রমে আরোপিত হয় । এ প্রসংগে কালামে পাকের ঘোষণা নিম্নরূপ-

الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ.

অর্থ- তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতার অধিকারী করি, তখন তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করবে। আর আল্লাহ তাআলার নিকট সর্ব বিষয়ের পরিণাম সমর্পিত।

সৎকাজের প্রতি আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা নবি ও রসুলগণের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। মহানবি হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে -

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থ- যারা অনুসরণ করে সেই উম্মি (নিরক্ষর) রসুলের যার কথা তারা তাদের নিকটে বিদ্যমান তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত পায়। যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, মন্দকাজ হতে নিষেধ করেন।

নবিদের যুগ অবসানে এ দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদির উপর অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন-

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থ- আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন মাহিলাগণ একে অপরের বন্ধু-বান্ধব স্বরূপ। তারা সৎকাজের প্রতি আদেশ দেয়, মন্দকাজ হতে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রসুলের অনুসরণ করে অচিরেই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। এটা উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব হওয়ার পাশাপাশি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীকও বটে। কুরআন মাজিদের অমোঘ ঘোষণা-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

অর্থ- তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদিগকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়েছে।তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে, মন্দকাজ হতে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনবে। যদি আহলে কিতাবগণ ইমান আনয়ন করত তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তদের মধ্যে কতক লোক ইমানদার আছে, আর বেশীর ভাগই তারা ফাসিক।

অতএব শক্তি, সামর্থ, দায়িত্ব, নেতৃত্ব, যোগ্যতা ও পারদর্শিতার নিরীখে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সৎকাজের প্রতি আদেশ দান ও মন্দকাজ হতে নিষেধ করার বিষয়ে সকলের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

**হাদিস-২৪৪:**

٢٤٤- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদঃ** হজরত আবু সাইদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রেওয়ায়েত করেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে উহা নিজ হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি সে সক্ষম না হয়, তবে তার যবান দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি সে সক্ষম না হয়, তবে অন্তঃকরণ দ্বারা প্রতিহত করার চিন্তা ও পরিকল্পনা করবে। আর এটাই ইমানের দুর্বলতম স্তর। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**মন্দকাজে বাধা দেয়ার হুকুম :**

অত্র হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন্দকাজে বাধা দেয়া ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থের নিরীখে ফরজে কিফায়াহ। অর্থাৎ, যা সমাজের কেউ আদায় করলে অন্যরা গোনাহ হতে বেচে যাবে। পক্ষান্তরে, কেউ আদায় না করলে সবাই সমহারে ফরজ্ তরকের অপরাধে গোনাহগার হবে। আর বাধা দেয়ার বাহ্যিক শক্তি-সামর্থের সাথে তার মনের ইমানি শক্তিও নিরূপিত হবে। অর্থাৎ, বাধা দানের ক্ষমতা ও শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে ইমানের চাহিদা অনুযায়ী সে মনে মনে তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা করতে থাকবে এবং ঘৃণা ভরে তা পরিহারে সচেষ্ট থাকবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

رأي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব فتح-يفتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر-أ-ي জিন্‌স مركب (معتل ومهموز) অর্থ- সে (পু) দেখল

منكر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإنكار মাদ্দাহ ن-ك-ر জিন্‌স صحيح অর্থ- গর্হিত কাজ

فليغيره : ضمير منصوب متصل ه ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ أمر غائب معروف বাব تفعيل মাসদার التغيير মাদ্দাহ غ-ي-ر জিন্‌স أجوف يائي অর্থ- সে (পু.) পরিবর্তন করুক।

لم يستطع: ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي جحد بلم معروف বাব استفعال মাসদার الاستطاعة মাদ্দাহ ط-و-ع জিন্‌স معتل أجوف واوي অর্থ- সে (পু.) সক্ষমতা রাখে না।

أضعف : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব كرم – يكرم মাসদার الضعف মাদ্দাহ ض-ع-ف জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) অপেক্ষাকৃত দূর্বল।

তারকিব: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

মিলে جار و مجرور , كم مجرور , من حرف جار , ضمير هو فاعل , رأى فعل , من حرف الشرط
ضمير , فعل فليغير । হল شرط মিলে متعلق ও مفعول , فاعل তার فعل ,منكرا مفعول , متعلق
جار و مجرور , ه ضمير مجرور , يد مضاف , ب حرف جار , ضمير هو فاعل , منصوب مفعول
মিলে جزاء ও شرط পরিশেষে । হল جزاء মিলে متعلق ও مفعول , فاعل তার فعل , متعلق মিলে
جملة شرطية হল।

**হাদিস-২৪৫:**

٢٤٦- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ "(رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ওহে মানব সকল- তোমরা এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করে থাক, "হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর, তবে যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।" নিশ্চয়ই আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি- নিশ্চয়ই মানবগণ যখন কোন মন্দকাজ দেখে অতপর তাকে প্রতিহত না করে, তবে অচিরেই আল্লাহ পাক তার শাস্তির মধ্যে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন। (ইবনু মাজাহ ও তিরমিজি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

হাদিসে উদ্ধৃত আয়াত ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم): অর্থ- "হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর তবে যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।" এর বাহ্যিক অর্থে অনুমিত হতে পারে যে, কেউ ইমান গ্রহণ করলে সে নিজেকে মুক্ত করে ফেলল। অন্যরা কে নেক কাজ করল বা বদ কাজ করল তাতে তার কিছু যায় আসে না। কেননা, সে তো আর অন্যায় কাজের সাথে জড়িত নয়। এমন ভুল ধারণার উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই অত্র হাদিসের অবতারণা। হাদিসে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, মন্দকাজে বাধা দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হতে সৎকর্মশীলরাও মন্দকাজে জড়িতদের সাথে একত্রে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও

গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইহা ছিল প্রাথমিক যুগের বিধান। পরবর্তী কালে উক্ত বিধান পরিবর্তন হয়ে মন্দকাজে বাধা দান অত্যাবশ্যক হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تقرؤون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব فتح-يفتح মাসদার القراءة মাদ্দাহ ق- ر- أ জিন্‌স مهموزلام অর্থ- তোমরা (পু.) পাঠ করছ।

لايضركم : كم ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ معروف نفي فعل مضارع বাব نصر মাসদার الضرر মাদ্দাহ ض- ر- ر জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- সে (পু.) ক্ষতি করবে না

اهتديتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব إفتعال মাসদার الإهتداء মাদ্দাহ ه- د- ي জিন্‌স معتل ناقص يائي অর্থ- তোমরা(পু.) হেদায়েত লাভ করলে

سمعت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব سمع – يسمع মাসদার السمع মাদ্দাহ س- م- ع জিন্‌স صحيح অর্থ- আমি শুনলাম

يوشك : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال ইহা , اسم فعل অর্থ সে (পু.) নিকটবর্তী হবে।

أن يعمهم : أن حرف ناصب. هم ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر-ينصر মাসদার العموم মাদ্দাহ ع-م- م জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- সে (পু) শামিল করবে

بعقابه : ب- حرف جار , ه - ضمير مجرور متصل ছিগাহ اسم جامد মাদ্দাহ ع- ق- ب জিন্‌স صحيح অর্থ- শাস্তি

سمعت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব سمع – يسمع মাসদার السمع মাদ্দাহ س- م- ع জিন্‌স صحيح অর্থ- আমি শুনলাম

## রাবি পরিচিতি:

### হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه)

হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু বকর, উপাধি আতিক ও সিদ্দিক, পুরুষদের মাঝে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। তিনি সারা জীবন রসুল (ﷺ) এর সাথে ছিলেন। তিনি রসুলের প্রধান পরামর্শ দাতা ও ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন। তিনি ১০ জন বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্যতম। হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) রসুলের নবুওয়্যাত প্রাপ্তির ৩৮ বছর পূর্বে আনুমানিক ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল যুদ্ধে রসুলের সাথে ছিলেন। তাবুকের যুদ্ধে তিনি তার সকল সম্পদ রসুলের খেদমতে পেশ করেন। তিনি সর্বমোট ১৪২টি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি ১৩ হিজরির ২১ জুমাদাল উখ্রা রোজ মঙ্গলবার ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাকে রসুলে করিম (ﷺ) এর পাশেই দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুক। (আমিন)

**হাদিস -২৪৬:**

٢٤٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ . رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَقْرَؤُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُوْنَ . رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

**অনুবাদ:** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- আমি ইসরার (মি'রাজের) রজনীতে কতক লোকদের দেখলাম তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরিল! এরা কারা ? তিনি বললেন- এরা আপনার উম্মতের বক্তাগণ, তারা মানুষদিগকে নেক কাজের আদেশ দিত আর নিজেদেরকে নেক কাজ হতে ভুলায়ে রাখত। (শরহুস্ সুন্নাহ ও শুয়াবুল ইমান) ইমাম বায়হাকির শুয়াবুল ইমান কিতাবের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- তারা আপনার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত বক্তাগণ যারা এমন কিছু বলত যা তারা করত না, তারা আল্লাহ তাআলার কিতাব পাঠ করত কিন্তু তদনুযায়ী আমল করত না।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**আমলের গুরুত্ব :** ইসলাম ধর্মে আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। আমলহীন মুসলমান ফল শুণ্য বৃক্ষের মত। আমলই ইমানের পরিচয় বহন করে। আমলহীন ব্যক্তির ইমানের দাবী অসার। তদুপরি যারা অন্যকে আমল করার বিষয়ে আদেশ উপদেশ দেয়, অথচ নিজেরা আমল করে না। তারা জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী । ২০২৪

সুতরাং তাদেরকে দোজখের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যা আমরা অত্র হাদিস দ্বারা জানতে পারলাম। একথার অর্থ- এই নয় যে, আমল করার অজুহাত দেখিয়ে কেউ আদেশ ও উপদেশ দান একেবারেই ছেড়ে দেবে। বরং আমল করার প্রতি যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি আদেশ ও উপদেশের দায়িত্বও সমান গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**أسري** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي مجهول বাব إفعال মাসদার الإسراء মাদ্দাহ س - ر - ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তাকে (পু.) রাত্রে ভ্রমন করান হল।

**مقاريض** : ছিগাহ جمع বাহাছ اسم آلة বাব ضرب – يضرب মাসদার القرض মাদ্দাহ ق- ر- ض জিনস صحيح অর্থ- কাটার যন্ত্রসমূহ (কাঁচিসমূহ)

**يأمرون** : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر – ينصر মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ - م - ر জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা (পু.)আদেশ করছে।

**ينسون** : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع – يسمع মাসদার النسيان মাদ্দাহ ن - س - ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তারা (পু.) ভুলে যাচ্ছে।

**خطباء** : ছিগাহ اسم جمع বাহাছ خطيب বাব نصر – ينصر মাসদার الخطبة মাদ্দাহ خ-ط-ب জিনস صحيح অর্থ- বক্তাগণ

**لايعملون** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ فعل مضارع معروف نفي বাব سمع – يسمع মাসদার العمل মাদ্দাহ ع - م - ل জিনস صحيح অর্থ- তারা (পু.) আমল করছে না।

**হাদিস-২৪৭:**

٢٤٧- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَوحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ اِقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا قَالَ يَارَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ " . قَالَ " فَقَالَ اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ "(رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

২০১৪

**অনুবাদঃ** হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা জিবরীল আলাইহিস সালাম এর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসী সহকারে উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে প্রভূ! তাদের মধ্যে আপনার অমুক বান্দা আছে, যে ব্যক্তি একটি চোখের পলকেও আপনার অবাধ্যতা করেনি। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা বললেন-তাকে ও অন্যান্য অধিবাসীদেরসহ উক্ত শহর উল্টিয়ে দাও। কেননা, তার মুখমন্ডল কখনোই (নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ক্রোধে) মলিন হয়নি। (তবারানি, বায়হাকি)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

" فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط " :

অর্থ- কেননা তার মুখমণ্ডল কখনোই (নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ক্রোধে) মলিন হয়নি। বর্ণিত ঘটনায় সারাক্ষণ ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত থেকেও ভালো লোকটি রেহাই পেলনা। তাকেও অন্যায়কারীদের সাথে জমিন উল্টে ধ্বংস হতে হল। এর কারণ একটাই; তাহলো, সে ব্যক্তি হয়তো সময় মত মন্দকাজের প্রতি নিষেধ করলে মানুষেরা এতটা অবাধ্য হয়ে শাস্তির সম্মুখীন হতো না। অগত্যা সে তার দায়িত্ব পালন করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার দরবারে জবাবদিহি হতে পরিত্রাণ লাভ করত। অথবা, মন্দকাজে বাধা দেয়ার মত সামর্থ্য তার না থাকলেও সে অন্যায়কারীদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের সংশ্রব ত্যাগ করতে পারতো এবং তার মুখে এ অপারগতার ছাপ পরিলক্ষিত হতো। তার এ অসহায়তা ও অন্যায়ের প্রতি মনের বিতৃষ্ণভাব প্রদর্শনে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে শাস্তি হতে অবশ্যই রেহাই দিতেন।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

اقلب : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب – يضرب মাসদার القلب মাদ্দাহ ق – ل – ب জিন্‌স صحيح অর্থ- তুমি(পু.) উল্টিয়ে দাও

لم يعصك : (ضمير منصوب متصل) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي جحد بلم معروف বাব ضرب – يضرب মাসদার العصيان মাদ্দাহ ع – ص – ي জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- সে (পু.) অবাধ্য হয়নি।

مدينة : ছিগাহ اسم واحد বহুবচন مدن / مدائن মাদ্দাহ م – د – ن জিন্‌স صحيح অর্থ- শহর

لم يتمعر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي جحد بلم معروف বাব تفعل মাসদার التمعر মাদ্দাহ م – ع – ر জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) মলিন হয় নি।

**হাদিস-২৪৮:**

٢٤٨- عَنْ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا عُمِلَتْ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا "(رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত উরস বিন উমাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন- যখন কোন জমিনে গোনাহের কাজ সম্পাদিত হয়, তখন সে ভূমিতে উপস্থিত থেকে যারা একে অপছন্দ করে তারা যেন এতে অনুপস্থিত থাকল। আর যারা অনুপস্থিত থেকেও এর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল, তারা এতে উহাতে শরিক হল। (ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها :** অর্থ- আর যারা অনুপস্থিত থেকে উহার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল তারা যেন উহাতে শরিক হল। অত্র হাদিসে মন্দকাজের প্রতি কীরূপ মনোভাব পোষণ করতে হবে, তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। যথা- এক ব্যক্তি সমাজে বসবাস করতে গিয়ে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে তাকে মন্দের মধ্যেই বসবাস করতে হয়। অথচ মন্দকাজের প্রতি তার পূর্ণ অনীহা, ক্রোধ ও এটা নির্মূলে সচেষ্ট থেকেও সাধ্য ও সামর্থ না থাকার কারণে কাজের কাজ কিছুই করে উঠতে পারেনি। এহেন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক তার ওজর কবুল করে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সে ব্যক্তি যেন উক্ত মন্দের জনপদেই উপস্থিত নেই এমন ভাবে তার সাথে আচরণ করা হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দূরে থেকেও অন্যায়ের প্রতি সমর্থন যোগাবে, অথবা সমাজের এসব অন্যায়ের প্রতিকোন সহযোগিতা তার না থাকলেও সমাজের এসব গর্হিত কাজের প্রতি তার সন্তোষ প্রকাশ পাবে। সে ব্যক্তি দূরে অবস্থান করেও অন্যায়ের ভাগিদার হবে। এবং তাকে উক্ত অন্যায় কাজে উপস্থিত ও শরিক হিসেবে গণ্য করা হবে।

**تحقيقات الألفاظ** (শব্দ বিশ্লেষণ) :

**عملت** : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي مجهول বাব سمع – يسمع মাসদার العمل মাদ্দাহ ع – م – ل জিনস صحيح অর্থ- তাকে (স্ত্রী) আমল করা হলো।

**الخطيئة** : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন خطايا মাদ্দাহ خ – ط – ي জিনস ناقص يائي অর্থ- গোনাহ

**كرهها** : ( ها-ضمير منصوب متصل) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব سمع – يسمع মাসদার الكراهة মাদ্দাহ ك –ر– ه জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) অপছন্দ করল।

غاب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ فعل ماضي معروف إثبات বাব ضرب – يضرب মাসদার الغيبوبة মাদ্দাহ غ –ي– ب জিন্‌স أجوف يائي অর্থ- সে (পু.) অনুপস্থিত হল।

**হাদিস-২৪৯:**

٢٤٩– عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُوْرُ فِيْهَا كَدَوْرِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنهاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ "( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত উসামা বিন যায়েদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন, এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে এনে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার নাড়িগুলি বের হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে। যেমনিভাবে গাধা আটার চাক্কি নিয়ে ঘুরতে থাকে। অতঃপর দোজখবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে বলবে- ওহে অমুক তুমি কি আমাদিগকে সৎকাজের আদেশ দিতে না এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে না? সে বলবে আমি তোমাদিগকে ভালো কাজের আদেশ দিতাম, অথচ আমি তা করতাম না। আমি তোমাদিগকে মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতাম , অথচ আমি নিজে তা করতাম। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

فتندلق أقتابه في النار فيدور فيها كدور الحمار برحاه : অর্থ- অতঃপর তার নাড়িগুলি বের হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে যেমনিভাবে গাধা আটার চাক্কি নিয়ে ঘুরতে থাকে। যারা ভালো কাজের আদেশ করে, অথচ নিজে ভালো কাজ করে না, এবং যারা মন্দকাজ হতে নিষেধ করে , অথচ নিজে মন্দ কাজ করে বেড়ায়। এহেন ব্যক্তিকে কিয়ামতে দোজখে যে শাস্তি দেয়া হবে তার একটির বর্ণনা হাদিসে উল্লেখিত অংশে দেয়া হয়েছে। পূর্বকালে মেশিনারিজ আবিষ্কারের পূর্বে আটা পিসতে আটার চাক্কি ঘুরানোর জন্য গাধা ব্যবহার করা হত। গাধা সারাক্ষণ বৃত্তাকারে ঘুরে আটার চাক্কি ঘুরানোর মাধ্যমে আটা তৈরি করা হত। উপরোক্ত বক্তাদের পেটের নাড়িভূড়িও দোজখে ঘুরপাক খেতে থাকবে। যা বাইরে থেকে দেখা যাবে। এতদ্দর্শনে অন্যরা তাদেরকে তিরস্কার করবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يجاء : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব ضرب – يضرب মাসদার المجيئ মাদ্দাহ ج – ي – ء জিন্‌স مركب অর্থ- তাকে (পু.) আনায়ন করা হবে।

تندلق : ছিগাহ إثبات فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب বাহাছ انفعال বাব الاندلاق মাসদার ماদ্দাহ د – ل – ق. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (স্ত্রী) ঘুরপাক খাচ্ছে।

أقتاب : ছিগাহ اسم جمع একবচন قتب মাদ্দাহ ق – ت – ب জিন্‌স صحيح অর্থ- নাড়ি-ভুঁড়িসমূহ

يجتمع : ছিগাহ إثبات فعل مضارع مثبت معروف واحد مذكر غائب বাহাছ افتعال বাব الاجتماع মাসদার মাদ্দাহ ج – م – ع. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) একত্রিত করছে।

كنت آمر : ছিগাহ إثبات فعل ماضي إستمراري معروف واحد متكلم বাহাছ نصر –ينصر বাব মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ – م – ر. জিন্‌স مهموز فاء অর্থ- আমি আদেশ দিতাম

لا آتيه : (ه= ضمير منصوب متصل) ছিগাহ نفي فعل مضارع معروف واحد متكلم বাহাছ ضرب বাব মাসদার الإتيان মাদ্দাহ أ – ت – ي জিন্‌স مركب অর্থ- আমি এর কাছে আসছি না।

**হাদিস-২৫০:**

٢٥٠– عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ أَعْلَاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ؟ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِيْ وَلَا بُدَّ لِيْ مِنَ الْمَاءِ. فَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوْهُ أَهْلَكُوْهُ وَأَهْلَكُوْا أَنْفُسَهُمْ ". ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

**অনুবাদঃ** হজরত নো'মান বিন বাশির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ সীমারেখার মধ্যে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী ব্যক্তি এবং উহার মধ্যে পতিত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হল, কোন কওম জাহাজে আরোহন করল, অতঃপর কতক নিচতলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান নিল। অতঃপর যারা নিচতলায় ছিল, তারা উপরের তলা হতে পানি আনত। তাতে উপরের তলার লোকেরা কষ্টবোধ করল। সুতরাং নিচতলার একজন একটি কুড়াল নিয়ে জাহাজের তলা খুড়তে আরম্ভ করল। এটা দেখে তারা বলল, তোমার কী হয়েছে ? সে বলল, তোমরা কষ্ট বোধ করছ ? অথচ আমার পানি প্রয়োজন। যদি তারা তার হাত ধরে তাকে বাধা দেয়, তবে তারা তাকে বাঁচাবে এবং নিজেরাও পরিত্রাণ পাবে। আর যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয় তবে তাকে ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। (ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**দৃষ্টান্তের বিস্তারিত বর্ণনা :**

একটি দোতলা জাহাজ। আরোহীগণ দোতলা নিচতালা সবখানে অবস্থানরত। জাহাজটি নদীপথে গন্তব্যের দিকে ধাবমান। মাঝ নদীতে জাহাজটি চলমান। জাহাজে পানীয় পানির ব্যবস্থা রয়েছে দোতলায়। নিচতলার যাত্রীরাও দোতলা হতে পানি সংগ্রহ করে। এতে দোতলার যাত্রীরা নিচতলার যাত্রীদের উপর ক্ষুব্ধ হলো। নিচতলার জনৈক যাত্রী তার পানির প্রয়োজনে জাহাজের তলা ছিদ্র করে নদীর পানি সংগ্রহের কুবুদ্ধি আটলো। এখন যদি তাকে একাজ করতে বাধা দেয়া হয়। তবে সকলের প্রাণ রক্ষা পাবে আর যদি বাধা দেয়া না হয় তবে ঐ লোকটিসহ সকলের সলিল সমাধি ঘটবে। তদ্রূপ দুনিয়া একটি জাহাজ বিশেষ। আর দুনিয়াবাসী যাত্রী তুল্য। এদের একজনের অন্যায় আচরণ সকলের মুসিবতের কারণ হতে পারে। তাই অন্যায় কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণকারীকে বাধা প্রদান করে সকলকে মুসিবত হতে রক্ষা করতে হবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مدهن : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإدهان মাদ্দাহ د – ه – ن জিনস صحيح অর্থ- সে(পু.) শিথিলতা কারী।

استهموا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব استفعال মাসদার الاستهمام মাদ্দাহ ه – م – م. জিনস مضاعف অর্থ- তারা (পু.) ইচ্ছা করল।

تأذوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব تفعل মাসদার التأذي মাদ্দাহ أ – ذ – ي. জিনস مركب অর্থ- তারা (পু.) কষ্ট পেল।

أسفل : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব سمع – يسمع মাসদার السفلة মাদ্দাহ س – ف – ل. জিনস صحيح অর্থ- অপেক্ষাকৃত নিচু।

نجوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব نصر – ينصر মাসদার النجاة মাদ্দাহ ن – ج – ي. জিনস ناقص يائي অর্থ- তারা (পু.) পরিত্রাণ পেল।

أهلكوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব إفعال মাসদার الإهلاك মাদ্দাহ ه – ل – ك. জিনস صحيح অর্থ- তারা (পু.) ধ্বংস করল।

২০২৪

# অনুশীলনী

## ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ কী ?

ক. গর্হিত কাজ দেখে দূরে পালিয়ে যাওয়া।

খ. গর্হিত কাজের প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করা।

গ. গর্হিতকাজকে প্রতিহত করতে মনে মনে পরিকল্পনা করা।

ঘ. গর্হিত কাজ দেখে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন মহলকে অবহিত করা।

২. গর্হিতকাজ প্রতিরোধ না করলে কী শাস্তি হবে ?

ক . ভালোকাজ বাধাগ্রস্ত হবে খ. জাগতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে

গ. সকলে শাস্তির সম্মুখীন হবে ঘ. মন্দকাজ ভালোকাজের স্থান দখল করে নিবে

৩. আগুনের কাঁচি দ্বারা কাদের জিহ্বা কর্তন করা হবে ?

ক. গালি-গালাজ করে।

খ. মুখে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে।

গ. হারাম খাদ্য পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করে।

ঘ. যারা অন্যদের ভালো কাজের আদেশ দেয় , অথচ নিজেরা আমল করেনা।

৪. لَمْ يَعْصِكَ শব্দটি বাব কী ?

ক. نصر – ينصر খ. ضرب – يضرب

গ. سمع – يسمع ঘ. فتح – يفتح

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আলি হায়দার বাজারে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দেখতে পেল, এক ব্যক্তি চুপিসারে আরমান সাহেবের আম বাগান হতে আম পেড়ে বস্তাবন্দী করছে। সে তৎক্ষণাৎ ফোন করে বিষয়টি আরমান সাহেবকে জানাল। তিনি লোকজন নিয়ে এসে চোরকে হাতে নাতে ধরে থানায় সোপর্দ করলেন।

২০২৪

৫. আলী হায়দারের কাজটি কান পর্যায়ের?

ক. الامر بالمعروف

খ. النهي عن المنكر

গ. الطاعة لأولى الأمر

ঘ. تبليغ الدين

৬. আলি হায়দার আরমান সাহেবকে বিষয়টি না জানালে সে নিজেও

i. চোর হিসেবে সাব্যস্ত হত
ii. চোরের সহযোগী হিসেবে গণ্য হত
iii. নাহি আনিল মুনকার না করার দায়ে দায়ি হত

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর জবাব দাও:

সমাজে এমন বক্তা আছে যারা সুললিত কণ্ঠে ওয়াজ নসিহত করে মানুষকে হাঁসিয়ে কাঁদিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কুরআন হাদিসের আলোচনা শুনিয়ে ইসলামের প্রতি ভক্তি ও আগ্রহ সৃষ্টি করে। মুনাজাতে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয়ী করে তোলে। মাতাপিতার খেদমতসহ সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সুনাগরিক গড়তে সাহায্য করে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তারা নিজেরা এর উপর আমল করেনা, বরং অর্থ উপার্জন তাদের মুল উদ্দেশ্য।

(ক) হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) সর্বমোট কতটি হাদিস বর্ণণা করেন।

(খ). يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ হাদিসাংশের মর্মার্থ লিখ ?

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বক্তাদের কী ভয়াবহ পরিণামের কথা হাদিসে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বক্তাদের সংশোধনের জন্য কী করণীয়? কুরআন ও হাদিসের আলোকে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

২০২৪

# বাইশতম অধ্যায়

## باب الأطعمة

## খাদ্যবস্তু সম্মন্ধীয় অধ্যায়

খাদ্য ও পানীয় বস্তু মানুষের মৌলিক ও জৈবিক চাহিদার অন্তর্গত। শরীরকে সুস্থ,সতেজ ও কর্মক্ষম রাখতে হলে যথা সময়ে ও নিয়মমাফিক খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। শরীর সুস্থ না থাকলে ঠিক মত ইবাদত-বন্দেগীও করা যায় না। ইসলামি শরিয়তে খাদ্য ও পানীয় উপার্জন, গ্রহণ ও উহার ধরন ইত্যাদি বিষয়ে বহু বিধান রয়েছে। যা প্রতিপালন না করা মুসলমানদের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু ও তদীয় রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্যতার শামিল।

খাদ্য ও পানীয় হতে হবে বৈধ পন্থায় উপার্জিত। তাতে সুদ, প্রতারণা, অপহরণ, অন্যায় ও মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকবে না। সাথে সাথে উহা হবে হালাল। অর্থাৎ, নিষিদ্ধ বস্তু যথা- মৃত জন্তু, শুকর, মদ, হিংস্র জন্তু, নখওয়ালা পক্ষী ও মাদক যেমন খাদ্য পানীয় হবে না। হালাল ও বৈধ খাদ্য-পানীয় গ্রহণেরও রয়েছে বিশেষ নিয়ম। যথা- ডান হাত দ্বারা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, নিজ কোলের পাশ হতে খাদ্য গ্রহণ করা,অপচয়-অপব্যয় না করা, খাদ্য-পানীয় গ্রহণের প্রারম্ভে বিস্‌মিল্লাহ ও শেষে আলহাম্‌দুলিল্লাহ বলা, উদর পূর্তি করে না খাওয়া ও দাঁড়িয়ে খানা-পিনা না করা ইত্যাদি। খাদ্য-পানীয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু খাদ্য-পানীয় হজরত নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাগ্রহে গ্রহণ করা বা পছন্দ করার কারণে তা মর্যাদাপূর্ণ খাদ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন- মধু, দুধ, আজওয়া খেজুর, কদু ও মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি। খাদ্য-পানীয় দ্রব্যের এসব বিধান মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত ও হাদিস শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়।

কিসে মানবতার কল্যাণ হবে আর কিসে মানুষের জন্য অকল্যাণ আছে তা রব্বুল আ'লামিন আল্লাহ জাল্লা শানুহুই সম্যক অবগত। তাই শরিয়ত প্রবর্তিত বিধি-বিধানসমূহ সম্পূর্ণরূপে মানব কল্যাণে নিবেদিত। কোন্ বিধানে কী রহস্য ও নিগুঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে তা গবেষণার দাবি রাখে। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের এ যুগে শরিয়তের অনেক বিধানের কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রমাণিত হয়েছে। যথা- কুকুরের লালার বিষক্রিয়া নষ্ট করতে মাটির কার্যকারিতা, মধু ও খেজুরের খাদ্যগুণ, পেট পুরে না খাওয়ার উপকারিতা ইত্যাদি চিরন্তন সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। তাই খাদ্য-পানীয়সহ সকল বিষয়ে শরিয়তের বিধি-বিধান নির্দ্বিধায় মান্য করে প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে এবং বহুবিধ অকল্যাণ হতে রক্ষা পেতে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ।

**হাদিস-২৫১:**

٢٥١- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّفْحَةِ . فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ " ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

**অনুবাদঃ** হযরত ওমর ইবন আবু সালামা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যাবস্থায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোড়ে পালিত ছিলাম। আমার হাত খাদ্য গ্রহণের সময় পাত্রের সবখানে ঘুরত। অতঃপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি বিসমিল্লাহ বলো এবং ডান হাত দিয়ে খানা খাও এবং তোমার নিকটবর্তী প্রান্ত হতে খাদ্য গ্রহণ কর। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**খানা-পিনার আদব :**

খানা খাওয়া বা পানীয় পান করার ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে বেশ কিছু নিয়ম বা শিষ্টাচার। যা প্রতিপালন করা প্রতিটি নিষ্ঠাবান মুসলামানের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। অত্র হাদিসে তন্মধ্যে তিনটি আদব উল্লিখিত হয়েছে।

১. খানা-পিনার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ বলা,

২. ডান হাত দিয়ে খাওয়া বা পান করা,

৩. নিজের কোলের দিক হতে খানা খাওয়া।

**অন্যান্য আদবসমূহের মধ্যে রয়েছে-**

৪. পেট পুরে না খাওয়া,

৫. সুন্নাত তরিকা মোতাবেক বসে খাওয়া,

৬. আঙ্গুল ও থালা-বাসন চেটে খাওয়া,

৭. খানা-পিনা শেষে আলহাম্‌দুলিল্লাহ বলা,

৮. খাবার পূর্বে হাত ধোয়া,

৯. খানা-পিনার সময়ে কথা না বলা,

১০. একত্রে খাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যকে প্রাধান্য দেয়া,

১১. খানার অপচয় না করা ,

১২. পড়ে যাওয়া খাদ্য উঠিয়ে পরিষ্কার করে খাওয়া ইত্যাদি।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تطيش : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب –يضرب মাসদার الطيش মাদ্দাহ ط– ي– ش. জিন্‌স أجوف يائي অর্থ- সে এদিক ওদিক ঘুরছে।

سم : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمرحاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التسمية মাদ্দাহ س– م– ي. জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- তুমি বিসমিল্লাহ বল।

كل : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمرحاضر معروف বাব نصر- ينصر মাসদার الأكل মাদ্দাহ أ-ك-ل জিন্‌স مهموز فاء অর্থ- তুমি (পু.) খাও।

يليك : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات مضارع معروف ( ك= ضمير منصوب متصل ) বাব فعل ضرب – يضرب মাসদার الولاء মাদ্দাহ و- ل- ي জিন্‌স لفيف مفروق , অর্থ- সে (পু.) নিকট বর্তী হচ্ছে।

**রাবি পরিচিতি :**

**হজরত উমার ইবনে আবু সালামা (রাঃ) :** উমার ছোট বেলায় তার পিতা আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এর ইনতিকালের পর রসুল (সাঃ) এর ঘরে লালিত পালিত হন। তাঁর মাতা উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা পরে রসুল (সাঃ) এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উম্মুল মুমিনীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় হিজরিতে হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। রসুল (সাঃ) এর ইনতিকালের সময় তার বয়স হয়েছিল নয় বৎসর। তিনি ৮৩ হিজরিতে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের খেলাফতের সময় মদিনায় ইনতিকাল করেন। তিনি রসুল (সাঃ) এর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

**হাদিস -২৫২:**

٢٥٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّفْحَةِ وَقَالَ " إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ أَيَّةِ الْبَرَكَةُ ؟ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

**অনুবাদঃ** হজরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আঙ্গুল ও খানার পাত্র চেটে খাওয়ার নির্দেশ করেছেন এবং তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই তোমরা জান না যে, খাদ্যের কোন্ অংশের মধ্যে বরকত রয়েছে। (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণঃ**

إنكم لا تدرون في أية البركة ؟ : অর্থ- হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) বলেছেন- নিশ্চয়ই তোমরা জানো না যে, খাদ্যের কোন্ অংশের মধ্যে বরকত রয়েছে। আঙ্গুল ও থালা চেটে খাওয়ার কারণ হিসেবে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এ কথা বলেছেন। এ কথার মর্মার্থ এই যে, খানা খেয়ে শুধু উদর পূর্তি করলেই হবে না। খাদ্য শরীরের জন্য উপকারী হওয়ার নিমিত্তে উহাতে আল্লাহ তাআলার বরকত থাকা আবশ্যক আর এ বরকত খানার কোন অংশের মধ্যে আছে তা কারো জানা নেই। তাই বরকত পাওয়ার জন্য খাদ্যের সম্পূর্ণটুকু খাওয়া প্রয়োজন। তাই সম্পূর্ণটুকু খাওয়ার স্বার্থেই আঙ্গুল ও থালা চেটে খেতে হবে। তবে ধুয়ে খেলেও যেহেতু উদ্দেশ্য হাসিল হয় তাই থালা ও হাত ধুয়েও পান করা যেতে পারে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أمر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব نصر- ينصر মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ- م- ر জিনস্ مهموز فاء অর্থ- সে (পু.) আদেশ করল।

الأصابع : ছিগাহ جمع اسم এক বচন الإصبع অর্থ- আঙ্গুলসমূহ

لاتدرون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نفي فعل مصارع معروف বাব ضرب – يضرب মাসদার الدراية মাদ্দাহ د- ر- ي জিনস্ ناقص يائي يائي অর্থ- তোমরা (পু.) অবগত হচ্ছ না।

البركة : ছিগাহ اسم مفرد বহু বচন البركات মাদ্দাহ ب- ر- ك জিনস্ صحيح অর্থ- বরকত

**হাদিস-২৫৩:**

٢٥٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ فِيْ أَيِّ طَعَامِهِ يَكُوْنُ الْبَرَكَةُ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

**অনুবাদঃ** হজরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের কারো নিকট তার প্রত্যেক বিষয়ে উপস্থিত থাকে। এমনকি তার খাদ্য গ্রহণের সময়েও উপস্থিত থাকে। যখন কারো এক টুকরা খাদ্য পড়ে যায়, তখন সে যেন উহার ময়লা দূর করে খেয়ে নেয়। যেন সে উহা শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। আর যখন খানা খাওয়া শেষ করে তখন যেন তার আঙ্গুল চেটে খায়। কেননা সে জানেনা তার কোন খাদ্যের মধ্যে বরকত রয়েছে । (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :**

ولا يدعها للشيطان : হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- পড়ে যাওয়া খাদ্য যেন কেউ শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। বরং উহা উঠিয়ে কোন ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নিবে। উহা না উঠিয়ে পড়া অবস্থায় রেখে দিলে উহা শয়তানের জন্য রাখা হবে। কেননা শয়তান মানুষের সর্ব কাজে উপস্থিত থেকে তার দ্বারা শরিয়তের খেলাফ কাজ করায়ে থাকে। খানা-পিনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। আর এমনও হতে পারে যে, পড়ে যাওয়া খাদ্যের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার বরকত থাকতে পারে। সুতরাং উহা উঠিয়ে না খেলে খানার বরকত হতে বঞ্চিত হতে হবে। যা খানা খাওয়ার উদ্দেশ্যকেই ব্যহত করবে। সুতরাং পড়ে যাওয়া খাদ্য যেন উঠিয়ে খাওয়া যায় এবং তাতে যেন কোন ময়লা লাগতে না পারে তজ্জন্য খাদ্য না পড়ার বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং পরিচ্ছন্ন দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া যেতে পারে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

يحضر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر – ينصر মাসদার الحضور মাদ্দাহ ح – ض – ر. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) উপস্থিত হচ্ছে।

طعامه : ( ه = ضمير مضاف إليه) ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন أطعمة মাদ্দাহ ط – ع – م. জিন্‌স صحيح অর্থ- খাদ্যবস্তু

سقطت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব نصر – ينصر মাসদার السقوط মাদ্দাহ س – ق – ط. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে পতিত হল।

فليمط : (فاء= جزائية) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ امر غائب معروف বাব إفعال মাস দার الإماطة মাদ্দাহ م – ي – ط. জিন্‌স أجوف يائي অর্থ- সে যেন তা পরিষ্কার করে।

لايدعها : (ها- ضمير منصوب متصل) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نهي غائب معروف বাব فتح – يفتح মাসদার الودع মাদ্দাহ و – د – ع. জিন্‌স مثال واوي অর্থ- সে যে তাকে না ছাড়ে।

فليلعق : (فاء- جزائية) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব سمع – يسمع মাসদার اللعق মাদ্দাহ ل – ع – ق. জিন্‌স صحيح অর্থ- যে যেন উহা চেটে খায়।

**হাদিস -২৫৪:**

٢٥٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اِشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হজরত নবি আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। যদি তিনি উহার প্রতি আগ্রহী হতেন তবে উহা ভক্ষণ করতেন । আর যদি উহা অপছন্দ করতেন তবে উহা রেখে দিতেন। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط : অর্থ- হজরত নবি আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) কখনো কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। এটা ছিল মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এর একটি আদর্শ চরিত্র। কেননা, খাদ্য দ্রব্য মাত্রই আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। দোষ বর্ণনা করলে প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলাকেই দোষারোপ করা হয়। তাছাড়া খাদ্য রান্না বা পরিবেশনের কারণেও দোষ যুক্ত হতে পারে।

এক্ষেত্রে দোষ বললে তা বাবুর্চি ও দাওয়াতকারী ব্যক্তির মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে। অথবা একজন দোষ বললে অন্যরা উক্ত খাদ্য খাওয়ার বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করতে পারে । তাতে খানা অপচয় হতে পারে। তাই ধনী-দরিদ্র সকলকে অত্র অনুপম আদর্শ গ্রহণ করে খানার দোষ বলা হতে বিরত থাকা উচিত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ماعاب : ছিগাহ نفي فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব ضرب –يضرب মাসদার العيب মাদ্দাহ ع- ي- ب. জিনস معتل أجوف يائي অর্থ- সে (পু.) দোষারোপ করল না।

اشتهاه : ( ه- ضمير منصوب متصل ) ছিগাহ إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব افتعال মাসদার الاشتهاء মাদ্দাহ ش- ه- ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে আগ্রহ করল

كرهه : ( ه= ضمير منصوب متصل ) ছিগাহ إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব فتح –يفتح মাসদার الكراهة মাদ্দাহ ك- ر- ه. জিনস صحيح অর্থ- সে অপছন্দ করল ।

تركه : ( ه= ضمير منصوب متصل ) ছিগাহ إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব نصر- ينصر মাসদার الترك মাদ্দাহ ت- ر- ك. জিনস صحيح অর্থ- সে ত্যাগ করল

**হাদিস-২৫৫:**

٢٥٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلتَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تُذْهَبُ بِبِعْضِ الْحُزْنِ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

**অনুবাদঃ** হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তালবিনা (আটা,পানি ও তেল দ্বারা পাকানো এক প্রকার তরল পানীয়) রুগ্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণের জন্য আরামদায়ক। ইহা কতক চিন্তা দূরীভূত করে । (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :**

التلبينة مجمة لفؤاد المريض : অর্থ- তালবিনা হলো- আটা, পানি ও তেল দ্বারা পাকানো এক প্রকার তরল পানীয়। ইহা রুগ্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণের জন্য আরামদায়ক। তালবিনা হাদিসে বর্ণিত একটি মহৌষধ, যা শোকাহত লোকদের জন্য শোকের পরিমাণ লাঘব ও শরীর রক্ষার জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক। মূলত মানুষের খাদ্য-পানীয় গ্রহণ এবং উহার উপকার বহুলাংশে শারীরিক ও মানসিক স্থিতি অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই শারীরিক মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে যে খাদ্য সহজে গ্রহণ করা যায় এবং যা দ্রুত শরীরের সাথে মিশে গিয়ে শক্তি সঞ্চার করতে পারে, তা গ্রহণ করাই যুক্তি যুক্ত। এ ক্ষেত্রে তালবিনা নামক পানীয় জাতীয় খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ ও মানসিক প্রশান্তি আনয়নে খুবই ফলদায়ক। কেননা ইহা তরল হওয়ার কারণে অনায়াসেই গিলে ফেলা যায় এবং স্বল্প সময়ে শরীরের সাথে মিশে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

سمعت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব سمع–يسمع মাসদার السمع মাদ্দাহ س– م– ع জিন্‌স صحيح অর্থ- আমি শুনলাম

يقول :ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر– ينصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق– و– ل. জিন্‌স أجوف واوي অর্থ- সে (পু.) বলছে।

التلبينة : ছিগাহ اسم مصدر বাব تفعيل মাদ্দাহ ل– ب– ن জিন্‌স صحيح অর্থ- দুধের মত সাদা এক প্রকার আটা তেল ও পানি দ্বারা রান্না করা তরল খাদ্য ।

تذهب : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإذهاب মাদ্দাহ ذ– ه– ب. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (স্ত্রী) নিয়ে যায়/ দূরীভূত করে।

**হাদিস-২৫৬:**

٢٥٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন। (ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

**মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধুর গুণাগুণ :**

মধু আল্লাহ তাআলার এক অপার নিয়ামত। যাতে রয়েছে সকল রোগের শিফা বা আরোগ্য। আল্লাহ তাআলার এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে ফুলের নির্যাস সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মধু বানিয়ে থাকে। মধুচাক থেকে সেই মধু সংগ্রহ করে মানুষেরা খায়, ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার করে। মধু বেহেশ্‌তী খাদ্য। জান্নাতের চারটি নহরের মধ্যে একটি হবে মধুর নহর। মধু মিষ্টান্ন জাতীয় পানীয়ের মধ্যে সর্বাধিক মিষ্টি। আর মিষ্টি মানেই শর্করা। যা যেকোন খাদ্য হতে শরীর গ্রহণ করে জীবনী শক্তি লাভ করে। সুতরা অন্য সব খাদ্য হতে মধু ও মিষ্টান্ন দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে শর্করা অনায়াসেই শরীর গ্রহণ করে শক্তি সঞ্চার করতে পারে। তাই অতি দ্রুত খাদ্যের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার নিরীখে এ দুটি খাদ্য ও পানীয় মিষ্টি ও মধুকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌক্তিক ভাবেই পছন্দ তালিকার শীর্ষে রেখে ইসলামের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে সমুন্নত করেছেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

২০৬৪ قالت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব نصر– ينصر মাসদার

القول মাদ্দাহ ق- و- ل জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (স্ত্রী) বলল ।

كان يحب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ فعل ماضي إستمراري معروف إثبات বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح- ب- ب. জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- সে (পু.) পছন্দ করত।

**হাদিস-২৫৭:**

٢٥٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اَلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-আজওয়া জাতীয় খেজুর জান্নাত হতে এসেছে। এতে বিষক্রিয়া হতে আরোগ্য রয়েছে। আর মাশরুম মান্না (বণী ইসরাইলদের প্রতি এক প্রকার আসমানি খাদ্য) শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। এর পানি চোখের রোগের জন্য উপশম। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

العجوة من الجنة : হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন আজওয়া শ্রেণির খেজুর গাছ জান্নাত থেকে এসেছে। আর জান্নাতি খেজুর গাছ হিসেবে অন্যান্য খেজুরের তুলনায় আজওয়া খেজুর বেশী উপকারী হওয়াই স্বভাবিক। হাদিসে বর্ণিত আজওয়া খেজুরের উপকার বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত। মূলত সব নেয়ামতই যেমন আল্লাহ প্রদত্ত তেমনি জান্নাতি নেয়ামতের দুনিয়াবী সংস্করণ। তন্মধ্যে আজওয়া খেজুর বিশেষভাবে মহিমান্বিত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

شفاء : ছিগাহ اسم مصدر মাদ্দাহ ش- ف- ي জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- আরোগ্য

صلى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ فعل ماضي معروف إثبات বাব تفعيل মাসদার الصلوة মাদ্দাহ ص- ل- و জিন্‌স ناقص واوي অর্থ- সে (পু.) রহমতের দোআ করল ।

**হাদিস-২৫৮:**

٢٥٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أو بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أو قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أو لِيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ. وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٍ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَقَالَ قَرِّبُوْهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ كُلْ فَإِنِّيْ أُنَاجِيْ مَنْ لَا تُنَاجِيْ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

**অনুবাদঃ** হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি রশুন বা পিয়াজ খাবে সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে। অথবা তিনি বলেছেন সে যেন আমাদের মসজিদ হতে দুরে থাকে, অথবা যেন সে বাড়ীতে বসে থাকে। আর নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে একটি পাত্র আনা হলো যাতে সবুজ সবজি শ্রেণির খাদ্য ছিল। তিনি তাতে এক প্রকার ঘ্রাণ পেলেন। অতঃপর তিনি উহা তাঁর কোন সাহাবির নিকট নিতে বললেন এবং বললেন, তুমি খাও। কেননা, আমি এমন একজনের সঙ্গে গোপনে কথা বলি, যার সঙ্গে তুমি বল না। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণঃ**

**পিয়াজ-রশুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া :**

পিয়াজ, রসুনসহ কিছু ফল,শাক,তরকারী ও মসল্লা আছে যা খেলে মুখে উহার ঘ্রাণ লেগে থাকে। বিশেষ করে কাঁচা পিয়াজ ও রসুনে এক প্রকার দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় যা মানুষ ও ফেরেশ্তাদের জন্য বিতৃষ্ণাভাব সৃষ্টি করে থাক। যেহেতু মসজিদে নামাজরত অবস্থায় বান্দা আল্লাহ তাআলার দরবারে দাঁড়িয়ে মহান প্রভুর সঙ্গে আলাপে লিপ্ত থাকে, ফেরেশ্তারাও মুসল্লিদের সাথে সাথে থাকে এবং জামাতে উপস্থিত লোকজনও থাকে । তাই এ সব দুর্গন্ধ দ্বারা যেন কারো বিরক্তির কারণ হতে না হয় তজ্জন্য এগুলির দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণাৎ মসজিদে যাওয়া মাকরুহ ঘোষণা করা হয়েছে। আর মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নামাজের ভিতরে ও বাইরে সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ রব্বুল্ ইজ্জতের সাথে গোপন কথাবার্তা তথা ওহি ও মুনাজাতে লিপ্ত থাকতেন তাই তিনি কোন প্রকার দূর্গন্ধকে সম্পূর্ণ রূপে এড়িয়ে চলতেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ليعتزلن : (نا- ضمير منصوب متصل)ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব
افتعال মাসদার الاعتزال মাদ্দাহ ع- ز- ل জিন্‌স صحيح অর্থ- সে যেন বিরত থাকে

ليقعد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব نصر - ينصر মাসদার القعود
মাদ্দাহ ق- ع- د. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) এর বসা উচিৎ।

قربوها : (ها= ضمير منصوب متصل) ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف
বাব تفعيل মাসদার التقريب মাদ্দাহ ق- ر- ب. জিন্‌স صحيح অর্থ-তোমরা নিকটবর্তী কর।

أناجي : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব مفاعلة মাসদার المناجاة
মাদ্দাহ ن- ج- ي. জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- আমি গোপনে কথা বলছি।

**হাদিস-২৫৯:**

٢٥٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعالى لَيَرْضَى عَنِ
৪২০২ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهِ أَو يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ' رَوَاهُ التِرمذي.

**অনুবাদ:** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন বান্দার প্রতি এ জন্য যে, সে খানা খেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে এবং পানীয় পান করে আল্লাহ তাআলার গুনকীর্তন করবে। অর্থাৎ, আলহামদুলিল্লাহ বলবে। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

**খাদ্য-পানীয় গ্রহণ শেষে আলহামদু লিল্লাহ বলা:**

আলহামদুলিল্লাহ অর্থ- সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার নিমিত্তে। সকল নেয়ামতের মালিক যেমন আল্লাহ। তেমনি সকল প্রশংসার পাওয়ার হকদারও আল্লাহ জাল্লা শানুহু। জীব জগতের জন্য খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ অপরিহার্য। খাদ্য-পানীয় ছাড়া জীবন অকল্পনীয়। খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যের উপাদান সবই আল্লাহ তাআলার দান। তারপর খাদ্য উপার্জন ও গ্রহণের ক্ষমতাও আল্লাহ প্রদত্ত । সুতরাং সঙ্গত কারণেই খাদ্য-পানীয় গ্রহণ শেষে আল্লাহ তাআলার স্তুতি গাওয়া তথা আলহামদুলিল্লাহ বলা ইমানের দাবী। কোন মুসলমান এটা অগ্রাহ্য করতে পারে না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

ليرضى : (ل- للتاكيد) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع- يسمع মাসদার الرضاء মাদ্দাহ ر- ض- ي. জিনস ناقص يائي অর্থ- সে অবশ্যই সন্তুষ্ট হচ্ছে

يحمد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع – يسمع মাসদার الحمد মাদ্দাহ ح- م- د জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) প্রশংসা করছে।

**হাদিস-২৬০:**

٢٦٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُد

**অনুবাদ:** হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- যখন তোমাদের মধ্যে কেউ খানা খায়, অতঃপর খানা খাওয়ার সময় আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করতে ভুলে যায়, সে যেন বলে, "بسم الله أوله وآخره" আমি খানার শুরু ও শেষে আল্লাহ তাআলার নিয়ে আরম্ভ ও শেষ করছি। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

" بسم الله أوله وآخره :

খানা-পিনার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে মাঝ পথে স্মরণ হলে " بسم الله أوله وآخره বললে প্রথমে না বলার ক্ষতি পূরণ করে পূর্ণ বরকত হাসিল হওয়া বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম করুণার বহিঃপ্রকাশ। মুসলমান মাত্রই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ও নামে সব কাজ করে থাকে। তথাপি স্মরণ থাকা অবস্থায় আল্লাহর নামে শুরু করিলাম বলার দ্বারা প্রথমত বান্দার ইমান দাবি প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত উক্ত কাজে শয়তানের অনু-প্রবেশ রোধ হয়। তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত হাসিল হয়। তাই কোন কারণে প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলেও স্মরণ হওয়া মাত্র " بسم الله أوله وآخره বলে উহা শুধরিয়ে নেয়া উচিৎ।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

فنسي : (ف= للعطف) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব سمع- يسمع মাসদার النسيان মাদ্দাহ ن- س- ي. জিনস ناقص يائي অর্থ- সে ভুলে গেল ।

أن يذكر : (أن- ناصبة للمضارع) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر-ينصر মাসদার الذكر মাদ্দাহ ذ-ك- ر জিনস صحيح অর্থ- সে স্মরণ করবে।

**হাদিস-২৬১:**

٢٦١- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوِدَ وَابْنُ مَاجَةَ

**অনুবাদ:** **হজরত আবু সায়িদ** খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি খানা খাওয়া শেষ করতেন তখন বলতেন- الحمد لله " الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين " (অর্থ- আল্লাহ তাআলার জন্য সব প্রসংশা যিনি আমাকে খাওয়ায়েছেন, পান করায়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।) (ইমাম তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

**খানা শেষের দোআ :**

খানার শেষে দোআ পড়া হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিছু ইবাদত আছে, যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা করতে হয়। মুখ দ্বারা যে ইবাদত করা হয় তন্মধ্যে তেলাওয়াত ও দোআ অন্যতম। নামাজে তেলাওয়াতের জন্য নির্ধারিত

সময় রয়েছে। তাছাড়া সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অন্য সময়েও তেলাওয়াত করা যায়। তদ্রূপ দোআর জন্যও রয়েছে বিশেষ সময়। নির্ধারিত সময় ছাড়াও অনির্ধারিত দোআ সব সময় করা যায়। খাদ্য-পানীয় গ্রহণ আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। তাই খানা শেষে নির্ধারিত দোআ পড়ে শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أطعمنا : (نا= ضمير منصوب متصل) إثبات فعل ماضي معروف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ বাব إفعال মাসদার الإطعام মাদ্দাহ ط-ع-م জিন্‌স صحيح অর্থ-সে আমাদেরকে খানা খাওয়াল

مسلمين : ( حالت نصبي) ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإسلام মাদ্দাহ س-ل-م জিন্‌স صحيح অর্থ- তারা (পু.) ইসলাম গ্রহণকারী।

**হাদিস-২৬২:**

٢٦٢- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ فَقَالَ "كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রেওয়ায়েত করেন যে, হজরত রসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক পেয়ালা ছারীদ (এক প্রকার মিষ্টান্ন খাদ্যদ্রব্য) আনা হল। তখন তিনি বললেন-তোমরা ইহার পার্শ্ব হতে খাও, মধ্যখান হতে খেয়ো না । কেননা বরকত উহার মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হয়। (ইমাম তিরমিজি, ইবনু মাজাহ ও দারেমি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেছেন- এ হাদিসটি হাসান ও সহিহ।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

" البركة تنزل في وسطها : অর্থ- বরকত খানার পাত্রের মধ্যখানে অবতীর্ণ হয়। খানার বরকত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরকত হলে মানুষ অল্প খানায় পরিতৃপ্ত হয়, অল্প খানা দ্বারা বহু লোকে ক্ষুধা নিবারণ করতে সক্ষম হয় এবং খাদ্যের দ্বারা শরীরের উপকার ত্বরান্বিত হয় কোন ক্ষতি হয় না। আর এ বরকত সাধারণত খাবার সময়ে নাজিল হয়।এবং পাত্রের মধ্যখানে নাজিল হয়। তাই খানা খাওয়ার সময়ে এক পার্শ্ব হতে খেতে বলা হয়েছে। প্রথমেই বরকত নাজিলের স্থান মধ্যভাগ খালি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

**تحقيقات الألفاظ** (শব্দ বিশ্লেষণ):

أتي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي مجهول বাব ضرب-يضرب

২০২৪

মাসদার الإتيان মাদ্দাহ أ- ت- ي. জিন্স ناقص يائي অর্থ- তাকে আনা হল।

جوانب : ছিগাহ اسم جمع এক বচন جانب মাদ্দাহ ج- ن- ب জিন্স صحيح অর্থ- দিকসমূহ

لاتأكلوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر نهي حاضر معروف বাহাছ نصر - ينصر বাব মাসদার الأكل মাদ্দাহ أ- ك- ل জিন্স مهموز فاء অর্থ- তোমরা (পু.) খেয়ো না ।

تنزل : ছিগাহ واحد مؤنث غائب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ ضرب - يضرب বাব মাসদার النزول মাদ্দাহ ن- ز- ل জিন্স صحيح অর্থ- সে (স্ত্রী.) অবতরণ করল।

তারকিব: إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِهَا

ان حرف مشبه بالفعل , البركة اسم ان , تنزل فعل , , ضمير هى فاعل , فى حرف جار ,

وسط مضاف আর ها مضاف اليه , مضاف و مضاف اليه মিলে مجرور , جار ও مجرور মিলে

متعلق হয়েছে فعل এর সাথে। فعل তার فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خبر ان হয়েছে।

পরিশেষে ان তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

**হাদিস-২৬৩:**

٢٦٣- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلثَّرِيْدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيْدُ مِنَ الحَيْسِ. رَوَاهُ أَبُوْ داود

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অতি প্রিয় খাদ্য ছিল রুটির ছারিদ (রুটি, পনীর ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য) এবং হাইস জাতীয় ছারিদ (খেজুর, পনীর ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য)। (ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :**

**ছারিদ প্রকারের খাদ্য প্রিয় কেন?**

এ প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদিগকে ছারীদ প্রস্তুত প্রণালীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। الثريد (ছারীদ) হল রুটি অথবা খেজুরের সাথে পনীর ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য। আমাদের দেশে চাল দ্বারা বিরিয়ানী, পোলাও জাতীয় উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ঘি বা তেল একটি অপরিহার্য উপাদান । তেল বা ঘিয়ের সংস্পর্শে খাদ্য যেমনি হয় উপাদেয় তেমনি হয় সুস্বাদু। তাই খেজুর ও রুটির সাথে ঘি ও পনীর মিশ্রিত করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছারীদ
২০২৪ তৈরী করলে তা হয় সুস্বাদু, উপাদেয় ও রুচিবোধক। পাশাপাশি তাতে খাদ্য প্রাণ এবং ভিটামিন ইত্যাদি পূর্ণ

মাত্রায় অক্ষুন্ন থাকায় তা হয় শরীরবান্ধব। এ জন্যই ছারিদ নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয় খাদ্য ছিল।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

أحب : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر – ينصر. মাসদার الحب মাদ্দাহ ح– ب– ب. জিন্স مضاعف ثلاثي অর্থ- সে (পু.) তুলনামূলক অধিক প্রিয় ।

الطعام : ছিগাহ اسم مصدر বাব سمع মাসদার الطعم মাদ্দাহ ط– ع – م. জিন্স صحيح অর্থ- খাদ্য /খানা

**হাদিস-২৬৪:**

٢٦٤– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِدَامِكُمْ اَلْمِلْحُ . رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ

**অনুবাদঃ** হযরত আনাস ইবন মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের তরকারির মূল হলো লবণ। (ইমাম ইবন মাযাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণঃ**

سيد إدامكم الملح : হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এরশাদ করেছেন-সব তরকারির সেরা হলো নুন। নুন পরিমান মত সব তরকারীতেই প্রয়োজন হয়। পরিমিত মাত্রায় নুনের ব্যবহার সব তরকারীর স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। তাই হাদিসটি যথার্থই হয়েছে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

سيد : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر – ينصر. মাসদার السيادة মাদ্দাহ س– و– د জিন্স أجوف واوي অর্থ- সে (পু.) নেতৃত্ব দান কারী ।

إدام : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন الأدم মাদ্দাহ أ– د– م. জিন্স مهموز فاء অর্থ- তরকারী

# অনুশীলনী

## ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. খানার শুরুতে কী বলতে হয়?

ক. সুবহানাল্লাহ খ. বিসমিল্লাহ

গ. আলহামদুলিল্লাহ ঘ. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

২. রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রিয় খাদ্য কোনটি?

ক . ছারিদ খ. খুবয্

গ. গোশ্‌ত ঘ. তালবিনা

৩. আজওয়া কোথা হতে এসেছে ?

ক. মিশর থেকে খ. জান্নাত থেকে

গ. আরব দেশ থেকে ঘ. লাওহে মাহফুজ থেকে

৪. তরকারীর সেরা উপাদান কোনটি ?

ক. নুন খ. কদু

গ. শাক ঘ. আলু

৫. মধু রসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কেমন পানীয় ছিল ?

ক. ভালো খ. আকর্ষণীয়

গ. স্বাভাবিক প্রিয় ঘ. সর্বাধিক প্রিয়

৬. খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার হুকুম কী?

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নাত

গ. মুস্তাহাব ঘ. মুবাহ

৭. আঙ্গুল ও পাত্র চেটে পরিষ্কার করে খাবার হিকমত কী ?

ক. যেন খানার বরকত বাদ না পড়ে।

খ. যেন হাত ও পাত্র ধোয়া না লাগে।

গ. যেন শয়তানের অনুকরণ না করা হয়।

ঘ. যেন শয়তানের জন্য কিছু অবশিষ্ট না থাকে।

৮ . কাঁচা পিয়াজ-রসুন ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা এর দুর্গন্ধে-

i. মুসল্লিগণ কষ্ট পায়।
ii. ফেরেশতাগণ কষ্ট পায়।
iii. আল্লাহ তাআলার সাথে মুনাজাতে বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

হুমায়ুন রাতের খাবার খেতে বসে কোন দোআ-কালাম না পড়েই খাওয়া শুরু করে দেয়। খাওয়ার মাঝামাঝি তার বিষয়টি মনে পড়ে।

৯. হুমায়ুন কোন ধরনের আমল পরিত্যাগ করেছে?

ক. ফরজ　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত　　ঘ. মুস্তাহাব

১০. এখন হুমায়ুনের করণীয় কী?

ক. এবারের মত খাবার শেষ করা　　খ. আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া

গ. তৎক্ষণাৎ بسم الله الرحمن الرحيم বলা　　ঘ. তৎক্ষণাৎ بسم الله أوله و آخره বলা

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

সাদিয়া তার নানুর সাথে খেতে বসে খাওয়া শেষ করে বলল, سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم এটা শুনে নানু তাকে খাওয়ার আগে ও পরের দোআ শিখিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ রিজিকদাতা। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে তিনি নেয়ামত বাড়িয়ে দেন।

(ক) العجوة কী?

(খ) فإن البركة تنزل في وسطها হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) সাদিয়া কী ভুল করল? হাদিসের আলোকে বর্ণনা কর।

(ঘ) সাদিয়ার নানুর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

# ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

## باب الصدقة

## দান-সাদাকাহ্ অধ্যায়

দুনিয়ার সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষ তার উপার্জিত ও অন্য উপায়ে মালিকানায় আসা সম্পদের রক্ষক মাত্র। সে উহাকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থায় ভোগ করবে, ব্যয় করবে এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সম্প্রদান করবে।

সাদাকাহ (صدقة) শব্দটি صدق মূল ধাতু হতে গঠিত। যার অর্থ-সত্যতা। যেহেতু দান-খায়রাত আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের ইমানের সত্যতা প্রমাণ করে, তাই দান-খায়রাতকে সাদাকাহ (صدقة) বলা হয়ে থাকে। ইবাদত বা আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের দাসত্ব প্রকাশ তিন ভাগে বিভক্ত। **এক.** শারীরিক (بدنية) যথা- নামাজ ও রোজা। **দুই.** সম্পদ ভিত্তিক (مالية) যথা-জাকাত। **তিন.** যৌগিক (مركب من البدن والمال) যথা- হজ্জ। সাদাকাহ (صدقة) সম্পদ ভিত্তিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরুহ ও হারাম ইত্যাদি প্রকারে বিভক্ত হয়ে থাকে। নেসাব পরিমাণ সম্পদ কারো মালিকানায় এক বৎসর পূর্ণ হলে জাকাত আদায় করা ফরজ। স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও অভাবগ্রস্থ মাতা-পিতার ভরণ পোষণ করাও ফরজ। সামর্থবান ব্যক্তির উপর নিজের ও পোষ্যদের পক্ষ হতে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। তদ্রূপ কোরবানী করাও ওয়াজিব। অতিথিদের আপ্যায়ন করা অবস্থাভেদে ওয়াজিব ও সুন্নাত। স্বচ্ছলতা সাপেক্ষে ভিক্ষুক ও অনাথদের প্রতি দান করা মুস্তাহাব ও অনেক সওয়াবের কাজ। মৃত মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে ঈসালে সওয়াব করা ভালো কাজ। জনকল্যাণে দান করা সাদাকায়ে জারিয়াহ। প্রকৃত হকদারদের বঞ্চিত রেখে অন্যদের দান করা মাকরুহ। সুনাম সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে দান করা নিন্দনীয়। অন্যায় ও অশ্লীল কাজে দান করা হারাম।

দান-সাদাকাহর বহু ফজিলত ও উপকারিতা রয়েছে। দানকারীগণ আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত। দানে বালা-মুসিবত দূর হয়। দান করলে সম্পদে বরকত হয়। সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দানকারী ও তার বংশধরদের হাতে ধন-সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী হয়। দানের দ্বারা মানুষের মধ্যে পরস্পরের শত্রুতা হ্রাস পায়, বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়, দারিদ্রতা দূরীকরণে সহায়ক হয়, শ্রেণিবৈষম্য কমে আসে, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়।

অতএব, সাদাকাহ ও দানের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী বান্দাদের পরিচয় বর্ণনায় নামাজের পরেই সাদাকাহর স্থান দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون. অর্থ- তারাই মুত্তাকি, যারা গায়েবের প্রতি ইমান রাখে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা তাদের রিযিক দান করি, তা হতে খরচ করে। কুরআন মাজিদে যেখানেই নামাজের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই

দান-সাদাকাহর বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং সাদাকাহ শরিয়তে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ লাভের জন্য সাদাকাহর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

**হাদিস-২৬৫:**

٢٦٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণ বস্তু সাদাকাহ করবে, আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা উহা তাঁর কুদরতি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন। তারপর উহাকে তার মালিকের জন্য লালন পালন করেন। যেমনিভাবে কেউ তার ঘোড়ার ছোট বাচ্চাকে লালন পালন করে। এতদূর পর্যন্ত যে, উহা (সাদাকার ছওয়াব) পাহাড় সমান হয়ে যায়। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**ولا يقبل الله إلا الطيب :** অর্থাৎ, আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না। দান-খয়রাত করা যেমন বিশেষ সাওয়াবের কাজ, তেমনি সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে যা ব্যয় করা হবে তা হতে হবে বৈধ উপায়ে অর্জিত। অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ দান করলে যেমন কবুল হয় না, তেমনি অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করাও ইসলাম সমর্থন করে না। তবে যদি কোন অবৈধ সম্পদ কারো হাতে কোনোভাবে এসে যায়, যেমন সুদযুক্ত একাউন্টের অর্জিত সুদের টাকা- তা সাওয়াবের নিয়্যাত না করে জনহিতকর কাজে ব্যয়ের জন্য দিয়ে দেয়া যায়।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**تصدق** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব تفعل মাসদার التصدق মাদ্দাহ ص- د- ق. জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) দান করল।

**يتقبل** : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التقبل মাদ্দাহ ق- ب- ل. জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) গ্রহণ করছে।

**يربي** : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التربية মাদ্দাহ ر- ب- ي জিনস يائي ناقص অর্থ- সে (পু.) প্রতিপালন করছে।

متفق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব افتعال মাসদার الاتفاق মাদ্দাহ و- ف- ق. জিন্‌স مثال واوي অর্থ- ঐক্যমত পোষণকৃত।

**হাদিস-২৬৬:**

٢٦٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ جِئْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ .فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

**অনুবাদঃ** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় আগমন করলেন, তখন আমি আসলাম, অতঃপর যখন আমি তাঁর চেহারা মোবারক পরখ করলাম, তখন আমি চিনে ফেললাম যে, তাঁর চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। অতঃপর প্রথম তিনি যা বলেছিলেন তা হল, হে মানব সকল! তোমরা সালামের প্রচলন কর, খাদ্য খাওয়াও,আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর এবং মানুষেরা যখন ঘুমায় তখন তোমরা রাত্রিতে নামাজ পড়। তাহলে তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (ইমাম তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও দারেমি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**জান্নাতে যাবার সহজ উপায় :**

অত্র হাদিসে শান্তির সাথে জান্নাতে যাবার জন্য চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. সালামের প্রচলন করা, ২.খাদ্য খাওয়ানো, ৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ৪. রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া। এ কাজগুলি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নিকট অতি পছন্দনীয় কাজ। যার বদৌলতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু জান্নাতে যাবার পথ সুগম করবেন মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন। মূলত এ কাজগুলোর মধ্যে এমন প্রভাব রয়েছে যা মানুষকে তার মানবিক উৎকর্ষের শীর্ষে উঠতে এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভের হকদার হতে সাহায্য করে। কেননা, যে আগে সালাম দেয়, সে অহংকার মুক্ত হয়, যে অন্যকে খাদ্য খাওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাকে আপন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে আপনজনদের দু'আ লাভ হয় এবং আল্লাহ তা'আলাও খুশী হন। আর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ হলো প্রেমাস্পদের সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া। তাই এ কাজগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে সহজে জান্নাতে যেতে সচেষ্ট থাকা সকলের একান্ত উচিত।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

جئت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব ضرب – يضرب মাসদার المجيئ মাদ্দাহ ج – ي – ء জিন্‌স مركب অর্থ- আমি আসলাম

تبينت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব تفعل মাসদার التبين মাদ্দাহ ب – ي – ن. জিনস صحيح অর্থ- আমি স্পষ্ট করলাম।

أفشوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمرحاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإفشاء মাদ্দাহ ف– ش– ي. জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা (পু.) প্রচলন কর।

صلوا : ছিগাহ جمع مذكرحاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب – يضرب মাসদার الصلة মাদ্দাহ و– ص– ل. জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর।

نيام : ছিগাহ اسم جمع , একবচনে نائم বাব نصر মাসদার النوم মাদ্দাহ ن– و– م. জিনস أجوف واوي অর্থ- ঘুমন্ত ব্যক্তিগণ।

سلام : ছিগাহ اسم مصدر বাব تفعيل মাদ্দাহ س– ل– م. জিনস صحيح অর্থ- শান্তি।

**তারকিব:** صَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

صلوا فعل , ضمير انتم ذوالحال , ب حرف جار , الليل مجرور , جار و مجرور মিলে متعلق হল فعل এর সাথে। واو حالية , الناس مبتدأ , نيام خبر , مبتدأ ও خبر মিলে جملة حالية হয়ে حال হয়েছে। ذوالحال ও حال মিলে فاعل হয়েছে। পরিশেষে فعل তার فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হল।

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (رضي الله عنه):** আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাওরাত ও ইনজিলের প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। তিনি মূলত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর বংশধর ছিলেন। তিনি বনী আউফ ইবনে খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। রসুল (ﷺ) জান্নাতের ব্যাপারে তাকে সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি ৪৩ হিজরিতে মদিনায় ইনতিকাল করেন।

**হাদিস-২৬৭:**

٢٦٧– عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِيْ أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيْءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ دَلْوِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদঃ** হজরত আবু যর (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের সম্মুখে তোমার মুচকী হাসি সাদাকার সমতুল্য, তোমার সৎ কাজের আদেশ সাদাকাহ তূল্য, অন্যায় কাজের প্রতি তোমার নিষেধ করা সাদাকাহ তূল্য, পথ ভুলে যাওয়া স্থানে কোন ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করা সাদাকাহ তূল্য, কোন ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তোমার সাহায্য করা সাদাকাহ তূল্য, রাস্তা হতে তোমার পাথর, কাঁটা ও হাড় সরানো সাদাকাহ তূল্য এবং তোমার বালতি হতে তোমার ভায়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও সাদাকাহ তূল্য। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**সাদাকার প্রকারভেদঃ**

সাধারণত অর্থ-কড়ি, খাদ্য ও সম্পদ দান করে মানুষের প্রয়োজন মিটানোকে 'সাদাকাহ' হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সাদাকার পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। যারা ধন-সম্পদ সাদাকাহ করার সংগতি রাখে না বা ধন-সম্পদের যাদের কোন প্রয়োজন নেই, তাদের ক্ষেত্রে সাদাকাহ করার রয়েছে আরো বহু উপকরণ। মূলত সাদাকাহ দ্বারা যেমন দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ হয়, তেমনি যে কোনোভাবে মানবতার কল্যাণে অবদান রাখলে তার দ্বারা সাদাকার সাওয়াব হাসিল হতে পারে। অত্র হাদিসের মর্মানুযায়ী তা-ই প্রতীয়মান হয়। এসব কর্মের মধ্যে রয়েছে-

১. মুচকী হাসি যদ্দারা অন্যের মুখে হাসি ও আনন্দের আভা সৃষ্টি করা যায়,

২. সৎ কাজের আদেশের দ্বারা একজন ও অন্যায় কাজের নিষেধের দ্বারা একজন জাহান্নামী লোককে জান্নাতী লোকে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর চেয়ে বড় দান আর কী হতে পারে ?

৩. পথ ভোলো লোককে পথ দেখিয়ে তাকে অনেক ভোগান্তি হতে রক্ষা করা যায়,

৪. দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিকে সাহায্য করা, চলাচলের পথ হতে পাথর, কাটা ও হাড় ইত্যাদি কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং সামান্য পানি ভরে দেয়ার দ্বারাও মানবতার কল্যাণ হয়ে থাকে । তাই এ সব কাজের দ্বারা সদকার ছওয়াব প্রাপ্তির বিষয়টি যুক্তিযুক্ত তো বটেই।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تبسمك : (ك= مضاف إليه) ছিগাহ اسم مصدر বাব تفعل মাদ্দাহ ب- س- م. জিন্‌স صحيح অর্থ- তোমার মুচকি হাসি।

معروف : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব ضرب–يضرب মাসদার العرف মাদ্দাহ ع- ر- ف জিন্‌স صحيح অর্থ- নেক কাজ/ পরিচিত

منكر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإنكار মাদ্দাহ ن - ك- ر জিন্‌স صحيح অর্থ- মন্দকাজ

২০১৮

إرشاد : ছিগাহ اسم مصدر বাব إفعال মাদ্দাহ ر- ش- د জিন্‌স صحيح অর্থ- পথ প্রদর্শন করানো।

إماطتك : (ك=مضاف إليه) ছিগাহ اسم مصدر বাব إفعال মাদ্দাহ م- ط - ي জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- দূর করা

إفراغك : ছিগাহ اسم مصدر বাব إفعال মাদ্দাহ ف-ر- غ জিন্‌স صحيح অর্থ- তোমার ঢেলে দেয়া

**হাদিস - ২৬৮:**

٢٦٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرًي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ . وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَا مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ " . رَوَاهُ أَبُوْ داود وَالتِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত আবু সায়িদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে বস্ত্রহীন অবস্থায় কাপড় পরিধান করাবে, তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। আর যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খানা খাওয়াবে, তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের ফল ভক্ষণ করাবেন এবং যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করাবে, তাকে আল্লাহ পাক রাহীকুল মাখতুম (জান্নাতের এক প্রকার পানীয়) পান করাবেন। (ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**দুনিয়ায় দান আখেরাতে প্রাপ্তি:**

দুনিয়া যেমন ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়ার সম্পদও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। তবে এ ক্ষণস্থায়ী সম্পদ দ্বারা আখেরাতে চিরস্থায়ী ও তুলনাহীন অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার অবারিত সুযোগ রয়েছে আমাদের জীবনে। তা হল - বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান আর তৃষ্ণার্তকে পান করানোর দ্বারা ক্ষণস্থায়ী সম্পদকে চিরস্থায়ী সম্পদে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এ অর্থেই ঘোষিত হয়েছে- الدنيا مزرعة الآخرة দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত্র স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন- .وما تقدموا من خير تجدوه عند الله আর যা তোমরা অগ্রগামী করে যাবে তা আল্লাহর নিকট পাবে। তাই আখেরাতে প্রাপ্তির আশায় সামর্থানুযায়ী জন্য কল্যাণে ব্যয় করা কর্তব্য।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

مسلم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإسلام মাদ্দাহ س-ل-م জিন্‌স صحيح অর্থ- মুসলমান/ইসলাম গ্রহণকারী

كسا : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي معروف إثبات فعل বাব نصر- ينصر মাসদার الكسوة মাদ্দাহ ك - س-ى জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- সে (পু.) পরিধান করাবে।

ثمار : ছিগাহ اسم جمع এক বচন ثمر মাদ্দাহ ث- م -ر- জিন্‌স صحيح অর্থ- ফলগুলি

المختوم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব نصر- ينصر মাসদার الختم মাদ্দাহ خ - ت- م জিন্‌স صحيح অর্থ- সীলগালাকৃত।

**হাদিস-২৬৯:**

٢٧٠- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ اِسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْهُ فَادْعُوا لَهٗ حَتّٰى تَرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ داود وَالنَّسَائِيُّ

**অনুবাদঃ** হজরত ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে তোমরা আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে চায় তাকে প্রদান কর, যে ব্যক্তি দাওয়াত করে তার ডাকে সাড়া দাও এবং যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তাকে প্রতিদান দাও। যদি প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না পাও তবে তার জন্য দোআ কর। এতদূর পর্যন্ত যে, তোমরা মনে করবে যে, তোমারা তার প্রতিদান দিয়েছ। (ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

من سأل بالله فأعطوه : দুনিয়ার জীবনে আমাদের মালিকানায় থাকা সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তাই আল্লাহ তাআলার নামে কেউ আল্লাহ তাআলার সম্পদ প্রার্থনা করলে তাকে সামর্থানুযায়ী প্রদান করতে হবে। তাকে ফেরৎ দেয়া মূলত সম্পদের প্রকৃত মালিককেই তার সম্পদ দিতে অস্বীকার করার নামান্তর হবে। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে তার প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেন। আর আল্লাহ তাআলার নামের সম্মানে এ সামান্য দানও হতে পারে তার পরকালীন নাজাতের ওসিলা। তদ্রূপ বিপন্ন মানবতাকে আশ্রয় দান, কারো ডাকে সাড়া দেয়া, কারো সৌজন্য আচরণের প্রতিদানে সৌজন্যতা প্রদর্শন অন্যথায় তার জন্য দোআ করা ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মের এ সব অনুপম চরিত্র মাধুর্যের কোন দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না।

২০৭৪

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاستعاذ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব استفعال মাসদার الاستعاذة মাদ্দাহ ع – و – ذ জিনস أجوف واوي অর্থ- সে (পু.)আশ্রয় প্রার্থনা করল।

أعيذوه : (ه = ضمير منصوب متصل) ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإعاذة মাদ্দাহ ع–و–ذ জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা তাকে আশ্রয় দাও।

لم تجدوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نفي جحد بلم معروف বাব ضرب – يضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و – ج – د জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা(পু.) পেলে না।

كافأتموه : (ه = ضمير منصوب متصل) ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব مفاعلة মাসদার المكافاة মাদ্দাহ ك–ف–ى জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা (পু.) প্রতিদান প্রদান করলে।

# অনুশীলনী

## ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. সাদাকাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ কী ?

ক. দান　　খ. সততা

গ. সাহায্য করা　　ঘ. সৌজন্য বোধ

২. সাদাকাহ কোন্ শ্রেণির ইবাদত ?

ক. مالية　　খ. بدنية

গ. قولية　　ঘ. مركب من البدن والمال

৩. অন্যায় ও অশ্লীল কাজে দান করার হুকুম কি ?

ক. হারাম　　খ. মাকরুহ

গ. অনুচিৎ　　ঘ. মন্দ

৪. অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ দান করে ছওয়াবের নিয়ত করা কী ?

ক. কুফরি　　খ. নাজায়েজ

গ. মাকরুহ তানজিহি　　ঘ. মাকরুহ তাহরিমি

৫. কোন কাজে সাদাকার সাওয়াব হাসিল হয় ?

ক. ক্রন্দনে খ. অট্টহাসিতে

গ. মুচকি হাসিতে ঘ. খিলখিল হাসিতে

৬. فلوه শব্দের অর্থ কি ?

ক. ছাগলের বাচ্চা খ. ঘোড়ার বাচ্চা

গ. গরুর বাচ্চা ঘ. উটের বাচ্চা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আলতাফ বাসস্টান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইলে সে তাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

৭. আলতাফ নিচের কোন হাদিসাংশের বিধান লংঘন করল?

ক. من استعاذ بالله فأعيظوه খ. من سأل بالله فأعطوه

গ. من دعاكم فأجيبوه ঘ. من صنع إليكم معروفا فكافئوه

৮. আলতাফের উচিত ছিল-

i. ধার করে হলেও তাকে ভিক্ষা দেয়া
ii. সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে বিদায় দেয়া
iii. ভিক্ষা দিবে না বলে জানিয়ে দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i ও ii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জোবায়েরের চাচা একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি নিয়মিত দান-সাদাকাহ করেন, জাকাত দেন। শীতকালে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু জোবায়েরের বাবা দরিদ্র হওয়ায় তিনি এসব করতে পারেন না। তাই জোবায়ের বাবাকে বলল, বাবা! আমাদের টাকা-পয়সা থাকলে দান করা যেত। বাবা বললেন, টাকা-পয়সা না থাকলেও কিছু কাজ করে এমন সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

ক) صلو ا الأرحام এর অর্থ কী?

(খ) ولا يقبل الله إلا الطيب হাদিসাংশের ব্যাখ্যা লিখ ।

(গ) জোবায়েরে চাচার কাজগুলো কেমন? হাদিসের আলোক ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) জোবায়েরের বাবার মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

# চতুর্বিংশ অধ্যায়

# باب عذاب النار

# জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা সম্মন্ধীয় অধ্যায়

দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার অগণিত সৃষ্টিরাজীর মধ্যে মানুষ ও জ্বীন জাতিই একমাত্র মুকাল্লাফ বা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মান্যতার আওতাধীন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সীমিত আকারে স্বাধীনতা ও ইচ্ছা শক্তিও প্রদান করেছেন। যার দ্বারা তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ লংঘনও করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সৃষ্টি জগৎ তারা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যই বাস্তবায়ন করে থাকে। বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। তাই কিয়ামতে তাদের কোন বিচারও নেই। পক্ষান্তরে, মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কিয়ামত দিবসে পূনরায় জীবিত করে তাদের কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে ও বিচার করা হবে। বিচারান্তে মুক্তি পেলে তার চির শান্তির জান্নাত বাসী হয়ে অনন্তকাল যাবৎ সুখের আলয়ে প্রভুর সান্নিধ্যে ভোগ বিলাসে মত্ত থাকবে। আর যদি হিসাবে আটকে যায় তবে চির শাস্তির জাহান্নামে পতিত হয়ে দুখময় জীবনে অনন্তকার যাবৎ কৃতকর্মের বর্ণনাতীত শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। সেখানে না মিলবে শাস্তির থেকে রেহাই আর না হবে মৃত্যু। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অঙ্গ। কুরআন মাজিদে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা সম্বলিত অনেক আয়াত রয়েছে। মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মি'রাজ রজনীতে স্বচক্ষে জান্নাত-জাহান্নাম ও তার শান্তি ও শাস্তি দেখেছিলেন। সে দেখার ও ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের বহু বর্ণনা হাদিসে বিদ্যমান। সেসব বর্ণনার নিরীখে জাহান্নামের শাস্তি হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে দুনিয়াতে ইমানের সাথে নেক আমল করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক।

**হাদিস-২৭০:**

٢٧٠- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهٗ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ يَّغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهٗ كَمَا يَغْلِيْ الْمِرْجِلُ مَا يَرٰى أَنَّ أَحَدًا أَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا وَأَنَّهٗ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

**অনুবাদ:** হজরত নো'মান বিন বশির (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এরশাদ ফরমায়েছেন- নিশ্চয়ই দোজখের সর্বাপেক্ষা হালকা শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি এমন হবে যে, তার পায়ে দুটি জুতা থাকবে যার ফিতা দুটি হবে আগুনের । উহার উত্তাপে তার মস্তিষ্ক টগবগ করতে থাকবে যেমনি উনুনের উপর পানির হাড়ি যেমন টগবগ করে । দোজখের মধ্যে আর যাকেই দেখা যাবে তার তুলনায় এ ব্যক্তির কম শাস্তি হচ্ছে বলে ধারণা হবে। (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**দোজখের সর্বনিম্ন আযাব :** অত্র হাদিসে জানা গেল যে, দোজখের সর্ব নিম্ন আযাব কী হবে ? বর্ণিত আছে যে, দোজখের সর্ব নিম্ন আযাব হবে এই যে,তাকে দুটি জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, যার ফিতা দুটো হবে আগুনের যার তাপ ও গরমে মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আর কী হতে পারে ? অথচ এটাই হবে দোজখের সবচেয়ে হালকা আযাব। মূলত দোজখের শাস্তির কোন তুলনা দুনিয়াতে পাওয়া সম্ভব নয়।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أهون : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر – ينصر মাসদার الهون মাদ্দাহ ه- و- ن
. জিন্‌স أجوف واوي অর্থ- অপেক্ষাকৃত সহজ

يغلى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع – يسمع
মাসদারالغليان মাদ্দাহ غ- ل- و. জিন্‌স ناقص واوي অর্থ- সে টগবগ করছে।

مرجل : ছিগাহ مفرد বহু বচন مراجل অর্থ- হাড়ি/ডেগ

أشد : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر – ينصر মাসদার الشدة মাদ্দাহ ش-
د- د. জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- অপেক্ষাকৃত কঠিন।

## রাবি পরিচিতি:

**হজরত নু'মান ইবনে বাশির (رضي الله عنه):** নু'মান ইবনে বাশির এর উপনাম আবু আবদুল্লাহ আনসারি। হিজরতের পর আনসার মুসলমানদের মধ্য হতে তিনি প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে যে, রসুল (সা.) এর ইনতিকালের সময় তার বয়স ৭/৮ বছর হয়েছিল। মুআবিয়া (রা.) এর শাসনামলে তিনি কুফার গর্ভনর ছিলেন। পরে হামাস এলাকার গভর্ণর হন। খিলাফতের ব্যাপারে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর পক্ষ অবলম্বন করেন। ৬৪৭ হিজরিতে হামাস বাসী এজন্য তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে।

## হাদিস-২৭১:

٢٧١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اِحْمَرَّتْ ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اِبْيَضَّتْ ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اِسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে রেওয়ায়েত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-আগুনকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা লাল রূপ ধারণ করল, পুনরায় উহাকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা সাদা রূপ লাভ করল, তারপর উহাকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**দোযখের আগুন দেখতে কেমন :** হাদিসটিতে সে কথাই বলা হয়েছে। দোজখের আগুন ক্রমাগত এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলনের পর তা লাল রূপ ধারণ করেছে , পুণরায় এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলনের পর তা হয়েছে সাদা, এর এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলনের পর তা হয়েছে কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। দোজখের আগুন সম্মন্ধে আরো বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ার আগুনের তুলনায় দোজখের আগুন সত্তর গুণবেশী তেজোদীপ্ত ও তাপযুক্ত হবে। অত্র হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোজখ বহু পূর্ব হতেই সৃষ্ট হয়ে আছে। এমনটি নয় যে, উহাকে পরকালে নূতন ভাবে সৃষ্টি করা হবে। জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্টি হয়ে আছে এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

أوقد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي مجهول বাব إفعال মাসদার الإيقاد মাদ্দাহ و- ق- د. জিন্‌স مثال واوي অর্থ- একে (পু.) প্রজ্জ্বলিত করা হল।

احمرت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব افعلال মাসদার الاحمرار মাদ্দাহ ح- م- ر. জিন্‌স صحيح অর্থ- এটি লাল রং ধারণ করল।

اسودت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব افعلال মাসদার الاسواد মাদ্দাহ س- و- د. জিন্‌স أجوف واوي অর্থ- এটি (স্ত্রী) কালো রং ধারণ করল।

مظلمة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الظلام মাদ্দাহ ظ- ل- م. জিন্‌স صحيح অর্থ- এটি (স্ত্রী) অন্ধকারাচ্ছন্ন

**হাদিস-২৭২:**

٢٧٢- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ (اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ

الزَّقُّوْمِ قَطَرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الاَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامُهُ ؟ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন-اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون অর্থ- তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভাবে ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- যদি যাক্কুমের একটি ফোঁটা দুনিয়ায় পড়ত তবে দুনিয়া বাসীদের খাদ্য-পানীয় সব নষ্ট হয়ে যেত। তাহলে কেমন হবে যাদের (জাহান্নামীদের) খাদ্যই হবে শুধু যাক্কুম। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয় :**

উল্লেখ্য যে, পরকালে কোন মৃত্যু নেই। যত কঠিন শাস্তিই দেয়া হোক না কেন তাতে কারো মৃত্যু ঘটবে না। বরং আগুনে পুড়ে অংগার হওয়ার সাথে সাথে নূতন ভাবে চামড়া, গোস্ত ও রক্ত দিয়ে পুনরায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। যাতে নতুনভাবে পূর্ণ মাত্রায় আযাব ভোগ করতে পারে। এতো গেল আগুনে পুড়িয়ে আযাব দেয়ার কথা, মূলত সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে আযাব দেয়া হবে। খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে যে আযাব হবে, তার ধরন হবে এই যে, পানীয় বলতে তাদেরকে দুর্গন্ধযুক্ত গিস্‌লিন নামীয় পুঁজ পান করানো হবে। যা পেটে পৌছার পূর্বেই বমি হয়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হবে। অথচ পিপাসার অতিশয্যে তারা উহাই পান করে তৃষ্ণা মেটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করবে। আর খাদ্য হিসেবে তাদেরকে দেয়া হবে অতিশয় তিক্ত যাক্কুম নামক খাদ্য। যার তিক্ততা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যাক্কুমের একটি মাত্র ফোটাও যদি দুনিয়ায় পড়তো তাহলে দুনিয়ার মানুষ,পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গের খাদ্য -পানীয় সব তেতো হয়ে যেত। এখন অনুমেয় যে, যাদেরকে যাক্কুম পেট পুরে খাওয়ানো হবে তাদের অবস্থা কেমন হবে? তারপরেও জঠর জ্বালা মেটানোর জন্য উক্ত যাক্কুম খেতে বাধ্য হবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

اتقوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و- ق- ي. জিন্‌স معتل لفيف مفروق অর্থ- তোমরা(পু.) ভয় কর

لاتموتن : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف بنون ثقيلة বাব ينصر-نصر মাসদার الموت মাদ্দাহ م- و- ت. জিন্‌স أجوف واوي অর্থ- তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে না।

لأفسدت ( لام - تاكيد ) : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব إفعال
মাসদার الفساد মাদ্দাহ ف- س- د জিনস صحيح অর্থ- সে (স্ত্রী)বিনষ্ট করল

معايش : ছিগাহ جمع اسم বাহাছ اسم ظرف বাব ضرب –يضرب মাসদার العيش মাদ্দাহ
ع- ي- ش. জিনস أجوف يائي অর্থ- জীবিকার উপকরণসমূহ

**হাদিস-২৭৩:**

٢٧٣-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ ؟ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهٗ مَعْصِيَةً . رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন-দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত কেউ দোজখে যাবে না। বলা হল, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! সে দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তিকে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য কোন নেক কাজ আমল করবে না। এবং কোন গোনাহের কাজ সে না করে ছাড়বে না। (ইমাম ইবনে মাজাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية :** অর্থ- যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য কোন নেক আমল করবে না এবং কোন গোনাহের কাজ সে না করে ছাড়বে না। দোজখে গমনকারী দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, দোজখে যাবার মূল কারণ হবে গোনাহ করা ও ইবাদত -বন্দেগী না করা। তাই দোজখে যাওয়া এড়াতে হলে অবশ্যই নেক কাজ করতে হবে এবং অন্যায় কাজ সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করতে হবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

قيل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي مجهول বাব نصر –ينصر মাসদার
القول মাদ্দাহ ق- و- ل. জিনস أجوف واوي অর্থ- তাকে (পু.) বলা হল

لم يعمل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي جحد بلم معروف বাব سمع – يسمع মাসদার
العمل মাদ্দাহ ع- م- ل. জিনস صحيح অর্থ- সে আমল করল না।

شقي : ছিগাহ اسم مفرد বাহাছ أشقياء বাব ضرب –يضرب মাসদার الشقي মাদ্দাহ ش- ق ي-
জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- দূর্ভাগ্যা

معصية : ছিগাহ اسم واحد مع ميم مصدري বহুবচন معاصي বাব ضرب – يضرب মাসদার
العصيان মাদ্দাহ ع- ص- ي. জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- পাপ

**তারকিব:** " لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ "

لايدخل ফেল, النار মাফউল, إلا ইসতিসনার অব্যয়, شقي মুসতাসনা মুস্তাসনা উহ্য মুস্তাসনা মিনহু أحد এর সাথে মিলিত হয়ে ফায়েল, ফেল, ফায়েল ও মাফউল মিলিত হয়ে جملة فعلية হয়েছে।

**হাদিস-২৭৪:**

٢٧٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلٰى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ " . قَالَ " فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهْوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَبْقٰى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا " . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রেওয়ায়েত করেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন তখন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বললেন- যাও দেখে এস, অতঃপর তিনি গিয়ে উহার দিকে গেলেন এবং উহার মধ্যে যা আল্লাহ তাআলা জান্নাত বাসীদের জন্য নেয়ামতরাজী প্রস্তুত করে রেখেছেন তা দেখলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, হে প্রভু আপনার ইজ্জতের শপথ! জান্নাতের কথা কেউ শুনে উহাতে প্রবেশ না করে থাকবে না। তারপর তিনি উহাকে কষ্ট-ক্লেশের দ্বারা ভরপুর করে দিলেন। তারপর বললেন, হে জিবরাইল! যাও উহা দেখে এস। অতঃপর তিনি গেলেন এবং দেখে এসে বললেন- হে প্রভু আপনার ইজ্জতের শপথ! নিশ্চয়ই আমি ভয় করছি যে, উহাতে কেউ প্রবেশ করবে না। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- অতঃপর যখন আল্লাহ পাক দোজখ সৃজন করলেন, তখন বললেন হে জিবরাইল তুমি যাও, উহা দেখে এস, অতপর তিনি গেলেন এবং দেখে এসে বললেন- হে প্রভু! আপনার ইজ্জতের শপথ! জাহান্নামের কথা যে শুন্‌বে সে উহাতে প্রবেশ করবে না।

২০২৪

তারপর তিনি উহাকে কুপ্রবৃত্তির দ্বারা ভরপুর করে দিলেন, এবং বললেন হে জিবরাইল! তুমি যাও , এবং উহা দেখে এস, অতপর তিনি গেলেন এবং দেখে এসে বললেন, হে প্রভূ! আপনার ইজ্জতের শপথ! নিশ্চয়ই আমি ভয় করছি যে, কেউ উহাতে প্রবেশ না করে থাকবে না। (ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকৃতি : জান্নাত শান্তির নিবাস। তাই জান্নাতে যেতে কে না চায়? আর জাহান্নাম শাস্তির স্থান সেখানে তো কেউ যাবেই না। তথাপি অগণিত বনি আদম জাহান্নামী হবে, আর অনেকেই জান্নাতে যেতে পারবে না। তার কারণ হল - জান্নাত-জাহান্নামতো আখেরাতের বিষয়। তাই আখেরাতের শান্তি ও শাস্তির কথা জানা গেলেও দুনিয়ায় থেকে কেউতো তা দেখেনি। তাছাড়া দুনিয়া হতেই যখন পরকালের অবস্থান স্থল ঠিক করে নিয়ে যেতে হবে, তখন দুনিয়াতে ঠিক আখেরাতের উল্টো প্রকৃতি বিরাজমান। দুনিয়ার জীবনে জান্নাতে যাবার আমল বেশ কষ্ট সাধ্য। এবং জাহান্নামের কাজ বেশ লোভনীয় ও আকর্ষণীয়। তাই লোভে পড়ে আকর্ষণীয় কাজে যুক্ত হয়ে মানুষ অবলীলাক্রমে জাহান্নামী হয়ে যায়। অপর দিকে কষ্টকর বেহেশতে যাবার আমল করতে অনেকেই শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে । আর এ গাফলতির কারণেই তারা পরকালে জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

أعد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব إفعال মাসদার الإعداد মাদ্দাহ ع- د- د. জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- সে(পু.) প্রস্তুত করল।

مكاره : ছিগাহ جمع اسم একবচন مكره বাব سمع মাসদার الكراهة মাদ্দাহ ك- ر- ه. জিন্‌স صحيح অর্থ- অপছন্দনীয় কাজ সমূহ।

خشيت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব سمع يسمع মাসদার الخشية মাদ্দাহ خ - ش- ي. জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- আমি ভয় করলাম

حفها : (ضمير منصوب متصل) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব نصر মাসদার الحفوف মাদ্দাহ ح- ف-ف জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- সে ভরপুর করল।

شهوات : ছিগাহ اسم جمع , একবচন شهوة অর্থ- কুপ্রবৃত্তিসমূহ।

لايبقى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي فعل مضارع معروف বাব سمع – يسمع মাসদার البقي মাদ্দাহ ب – ق – ي. জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- সে অবশিষ্ট থাকবে না।

دخل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব نصر- ينصر মাসদার الدخول মাদ্দাহ د-خ-ل জিন্‌স صحيح অর্থ- সে প্রবেশ করল।

أنظر : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر – ينصر মাসদার النظر মাদ্দাহ ن- ظ - ر জিন্‌স صحيح অর্থ- তুমি নজর কর।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. জাহান্নামের সর্ব নিম্ন আযাব কী ?

ক. আগুনের জুতা
খ. আগুনের জামা
গ. আগুনের ঘর
ঘ. আগুনের টুপি

২. বর্তমানে দোজখের আগুন কী রঙ ধারণ করেছে ?

ক. সাদা
খ. কাল
গ. লাল
ঘ. হলুদ

৩. দোজখের মধ্যে উহার দিকে আকর্ষণকারী লোভনীয় কী আছে ?

ক. আগুনের নদী
খ. কষ্ট ও ক্লেশ
গ. কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা
ঘ. আগুনের উদ্যানসমূহ

৪. কে দোজখে যাবে ?

ক. লজ্জাশীল ব্যক্তি
খ. বিনয়ী ব্যক্তি
গ. দূভাগ্যবান ব্যক্তি
ঘ. কঠোর স্বভাবের ব্যক্তি

৫. নিম্নের কোনটি দোজখের নাম ?

ক. জাহিম
খ. নায়িম
গ. খুলদ
ঘ. কারার

৬. দুনিয়ার আগুন হতে দোজখের আগুন কতগুন বেশি তেজদীপ্ত ও তাপযুক্ত?

ক. ৭০গুন  খ. ১০০গুন

গ. ৭০০গুন  ঘ. ১০০০গুন

৭. জান্নাত কবে সৃষ্টি হওয় সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতামত কী?

ক. অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টির সময়ে জান্নাত সৃষ্ট।

খ. কিয়ামতে হিসাবের আগে জান্নাত সৃষ্টি করা হবে।

গ. কিয়ামতে হিসাবের পরে জান্নাত সৃষ্টি করা হবে।

ঘ. এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু  বলা যাবেনা।

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নাইম ও নোমান দুই বন্ধু বিকেল বেলা হাটতে বাড়ির পাশে ইটের ভাটা দেখতে গেল। উত্তপ্ত আগুনে তখন ইট পোড়ানো হচ্ছিল। ভাটার ভেতর উকি মেরে নাইম আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঁকে উঠলো। নোমান বলল, সার কারখানার আগুন এর চেয়েও ভয়াবহ। নাইম বলল, বড় ভয় লাগে, জাহান্নামের আগুন তাহলে কত ভয়ানক হবে?

(ক) জাহান্নামিদের খাবার কী হবে?

(খ) من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) হাদিসের আলোকে নাইম ও নোমানের দেখা ইট-ভাটার সাতে দোজখের কতটুকু তুলনা চলে।

(গ) জাহান্নামের ভয়ে নাইম যে মত ব্যক্ত করেছে হাদিসের আলোকে তার ব্যাখ্যা দাও।

# পঞ্চবিংশ অধ্যায়

## باب نعم الجنة

## জান্নাতের নেয়ামত সম্মন্ধীয় অধ্যায়

মৃত্যুর পর পূনরুজ্জীবিত হওয়া এবং দুনিয়ার জীবনে কৃত কর্মের হিসাব-নিকাশ অন্তে চির শান্তির জান্নাত লাভ, অথবা চির শাস্তির জাহান্নাম লাভের প্রতি দৃঢ় আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ। দুনিয়া মানুষের কর্মক্ষেত্র । আর আখেরাত কর্মফল ভোগের স্থান। যারা দুনিয়ার আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও নবি-রসুলদের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে নেক আমল করেছে তারা শেষ বিচারের দিনে চির শান্তির জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে ধন্য হবে। সেখানে তার অনন্তকাল অবস্থান করবে। সেখানে নেই কোন মৃত্যু, ক্লেশ, শ্রম, বার্ধক্য ও অভাব-অভিযোগ। মহানবি হজরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজ রজনীতে জান্নাত ও জাহান্নাম ভ্রমণ করে চাক্ষুস ভাবে সব কিছু দেখে এসেছিলেন। তাছাড়া ওহি তথা- আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত পয়গামের মাধ্যমেও জান্নাত ও জাহান্নামের বহু নাজ- নিয়ামত এবং শাস্তি - আযাবের কথা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

**হাদিস-২৭৫:**

٢٧٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ اللهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . وَاقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ ( فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন- আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি,কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার ধারণার উদ্রেক হয়নি। এবং তোমরা ইচ্ছা করলে (অত্র হাদিসের সমার্থনে) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে পার। فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين অর্থ- কোন আত্মা জানে না যে, তাদের জন্য তাদের চক্ষু শীতল কারী কী নেয়ামত রাজী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين :** অর্থ- কোন আত্মা জানে না যে, তাদের জন্য তাদের চক্ষু শীতলকারী কী নেয়ামত রাজী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। বেহেশতের নেয়ামতের বিষয়ে আয়াতে পাকের মর্মই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তাদের চক্ষু শীতল করবেন। তারা নেয়ামত রাজী পেয়ে সন্তুষ্ট হবে। আল্লাহ পাকও

তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন- আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারাও আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে যা নায্-নিয়ামত লাগবে তার সবটুকু দিয়েই তাদেরকে সন্তুষ্ট করবেন। এতে আল্লাহ তাআলার প্রতি বান্দার কোন অভিযোগ থাকবে না।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أعددت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব إفعال মাসদার الإعداد মাদ্দাহ ع – د – د. জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- আমি প্রস্তুত করলাম

صالحين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব كرم – يكرم মাসদার الصلاحة মাদ্দাহ ص– ل– ح. জিন্‌স صحيح অর্থ- সৎকর্মশীলগণ

إقرؤوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব فتح – يفتح মাসদার القراءة মাদ্দাহ ق – ر– ء. জিন্‌স مهموز لام অর্থ- তোমরা পড়।

شئتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব فتح – يفتح মাসদার المشيئة মাদ্দাহ ش– و– ء. জিন্‌স مركب অর্থ- তোমরা ইচ্ছা করলে।

أخفي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي مجهول বাব إفعال মাসদার الإخفاء মাদ্দাহ خ– ف – ي জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- সে কে গোপন করা হয়েছে।

أعين : ছিগাহ اسم جمع একবচন عين মাদ্দাহ ع– ي– ن. জিন্‌স أجوف يائي অর্থ- চক্ষুসমূহ।

তারকিব: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيْ الصَّالِحِيْنَ

أعدت ফেল, ضمير انا ফায়েল, ل حرف جار, عباد মুযাফ, يْ মুজাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাওসুফ, الصَّالِحِيْنَ সিফাত, সিফাত মাওসুফ মিলে মাজরূর, যার মাজরূর মিলে মুতায়াল্লাক।

পরিশেষে فعل তার فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হল।

হাদিস-২৭৬:

٢٧٦– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " غَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَابَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

**অনুবাদঃ** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে রেওয়ায়েত, তিনি বলেন-হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় একটি সকাল, অথবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম। এবং জান্নাতের কোন মহিলা যদি পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় তবে আসমান জমিনের মধ্যবর্তী সব জায়গা আলো ও সুগন্ধিতে ভরপুর হয়ে যাবে। এবং তাঁর (জান্নাতী মহিলার) মাথার উড়না দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম। (ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**জান্নাতিদের সৌন্দর্যের বর্ণনা :** জান্নাতীগণ পুরুষ কিংবা মহিলা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য দিয়ে এমন ভাবে সুসজ্জিত করবেন যে, সকল সৌন্দর্য তাদের ঔজ্জ্বলতার কাছে হার মানবে। দুনিয়া ও তার সৌন্দর্য হীরা জহরত যা কিছ বেহেশ্তবাসীদের সৌন্দর্যের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হবে। হাদিসে তাই যথার্থই বলা হয়েছে-জান্নাতীদের চেহারার সৌন্দর্যে সূর্যের আলোও ম্লান হয়ে যাবে। আর তাদের মাথার একটি ওড়নার মূল্যও পূর্ণ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়েও হবে না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

اطلعت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব إفتعال মাসদার الاطلاع মাদ্দাহ ط - ل - ع জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (স্ত্রী) উদিত হল।

أضاءت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব إفعال মাসদার الإضاءة মাদ্দাহ ض- و- ء. জিন্‌স مركب অর্থ- সে (স্ত্রী) আলোকিত করল।

خير(أخير) : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব سمع – يسمع মাসদার الخير মাদ্দাহ خ – ي – ر. জিন্‌স معتل أجوف يائي অর্থ- অপেক্ষাকৃত উত্তম / সর্বোত্তম

دنيا : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر – ينصر মাসদার الدنو মাদ্দাহ و د- ن. জিন্‌স معتل ناقص واوي অর্থ- অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী (স্ত্রী)

**হাদিস-২৭৭:**

٢٧٧- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً مِنْهَا تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত উবাদা বিন ছামিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে একশতটি স্তর আছে। এর একটি স্তর হতে অন্য স্তরের মধ্যে আসমান-জমিন সমান ব্যবধান বিদ্যমান। আর জান্নাতুল ফিরদাউস হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর। উহা হতে জান্নাতের চারটি নহর (নদী) প্রবাহিত হয়। আর এর উপরে আরশের অবস্থান। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়ার সময়ে জান্নাতুল ফিরদাউস প্রর্থনা করবে। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

জান্নাতের সংখ্যা আটটি। জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুল আদন, দারুস্ সালাম, দারুল কারার, জান্নাতুন নায়িম, জান্নাতুল খুলদ, জান্নাতুল ও জান্নাতুল ফিরদাউস। এ ছাড়াও জান্নাতের রয়েছে একশতটি স্তর। যার একটি স্তর হতে আরেকটি স্তরের মধ্যে রয়েছে আসমান জমিন সমান দূরত্বের ফারাক। জান্নাতীগণ তাদের আমলের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে এসব স্তরে স্থান লাভ করবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**درجة** : ছিগাহ اسم واحد বহুবচন درجات মাদ্দাহ د – ر – ج. জিনস্ صحيح অর্থ- স্তর/ধাপ

**أعلى** : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر – ينصر মাসদার العلو মাদ্দাহ ع+ل+و জিনস্ ناقص يائي অর্থ- অপেক্ষাকৃত উচ্চ/ সর্বোচ্চ।

**تفجر** : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر – ينصر মাসদার الفجر মাদ্দাহ ف – ج – ر. জিনস্ صحيح অর্থ- সে (স্ত্রী) প্রবাহিত হচ্ছে।

**أنهار** : ছিগাহ اسم جمع একবচন فرائض মাদ্দাহ ن – ه – ر. জিনস্ صحيح অর্থ- নদীসমূহ

**হাদিস-২৭৮:**

٢٧٨- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا " وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا " ثُمَّ قَرَأَ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদঃ হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা অচিরেই চাক্ষুসভাবে তোমাদের প্রভূকে দেখতে পাবে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আমরা হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পূর্ণিমার রাত্রিতে বসা ছিলাম। অতঃপর তিনি চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন- তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভূকে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে এ চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ, তাঁকে দেখতে তোমরা কোন কষ্টের সম্মুখীন হবে না। অতঃপর যদি তোমরা সক্ষমতা রাখ যে সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে (ফজর ও আসর) নামাজ হতে পরাস্ত হবে না (অর্থাৎ, ঘুম ও ব্যস্ততার মধ্যে লিপ্ত হবে না) তবে তা তোমরা করবে। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها অর্থ- এবং আপনি আপনার প্রভূর প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করুন সূর্য উদয় ও সূর্যস্তের পূর্বে। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر : তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভূকে দেখতে পাবে যেমনি ভাবে এ চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ, জান্নাতে বেহেশতিগণ নানান নাজ - নেয়ামতের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে ধন্য হবে। এ দীদারের কথাই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাকে দেখার দ্বারা মানুষের মত আল্লাহ তাআলার শরীর বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক করে না। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কোন সাদৃশ্য হতে পারে না। বরং শরীর ছাড়াও কুদরতে এলাহির বদৌলতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব হবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

سترون : (س= للتقريب) ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব فتح – মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر – أ. ي জিন্‌স مركب অর্থ- তোমরা অচিরেই দেখবে।

استطعتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব استفعال মাসদার الاستطاعة মাদ্দাহ ط – و– ع. জিন্‌স أجوف واوي অর্থ- তোমরা সক্ষম হলে।

فافعلوا : (فاء للتعقيب عاطفة) ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব فتح يفتح – মাসদার الفعل মাদ্দাহ ف – ع – ل. জিন্‌স صحيح অর্থ- তোমরা (পু.)কর।

سبح : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التسبيح মাদ্দাহ س – ب – ح. জিন্‌স صحيح অর্থ- তুমি (পু.) তাসবীহ পাঠ কর।

২০২৪

## রাবি পরিচিতি:

### হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه)

বিশিষ্ট সাহাবি জারির (رضي الله عنه) ইসলাম পূর্ব যুগে ইয়ামেনের বাজালী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু আমর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের কয়েক মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি নবিজির দরবারে উপস্থিত হলে নবিজি নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন, সৎ ও ন্যায়পরায়ন সাহাবি। তিনি খলিফা ওমর (رضي الله عنه) এর খিলাফতকালে সংঘটিত বিভিন্ন জিহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অবদান সামান্য নয়। তিনি ১০০ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৫৪ সনে তিনি ইরাকের কারকিসিয়া নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. জান্নাতী রমণীদের উড়নার মূল্য কত ?

ক. এক কোটি টাকা।

খ. এক কোটি ডলার।

গ. দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার সমান।

ঘ. দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চেয়ে বেশী।

২. জান্নাতের কতটি স্তর আছে ?

ক. ৮টি খ. ৪০টি

গ. ৭০টি ঘ. ১০০টি

৩. জান্নাতের প্রতিটি স্তরের মধ্যে ব্যবধান কত ?

ক. ১০০কিমি খ. ৫০০কিমি

গ. ১০০০কিমি ঘ. জমিন হতে আসমান পর্যন্ত সমান দূরত্ব।

৪. أُخْفِيَ ক্রিয়াটির বাহাছ কী?

ক. إثبات فعل ماضي معروف　　খ. إثبات فعل ماضي مجهول

গ. إثبات فعل مضارع معروف　　ঘ. إثبات فعل مضارع مجهول

৫. إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

ক. আল্লাহ্ তাআলার কুদরত দেখা।

খ. আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অনুভব করা ।

গ. আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে ধন্য হওয়া ।

ঘ. আল্লাহ তাআলাকে দেখার মত ইয়াকিন করা ।

৬. জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোনটি?

ক. জান্নাতি পোশাক　　খ. চির যৌবন

গ. হুর গেলমান　　ঘ. আল্লাহ তাআলার দিদার

৭. জান্নাতে কী থাকবে না ?

ক. গান-বাদ্য　　খ. মদ্যপান

গ. দুঃখ-কষ্ট　　ঘ. প্রতিযোগিতা

**ক. সৃজনশীল প্রশ্ন :**

রফিকের দাদা প্রতিদিন তাকে গল্প শোনাতেন। একদিন গল্প বলতে বলতে বললেন, রাজাদের রাজপ্রাসাদগুলো ছিল সুরম্য অট্টালিকা। ভেতরের কুঠুরীগুলোতে দামী আসবাব আর তৈজসপত্রের সমাহার। রাজার খেদমতের জন্য চাকর-চাকারাণীরা থাকতো সদা ব্যস্ত। খানা-পিনা ও আমোদ ফূর্তির কমতি ছিল না। চাইবা মাত্র সবই মিলত সেখানে। রফিক বলল, দাদা! এর সাথে কী বেহেশতের তুলনা করা চলে? দাদা বললেন, না চলে না।

(ক) সাহাবি জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) কয়টি হাদিস বর্ণনা করেছেন?

(খ) إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته এর ব্যাখ্যা কর।

(গ) রফিকের দাদা কীভাবে গল্প বললে তা হাদিস অনুযায়ী হতো? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) দাদার কথা- রাজাদের অট্টালিকার সাথে বেহেশতের তুলনা চলেনা- এর ব্যাখ্যা কর।

# ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

## باب كسب الحلال

## হালাল রুজি উপার্জন অধ্যায়

হালাল বা বৈধ উপায়ে রুযি উপার্জন করা  প্রতিটি মুসলিমের উপর অপরিহার্য। কারো রুযি উপার্জন করার প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও তাকে অবশ্যই হালাল রুযি ভক্ষণ, পরিধান ও ভোগ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজে যেমন পবিত্র, তেমনি তিনি পবিত্র ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। হালাল বা বৈধ হওয়া দুই দিক দিয়ে হতে পারে। এক. শরিয়তে যাকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে , অথবা হরাম করা হয় নাই। দুই. হালাল বা বৈধ উপায়ে অর্জিত। সম্পদ অর্জনের বৈধ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, নিজ জমিতে উৎপাদিত ফসল, বৈধ ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা ও শ্রমের বিনিময়ে অর্থ অন্যতম। নিজের ও পোষ্যদের ভরণ পোষণের জন্য বৈধ উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করা নামাজ, রোজার মতই ফরজ ও ইবাদত তুল্য।  হারাম ভক্ষণ করে বা অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের দ্বারা ক্রয়কৃত পোশাক পরে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত যে কোন প্রকারের  ইবাদতই করা হোক না কেন তা আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হবে না। তাই ইবাদত বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি।

**হাদিস-২৭৯:**

٢٧٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ  تَعَالٰى عَنْهُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

**অনুবাদঃ** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ফরজ্ ইবাদত আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজ্ । (শুয়াবুল ইমান, বায়হাকি)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

* طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة : অর্থ- ফরজ্ ইবাদত আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজ। এ কথার মর্মার্থ এই যে, মানুষ আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগি করবে। ইবাদত বন্দেগীর জন্য প্রয়োজন শরীর ও সম্পদের। তাই ইবাদতের উপকরণ হিসেবে প্রয়োজনমত সম্পদ থাকা দরকার। তাছাড়া দুনিয়ায় কেউ একাকী নয়। প্রত্যেকেরই রয়েছে মাতা-পিতা,পুত্র-কন্যা, স্ত্রী,আত্মীয়-স্বজন এবং আরো অনেক হকদার ও দাবিদার। এদের ভরণ-পোষণ ও দাবি মিটানো অনেক ক্ষেত্রে ফরজও হয়ে থাকে। আর সম্পদ না থাকলে এ দায়-দায়িত্বগুলি পালন করা যায় না। তাই আল্লাহ্ তাআলার ফরজকৃত ইবাদত আদায়ের পর নফল ইবাদত বন্দেগি করার পূর্বে আরেক ফরজ হল প্রয়োজন মত নিজের ও পোষ্যদের ভরণ পোষণের জন্য হালাল ও বৈধ পন্থায় উপার্জন করা। এরপর অবসর সময়ে নফল ইবদত-বন্দেগি করা কর্তব্য।

২০২৪

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

طلب : ছিগাহ مصدر বাব نصر ينصر মাসদার الطلب মাদ্দাহ ط – ل– ب. জিন্স صحيح অর্থ- অন্বেষণ কর।

فريضة : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন فرائض বাব نصر – ينصر মাসদার الفرض মাদ্দাহ ف– ر– ض. জিন্স صحيح অর্থ- ফরজ।

## হাদিস-২৮০:

٢٨٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلٰى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ وَأَمْثَالٌ . فَأَحِلُّوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوْا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَآمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ " .رَوَاهُ كَنْزُ الْعُمَّالِ.

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন, কুরআন পাঁচটি দিক নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এক. হালাল (বৈধ) , দুই. হারাম (নিষিদ্ধ), তিন. মুহকাম (সুস্পষ্ট) , চার. মুতাশাবিহ (দুর্বোধ্য),পাচ. আমছাল (উপমাবলি) সুতরাং তোমরা হালালকে বৈধ জ্ঞান কর, হারামকে নিষিদ্ধ জানো, মুহকামের উপর আমল কর, মুতাশাবিহের উপর ইমান আনায়ন কর আর আমছাল দ্বারা উপদেশ গ্রহণ কর। (কানযুল উম্মাল)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অত্র হাদিসের মর্মে জানা যায়, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ প্রধানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। হালাল ,হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ ও আমছাল। এগুলির মধ্যে হালালকে হালাল জ্ঞান করে গ্রহণ করা এবং হারামকে অবৈধ জ্ঞান করে পরিহার করা কর্তব্য। একজন মুসলমান ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার দরবারে শুধু তার ইমান, নামাজ, রোজা ইত্যাদির হিসাব দিতে হবে না। বরং সে দুনিয়ায় যা ভোগ করেছে, পোষ্যদের ভোগ করায়েছে, ওয়ারিসদের জন্য রেখে গেছে, হকদারের হক কি আদায় করেছে কি করে নাই ইত্যাদি সে কিভাবে উপার্জন করেছিল ? কিভাবে ব্যয় করেছিল ? আল্লাহ তাআলার হক ও মানুষের হক যথাযথভাবে আদায় করেছিল কি না ? এসব বিষয়েও জবাবদিহি করতে হবে। তাই সকলের উচিৎ হালাল-হারাম বিবেচনায় রেখে উপার্জন ও ব্যয় করা।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

محكم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإحكم মাদ্দাহ ح– ك – م. জিন্স صحيح অর্থ- সুস্পষ্ট।

حرموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التحريم মাদ্দাহ ح- ر- م. জিনস صحيح অর্থ- তোমরা হারাম কর।

أحلوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإحلال মাদ্দাহ ح- ل- ل. জিনস مضاعف অর্থ- তোমরা হালাল কর।

متشابه : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفاعل মাসদার تشابه মাদ্দাহ ش- ب- ه জিনস صحيح অর্থ- অস্পষ্ট বা সন্দেহপূর্ণ।

آمنوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ- م- ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা ইমান আনয়ন কর।

أمثال : ছিগাহ اسم جمع একবচন مثال মাদ্দাহ م- ث- ل জিনস صحيح অর্থ- উপমাসমূহ।

**হাদিস-২৮১:**

٢٨١- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اِتَّقَى الشُّبْهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا وَاِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

**অনুবাদ:** হজরত নু'মান বিন বশির (রাঃ) হতে বর্ণিত ,তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এরশাদ করেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম সুস্পষ্ট, আর উহাদের মাঝে আছে সন্দেহপূর্ণ বিষয় যা অনেক মানুষই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয় হতে পরহেয করল সে তার দীন ও ইজ্জতের হেফাজত করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে পতিত হল সে মূলত হারামের মধ্যেই পতিত হল।যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্বে পশু চারণ করলে তার পশু সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার আশংকা থাকে।সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহের একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান! আল্লাহ তাআলার সংরক্ষিত এলাকা হল তার হারামকৃত বিষয়/বস্তুসমূহ। সাবধান নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশ্ত আছে, যখন উহা পরিশুদ্ধ হয় তখন সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয়। আর যখন উহা বিনষ্ট হয় তখন সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়। সাবধান! উহা হল কলব (অন্তকরণ)। (বুখারি, মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

উপর্যুক্ত হাদিসটি শরিআতের সাথে সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। অত্র হাদিসে হালাল গ্রহণ, হারাম বর্জন, সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিহারসহ দীন ও ইমানের হেফাযতের জন্য একটি সুন্দর উপমা দেয়ার পর সবকিছুর মূলে যে অন্তরের পরিশুদ্ধতা, সে কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। হাদিসটিতে মানুষের উপার্জন হালাল হওয়ার বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং শতভাগ হালাল উপার্জন নিশ্চিত করার স্বার্থে হারামকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিহার করে হারাম উপার্জন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। হারাম বিষয় চাকচিক্যময় হওয়া সত্ত্বেও তা সংরক্ষিত এলাকার ঘাসের মত। তার পাশে পশু চরালে যেমন পশুসহ রাখালের নিজের জীবনও বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে, তদ্রূপ হারামের মধ্যে পতিত হলে ধ্বংস অবধারিত।

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

অর্থ- সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে, যখন তা পরিশুদ্ধ হয় তখন সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয়। আর যখন তা বিনষ্ট হয় তখন সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়। সাবধান! তা হলো- 'কলব'। এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষের মন যদি দীন ও শরিয়ত মোতাবেক চলার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে শরিয়তের উপর সুদৃঢ় থাকা সম্ভব হয়। কেননা, অন্তঃকরণ হচ্ছে শরীরের চালক। তাই সকলের উচিত নিজ অন্তকরণের পরিশুদ্ধি অর্জনের বিষয়ে সচেতন হওয়া। কারণ, আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপরেই নির্ভর করে মানব জীবনে সফলতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলো সে সফলতা অর্জন করলো। আর যে ব্যক্তি তার আত্মাকে কলুষিত করলো সে ব্যর্থ হলো।" (সুরা শামসঃ ৯-১০)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مشتبهات : ছিগাহ جمع مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاشتباه মাদ্দাহ ش- ب- ه জিনস صحيح অর্থ- সন্দেহপূর্ণ।

استبرأ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব استفعال মাসদার الاستبراء মাদ্দাহ ب- ر- ء জিনস مهموز لام অর্থ- সে দায়িত্বমুক্ত হলো।

صلحت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব كرم – يكرم মাসদার الصلاحة মাদ্দাহ ص- ل- ح জিনস صحيح অর্থ- সে পরিশুদ্ধ হলো।

عرض : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন أعراض মাদ্দাহ ع- ر- ض জিনস صحيح অর্থ- সম্মান।

يرعى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব فتح –يفتح মাসদার الرعاية মাদ্দাহ ر- ع- ي জিনস معتل ناقص يائي অর্থ- সে খেয়াল রাখছে।

محارم : ছিগাহ اسم جمع এক বচন محرم মাদ্দাহ ح- ر- م জিনস صحيح অর্থ- হারামকৃত বিষয়সমূহ।

২০২৪

তারকিব: وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً

ثابت হল متعلق মিলে جار و مجرور , الجسد مجرور , فى حرف جار , ان حرف مشبه بالفعل مضغة اسم اِنّ مؤخر আর خبر اِنّ مقدم মিলে متعلق ও فاعل তার شبه فعل এর সঙ্গে। شبه فعل হয়েছে। পরিশেষে ان তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

হাদিস-২৮২:

٢٨٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) »، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ওহে মানবকুল! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র; তিনি পবিত্র ব্যতীত গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে তাই আদেশ করেছেন, যা তিনি নবি-রাসুলগণকে আদেশ করেছেন, তিনি বলেছেন- ওহে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য হতে খাও এবং ভালো কাজ করো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অধিক অবগত। তিনি আরো বলেছেন- ওহে ইমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা পবিত্র রিযক প্রদান করেছি তা হতে তোমরা ভক্ষণ করো। তারপর নবি করিম ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে ধুলা-মলিন চেহারা ও পোশাক নিয়ে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে ইয়া রব! ইয়া রব! বলে দু'আ করে। অথচ তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক হারাম এবং তার জীবিকাও হারাম। তাহলে কিভাবে তার দু'আ কবুল হতে পারে? (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ : অর্থ- তাহলে কিভাবে তার দোআ কবুল হতে পারে। হারাম খাদ্য, বস্ত্র,পানীয় এবং অন্য হারাম কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি এমন হারাম কিছু সহকারী ইবাদত-বন্দেগি করলেও তা আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল ও গ্রহণযোগ্য হবে না। হাদিসে তাই এমন এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে দোআ কবুলের অনেক শর্তই পূর্ণ মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তার সাথে হারাম মালের সম্পর্ক থাকার কারণে তার দোআ প্রত্যাখ্যাত হল। তাই ইবাদত ও দোআ কবুল হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন পূর্বশর্ত।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

لايقبل : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ نفي فعل مضارع معروف বাব سمع- يسمع মাসদার القبول মাদ্দাহ ق- ب- ل. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে গ্রহণ করছে না।

يطيل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإطالة মাদ্দাহ ط - و- ل. জিন্‌স أجوف واوي অর্থ- সে দীর্ঘ করেছে।

عليم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব سمع- يسمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع- ل- م. জিন্‌স صحيح অর্থ- মহাজ্ঞানী।

يمد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر – ينصر মাসদার المد মাদ্দাহ م- د- د জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- সে প্রসারিত করেছে।

ملبس : ছিগাহ اسم مصدر বাব سمع- يسمع মাদ্দাহ ل – ب – س জিন্‌স صحيح অর্থ- বস্ত্র।

يستجاب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব استفعال মাসদার الاستيجابة মাদ্দাহ ج- و- ب জিন্‌স صحيح অর্থ- তার ডাকে সাড়া দেয়া হবে।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. আল্লাহ তাআলার সংরক্ষিত এলাকা কি ?

ক. হালাল বিষয়সমূহ খ. জায়েজ বিষয়সমূহ

গ. হারাম বিষয়সমূহ ঘ. মাকরুহ বিষয়সমূহ

২.দোআ কবুলের পূর্ব শর্ত কি ?

ক. হালাল রূজী খ. এস্তেগফার

গ. কিবলা মুখী হওয়া ঘ. কুরআন তেলাওয়াত করা

৩. কী বিশুদ্ধ হলে সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয়?

ক. চক্ষু খ. মস্তিষ্ক

গ. কলব ঘ. মাথা

৪. সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের হুকুম কি?

ক.হারাম খ. মুবাহ

গ. মাকরুহ তানজিহি ঘ. মাকরুহ তাহরিমি

৫. হালাল রিজিক উপার্জনের হুকুম কি?

ক. ফরজ খ. সুন্নাত

গ. জায়েজ ঘ. মুস্তাহাব

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাহবুব অফিসার পদে সরকারি চাকরি করেন। কিন্তু টাকা ছাড়া তিনি কারো ফাইল সই করেন না।

৬. মাহবুবের কাজটি কেমন হচ্ছে?

ক. হারাম খ. মাকরুহ তাহরিমি

গ. মাকরুহ তানজিহি ঘ. মুবাহ

৭. মাহবুবের করণীয় ছিল রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসেবে-

i. কাউকে হয়রানি না করা
ii. সবাইকে দ্রুত সেবা প্রদান করা
iii. টাকা অফিসের সবাইকে ভাগ করে দেয়া

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আলতাফ সাহেব একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। তিনি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের কোন হিসেব রাখেন না। প্রতিষ্ঠানের অনেক সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। তার মেয়ের বিয়েতে শিক্ষকদের মোটা অংকের চাঁদা ধার্য করা হলে এক শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, অধ্যক্ষ স্যারের কি ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত জানা নেই?

(ক) كسب الحلال অর্থ কী?

(খ) فأنى يستجاب له হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) আলতাফ সাহেবের কাজটি কিরূপ? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শিক্ষকের মন্তব্যের যথার্থতা হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

# সপ্তবিংশ অধ্যায়

## باب الصدق في التجارة

## ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে সততার অধ্যায়

হালাল জীবিকা উপার্জনের অন্যতম পন্থা ব্যবসা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا অর্থ- এবং আল্লাহ হালাল করেছেন ব্যবসা আর হারাম করেছে সূদ। (সুরা বাকারা-২৭৫) বিশ্বনবি হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সময়ে নিজে ব্যবসা করেছেন। তিনি ব্যবসায়ীদের দালাল নাম পরিবর্তন করে তাজের রেখেছেন। ব্যবসায়ে সততার গুরুত্ব অপরিসীম। মিথ্যা না বলা, ধোঁকা না দেয়া, মালে ভেজাল না দেয়া, ওয়াদা খেলাফ না করা,ওজনে কম না দেয়া ইত্যাদি ব্যবসায়িক সততার অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়ের রয়েছে বহু প্রকার। যা সততার অভাবে হয়ে যায় হারাম। আর ব্যবসায়িক পদ্ধতি ব্যতীত ঋণ দানের মাধ্যমে বাড়তি সম্পদ আদায় করলে তা হয় সূদ। যাকে শরিয়তে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে নিষেধ করা হয়েছে। ব্যবসায়ের হালাল-হারাম পদ্ধতি জানা ও তদানুযায়ী আমল করে নিজের উপার্জনকে হালাল করা প্রতিটি মুসলমানের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য।

### হাদিস-২৮৩:

٢٨٣-عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنِ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

**অনুবাদঃ** হজরত আবু সাইদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী ব্যক্তি নবিগণ, সিদ্দিকগণ ও শহিদগণের সঙ্গী হবে। (জামে তিরমিজি)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ

**ব্যবসার ফজিলত :** মানুষ ব্যবসা, শিল্প ও কৃষি এই তিন প্রকার কাজের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে কেউবা মালিক আর কেউবা শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সেবা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গও পরোক্ষভাবে এ তিন শ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম এ তিনটি পেশাকেই সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। সৎ ব্যবসায়ীদিগকে নবিদের সংঙ্গী ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষিকাজে পশু পাখিতে ভক্ষণ করা শস্যের মধ্যেও সদকার ছওয়াব পাবার কথা বলা হয়েছে। শিল্প কর্মে নিজ হাতে উৎপাদিত রিজিককে পবিত্রতম রিজিক বলা হয়েছে। ব্যবসায় মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এর সুন্নাত কাজ। ব্যবসায়ে রয়েছে পূর্ণ বরকতের দশ ভাগের নয় ভাগ। সূদ ও প্রতারণা পরিহার করে সততার সাথে

ব্যবসায় পরিচালনা করলে তাতে রয়েছে বিরাট ছওয়াব ও বিশেষ মর্যাদা। তাই ইসলামের দেয়া ব্যবসায়িক নিয়ম-নীতি মেনে ব্যবসায় করা উচিৎ।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الصدق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব نصر – ينصر মাসদার صدوق মাদ্দাহ ص – د – ق. জিন্‌স صحيح অর্থ- চরম সত্যবাদী

شهداء : ছিগাহ اسم جمع এক বচন شهيد মাদ্দাহ ش – ه – د. জিন্‌স صحيح অর্থ- শহিদগণ

**হাদিস-২৮৪:**

٢٨٤- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ غَرَزَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَمّٰى فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ . رَوَاهُ أَبُوْ داود

**অনুবাদ:** হজরত কাইস বিন আবু গারাযাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাদিগকে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ে সামাসিরা (দালাল) নামে অভিহিত করা হত। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং উহার চেয়ে একটি সুন্দর নামে আমাদিগকে নামকরণ করলেন। তিনি বল্‌লেন- ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিরর্থক কথাবার্তা ও কসম প্রায়সই হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা উহাকে সদকার সাথে মিশ্রণ কর। (সুনান আবু দাউদ)

**ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ :**

**ব্যবসায়ীদের নামকরণ:** পূর্বকালে ব্যবসায়ীগণকে দালাল নামে অভিহিত করা হত। এ নামের মধ্যে যেমনি রয়েছে অসম্মান, তেমনি নামটি শ্রুতকটুও বটে। পক্ষান্তরে, ব্যবসায়ী নামের মধ্যে রয়েছে সম্মানের স্বীকৃতি। কেননা, দালাল কথার দ্বারা প্রথমেই ধারণা জন্মে যে, এ ব্যক্তি নিজের কিছু কর্ম তৎপরতার দ্বারা মধ্যস্বত্বভোগী কেউ হবে। কিন্তু ব্যবসায়ী নামের মধ্যে এ হীন ধারণার কোন স্থান নেই। কেননা, ব্যবসায়ীগণ তাদের সম্পদ ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়িক ঝুকি গ্রহণ করেই মুনাফার অধিকারী হয়ে থাকে। যাতে মানবিকতার পরিপন্থী কিছু নেই। আর দালালির মধ্যে মধ্যস্থতার দ্বারা একজন আরেকজনের উপকার করবে নিস্বার্থ ভাবেই। এতে বিনিময় গ্রহণের মধ্যে মানবতার অপমান হয়। তাই সিমসার নামের তুলনায় 'তাজের' নামটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও ভালো তাতে সন্দেহ নেই।

২০২৪

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

سماسرة : ছিগাহ اسم جمع এক বচন سمسار অর্থ- দালালগণ

فسمانا : (ف=عاطفة, نا=ضمير منصوب متصل ) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل
ماضي معروف বাব تفعيل মাসদার التسمية মাদ্দাহ س- م - ي. জিন্‌স ناقص يائي
অর্থ- সে (পু.) নাম রাখল।

فشوبوه : (ف-عاطفة. ه- ضمير منصوب متصل) ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر
معروف বাব نصر–ينصر মাসদার الشوب মাদ্দাহ ش - و- ب. জিন্‌স أجوف
واوي অর্থ- তোমরা (পু.) মিশ্রণ কর।

تجار : ছিগাহ اسم جمع এক বচন تاجر মাদ্দাহ ت- ج - ر. জিন্‌স صحيح অর্থ- ব্যবসায়ীগণ

**হাদিস -২৮৫:**

٢٨٥- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنْ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

**অনুবাদঃ** হজরত উবায়েদ ইবনে রিফায়াহ তার পিতা হতে তিনি হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ব্যবসায়ীগণকে কিয়ামত দিবসে গোনাহগার বেশে একত্রিত করা হবে। তবে তারা ব্যতীত, যারা পরহেযগারী গ্রহণ করবে, নেককার হবে এবং সততা অবলম্বন করবে। (জামে তিরমিজি, সুনান ইবনে মাজাহ)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

**التجار يحشرون يوم القيامة فجارا :**

অর্থ- ব্যবসায়ীগণকে কিয়ামত দিবসে গোনাহগার বেশে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ, ব্যবসায়ীগণ তাদের কৃতকর্মের দ্বারাই গোনাহগার হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে হাশরে আনীত হবে। কেননা অধিক মুনাফা লাভের আকাংখা ও লোভ ব্যবসায়ীদিগকে মিথ্যা বলতে, মিথ্যা শপথ করতে, প্রতারণা করতে, মালে ভেজাল দিতে, ওয়াদা খেলাফ করতে, শর্ত নির্ধারণে শঠতার আশ্রয় নিতে এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকাতে উৎসাহিত করে। একাজগুলি গর্হিত, কবিরা গোনাহ ও মানবতা বিরোধী। তাই এহেন গোনাহের কর্মের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ গোনাহগার হয়ে কিয়ামতে উঠবে। তবে এসব গোনাহের কাজ পরিহার করে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথে সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনাকারীদের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। তারা নবি, শহিদ ও সিদ্দিকগণের সমমর্যাদায় অভিষিক্ত হবে।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

فجار : ছিগাহ اسم جمع একবচন فاجر মাদ্দাহ ف- ج - ر জিন্‌স صحيح অর্থ- গোনাহগারসকল।

اتقى : ছিগাহ إثبات فعل ماضي معروف واحد مذكر غائب বাহাছ বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و- ق- ي জিন্‌স لفيف مفروق অর্থ সে (পু.) ভয় করলো।

**হাদিস-২৮৬:**

٢٨٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

**অনুবাদ:** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- তোমরা সত্য বলাকে আঁকড়ে ধর। কেননা, সত্য নেকির দিকে ধাবিত করে আর নেকি জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর কোন ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যকে অনুসন্ধান করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ পাকের নিকট তাকে চরম সত্যবাদী হিসেবে নির্ধারিণ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা হতে দূরে থাক। কেননা মিথ্যা গোনাহের ধাবিত করে আর গোনাহ দোজখের নিকট উপনীত করে এবং কোন ব্যক্তি সব সময় মিথ্যা কথা বলে আর মিথ্যাকে খোঁজ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট চরম মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হয়। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :**

حتى يكتب عند الله صديقا এবং حتى يكتب عند الله كذابا :

অর্থ- আর কোন ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যকে নিরূপণ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ পাকের নিকট তাকে চরম সত্যবাদী হিসেবে নির্ধারণ করা হয় এবং কোন ব্যক্তি সব সময় মিথ্যা কথা বলে আর মিথ্যাকে খোঁজ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট চরম মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হয়। মূলত মানুষের কথা ও কাজ যেমন আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয, তদ্রূপ তাদের আমলের প্রভাবেও তারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং সর্বদা সত্য কথা বলতে বলতে এবং সর্বত্র সত্যান্বেষণে নিয়োজিত থাকতে থাকতে তার স্বভাব-চরিত্র এর প্রভাবে এমন হয়ে যায় যে, সে ব্যক্তি সিদ্দিকগণের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যা বলতে বলতে এবং সর্বক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে এর প্রভাবে উক্ত ব্যক্তির মনে মিথ্যার প্রতি

সামান্যতম দ্বিধা-সংকোচও থাকে না। ফলে সে চরম মিথ্যাবাদী হয়ে যায়। তখন তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড মিথ্যায় ভরপুর হয়ে যায়।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

يهدي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب يضرب – মাসদার الهداية মাদ্দাহ ه– د – ي. জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- সে পথ প্রদর্শন করছে।

يتحرى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التحري মাদ্দাহ ح– ر– ي. জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- সে (পু.) অনুসন্ধান করছে।

صديق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব نصر – ينصر মাসদার الصدق মাদ্দাহ ص– د – ق জিন্‌স صحيح অর্থ- পরম সত্যবাদী

يكذب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب – يضرب মাসদার الكذب মাদ্দাহ ك– ذ – ب জিন্‌স صحيح অর্থ- সে কে নির্ধারণ করছে।

**হাদিস-২৮৭:**

٢٨٧– عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ . قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

**অনুবাদঃ** হজরত আবু যার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) হতে রেওয়ায়েত করেন- তিন শ্রেণির লোকদের সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের নজরে) দৃষ্টিপাত করবেন না , তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হজরত আবু যার (رضي الله عنه) বলেন- তারা নিরাশ হয়ে গেল এবং তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল। ইয়া রসুলাল্লাহ ! তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল, ১.গোড়ালির নিচে কাপড় ঝুলায়ে পরিধানকারী ব্যক্তি, ২. দান করে খোটা দানকারী ব্যক্তি এবং ৩.মিথ্যা শপথের দ্বারা তার পণ্য সামগ্রী প্রচলনকারী ব্যক্তি। (সহিহ মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**والمنفق سلعته بالحلف الكاذب :**

অর্থ- এবং মিথ্যা শপথের দ্বারা তার পণ্য সামগ্রী প্রচলনকারী ব্যক্তি। যে তিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে কঠিন আযাবের মধ্যে পতিত হবে, তাদের মধ্যে উল্লেখিত ব্যক্তি অন্যতম। একজন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে শপথ শুনলে সে কথা অনায়াসে দ্বিধাহীন ভাবে বিশ্বাস করে থাকে। আর এ সুযোগ গ্রহণ করে অসৎ ব্যবসায়ীগণ মিথ্যা কসমের দ্বারা তাদের অধিক মুনাফা লাভের হীন স্বার্থ হাসিল করে থাকে। এটা খুবই জঘন্য ও অন্যায়। তাই, এহেন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের পরিবর্তে আযাব ও গযবে নিপতিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

لايكلمهم : (هم - ضمير منصوب متصل) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التكليم মাদ্দাহ ك - ل – م জিন্‌স صحيح অর্থ- সে কথা বলবে না।

خابوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব – ضرب يضرب মাসদার الخيبة মাদ্দাহ خ– ي– ب জিন্‌স أجوف يائي অর্থ- তারা (পু.) নৈরাশ হল।

مسبل : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإسبال মাদ্দাহ س–ب– ل জিন্‌স صحيح অর্থ- পায়ের গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝুলায়ে পরিধানকারী।

منفق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার التنفيق মাদ্দাহ ن-ف– ق জিন্‌স صحيح অর্থ- প্রচলনকারী।

তারকিব: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ثلاثة تخصيص بالنكرة مبتدأ , لايكلم فعل, هم ضمير منصوب مفعول, الله فاعل,

يوم مضاف , القيامة مضاف اليه , মিলে مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول , فعل তার فاعل, দুই مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে خبر হয়েছে। পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হল।

২০২৪

# অনুশীলনী

## ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নবিদের সঙ্গে কারা বেহেশতে যাবে ?

ক. নামাজীগণ খ. জীবে দয়াকারীগণ

গ. স্বচ্চরিত্রের অধিকারীগণ ঘ. সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীগণ

২. ব্যবসায়ীদের ইসলাম পূর্ব যুগের নাম ছিল ?

ক. سمسار খ. بائع

গ. مشتري ঘ. ناجش

৩. صديق শব্দের অর্থ- কী ?

ক. সত্যবাদী খ. চরম সত্যবাদী

গ. অপেক্ষাকৃত সত্যবাদী ঘ. যিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেননি

৪. لَا يُكَلِّمُهُمْ শব্দটির বাব কী ?

ক. باب إفعال খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة ঘ. باب افتعال

৫. নেককাজ কোন্ দিকে পথ প্রদর্শন করে?

ক. মসজিদের দিকে খ. জান্নাতের দিকে

গ. কাবা শরিফের দিকে ঘ. মদিনা শরিফের দিকে

৬. কিয়ামত দিবসে কোন শ্রেণির লোকের সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা কথা বলেবেন না ?

ক. তিন খ. চার

গ. পাচ ঘ. ছয়

**নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

সাজ্জাদ হোসেন একজন মুদী দোকানদার। পণ্য বিক্রির সময় সে ওজনে কম দেয় এবং পণ্যের দোষ গোপন করে।

৭. সাজ্জাদ হোসেনের কাজটি কেমন হচ্ছে?

ক. মুবাহ   খ. হারাম

গ. মাকরুহ তানজিহি   ঘ. মাকরুহ তাহরিমি

৮. তার উচিত ছিল-

i. সঠিক ওজন দেয়া
ii. পণ্যের দোষ-গুণ প্রকাশ করা
iii. দোকানদারী ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করা।

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

বদিউজ্জামান একদিন কিছু কেনাকাটার জন্য বাজারে গেলেন এবং দেখলেন, একজন ব্যবসায়ী তার পণ্য বিক্রয়ের জন্য কসম খাচ্ছে। তিনি ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে তাকে এসব করতে বারণ করলে ব্যবসায়ী বলল, আমরা বুঝি ব্যবসা কিভাবে করতে হয়?

(ক) ব্যবসা বিষয়ক একটি হাদিস লিখ।

(খ) إن البيع يحضره اللغو والحلف হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) বদিউজ্জামান সাহেবের কাজটি হাদিসের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ব্যবসায়ীর মন্তব্যটি হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২০২৪

# অষ্টবিংশ অধ্যায়

## باب الفتن

## ফিৎনা-ফাসাদের বর্ণনা অধ্যায়

ফিৎনা বা ফাসাদ সৃষ্টির কারণে পৃথিবীর উপর বিপর্যয় নেমে আসে। শান্তি ও শৃঙখলা হয় বিঘ্নিত, মানুষের মৌলিক অধিকার হয় লংঘিত। মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই যাবতীয় ফিৎনা-ফাসাদ মুকাবিলা করাও রাষ্ট্রের পবিত্র কর্তব্য। তবে পৃথিবী নামক গ্রহটি একদিন লয় হবে নিশ্চয়ই। কিয়ামতের সে করুণ মুহূর্তের পূর্বে এ জগৎটি ফিৎনা ও ফাসাদে ভরপুর হয়ে যাবে।

**হাদিস-২৮৮:**

٢٨٨- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ . أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا أَفْضَلَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى اٰثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رُزَيْنٌ

**অনুবাদ:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি অন্য কারো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে চায়, সে যেন যাঁরা ইন্তিকাল করে গেছেন তাদের (ভালো মানুষদের) নিয়ম নীতি মান্য করে চলে। কেননা, জীবিত ব্যক্তি ফিৎনা হতে বাঁচতে পারে না। এরা হলো মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবিগণ। তাঁরা ছিলেন এ উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা অন্তঃকরণে ছিলেন অধিক ভালো জ্ঞান-গরিমায় ছিলেন অধিক গভীর, তাঁদের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না বললেই চলে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর নবির সংস্পর্শের জন্য এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করো, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো এবং তোমরা যতদূর সক্ষমতা রাখো তাঁদের আখলাক ও চরিত্র আঁকড়ে ধরো। কেননা, তাঁরা সঠিক হিদায়াতের উপর সুদৃঢ় ছিলেন। (ইমাম রাজিন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

من كان مستنا فليسن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة . : অর্থ- যে ব্যক্তি অন্য কারো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে চায়, সে যেন যারা এন্তেকাল করে গেছেন এমন (ভালো মানুষদের) নিয়ম নীতি মান্য করে চলে। কেননা, জীবিত ব্যক্তি ফিৎনা থেকে বাঁচতে পারে না। হাদিসের অত্র অংশে ফিৎনা বলতে ইমান ও আমলের পরিপন্থী কার্যাবলী বুঝানো হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়, নফসে আম্মারার তাড়নায় এবং

যুগ-যামানার কলুষ আবহাওয়ায় যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ফিৎনায় পতিত হয়ে ইমান ও আমল হারা হয়ে যেতে পারে। তাই যাদের এমন সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ, যারা ইমান ও আমলের উপর সুদৃঢ় থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন, যথা- সাহাবায়ে কেরাম তাদের অনুসরণ করলে কোন প্রকারে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা, তারা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ছিলেন। সুতরাং তারা সমালোচনারও উর্ধে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مستن : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব افتعال মাসদার استنان মাদ্দাহ س-ن-ن. জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- নিয়ম- নীতি মান্যকারী

الفتنة : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন الفتن অর্থ- বিপদ, মুসিবত

أصحاب : ছিগাহ اسم جمع একবচন صاحب অর্থ- সংগী, সাথী

محمد : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব تفعيل মাসদার التحميد মাদ্দাহ ح- م- د. জিনস صحيح অর্থ- অধিক প্রশংসিত

أعمق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব سمع- يسمع মাসদার العموق মাদ্দাহ ع- م- ق. জিনস صحيح অর্থ- অধিক গভীর

تمسكوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব تفعل মাসদার التمسك মাদ্দাহ م- س- ك. জিনস صحيح অর্থ- তারা (পু) ধারণ করল।

مستقيم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব استفعال মাসদার الاستقامة মাদ্দাহ ق-و- م জিনস أجوف واوي অর্থ- সঠিক, সরল , সোজা

أخلاق : ছিগাহ اسم جمع একবচন الخُلق অর্থ- চরিত্র, স্বভাব

**হাদিস-২৮৯:**

٢٨٩- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْإِسْلَامِ اِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدٰى عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ " . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

**অনুবাদঃ** হজরত আলি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- অতি নিকটবর্তী যে, মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত কিছু অবশিষ্ট থাকবে না এবং কুরআনের অংকিত অক্ষর ব্যতীত কিছু থাকবে না। তাদের মসজিদ গুলি হবে সুসজ্জিত, তবে হেদায়েত থেকে শুন্য। তাদের আলেমগণ হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণির। তাদের থেকে ফিৎনা বের হবে এবং তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। (বায়হাকি,শুয়াবুল ইমান)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**علماؤهم شر من تحت أديم السماء** : অর্থ- তাদের আলেমগণ হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণির। অত্র হাদিসে কিয়ামতের পূর্বেকার ফিৎনার কথা বলা হয়েছে। কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে একটার পর একটা ফিৎনার সৃষ্টি হবে যাতে মানুষের ইমান আমল নিয়ে বেঁচে থাকা দুষ্কর হবে। সেই সময়ের নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, সমাজের যে শ্রেণির লোকদের সর্বোত্তম হওয়া উচিৎ, যাদেরকে দেখে অন্যান্যরা আমল করবে সেই আলেম সমাজই হবে দুর্নীতি গ্রস্থ এবং চারিত্রিক অধপতনের চরম সীমায় তারা অবস্থান করবে। তারা এমন হবে যে সর্বোত্তম হওয়ার পরিবর্তে তার হবে সর্ব নিকৃষ্ট।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

يأتي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب –يضرب মাসদার الإتيان মাদ্দাহ أ– ت – ي. জিনস مركب অর্থ- সে (পু.) আসবে।

يوشك : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার إيشاك মাদ্দাহ و– ش– ك জিনস مثال অর্থ- সে (পু) নিকটবর্তী হচ্ছে।

مساجد : ছিগাহ جمع বাহাছ اسم ظرف বাব نصر – ينصر মাসদার السجود মাদ্দাহ س– ج– د জিনস صحيح অর্থ- মসজিদ সমূহ

تعود : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر - ينصر মাসদার العود মাদ্দাহ ع – و– د. জিনস أجوف واوي অর্থ- সে (স্ত্রী) ফিরে আসবে।

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আলি (رضي الله عنه):** হজরত আলি (رضي الله عنه) ইসলামের চতুর্থ খলিফা। হজরত আলি (رضي الله عنه) । ৬০০ খৃষ্টাব্দে মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার উপনাম আবুল হাসান। উপাধি আসাদুল্লাহ ও হায়দার। পিতার

নাম আবু তালিব। মাতার নাম ফাতিমা। তিনি ছিলেন রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আপন চাচাতো ভাই ও ছোট জামাতা। তিনি মাত্র ৯/১১ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী বালক। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে শাহাদাত বরণ পর্যন্ত তিনি ইসলামের অনেক কল্যাণ সাধন করেন। তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ৪ বছর ৯ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। হিজরি ৩৫ সনে তিনি খলিফা মনোনীত হন। হজরত আলি (رضي الله عنه) একই সাথে বড় মাপের মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও বাগ্মী ছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে ৫৮৬টি হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর ইলমের গভীরতা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমি জ্ঞানের শহর আর আলি ঐ শহরের ফটক।" ইসলামের এ মহান সাধক হিজরি ৪০ সনের রমাযান মাসে ইরাকের কুফা নগরীতে শাহদাত বরণ করেন। আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক এক আততায়ীর তরবারীর আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কুফায় জামে মসজিদের আঙ্গিনায় তাকে দাফন করা হয়।

**হাদিস-২৯০:**

**٢٩٠- عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.**

**অনুবাদঃ** হজরত মাহমুদ ইবনে লবিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-দু'টি বিষয় আদম সন্তান অপছন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু তার জন্য ফিৎনা হতে উত্তম। সে সম্পদের স্বল্পতাকে অপছন্দ করে অথচ সম্পদের স্বল্পতা তার জন্য হিসাবকে কম করে দেয় । (আহমদ)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

والموت خير للمؤمن من الفتنة : অর্থ- আর মৃত্যু তার জন্য ফিৎনা হতে উত্তম। এ কথার মর্মার্থ এই যে, কেউ ইমানদার অবস্থায় মৃত্যু বরণ করার সৌভাগ্য হাসিল করলে মৃত্যুর পর হতেই সুখময় জিন্দেগী শুরু হয়ে যাবে। তাই তার জন্য মৃত্যু বরণ করাই উত্তম। অপর দিকে সে যত দিন বেচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ফিৎনায় জড়িয়ে পড়ে ইমান ও আমল হারা হয়ে চির শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

يكره : ছিগাহ واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سمع- يسمع মাসদার الكراهة মাদ্দাহ ك- ر- ه জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) অপছন্দ করে। ২০২৪

أقل : ছিগাহ واحد مذكر اسم تفضيل বাহাছ ضرب – يضرب বাব القليل মাসদার মাদ্দাহ
ق – ل – ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- অপেক্ষাকৃত অধিক কম

তারকিব: وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ

الموت مبتدأ , خير شبه فعل , ل حرف جار , المؤمن مجرور جار و مجرور মিলে متعلق أول
شبه فعل হয়েছে। من حرف جار আর الفتنة مجرور , جار و مجرور মিলে متعلق ثانى হয়েছে।
তার فاعل ও দুই متعلق মিলে شبه جمله হয়ে خبر হয়েছে।

পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

**হাদিস –২৯১:**

٢٩١- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَعَلَّمُوْا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوْا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَإِنِّيْ اِمْرُؤٌ مَّقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِيْ فَرِيْضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- তোমরা এলেম শিক্ষা কর এবং মানুষদের শিক্ষা দাও, তোমরা ফরজ বিধানসমূহ শিক্ষা কর এবং মানুষদের শিক্ষা দাও এবং তোমরা কুরআন শিক্ষা কর ও মানুষদের শিক্ষা দাও। কেননা, আমাকে দুনিয়া হতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এলেমকেও অচিরেই উঠায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পাবে। এমনকি একটি ফরজ বিধান নিয়ে দুইজনে মতানৈক্য করবে কিন্তু তাদের মাঝে মীমাংসাকারী কাউকে পাওয়া যাবে না। (সুনান দারেমি, সুনান দারু কুতনি)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن : অর্থ- কেননা আমাকে দুনিয়া হতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এলেমকেও অচিরেই উঠায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পাবে। অত্র হাদিসের এ অংশে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এন্তেকাল, ইলম বিলুপ্ত হওয়া এবং ফিৎনা প্রকাশিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম।) ইলমে ওহি তথা-কুরআন ও হাদিস আনয়নের মাধ্যমে এলেমভিত্তিক একটি ইমান ও আমলের সমাজ উপহার দিয়ে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত নবির ওয়ারিস ওলামায়ে কেরাম এলেম ও আমলের চর্চা ও অনুশীলন জারি রাখবে ততদিন সমাজ ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণই থাকবে। কিন্তু দিন যত গড়াবে আর আলেমগণ যত শিথিল হবে তারা এলেমের চর্চা ও আমলের অনুশীলনের বিষয়ে গাফেল হয়ে পড়বে। তখন এমন অবস্থা হবে মানুষ তাদের সমস্যাবলীর ইসলামি সমাধান দেয়ার মত কোন যোগ্য আলেমকে খুজে পাওয়া যাবেনা। তখনই ফিৎনা প্রকাশিত হবে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া বুঝা যাবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

تعلموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر أمر حاضر معروف বাহাছ باب التفعل মাসদার التعلم মাদ্দাহ. ع- ل- م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা (পু.) শিক্ষা কর।

فرائض : ছিগাহ اسم جمع একবচন فريضة মাদ্দাহ ف - ر- ض. জিনস صحيح অর্থ- ফরজকৃত বিধানসমূহ

مقبوض : ছিগাহ واحد مذكر اسم مفعول বাহাছ باب سمع- يسمع মাসদার القبض মাদ্দাহ ق- ب – ض জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) কবজাকৃত

لايجدان : ছিগাহ تثنية مذكر غائب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ باب ضرب –يضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و – ج – د জিনস مثال واوي অর্থ- তারা দু'জন পাচ্ছে না।

يفصل : ছিগাহ واحد مذكرغائب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ باب ضرب – يضرب মাসদার الفصل মাদ্দাহ. ف – ص- ل. জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) মীমাংসা করবে।

يختلف : ছিগাহ واحد مذكر غائب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ باب افتعال মাসদার الإختلاف মাদ্দাহ خ- ل- ف জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) মতানৈক্য করছে।

হাদিস-২৯২:

٢٩٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ " قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ ؟ قَالَ " اَلْقَتْلُ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২০২৪

**অনুবাদঃ** হজরত আবু সায়িদ (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে, এলেম উঠায়ে নেয়া হবে, ফিৎনা প্রকাশিত হবে, কৃপণতা পরিত্যাজ্য হবে এবং আর হত্যা বেড়ে যাবে। সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করলে الهرج দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে? তিনি বললেন ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য কতল বা হত্যা। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

يتقارب الزمان : অর্থ- কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে। অর্থাৎ, দ্রুত সময় কাটবে, সময়ের বরকত কমে যাবে, উদ্দেশ্য কাজ না করতেই সময় ফুরিয়ে যাবে। মনে হবে অল্প সময়ে বহু দিন, মাস ও বৎসর পার হয়ে যাবে।

ويلقى الشح ويكثر الهرج : অর্থ- কৃপণতা পরিত্যাজ্য হবে এবং আর হত্যা বেড়ে যাবে। এখানে কিয়ামতের পূর্বে ফিৎনা প্রকাশিত হওয়ার সময়ের সার্বিক অবস্থার কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সে সময়ে পৃথিবীতে ধন-রত্নের কোন অভাব থাকবে না। জমিনের তলের ও সাগর বক্ষের অঢেল সম্পদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তাই মানুষের মধ্যে কৃপণতাও আর থাকবে না। তবে সে সময়ে মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। নানাবিধ কারণে মানুষ হত্যা বেড়ে যাবে। তাই ফেৎনা প্রসার হওয়ার বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া কর্তব্য।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

يتقارب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفاعل মাসদার التقارب মাদ্দাহ ق- ر- ب. জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) নিকটবর্তী হচ্ছে।

يقبض : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب–يضرب মাসদার القبض মাদ্দাহ ق- ب- ض. জিনস صحيح অর্থ- সে(পু) গ্রহণ করছে

**হাদিস - ২৯৩:**

٢٩٣- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنْ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا " . رَوَاهُ أَبُوْ داود

**অনুবাদঃ** হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি- নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যাকে ফিৎনা হতে পরিত্রাণ দেয়া

হল, নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যাকে ফিৎনা হতে পরিত্রাণ দেয়া হল, নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যাকে ফিৎনা হতে পরিত্রাণ দেয়া হল। আর যাকে ফিৎনার দ্বারা পরীক্ষা করা হবে এবং সে ধৈর্যধারণ করে তার জন্য শুভ সংবাদ। (সুনান আবু দাউদ)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

অত্র হাদিসে ফিৎনার সময়ে কিভাবে বসবাস করতে হবে তার প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আর তা হল, ফিৎনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলতে হবে। যদি কেউ মনে করে যে, আমি ফিৎনার মধ্যে থেকেও নিজেকে হিফাযতে রাখব এবং ইমান ও আমলহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অশেষ ছওয়াব লাভ করব। একথা বলা যত সহজ বাস্তবায়ন তত সহজ নয়। একবার ফিৎনার মধ্যে জড়িয়ে পড়লে ধ্বংস অবধারিত হয়ে যাবে। তাই সৌভাগ্যবান তাকেই বলতে হবে যে, ফিৎনাকে পরিহার করে নিজেকে কলুষতা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

سعيد : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন سعداء মাদ্দাহ س- ع- د. জিনস صحيح অর্থ - সৌভাগ্যবান।

ابتلي : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي مجهول বাব افتعال মাসদার الابتلاء মাদ্দাহ ب- ل- ي. জিনস ناقص يائي অর্থ- সে (পু) মুসিবতগ্রস্থ হলো।

## অনুশীলনী

## ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কারা ?

ক. নামাজীগণ খ. সাহাবিগণ

গ. তাবেয়িগণ ঘ. আলেমগণ

২. আখেরি জামানায় মসজিদগুলি কেমন হবে ?

ক জীর্ণশীর্ণ খ. সুসজ্জিত

গ. নামাজী দ্বারা পরিপূর্ণ ঘ. আলেমদের দ্বারা ভরপুর

৩. মুমিনের জন্য মৃত্যু শ্রেয় কেন ?

ক. সম্পদ বেশী হওয়ার আশংকায় খ. ফিৎনায় জড়িত হওয়ার আশংকায়

গ. শয়তানের ধোকাবাজির আশংকায় ঘ. অমুসলিমদের অত্যাচারের আশংকায়

৪. শেষ জামানায় জমিনের মধ্যে নিকৃষ্টতম হবে কারা ?

ক. নেতাগণ খ. আলেমগণ

গ. ব্যবসায়ীগণ ঘ. কর্মচারীগণ

৫. সৌভাগ্যবান কে ?

ক. যে ফিৎনায় জড়িয়ে পড়ে খ. যে ফিৎনাকে পরিহার করে

গ. ফিৎনার সংগেমোকাবিলা করে ঘ. ফিৎনা সৃষ্টিকারীদের দমন করে

৬. ফিৎনায় পতিত হওয়া বলতে কী বুঝায় ?

ক. বিপদগ্রস্ত হওয়া।

খ. জাগতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া।

গ. ইমান ও আমল হারা হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হওয়া।

ঘ. হত্যা, গুম, চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া।

৭. কাদের সমালোচনা করা বৈধ নয় ?

ক. নেতা-নেত্রীদের খ. ওলামায়ে কেরামের

গ. মাযহাবের ইমামদের ঘ. সাহাবায়ে কেরামের

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

মুশাররফ হোসেন সরকারি চাকরি হতে অবসর নিয়েছেন। অবসর জীবনে ইসলাম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে প্রচুর ইসলামি বই পড়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে নানান মতাদর্শ তাকে দ্বিধান্বিত করে তুলে। তিনি ধর্মকর্ম থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বিষয়টি স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবকে জানালে ইমাম সাহেব কুরআন ও হাদিসের আলোকে তার জন্য সমাধান বাতলে দেন।

(ক) الفتنة শব্দের সংজ্ঞা দাও।

(খ) علماؤهم شر من تحت أديم السماء হাদিসাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(গ) মুশাররফ হোসেনের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কী সমাধান রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ইমাম সাহেবের কাজটি মূল্যায়ন কর।

২০২৪

## ঊনত্রিংশ অধ্যায়

## باب السكران

## নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির বর্ণনা অধ্যায়

ইসলামে মদ পান করা হারাম। ইসলামপূর্ব যুগে মদের বহুল প্রচলন ছিলো। মদ না হলে কোনো আসরই জমতো না। প্রাচীন আরবি কবিতায় মদের উল্লেখ ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হয়। মদের প্রতি মানুষের আসক্তি লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা দয়াবশতঃ ক্রমান্বয়ে মদ হারাম করেন। এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো নিম্নরূপ- (১)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থ- আর খেজুর ও আঙ্গুর গাছের ফল থেকে তোমরা গ্রহণ কর মাদক এবং ভালো খাদ্য। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান কওমের জন্য অবশ্যই মহান উপদেশ রয়েছে। (২) এরপর নাজিল হলো- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا অর্থ- তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, হে নবি আপনি বলে দিন, এ দু'টিতে রয়েছে বড় গোনাহ ও মানুষের জন্য অনেক উপকার এবং এদের গোনাহ এদের উপকার হতে বড়। (৩) তারপর নাজিল হলো- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ অর্থ- ওহে ইমানদারগণ তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা জান যা তোমরা বলছ। (৪) অবশেষে মদ হারামের অমোঘ বিধান নিয়ে নাজিল হলো- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. অর্থ- ওহে ইমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, স্থাপনকৃত মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারক তীর অপবিত্র ও শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা হতে দূরে থাক। যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। নিশ্চয়ই শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক শত্রুতা ও ক্রোধ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ তাআলার জিকির ও নামাজ হতে বিরত রাখতো। তোমরা কি তাহলে বিরত থাকবে না?

মদ চূড়ান্ত হারাম ঘোষিত হওয়ার পর আর একটি বারের জন্যও মদ বৈধ হয় নি। বর্তমান বিশ্বে মাদকাসক্ত যুব সমাজ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে দেশে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। গড়ে উঠেছে মাদক আসক্তদের রোগ নিরাময় কেন্দ্র। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই হচ্ছে না। আইনের চোখকে ফাকি দিয়ে চোরাচালানীর মাধ্যমে মাদক সেবীদের হাতে মাদক ঠিকই পৌছে যাচ্ছে। উচ্চ মূল্যে

মাদক কিনতে গিয়ে অনেকে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। আবার কতক মাদকসেবীরা মাদকের টাকা যোগাড় করতে জড়িয়ে পড়ছে নানাবিধ অপরাধে। এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামের বিধানেই রয়েছে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার। যেখানে মাদক সেবনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা। মাদক কেনা বেচাকে করা হয়েছে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। মাদক উৎপাদনও শাস্তি যোগ্য অপরাধ। হাদিসে মদের মতোই মাদকতা সৃষ্টিকারী সর্ব প্রকার মাদকদ্রব্যকেও হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর মদকে ঘোষণা করা হয়েছে সব গোনাহের সূতিকাগার হিসেবে। তাই মাদকমুক্ত সমাজ পেতে ইসলামি অনুশাসনের কোন বিকল্প নেই।

**হাদিস -২৯৪:**

٢٩٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُم فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

**অনুবাদঃ** হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন-যিনাকারী ইমানদার অবস্থায় যিনা করে না, মদ্য পানকারী ইমানদার অবস্থায় মদপান করে না, চোর ইমানদার অবস্থায় চুরি করে না, লুটেরা ব্যক্তি কোন কোন দামীয় জিনিষ ইমানদার অবস্থায় লুট করে না যা লুট করার সময়ে অন্যরা তার দিকেচোখ তুলে তাকায় এবং কেউ ইমানদার অবস্থায় গনীমতের মাল হতে আত্মসাৎ করেনা। সুতরাং তোমরা এহেন কার্যবলীকে নিজেদেরকে দূরে রাখ। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ**

لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن :

অর্থ- কোন মদ্যপানকারী ব্যক্তি মদ পানের সময়ে মুমিন থাকে না। হাদিসের এ ভাষ্যকে অপর এক হাদিসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের সময়ে তার ইমান অন্তকরণ হতে উঠে তার মাথার উপর ছায়ার মত বিরাজ করতে থাকে। অতঃপর যখন সে মদ পান থেকে মুক্ত হয় তখন আবার তার ইমান ফিরে আসে। একই অবস্থা চুরি ও যিনার ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। অথবা, একথার মর্মার্থ এই যে, এ কাজগুলি এতই গর্হিত যে, এ সব কর্ম সম্পূর্ণরূপে ইমানের পরিপন্থী কাজ। এ গোনাহগুলি করতে করতে সে ইমানের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়। অথবা-কোন ব্যক্তি ইমানদার দাবী করা সত্বেও এ গর্হিত কাজগুলি বৈধ জ্ঞানে করলে তার ইমান চলে যায়। অথবা- এহেন ব্যক্তির থেকে ইমানের নূর চলে যায় ।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

لايزني : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نفي فعل معروف বাব ضرب–يضرب মাসদার الزنا মাদ্দাহ ز– ن – ي. জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- সে (পু.)যিনা করে না।

يسرق : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب–يضرب মাসদার السراقة মাদ্দাহ س– ر– ق জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) চুরি করে।

مؤمن : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ– م– ن. জিন্‌স مهموز فاء অর্থ- সে (পু.) ইমানদার।

سارق : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب – يضرب মাসদার السراقة মাদ্দাহ س– ر– ق. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) চোর।

ينتهب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الانتهاب মাদ্দাহ ن– ه– ب জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) লুট করে।

أبصار : ছিগাহ اسم جمع একবচন البصر মাদ্দাহ ب– ص– ر. জিন্‌স صحيح অর্থ- চক্ষুসমূহ।

**হাদিস-২৯৫:**

٢٩٥- عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَأَنها مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ

**অনুবাদ:** হজরত আবু দারদা (ﷺ) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন- আমাকে আমার প্রিয়তম বন্ধু(রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্তিমকালিন উপদেশ দিয়ে গেছেন- তুমি আল্লাহ তাআলার সংগে অংশীদার স্থাপন করবে না যদিও তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়, অথবা তোমাকে পুড়িয়ে মারা হয়। তুমি ইচ্ছাকৃত কোন ফরজ্ নামাজ্ ছেড়ে দিবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ্ ছেড়ে দিবে, তার থেকে আমার জিম্মাদারী মুক্ত হয়ে যাবে এবং তুমি মদ্যপান করবে না কেননা, উহা সব মন্দের চাবিকাঠি। (সুনান ইবনে মাজাহ)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر : অর্থ- এবং তুমি মদ্যপান করবে না। কেননা, উহা সব মন্দের চাবিকাঠি। চাবি দ্বারা তালা খুললে যেমন কক্ষে প্রবেশ করা যায়। তদ্রূপ সর্বপ্রকার মন্দকাজের চাবি মদ পান করলে সে সর্ব প্রকার গোনাহ করতে পারে। কেননা, মদ পানের দ্বারা মানুষের মধ্যে মাতলামীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, তার বুদ্ধি - বিবেক লোপ পায়। তখন কোন অন্যায় কাজই তার কাছে অন্যায় মনে হয় না। তাই সে যে কোনো অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এভাবেই মদ্যপান সব মন্দকাজের চাবিকাঠি প্রমাণিত হয়।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

لاتشرك : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإشراك মাদ্দাহ ش - ر - ك. জিন্‌স صحيح অর্থ- তুমি (পু.) শির্‌ক করো না।

حرقت : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ إثبات فعل مضارع مجهول বাব تفعيل মাসদার التحريق মাদ্দাহ. ح - ر- ق. জিন্‌স صحيح অর্থ- তোমাকে (পু.) পোড়ানো হল।

متعمد : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعل মাসদার التعمد মাদ্দাহ ع- م - د. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) ইচ্ছাকারী।

مفتاح : ছিগাহ واحد كبرى বাহাছ اسم آلة বাব فتح – يفتح মাসদার الفتح মাদ্দাহ ف- ت – ح. জিন্‌স صحيح অর্থ- খোলা কটি বড় যন্ত্র (চাবি)

**হাদিস-২৯৬:**

٢٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا .رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

**অনুবাদ:** হজরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদের ক্ষেত্রে দশ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন। এক. আঙুর নিংড়িয়ে রস বের করে মদ প্রস্তুতকারী, দুই. যার নিমিত্তে মদ তৈয়ার করা হয়, তিন. মদ পান কারী, চার. মদ বহনকারী, পাঁচ. যার নিকট মদ বহন করে নেয়া হয়, ছয়. মদ পরিবেশনকারী সাকী, সাত. মদ বিক্রেতা, আট. মদের মূল্যভোগকারী ব্যক্তি, নয়. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়, দশ. যার (মহিলার) নিমিত্তে মদ ক্রয় করা হয়। (জামে তিরমিজি, সুনান ইবনে মাজাহ)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**মদের সম্পৃক্ততাই নিন্দনীয় :**

হাদিস শরিফে মদের সঙ্গে সম্পর্কিত দশ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত বর্ষিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মাদক দ্রব্যের প্রতি ইসলামের মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং মাদকের সর্বগ্রাসী মানবতা বিধ্বংশীরূপও পরিস্ফুট হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব যেখানে মাদকের ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন ইসলাম সেই দেড় হাজার বৎসর পূর্বেই মাদকের কুফল বিবেচনা করে মাদকদ্রব্যের যেকোন প্রকারের সম্পৃক্ততাকে কঠোরতার সাথে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামি অনুশাসন মানার কোন বিকল্প নেই।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

عاصر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب – يضرب মাসদার العصور মাদ্দাহ ع – ص – ر. জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) রস নিষ্কাশনকারী।

محمولة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم مفعول বাব ضرب – يضرب মাসদার الحمل মাদ্দাহ ح– م– ل . জিনস صحيح অর্থ- সে (স্ত্রী.) বহনকৃত।

ساقي : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب – يضرب মাসদার السقي মাদ্দাহ س– ق – ي. জিনস ناقص يائي অর্থ- সে (পু.) পানীয় পরিবেশনকারী।

مشتري : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاشتراء মাদ্দাহ ش–ر–ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে (পু.) ক্রয়কারী (ক্রেতা)।

**হাদিস-২৯৭:**

٢٩٧– عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إِنَّهُ قَدْ نُزِّلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ اَلْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ " – رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

**অনুবাদঃ** হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-হজরত ওমর (رضي الله عنه) হজরত রসুলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণে বলেন- নিশ্চয়ই মদের নিষিদ্ধতা নাজিল হয়েছে। আর তা তৈরি হয় পাঁচ জিনিস থেকে। ১. আঙ্গুর, ২. খেজুর, ৩. গম, ৪. যব, ৫. মধু। আর মদ হলো যা বুদ্ধি-বিবেককে লোপ করে দেয়। (সহিহ বুখারি)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

والخمر ما خامر العقل : অর্থ- আর মদ হল যা বুদ্ধি-বিবেককে লোপ করে দেয়। সাধারণত পাচ শ্রেণির বস্তু দ্বারা মদ তৈরী করা হয়। ১.আঙুর, ২. খেজুর, ৩. গম , ৪. যব, ৫. মধু । বর্তমানে মাদক জাতীয় বস্তু যথা -হিরোইন, কোকেন, গাজা, ইয়াবা ইত্যাদি উল্লেখিত বস্তু দ্বারা তৈরী মদের চেয়েও ভয়ংকর এবং ক্ষতিকর। তাই মদের ক্ষেত্রে বস্তুগত দিক বিবেচনা না করে মদের উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিৎ। আর হাদিস শরিফেও সে কথার সত্যতা পাওয়া যায়। হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে। والخمر ما خامر العقل সুতরাং মাদকের কুফল যে বস্তুর মধ্যে পরিলক্ষিত হবে তা-ই মাদকের মত ব্যবহার বিপণন ও উৎপাদন করা নিষিদ্ধ হবে। এবং মদের গোনাহ ও বিচার এসব মাদক দ্রব্যের প্রতিও প্রযোজ্য হবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)**

منبر : ছিগাহ واحد صغرى বাহাছ اسم آلة বাব سمع – يسمع মাসদার النبر মাদ্দাহ ن-ب-ر জিন্‌স صحيح অর্থ- উচু করার কটি ছোট যন্ত্র।

خامر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব مفاعلة মাসদার المخامرة মাদ্দাহ خ-م-ر জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) ঢেকে দিল।

**হাদিস -২৯৮:**

٢٩٨– عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْاٰخِرَةِ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন-প্রত্যেক নেশা আনায়নকারী বস্তু মদের শামিল এবং প্রত্যেক নেশা আনায়নকারী বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করবে অতঃপর তওবা না করে মদ্যপানের অভ্যাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে আখেরাতে (জান্নাতের ) মদ পান করতে পারবে না। (সহিহ মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

" ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة : অর্থ- প্রত্যেক নেশা আনায়নকারী বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করবে, অতঃপর তওবা না করে মদ্যপানের অভ্যাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে আখেরাতে (জান্নাতের) মদ পান করতে পারবে না। দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহ তাআলার যৎকিঞ্চিত নেয়ামতরাজী পেয়ে থাকে ও ভোগ করে থাকে। কিন্তু আখেরাতে তারা অফুরন্ত নেয়ামত পাবে ও

২০২৪

ভোগ করবে। যে সব নেয়ামতের সাথে দুনিয়ার নেয়ামতের কোন তুলনাই হয়না। মদ পানে নেশা হয়, তবে শরীরে রোমাঞ্চকর অনুভূতি সৃষ্টি করেই মদ নেশার দিকে ধাবিত হয়। ফলে তা অসক্তি সৃষ্টি করে সমূহ ক্ষতির দিকে ধাবিত করে। তাই ইসলামে মদকে করা হয়েছে হারাম। তবে আখেরাতের মদ হবে দুনিয়ার মদের থেকে অনেক অনেক উন্নত মানের । যা পাবে কেবল মাত্র বেহেশতীগণ। তা পান করলে রোমাঞ্চ হবে, ভালো লাগবে, কিন্তু নেশা হবেনা। বুদ্ধি বিবেক লোপ পাবেনা। সুতরাং যারা দুনিয়ায় মদ্যপানের মত কবিরা গোনাহ করবে, তারা পরকালে মদ পাবে না অর্থাৎ, তারা চির শান্তির জান্নাতই পাবে না। তাই জান্নাতের মদ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مسكر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإسكار মাদ্দাহ س- ك - ر. জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) মাতলামী আনায়ন কারী।

يدمن : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাসদার الإدمان মাদ্দাহ د- م- ن. জিনস صحيح অর্থ- সে (পু.) অভ্যস্ত হচ্ছে।

**হাদিস-২৯৯:**

٢٩٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ « إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ » (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি রসুল (ﷺ) কে মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কায় অবস্থানরত অবস্থায় বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রসুল মদের ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করেছেন। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ : এ হাদিসে মদের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসাকে হারাম করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামে মদসহ সকল নেশা উদ্রেককারী বস্তু হারাম। কেননা, মাদকাসক্তি জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মাদকাসক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও ক্ষতিকর।

কুরআন ও হাদিস থেকে সুপ্রমাণিত যে, মদ, মদ্যপানকারী, মদ প্রস্তুতকারী, প্রস্তুতের নির্দেশ প্রদানকারী, বহনকারী, মদের বিক্রেতা, ক্রেতা এবং মদ বিক্রিত অর্থ ভক্ষণকারীসহ মদ ও মাদকদ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (ﷺ) অভিসম্পাত করেছেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

سمع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব سمع يسمع মাসদার السمع মাদ্দাহ س – م – ع জিনস صحيح، অর্থ- সে শ্রবণ করেছে।

يقول : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق – و – ل জিনস أجوف واوي অর্থ- সে বলেছে।

حرم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব تفعيل মাসদার التحريم মাদ্দাহ ح – ر – م জিনস صحيح، অর্থ- সে হারাম করেছে।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. মদ্যপানের হুকুম কি?

ক. হারাম | খ. মাকরুহ তাহরিমি
গ. মাকরুহ তানজিহি | ঘ. মাকরুহ তবয়ি

২. মদের সাথে জড়িত কত শ্রেণির লোকের প্রতি আল্লাহ তাআলার লা'নত করেছেন ?

ক . ৩ শ্রেণি | খ. ৫ শ্রেণি
গ. ৭ শ্রেণি | ঘ. ১০ শ্রেণি

৩. সর্ব প্রকার গোনাহকে একত্রকারী জিনিস কি?

ক. যিনা | খ. জুয়া
গ. মদ | ঘ. হারাম উপার্জন

২০২৪

৪. মদ কিভাবে হারাম হয়েছে ?

ক. একবারে খ. বারে বারে

গ. পর্যায়ক্রমে ঘ. শুধু নামাজের সময়ে

৫. কবিরা গোনাহ করলে কখন ইমান থাকেনা ?

ক. বৈধ জ্ঞানে গোনাহ করলে।

খ. নির্ভয় হয়ে গোনাহ করলে।

গ. কবিরা গোনাহ বার বার করলে।

ঘ. গোনাহ করার পর তওবা না করলে।

৬. মদপান সব মন্দের চাবিকাঠি। কারণ-

i. মদ বুদ্ধিকে লোপ করে।

ii. মদ্যপ ব্যক্তি সব গোনাহ করতে পারে।

iii. মদের প্রতিক্রিয়ায় সব গোনাহ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

রাজধানীর কালাচাদপুরের মদসহ দু'জন গ্রেপ্তার হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গুলশান জোনের পরিদর্শক কামরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার রাত ১২টা দিকে পশ্চিম কালাচাদপুরের ১০১/১ নম্বর বাড়ির সপ্তম তলায় অভিযান চালিয়ে ২৪ হাজার লিটার মদ উদ্ধার করে। গ্রেপ্তারকৃত বজলু ও ফজলু জানান, ৭ম তলা ঐ বাড়ির মালিক আশরাফ উদ্দীনের। বাড়ির মালিক ভবনের তিন তলা থেকে সাত তলা পর্যন্ত কারখানা দিয়ে মদ তৈরি করে স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে থাকে। তারা সেখানে বেতনভূক্ত কর্মচারী।

(ক) لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر এর অনুবাদ কর।

(খ) الخمر ما خامر العقل হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্ধৃত সংবাদে উল্লিখিত কাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার লানত বর্ষিত হয় বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) পরিদর্শক কামরুল ইসলাম সাহেবের ভূমিকা কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

# ত্রিংশ অধ্যায়

## باب الإرهاب

## সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ভয়াবহতা সম্পর্কিত অধ্যায়

ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতার কল্যাণের ধর্ম। পরস্পর কল্যাণ কামনাই ইসলামের মূলমন্ত্র। কারো অকল্যাণ কামনা ইসলাম কখনও অনুমোদন করে না। বরং ইসলামের নির্দেশ হল, তুমি নিজের জন্য যা ভালোবাস তা তোমার ভাইয়ের ক্ষেত্রেও পছন্দ কর। রসুল (ﷺ) বলেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার যবান ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আল্লাহ সে বান্দাকে সাহায্য করেন, যে অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।

ইসলামের এসব অমোঘ বিধান মেনে চললে কেউ সন্ত্রাসী হতে পারে না। ইসলামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোন ঠাঁই নেই। বর্তমানে সুকৌশলে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ভার মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা খুবই দুখজনক। জিহাদ হলো- সত্য, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। জিহাদ শুধু সসস্ত্র মোকাবিলা নয়। জিহাদ মানব কল্যাণে নিবেদিত । অপর দিকে সন্ত্রাসের দ্বারা মানবতার অনিষ্টই সাধিত হয়ে থাকে। তাই যে কোনো প্রকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ইসলামে ফিৎনা ও ফাসাদ নামে অখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ফিৎনাকে মানুষ হত্যার চেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে-والفتنة أشد من القتل অর্থ- ফিৎনা ও বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়ে কঠিন। সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে ফিৎনার অন্তর্ভুক্ত বা ফিৎনার অন্যতম প্রকার। তাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিহার করা প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করে হাদিসে এরশাদ হয়েছে-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও যবান হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ সে কাউকে কটু বা অশ্লীল কথা বলে কষ্ট দেয়না বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেনা। এবং হাত দ্বারা তার অনিষ্ট সাধন করেনা বা অস্ত্র ও লাঠিসোটা উত্তোলন করে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনা।

**হাদিস-৩০০:**

٣٠٠- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

**অনুবাদঃ** হজরত ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়। ( বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়। একজন মুসলমানের কাছে অপর মুসলমানের জান ও মালের হিফাযত করা তার প্রতি পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম যারা বিদ্রোহী নয় ও দেশের আইন মান্য করে চলে তাদের জান-মালের হিফাযত করাও দেশের নাগরিকদের উপর অবশ্য কর্তব্য। অমুসলিদের প্রসঙ্গে হাদিসে ঘোষিত হয়েছে- أموالهم كأموالنا ودمائهم كدمائنا. অর্থ- তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মত এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই পবিত্র ও হেফাযতযোগ্য। অতএব যারা এ আমানত রক্ষা করবে না, বরং অস্ত্র ধারণ করবে, সে কোন ক্রমেই ইসলামের অনুপম আদর্শের অনুগামী হতে পারে না সে শরিয়তের নিরীখে কবিরা গোনাহে গোনাহগার হবে। আর এহেন কবিরা গোনাহকে কেউ বৈধ মনে করলে সে অবশ্যই ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

حمل : ছিগাহ واحد مذكر غائب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ ضرب –يضرب বাব

মাসদার الحمل মাদ্দাহ ح– م– ل. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) উত্তোলন করল।

السلاح : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন أسلحة মাদ্দাহ س– ل– ح জিন্‌স صحيح অর্থ- অস্ত্র, হাতিয়ার।

**তারকিব:** مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا أَلسِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

من متضمن معنى الشرط , حمل فعل, ضمير هو فاعل, على حرف جار এবং نا ضمير مجرور , جار

ও مجرور মিলে متعلق , السلاح مفعول , فعل তার فاعل , مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে

شرط হয়েছে। فا جزائية , ليس فعل ناقص , ضمير هو اسم ليس , من حرف جار , نا مجرور

جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل এর সঙ্গে। شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে خبر

ليس হয়েছে। ليس তার اسم আর خبر মিলে جملة اسمية হয়ে جزاء হয়েছে।

পরিশেষে شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হল।

## হাদিস-৩০১:

٣٠١- عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذُنُوْبٍ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا الْبَغْيَ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ أَو قَطِيْعَةَ الرَّحْمِ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِيْ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ أَدَبِ الْمُفْرَدِ.

**অনুবাদ:** হজরত বাক্কার ইবনে আব্দুল আজিজ্ তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-প্রত্যেক গোনাহের শাস্তি আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবস অবধি যতদিন তিনি চান দেরী করেন । তবে সীমালংঘন, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি তার অপরাধীকে দুনিয়াতে দ্রুতই মৃত্যুর পূর্বে প্রদান করেন। (আদাবুল মুফরাদ)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت** অর্থ- এসব ঘৃণ্য কাজের অপরাধীকে তার শাস্তি দ্রুত দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাআলা প্রদান করেন। হাদিসে বর্ণিত তিনটি অপরাধের মধ্যে প্রথমটি হলো البغي বা সীমা লঙ্ঘন করা। **যে কোনো** সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এ সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো, যে কোন অপরাধী সে দুনিয়াতে কোনভাবে বিচারের হাত এড়িয়ে গেলেও তার জন্য দোযখের কঠিন শাস্তি অবধারিত থাকে। কিন্তু সন্ত্রাসী এ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। তাকে আখিরাতের শাস্তি ছাড়াও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করা হবে। শাস্তিস্বরূপ সে মৃত্যুর পূর্বে নানাবিধ রোগ-ব্যধি, মামলা-মোকদ্দমা, শারীরিক ও মানসিক বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হবে। যা হবে তার কৃত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিফল।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

**ذنوب** : ছিগাহ اسم جمع এক বচন ذنب মাসদার الذنوب মাদ্দাহ ذ – ن– ب. জিনস صحيح অর্থ- গোনাহসমূহ।

**يؤخر** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التأخير মাদ্দাহ أ– خ– ر. জিনস مهموز فاء অর্থ- তিনি দেরী করবেন।

**عقوق** : ছিগাহ اسم مصدر মাসদার العقوق মাদ্দাহ ع– ق– ق জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- অবাধ্যতা।

**يعجل** : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার التعجيل মাদ্দাহ ع– ج– ل. জিনস صحيح অর্থ- তিনি তাড়াতাড়ি করবেন।

## হাদিস-৩০২:

٣٠٢- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوفَى ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، قَالَ مَا فَعَلَ أَبُوكَ ؟ قُلْتُ قَتَلَتْهُ الازَارِقَةُ ، فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الْاَزَارِقَةَ مَرَّتَيْنِ ، أَو ثَلَاثًا ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم أَنهمْ كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ ، قُلْتُ الازَارِقَةُ وَحْدَهَا أَمِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا ؟ قَالَ بَلِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا

**অনুবাদঃ** সাঈদ বিন জুমহান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (رضي الله عنه) এর নিকট আসলাম। অতঃপর তাকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, তুমি কে? আমি বল্লাম, আমি সাঈদ ইবনে জুমহান, তিনি বললেন, তোমার পিতার কী হয়েছে? আমি বললাম, তাকে আযারেকা সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ আযারেকা সম্প্রদায়ের প্রতি অভিসম্পাত করুন। একথা তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন। আমাদিগকে হযরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- তারা জাহান্নামীদের কুকুর হবে। আমি বললাম, শুধু কি আযারেকা সম্প্রদায় অভিশপ্ত না সব খারেজিরাই অভিশপ্ত? তিনি বললেন বরং সব খারেজিরাই অভিশপ্ত। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :**

**আযারেকা ও খারেজি সম্প্রদায়ের বর্ণনা :** ভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে খারেজি সম্প্রদায় অন্যতম। খারেজি অর্থ- বাহির হওয়া ব্যক্তি। যেহেতু এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ভ্রান্ত আকীদার কারণে ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদেরকে খারেজি বলা হয়। হজরত আলি (رضي الله عنه) এর খেলাফত আমলে তৃতীয় খলিফায়ে রাশেদ হজরত উসমান (رضي الله عنه) এর শাহাদাতের বিচারকে কেন্দ্র করে হজরত আলি (رضي الله عنه)ও হজরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) এর মধ্যে সংঘটিত সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পর খারেজি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তারা দাবী করে যে, পবিত্র কুরআনকে ফয়সালাকারী মান্য করে উক্ত ফয়সালা কাজে যারা মানুষকে সালিস নিযুক্ত করে এবং যারা সালিস নিযুক্ত হয় তারা সবাই কাফির। সুতরাং তাদের মতে, হজরত আলি (رضي الله عنه) ও হজরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) সহ তৎকালীন সময়ের অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই কাফিরের তালিকায় স্থান পান। তাদের জঘন্য মতবাদের কারণে তারা ইসলামের দলত্যাগী খারেজি নামে অভিহিত হয়। আযারেকা তাদেরই একটি উপ-সম্প্রদায়। তারা আলোচ্য হাদিসের বর্ণনাকারী সাঈদের পিতা জুমহানকে শহিদ করেছিল। সুতরাং বর্তমানেও যেসব সন্ত্রাসীরা মানুষ হত্যা করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে, তারাও উক্ত আযারেকাদের মত আখেরাতে দোজখের কুকুর হওয়ার মত শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

فسلمت : (فاءعاطفة) ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব تفعيل মাসদার التسليم মাদ্দাহ س- ل- م. জিন্‌স صحيح অর্থ- আমি সালাম দিলাম

قتلته : (ه- ضمير منصوب متصل) ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব نصر – ينصر. মাসদার القتل মাদ্দাহ ق- ت- ل. জিন্‌স صحيح অর্থ- আমি হত্যা করলাম

لعن : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব فتح –يفتح মাসদার اللعن মাদ্দাহ ل-ع- ن. জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.)অভিসম্পাত করল

حدثنا : (نا – ضمير منصوب متصل) ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضي معروف বাব تفعيل মাসদার التحديث মাদ্দাহ ح- د- ث জিন্‌স صحيح অর্থ- সে (পু.) বর্ণনা করল

كلاب : ছিগাহ اسم جمع একবচন كلب মাদ্দাহ ك- ل- ب. জিন্‌স صحيح অর্থ- কুকুরগুলি

الخوارج : ছিগাহ اسم جمع একবচন خارج মাদ্দাহ خ- ر- ج. জিন্‌স صحيح অর্থ- দলত্যাগীগণ

### রাবি পরিচিতি:

**আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা.) :** তাঁর পূর্ণনাম আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা ইবনে আলকামা ইবনে কায়েস আসলামি। তিনি হুদায়বিয়া ও খয়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নবি করিম (সা.) এর ওফাত পর্যন্ত তিনি মদিনায় বসবাস করেন। অতঃপর তিনি কুফায় গমন করেন। তিনি কুফায় শেষ সাহাবি হিসেবে ৮৭ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন অপরাধের শাস্তি আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্বে প্রদান করবেন?

ক. নামাজ না পড়ার
খ. মিথ্যা কথা বলার
গ. কাউকে গালি দেয়ার
ঘ. মাতা-পিতার অবাধ্যতা করার

২. দোজখের কুকুর হবে কারা?

ক. শিয়া সম্প্রদায় খ. মুরজিয়া সম্প্রদায়

গ. খারেজি সম্প্রদায় ঘ. মুতাযেলা সম্প্রদায়

৩. সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হুকুম কি ?

ক. হারাম খ. কবিরা গোনাহ

গ. মাকরুহ তাহরিমি ঘ. মাকরুহ তানজিহি

৪. আযারেকা উপদলটি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত ?

ক. শিয়া সম্প্রদায় খ. মুতাজেলা সম্প্রদায়।

গ. খারেজি সম্প্রদায় ঘ. মুরজিয়া সম্প্রদায়

৫. حدث শব্দটি কোন্ ছিগাহ ?

ক. واحد مذكر غائب খ. جمع مذكر غائب

গ. واحد مذكر حاضر ঘ. واحد مؤنث غائب

৬. একমাত্র দল যারা বেহেশতে যাবে তার নাম কি ?

ক. আহলে হাদিস খ. আহলে কুরআন

গ. আহলুল আদলে ওয়াত্ তাওহিদ ঘ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

৭. মুসলামনদের উপর অস্ত্রধারণ করার হুকুম কি ?

ক. কবিরা গোনাহ খ. ছগিরা গোনাহ

গ. মাকরুহ তাহরিমি ঘ. মাকরুহ তানজিহি

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

নন্দীগ্রামের মাঠে একজনকে কে বা কারা হত্যা করে ফেলে রেখেছে। এলাকার মানুষ এসে দেখে যাচ্ছে এবং আফসোস করছে। একই ভাবে বাউলি গ্রামের বরকত হোসেনকে রাস্তার পাশে পাটের ক্ষেতে গলা কাটা অবস্থায় সকলে চিহ্নিত করে। এলাকায় এখন সকলে ভীত সন্ত্রস্ত ।

ক. عقوق অর্থ কী ?

খ. পিতা মাতার অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই প্রদান করা হয় ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে হত্যাকান্ডের হত্যাকারীকে হাদিসে কী বলা হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে নন্দী ও বাউলি গ্রাম এলাকায় যে ভীতি ও ত্রাশ চলছে তা জান মালের আমানতের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২০২৪

# একত্রিশতম অধ্যায়

## باب إيذاء النساء

## নারীদের উত্যক্ত করা/ইভটিজিং সংক্রান্ত অধ্যায়

নারীদের উত্যক্ত করা বা ইভটিজিং একটি জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি। সমাজের বখাটে, দুশ্চরিত্র, মাদকাসক্ত ও উশৃঙ্খল ছেলেরাই ইভটিজিং এর হোতা। তারা মেয়েদের গমনাগমনের পথে ওৎ পেতে থেকে তাদেরকে উত্যক্ত করে। যথা- গায়ে পড়ে আলাপ করা, কুপ্রস্তাব দেয়া, শিষ দেয়া, অশ্লীল বাক্যবান নিক্ষেপ করা, ফোন-মোবাইলে রিং দিয়ে আলাপ জুড়ে দেয়া, নানা অজুহাতে দেখা করতে আসা ও নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গি প্রদর্শন করা এবং শিষ দেয়া, যেমন- কথা ও কাজ দ্বারা তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অগ্রসর হয়। ফলে মেয়েদের চলাফেরা, লেখাপড়া ও কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ইভটিজিং এর সিঁড়ি বেয়ে অনেকে বিপথগামী, ধর্ষণ, হাইজ্যাক ও মৃত্যুর সম্মুখীনও হয়ে থাকে। ইভটিজিং শব্দটি ইদানিং বহুল উচ্চারিত হচ্ছে। ইভ্ অর্থ- আদি মাতা হাওয়া এবং টিজিং অর্থ- উত্যক্ত করা। অতএব ইভটিজিং মানে নারীদের উত্যক্ত করা।

ইসলামে ইভটিজিংকে সমূলে উৎখাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলাম নারী- পুরুষ সকলের উপর হিযাব পালন করাকে অত্যাবশ্যক করেছে। পুরুষ- নারী সবাই তাদের চক্ষু অবনমিত রাখবে। যাদের সংগে পরস্পর বিবাহ জায়েজ আছে এমন কারো সঙ্গে দেখা দিবে না। স্বামী-স্ত্রী ও মুহরাম নয় এমন কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই চক্ষু ফিরিয়ে নিবে। হিজাব রক্ষা করে সরাসরি বা ফোনে প্রয়োজনীয় কথা বলার ক্ষেত্রেও শুষ্ক ভাষায় কথা বলবে। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীদের শিক্ষাঙ্গন, কর্মক্ষেত্র ও বিচরণস্থান হবে স্বতন্ত্র ও আলাদা। কারো বাড়ীতে গেলে অবশ্যই অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে। অনুমতি না পাওয়া গেলে বা কোন সাড়া নাপেলে ফিরে আসবে। কাউকে কষ্ট দেয়া,গালি দেয়া, তিরস্কার করা ও ভয় দেখানো ইসলাম ধর্মে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য।

যেসব কারণে সাধারণত ইভটিজিং এর মত অপরাধ সংঘটিত হয়, ইসলাম তা অঙ্কুরেই বিনাশ করে থাকে। পিতামাতা ও অভিভাবকদের উপর তাদের অধিনস্ত সন্তান ও পোষ্যদের চরিত্রবান, খোদাভীরু ও সমাজের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে প্রহার করারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা সরকারের এবং সমাজের সর্বস্তরের নেতৃত্বের পবিত্র দায়িত্ব বলে ইসলামে ঘোষিত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের কঠোর দণ্ড-বিধির যথাযথ প্রয়োগও অপরাধ প্রবণতাকে বহুলাংশে হ্রাস করতে সক্ষম। মূলত ইসলামি অনুশাসন মেনে জীবন চলার মধ্যে ইভটিজিং জাতীয় সামাজিক ব্যাধির কোন আশংকা নেই। জনসাধারণের জান-মাল রক্ষা এবং তাদের ইজ্জত-সম্মানের হেফাজত করা ইসলাম ধর্ম মতে পূত পবিত্র আমানত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

**হাদিস-৩০৫:**

٣٠٥-عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُوْ قَرْنَيْهَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رواه الحاكم)

**অনুবাদঃ** হজরত আলি ইবনে আবি তালিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, হজরত নবি আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেন- হে আলি! তোমার জন্য রয়েছে জান্নাতে একটি গুপ্ত ভাণ্ডার আর নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতের দুই প্রান্তের মালিক হবে। সুতরাং তুমি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপের পর আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না । কেননা, প্রথম দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে নয়। (ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণঃ**

**وانك ذو قرنيها** : অর্থ- আর নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতের দুই প্রান্তের মালিক হবে। এ কথা দ্বারা হজরত আলি (رضي الله عنه) এর পুরো জান্নাতের মালিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন- মাশরিক ও মাগরিব অথবা মাশরিকাইন ও মাগরিবাইন দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে বুঝানো হয়ে থাকে। অথবা, হজরত আলি (رضي الله عنه) এর দুই পুত্র হজরত ইমাম হাসান (رضي الله عنه) ও হজরত ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه) ভ্রাতৃদ্বয়কে হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতী যুবকদের দুই নেতা বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সে অর্থে হজরত আলি (رضي الله عنه) পুত্রদের সুবাদে পূর্ণ জান্নাতের অধিকারী। আর এটা তিনি প্রাপ্ত হবেন ইচ্ছাকৃতভাবে পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করার কারণে।

**فلا تتبع النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة:**

অর্থ- সুতরাং তুমি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপের পর আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। কেননা, প্রথম দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে, কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার বিপক্ষে কথার মর্মার্থ এই যে, প্রথম দৃষ্টি সাধারণত অসাবধানতাবশত এবং অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি ঠিকই ইচ্ছাকৃত এবং মনের চাহিদা মোতাবেক হয়ে থাকে । কেননা কোনো রমণীকে দেখার জন্য শয়তান প্ররোচনা দিয়ে দ্বিতীয় বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে উৎসাহিত করে থাকে। প্রথম দৃষ্টি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়, তাই তার গোনাহ ক্ষমার যোগ্য । আর পরবর্তী দৃষ্টিগুলি ইচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে উহাতে গোনাহ হবে। আর প্রথম দৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী করলেও তা পুনঃদৃষ্টি হিসেবে গণ্য হয়ে গোনাহ হবে। সুতরাং যেখানে পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ইসলামে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, সেখানে নারীদের উত্যক্ত করা, বাক্যবানে জর্জরিত করা এবং অশ্লীল মন্তব্য জাতীয় গর্হিত কাজগুলি ইসলামের দৃষ্টিকোণে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ অপরাধীর জন্য ইসলামি দণ্ড বিধিতে তাজিরের শাস্তি নির্ধারিত আছে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

كنزا : ছিগাহ اسم مفرد বহু বচন كنوز মাদ্দাহ ك-ن-ز, জিন্‌স صحيح অর্থ- গুপ্ত ভাণ্ডার।

فلا تتبع : (فاء عاطفة) ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإتباع মাদ্দাহ ت-ب-ع জিন্‌স صحيح অর্থ- তুমি (পু.) ধাবিত করবে না।

**তারকিব:** لَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

ليست فعل ناقص, ل حرف جار, ك مجرور, جار و مجرور মিলে متعلق হয়েছে ثابت شبه فعل এর সঙ্গে। شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে ليست এর خبر مقدم হয়েছে। الاخرة اسم পরিশেষে ليست তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

২০২৪

**হাদিস-৩০৬:**

٣٠٦-عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِيْ أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

**অনুবাদঃ** হজরত কাসিম ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতা আব্দুর রহমান হতে বর্ণনা করেন, তিনি হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে রেওয়ায়েত করেন, হজরত রসুলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- চোখের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলির মধ্য হতে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ বর্জন করবে আল্লাহ পাক এর পরিবর্তে তাকে এমন ইমান দান করবেন যার স্বাদ সে কলবে অনুভব করবে। (তবারানি)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণঃ**

**إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم** : চোখের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলির মধ্য হতে একটি তীর। বিষাক্ত তীর যেমন নিক্ষিপ্ত হলে তা যে ব্যক্তির গায়ে লাগে সে আহত হয়ে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু বরণ করে। তদ্রূপ পরনারীকে দেখার দ্বারা দৃষ্টিকারী ইমান ও আমলহারা হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। যে ব্যক্তির ইমান ও আমল এ বিষমাখা দৃষ্টি হতে হেফাযত থাকে তার ইমান ও আমল শক্তিশালী ও মজবুত হয়। ফলে সে তার সবল ইমান ও আমলের স্বাদ দুনিয়ায় বসে পেতে থাকে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

**سهام** : ছিগাহ اسم جمع এক বচন سهم মাদ্দাহ س- ه- م জিনস صحيح অর্থ- তীরসমূহ।

**مسموم** : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব نصر- ينصر মাসদার السموم মাদ্দাহ س- م- م জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- অর্থ- বিষাক্ত।

**রাবি পরিচিতিঃ**

**কাসেম ইবনে আবদুর রহমান (رحمه الله):**

কাসেম ইবনে আবদুর রহমান শামি তিনি আবদুর রহমান ইবনে খালিদ এর গোলাম ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত তাবেয়িগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তার পিতা থেকে হাদিস শুনেছেন। তার থেকে আ'লা ইবনে হারেছ হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ বলেছেন, আমি কায়েস এর থেকে কাউকে অধিক বুজর্গ ব্যক্তি দেখেনি।

**হাদিস-৩০৭:**

٣٠٧-عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ وَأَبِي سَمُرَةُ جَالِسٌ أَمَامِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِيْ شَيْءٍ ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (رواه أحمد)

**অনুবাদঃ** হজরত জাবির ইবনে সামুরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি কোনো এক মজলিসে ছিলাম যেখানে হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন, উক্ত মজলিসে আমার পিতা সামুরাও আমার সম্মুখে বসা ছিলেন। অতঃপর হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- নিশ্চয়ই অশ্লীল কথা ও কাজ এবং অশ্লীলতার অভিনয় ইসলামে ইহার কোনো স্থান নেই। নিশ্চয়ই মানুষদের মধ্যে ইসলামের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে সুন্দর। (মুসনাদ আহমদ)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণঃ**

وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا অর্থ- নিশ্চয়ই মানুষদের মধ্যে ইসলামের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে সুন্দর। ইসলাম চারিত্রিক উৎকর্ষের ধর্ম। যার চরিত্র যত ভালো তার মুসলমানিত্বও তত সুন্দর। আর নৈতিক চরিত্রের মাধুর্যতা এইযে, চরিত্রবান ব্যক্তি কোন অশ্লীল কথা বলবে না এবং অশ্লীল অশ্লীল কাজে জড়িত হবেনা। তাই ইভটিজিং জাতীয় গর্হিত কাজ নিঃসন্দেহে ব্যক্তির অশ্লীল ও নির্লজ্জ হওয়ার প্রমাণ। এহেন ব্যক্তিকে কোনমতেই চরিত্রবান বলা যায় না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

مجلس : ছিগাহ واحد বাহাছ اسم ظرف বাব ضرب – يضرب মাসদার الجلوس মাদ্দাহ ج– ل– س জিন্‌স صحيح অর্থ- বসার স্থান।

التفحش : ছিগাহ مصدر বাব تفعل মাদ্দাহ ف–ح– ش জিন্‌স صحيح অর্থ- অশ্লীলতা।

أحسن : ছিগাহ واحد مذكر একবচন اسم تفضيل মাদ্দাহ ح– س– ن জিন্‌স صحيح অর্থ- অপেক্ষাকৃত অধিক সুন্দর।

الإسلام : বাবে إفعال এর مصدر মাদ্দাহ س– ل– م জিন্‌স صحيح অর্থ- আত্মসমর্পন করা।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. জান্নাতের গুপ্তধন কে পাবেন?

ক. হজরত বেলাল (رضي الله عنه) খ. হজরত আয়েশা (رضي الله عنها)

গ. হজরত আলি (رضي الله عنه) ঘ. হজরত ওমর (رضي الله عنه)

২. শয়তানের বিষমাখা তীর কী?

ক. চুরি খ. গান

গ. হত্যা ঘ. কুদৃষ্টি

৩. কার ইসলাম সর্বসুন্দর ?

ক. নামাজী ব্যক্তির খ. আলিম ব্যক্তির

গ. চরিত্রবান ব্যক্তির ঘ. দানশীল ব্যক্তির

৪. বেগানা মহিলাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের হুকুম কী?

ক. হারাম খ. অনুচিত

গ. মাকরুহ তানজিহি ঘ. মাকরুহ তাহরিমি

৫. অশ্লীলতা কী কমায় ?

ক. জ্ঞান খ. লজ্জা

গ. মর্যাদা ঘ. ধন সম্পদ

৬. লজ্জাশীলতা কীসের অঙ্গ।

ক. বিবাহের খ. ঈমানের

গ. চরিত্রের ঘ. কথাবার্তার

৭. অশ্লীলতার আদেশদাতা কে?

ক. শয়তান খ. মন্দ বন্ধু

গ. মন্দ নেতা ঘ. মনের কুচিন্তা

২০২৪

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:**

আফরোজা নিয়মিত মাদ্রাসায় যায়। পথে শফিক নামের একটি ছেলে তার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ইদানিং এমন সব মন্তব্য করে যা আফরোজাকে বিব্রত করে। মাদ্রাসায় যাওয়া-আসায় সে নিরাপত্তাহীন মনে করে এবং তার পিতা-মাতাকে জানায়। আফরোজার বাবা একজন আলেম ও এলাকার চেয়ারম্যান সাহেবকে নিয়ে শফিককে ইসলামের দৃষ্টিতে অন্য মেয়ের দিকে তাকানোর বিধান বর্ণনা করে। তখন শফিক আর এমন কাজ করবে না বলে তাদের কথা দেয়।

(ক) الإِيذاء শব্দটি কোন বাবের মাসদার?

(খ) পুরুষ নারী সকলে তাদের চক্ষুকে অবনমিত রাখবে কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) আফরোজার দিকে শফিকের তাকানো ও মন্তব্য করা কিরূপ? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শফিক আর এমন করবে না বলে যে কথা দেয় তার সুফল হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## সমাপ্ত

২০২৪

২০২৪
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৯ম-১০ম হাদিস

ভোজন করো এবং পান করো কিন্তু অপচয় করো না,
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না
–আল কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করো
–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

| |
|---|
| তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন |
| নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন |

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত